বোরহানোল মোকাল্লেদীন

বা

মজহাব মীমাংসা

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন,
ইমামুল হুদা, হাদিয়ে জামান, সু-প্রসিদ্ধ পীর শাহ্সুফী
আলহাজ্জ্ব হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ
নিবাসী- খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ,
মুবাহিছ, ফকিহ্ শাহ্ সুফী আলহাজ্জ্ব হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও

তদীয় পৌত্র পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক

বশিরহাট "নবনূর কম্পিউটার ও প্রেস"
ইহতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(পঞ্চম মুদ্রণ সন ১৪১৮)

মূল্য- ১২০ টাকা মাত্র

الحمد لله رب العلمين والصلوة و السلام على رسوله

سيدنا محمد و اله و صحبه اجمعين

বোরহানোল-মোকাল্লেদীন

বা

মজহাব মীমাংসা

মজহাবের অর্থ

এমামগণ শরিয়তের দলীল সমূহ হইতে যে মছলা সকল বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। তৎসমূদয়কে মজহাব বলা হয়। শরিয়তের চারিটি দলিল, কোরআন, হাদিছ, এজমা ও ছহিহ কেয়াছ। ইহা হজরত নবিয়ে করিম (সাঃ) এর ছাহাবাদের সময় হইতে একাল অবধি সমস্ত ছুন্নি সম্প্রদায়ের স্বীকৃত মত। তলবিহ গ্রন্থে আছে, বহু অকাট্য ছহিহ প্রমাণে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বহু সংখ্যক ছাহাবা যে সমস্ত মছলার দলীল কোরআন ও হাদিছে না পাইতেন, তৎসমস্তে কেয়াছ অনুযায়ী কার্য্য করিতেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা কেয়াছি মছলায় তর্কবিতর্ক করিয়া একটির স্থলে অন্যটি সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতেন, ইহা বহুবার সংঘটিত হইয়াছে এবং বিনা এনকারে প্রচলিত হইয়াছে, অতএব কেয়াছের দলীল হওয়ার প্রতি ছাহাবাগণের এজমা হইয়াছে।

এমাম এবনে আবদুল বার্রে জামেয়োল-এল্‌ম গ্রন্থে লিখিয়াছেন, সমস্ত শহরের ফকিহ বিদ্বানগণ ও ছুন্নি সম্প্রদায় শরিয়তের আহকামে কেয়াছ করা বিনা মতভেদে জায়েজ বলিয়াছেন।

এমাম নাবাবি 'তহজিবোল আছমা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,— "এমামোল হারামায়েন বলিয়াছেন, বিচক্ষণ বিদ্বানদিগের মত এই যে, কেয়াছ অমান্যকারীগণ উম্মতের আলেম ও শরিয়তবাহক শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইতে পারেন না, যেহেতু তাহারা বহু অকাট্য প্রমাণে প্রমাণিত কেয়াছকে অমান্য অস্বীকার করিয়া থাকেন, আরাও শরিয়তের অধিকাংশ মছলা কেয়াছ দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে এবং উক্ত শরিয়তের একদশমাংশ (স্পষ্ট) কোরআন ও হাদিছে নাই, কাজেই তাহারা সাধারণ (উম্মি) শ্রেণীভুক্ত।"

এমাম এবনো হাজার 'ফৎহোল বারির' টীকা ১৩শ খণ্ডে (২৩২ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন—

"ছাহাবাগণ, তৎপরবর্ত্তী তাবিয়িগণ এবং শহর সমূহের ফকিহগণ কেয়াছ করিয়াছেন, বহু সংখ্যক বিদ্বান একমতে যাহা স্বীকার করেন, তাহাই দলীল হইবে। আল্লামা আবদুর রহমান এবনে খলদুনের মোকাদ্দমার ৪৯৬/৪৯৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,- 'এজমা কোরআন ও এজমা হাদিছের তুল্য শরিয়তের দলীল কেননা ছাহাবাগণ এজমা অমান্যকারী দলের প্রতি এন্‌কার করিতেন। অনেক স্থলে কোরআন ও হাদিছের মীমাংসা পাওয়া না গেলে, ছাহাবাগণ কেয়াছ করিতেন, ইহাতে তাঁহাদের এজমা হইয়াছে।"

তফছির আজিজি, ১২৯ পৃষ্ঠা,—

"খোদাতায়ালার হুকুম চারি প্রকারে অবগত হওয়া যাইতে পারে, (প্রথম) কোরআন, (দ্বিতীয়) হাদিছ, (তৃতীয়) মোজতাহেদগণের এজমা এবং (চতুর্থ) স্পষ্ট কেয়াছ। হাদিছ, এজমা ও কেয়াছের মূল কোরআন শরীফ।"

শাহ অলিউল্লাহ (রঃ) একদোল জিদের ৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,— "শরিয়তের 'ফুরুয়াত' আহকাম (মাছায়েল) যে সমস্ত বিস্তারিত দলীল হইতে অবগত হওয়া যায়, উহা মূলে চারিটি বিষয়,— কোরআন, হাদিছ, এজমা ও কেয়াছ।'

আরও তিনি উক্ত গ্রন্থের ৮৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—এজমা অমান্যকারী দল খারেজী ও কেয়াছ অমান্যকারী দল শিয়া ফেরকা ভুক্ত।

পাঠক, এমামগণ দেখিলেন যে, শরিয়তের মছলা সমূহ নবী করিম ও ছাহাবাগণের সময় বিস্তারিতরূপে লিখিত হয় নাই, সেই হেতু কপট ব্যক্তিরা মিথ্যা কথা শরিয়ত বলিয়া প্রকাশ করিয়া বহু লোকের ইমান নষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছে, কাজে কাজেই উক্ত এমামগণ শরিয়তের মছলা সমূহ প্রথমে কোরআন শরিফ হইতে, তৎপরে হাদিছ হইতে সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিলেন, কিন্তু শরিয়তের অধিকাংশ মছলা কোরআন ও হাদিছে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত না থাকায় উক্ত দলীলদ্বয়ের অস্পষ্টাংশ হইতে ঐ মছলা সমূহ প্রকাশ করিয়া লিখিলেন। ইহাকে এজমা ও কেয়াছ বলা হইয়া থাকে। এই এজমা ও কেয়াছ শরিয়তের একাংশ বা কোরআন ও হাদিছের অস্পষ্টাংশ। কোরআন শরিফের আয়তে আয়তে, হাদিছে হাদিছে এবং আয়তে হাদিছে সহস্র স্থানে বিরোধ ভাব বোধ হইতেছিল, এমামগণ নিজ নিজ খোদা প্রদত্ত জ্ঞানের সাহায্যে উক্ত বিরোধ ভাবগুলি ভঞ্জন করিলেন। কোরআন ও হাদিছে লক্ষ লক্ষ শব্দ আছে—যে সমস্তের দুই বা বহু অর্থ হইতে পারে, তাঁহারা বহু গবেষণায় উক্ত শব্দ সমষ্টির প্রকৃত অর্থ নির্বাচন করিলেন।

আ'ম খাস' প্রভৃতি বিশ প্রকার কোরআন ও হাদিছের পৃথক পৃথক ব্যবহার আছে, তাঁহারা উক্ত পৃথক পৃথক ব্যবহার গুলি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিলেন। ফরজ, ওয়াজেব ও ছুন্নত প্রভৃতি ষোড়শ প্রকার আদেশ সূচক শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ আছে এবং হারাম, মকরুহ প্রভৃতি অষ্ট প্রকার নিষেধ সূচক শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ আছে, তাহারা তৎসমুদয়ের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলেন।

কোরআন ও হাদিছের নাসেখ ও মনছুখ অংশগুলি পৃথক পৃথক ভাবে প্রকাশ করিলেন। এমাম এস্‌ফেরাইনি বর্ণনা করিয়াছেন যে, বিশ সহস্রের অধিক মছলা এমামগণের এজমা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, তাঁহারা তৎসমস্ত প্রকাশ করিলেন।

এমামোল হারামায়েন বলিয়াছেন, বিচক্ষণ বিদ্বানগণের বিচারে শরিয়তের দশ ভাগ মছলা সমূহের মধ্যে নয়ভাগ এমামগণের কেয়াছ কর্ত্তৃক আবিস্কৃত হইয়াছে। উপরোক্ত বর্ণনা সমূহে প্রকাশিত হইতেছে যে, এমামগণের সমস্ত মছলা দলীল সঙ্গত এবং তাঁহারা বিনা দলীলে কোন কথা বলেন নাই।

মনে ভাবুন কোন নিরক্ষর লোক এমাম আজম (রঃ) কে জিজ্ঞাসা করিল যে, নামাজ, রোজা, হজ্জ, ও জাকাত ফরজ কি ছুন্নত এবং প্রত্যেকের মধ্যে কয়টি ফরজ, ওয়াজেব, ছুন্নত, নফল মকরুহ ও মোফছেদ আছে।

তিনি তদুত্তরে বলিলেন, উক্ত কার্য্যগুলি ফরজ এবং প্রত্যেকের মধ্যে এতগুলি ছুন্নত, ফরজ ইত্যাদি আছে। তিনি এই মসলাগুলি কোরআন ও হাদিছের স্পষ্টাংশ হইতে প্রকাশ করিলেন। তৎপরে সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল যে, রফাইয়াদাএন কয়বার করিতে হইবে। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, হজরত নবিয়ে করিম (সাঃ) শেষ অবস্থায় কেবল প্রথম তকবির কালীন রফা করিতেন এবং অন্য সময়ে রফাইয়াদাএন করিতে নিষেধ করিয়াছেন, সেইকারণে বহু সংখ্যক ছাহাবা রুকুতে যাইবার কিম্বা রুকু হইতে উঠিবার সময়ের হস্তদ্বয় উঠানকে মনছুখ বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন অতএব তুমি উক্ত দুই সময়ে হস্তদ্বয় উঠাইও না। (ছহিহ মোছলেম, আবুদাউদ, তেরমেজি ও নাছায়ি, তাহাবি, মোয়াত্তায় মোহাম্মদ, কেতাবোল আছার প্রভৃতি হাদিছ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। ইহা এমাম বোখারি ও মোছলেমের পরম গুরু এমাম ছুফইয়ান ও অন্যান্য তাবিয়ি ও তাবা তাবেয়ি বিদ্বানের মত।)

তৎপরে সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল যে, মোক্তাদি এমামের পশ্চাতে ছুরা ফাতেহা পড়িতে পারে কিনা? এমাম আজম তদুত্তরে বলিলেন, হজরত নবি করিম (ছাঃ) মোক্তাদিকে ফাতেহা বা অন্য কোন ছুরা পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন, সেইহেতু ৮০ জন ছাহাবা মোক্তাদিকে ছুরা ফাতেহা বা কেরাত পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন, কাজে কাজেই তুমি মোক্তাদি হইয়া ছুরা ফাতেহা পড়িও না। (সহিহ মোছলেম, মোয়াত্তায় মালেক, মোয়াত্তায় মোহাম্মদ,

আবুদাউদ, তেরমেজি নাছায়ি, এবনো মাজা, তাহাবী, মছনদে এমাম আজম কেতাবোল আছার ইত্যাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। তৎপরে সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, 'আমিন' শব্দটি উচ্চৈস্বরে, কি চুপে চুপে পাঠ করিতে হইবে? তদুত্তরে এমাম আজম (রঃ) বলিলেন যে, হজরত নবিয়ে করিম (ছাঃ) প্রথমাবস্থায় সাধারণ লোকের শিক্ষা প্রদান মানসে কখন কখন উহা উচ্চৈস্বরে পাঠ করিতেন, কিন্তু অবশেষে উচ্চৈস্বরে পাঠ করা ত্যাগ করিয়া চুপে চুপে পাঠ করিতেন। এই কারণে অধিকাংশ সাহাবা উহা চুপে চুপে পড়িতেন, সুতারং তুমি 'আমিন' শব্দটি চুপে চুপে পাঠ কর। (আবুদাউদ, তেরমেজি ও নাছায়ি গ্রন্থে 'ছাকতার' হাদিছে এবং এবনে মাজা ইত্যাদি গ্রন্থে ইহার প্রমাণ আছে। এমাম আজম (রঃ) এই মছলাগুলি হাদিছের স্পষ্ট হইতে প্রকাশ করিলেন। তৎপরে সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল যে, নানি, দাদি, নাৎনি ও পুৎনি হারাম কিনা? তদুত্তরে এমাম আজম বলিলেন, যে কোরআন ও হাদিছে মাতা ও কন্যা স্পষ্টভাবে হারাম হইয়াছে, কিন্তু উপরোক্ত স্ত্রীলোকগুলির ব্যবস্থা স্পষ্ঠ ভাবে উপরোক্ত দুই দলীলে বর্ণিত হয় নাই, সেই কারণে এমামগণ কেয়াছ করিয়া মাতার দৃষ্টান্তে নানি ও দাদিকে এবং কন্যার দৃষ্টান্তে নাৎনি ও পুৎনিকে হারাম স্থির করিয়াছেন। এমামগণ এই কেয়াছি ব্যবস্থাটি একমতে স্বীকার করিয়াছেন, সেই জন্য ইহাকে এজমা বলা হইয়াছে। এই মছলাটি কোরআন ও হাদিছের অস্পষ্টাংশ হইতে প্রমাণিত হইল। তৎপরে সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল যে, কুকুর, বানর, ভল্লুখ ও বাঘের মলমূত্র নাপাক কিনা? ধান্য, পাঠ ও কলাই ইত্যাদির সুদ (বাড়ী) হারাম কি হালাল?

তদুত্তরে এমাম আজম বলিয়াছেন, কোরআন ও হাদিছে এই মছলাগুলির স্পষ্ট কোন ব্যবস্থা নাই, কিন্তু হাদিছ শরিফে গর্দ্দভের বিষ্ঠা নাপাক ও গমের সুদ হারাম প্রমাণিত হইয়াছে, এই দৃষ্টান্তে উক্ত পশুগুলির মলমূত্র নাপাক ও ধান্য, পাঠ, কলাই ইত্যাদির সুদ হারাম হইবে, ইহাকে কেয়াছ বলা হয়। ইহা হাদিছের অস্পষ্টাংশ।

এক্ষণে প্রমাণিত হইতেছে যে, কেয়াছ এমামগণের আনুমানিক কথা নহে, বরং কোরআন ও হাদিছের নজিরকে কেয়াছ বলা হইয়া থাকে, কোরআন ও হাদিছে যে সকল মছলা অস্পষ্ট ছিল, কেয়াছ তাহা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। যদি এমামগণ বহু চেষ্টায় কোরআন ও হাদিছের স্পষ্ট ও অস্পষ্ট মছলা সকল বিধিবদ্ধ না করিতেন, তবে মোছলেম সম্প্রদায় শরিয়ত জানিতে না পারিয়া ভ্রান্ত সম্প্রদায়ে পরিণত হইতেন এবং তজ্জন্য ইসলাম ধর্ম্মের সমূহ ক্ষতি হইত।

এমাম আবদুল অহ্হাব শায়রানি 'মিজান' গ্রন্থে ৩২।৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

"যদি হজরত নবিয়ে করিম (ছাঃ) কোরআন শরিফের অস্পষ্ট বিষয়গুলি বিস্তারিত ব্যাখ্যা না করিতেন, তবে কোরআন অস্পষ্ট রহিয়া যাইত, এইরূপ যদি এমাম মোজতাহেদগণ হাদিছের অস্পষ্ট বিষয়গুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা না করিতেন, তবে হাদিছ অস্পষ্ট রহিয়া যাইত।

"আরও শায়খোল ইসলাম জিক্‌রিয়া বলিয়াছেন, যদি হজরত নবিয়ে করিম (ছাঃ) ও এমামগণ কোরআন ও হাদিছের অস্পষ্ট ভাবগুলির ব্যাখ্যা না করিতেন তবে আমাদের মধ্যে কেহই উহা করিতে সক্ষম হইত না।

আরও তিনি উক্ত গ্রন্থের ১৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"এবনে হাজম বলিয়াছেন, এমাম মোজতাহেদগণ যে সমস্ত বিষয় (কোরআন ও হাদিছের দৃষ্টান্তে) আবিষ্কার করিয়াছেন, যদিও তৎসমুদয়ের দলীল সাধারণ লোকের জ্ঞানের অগোচর, তথাচ তৎসমুদয় শরিয়তের মধ্যে গণ্য হইবে।

মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ দেহলবি 'একদোলজিদ' গ্রন্থের ৪০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

"এমাম মোজতাহেদ অস্পষ্ট মছলাকে কোরআন ও হাদিছের উল্লিখিত মছলার উপর কেয়াছ করিয়াছেন, ইহাও হজরত নবি করিম (ছাঃ) এর হুকুমের অন্তর্গত।

পাঠক, যদি কোন মজহাব বিদ্বেষী ব্যক্তি বলে যে, এমাম আবু হানিফা (রঃ) অমুক মছলায় কোরআন ও হাদিছের খেলাফ করিয়াছেন, তবে আপনি নিম্নের দুইটি দৃষ্টান্ত পাঠ করুন, ইহাতে প্রতিপক্ষগণের ভ্রান্ত বিশ্বাসের জাল একেবারে ছিন্ন হইয়া যাইবে।

প্রথম দৃষ্টান্ত

আমাদের এদেশের একজন কাবুলী আগমণ করিয়া ক্ষুধার্ত্ত হইয়া কোন গৃহস্থের বাটীতে কিছু খাদ্য সামগ্রী চাহিতেছিল, গৃহস্থ তাহাকে একটি নারিকেল একখানি অস্ত্রসহ প্রদান করিল। সরল চেতা বিদেশী কাবুলী নারিকেলের উপরিস্থ ত্বক (ছোবড়া) চিবাইয়া উহাতে কোন স্বাদ না পাইয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, বাঙ্গালী স্বাদবিহীন দ্রব্য কি জন্য খাইয়া থাকে? গৃহস্থ নারিকেলটি দূরে পতিত দেখিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। কাবুলী বলিতে লাগিল, ভাই তোমাদের দেশের লোকেরা এইরূপ স্বাদবিহীন দ্রব্য কি জন্য খাইয়া থাকেন? তখন গৃহস্থ অস্ত্র দ্বারা নারিকেলটি কাটিয়া উহার মধ্যে পানি ও শাঁস বাহির করিয়া কাবুলীকে খাইতে দিল। কাবুলী উহা খাইয়া বলিতে লাগিল, বাঙ্গালীরা সুখাদ্য দ্রব্য খাইয়া থাকেন, কিন্তু আমি অনভিজ্ঞতার কারণে তাঁহাদের প্রতি দোষারোপ করিয়াছি।

পাঠক, আমাদের মহাবিজ্ঞ চারি এমাম আরব্য ভাষী হওয়ায় কোরআন ও হাদিছের নিগূঢ় মর্ম্ম জানিতেন। বিদেশী মজহাব অমান্যকারীগণ কাবুলী ন্যায় কোরআন ও হাদিছের প্রকাশ্য ভাষা ও শব্দ দেখিয়া এবং এতদুভয়ের মুলতত্ত্ব জ্ঞাত হইতে না পারিয়া উপরোক্ত এমামগণের নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহারা যদি এতদ্ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানী পণ্ডিতমণ্ডলীর উপদেশ গ্রহণ করিতেন, তবে কাবুলীর ন্যায় তাহাদের ভ্রমান্ধকার একেবারে দরীভুত হইয়া যাইত।

পাঠক, যদি কোন মজহাব বিদ্বেষী ব্যক্তি বলে যে, এমাম আবু হানিফা (রঃ) অমুক মছলায় কোরআন ও হাদিছের খেলাফ করিয়াছেন, তবে আপনি নিম্নের দুইটি দৃষ্টান্ত পাঠ করুন, ইহাতে প্রতিপক্ষগণের ভ্রান্ত বিশ্বাসের জাল একেবারে ছিন্ন হইয়া যাইবে।

প্রথম দৃষ্টান্ত

আমাদের এদেশের একজন কাবুলী আগমণ করিয়া ক্ষুধার্ত্ত হইয়া কোন গৃহস্থের বাটীতে কিছু খাদ্য সামগ্রী চাহিতেছিল, গৃহস্থ তাহাকে একটি নারিকেল একখানি অস্ত্রসহ প্রদান করিল। সরল চেতা বিদেশী কাবুলী নারিকেলের উপরিস্থ ত্বক (ছোবড়া) চিবাইয়া উহাতে কোন স্বাদ না পাইয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, বাঙ্গালী স্বাদবিহীন দ্রব্য কি জন্য খাইয়া থাকে? গৃহস্থ নারিকেলটি দূরে পতিত দেখিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। কাবুলী বলিতে লাগিল, ভাই তোমাদের দেশের লোকেরা এইরূপ স্বাদবিহীন দ্রব্য কি জন্য খাইয়া থাকেন? তখন গৃহস্থ অস্ত্র দ্বারা নারিকেলটি কাটিয়া উহার মধ্যে পানি ও শাঁস বাহির করিয়া কাবুলীকে খাইতে দিল। কাবুলী উহা খাইয়া বলিতে লাগিল, বাঙ্গালীরা সুখাদ্য দ্রব্য খাইয়া থাকেন, কিন্তু আমি অনভিজ্ঞতার কারণে তাঁহাদের প্রতি দোযারোপ করিয়াছি।

পাঠক, আমাদের মহাবিজ্ঞ চারি এমাম আরব্য ভাষী হওয়ায় কোরআন ও হাদিছের নিগূঢ় মর্ম্ম জানিতেন। বিদেশী মজহাব অমান্যকারীগণ কাবুলী ন্যায় কোরআন ও হাদিছের প্রকাশ্য ভাষা ও শব্দ দেখিয়া এবং এতদুভয়ের মুলতত্ত্ব জ্ঞাত হইতে না পারিয়া উর্পরোক্ত এমামগণের নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহারা যদি এতদ্ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানী পণ্ডিতমণ্ডলীর উপদেশ গ্রহণ করিতেন, তবে কাবুলীর ন্যায় তাহাদের ভ্রমান্ধকার একেবারে দরীভুত হইয়া যাইত।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত

সামুদ্রিক (সাবমেরিন) টেলিগ্রাফিক তার সমুদ্রের অগাধ পানির তলদেশ অতিক্রম করিয়া আয়র্লাণ্ড দেশ হইতে আমিরিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এই টেলিগ্রামের প্রধান কর্ম্মচারীর মাসিক বেতন ১০০০ টাকা ছিল এবং নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদের বেতন ১০ টাকা হইতে ১০০ টাকা পর্য্যন্ত ছিল। এই নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিলেন যে, আমরা প্রধান কর্ম্মচারী হইতে অতি নিম্নস্থ কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত এক সমান কার্য্য করিয়া থাকি, তবে কি জন্য আমাদের বেতন এত অল্প ও তাঁহার বেতন এত অধিক হইল? কর্ত্তৃপক্ষগণ এই রহস্য ভেদ করিবার জন্য প্রধান কর্ম্মচারীকে কিছু দিবসের জন্য স্থানান্তরিত করিলেন এবং নিম্নস্থ কর্ম্মচারীদের উপর এই সমস্ত কার্য্যের ভারার্পণ করিলেন। ইতিমধ্যে কোন কারণ বশতঃ টেলিগ্রামের তার কাটিয়া যাওয়ায় সংবাদ আদান প্রদান রহিত হইয়া গেল। কর্ত্তৃপক্ষ কর্ম্মচারীবৃন্দকে ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। তাহারা অতি চেষ্টাতে উহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না। তৎপরে কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত প্রধান কর্ম্মচারীকে আনয়ন করিয়া তাঁহার উপর এই কর্ম্মের ভারার্পণ করিলেন। তিনি অভিজ্ঞতা বলে বলিলেন এত ক্রোশ, এত ফুট ও এত ইঞ্চি পরে তারটি কাটিয়া গিয়াছে। তাহারা সেই স্থানে অনুসন্ধান করিয়া তারটি কাটা পাইলেন। তখন কর্ত্তৃপক্ষ সেই সকল নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদিগকে বলিলেন, এই কারণে তাঁহার বেতন সহস্র টাকা ও তোমাদের বেতন এত অল্প।

পাঠক, উপরোক্ত ঘটনার দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, উক্ত নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারিদের ন্যায় আধুনিক মজহাব অমান্যকারিগণ আপনাদিগকে বিজ্ঞ ইমাম চতুষ্টয়ের সমতুল্য জ্ঞান করেন ইহা তাহাদের অন্যায় ধারণা। ক্ষুদ্র কীটানুকীট হইয়া পর্ব্বতের সহিত যুদ্ধ করার বাসনা করিলে, কি জ্ঞানিগণের নিকট হাস্যস্পদ হইতে হয় না?

পাঠক, হানাফিদিগের ফেক্‌হের কেতাবে প্রত্যেক মছলার সহিত উহার দলীল, লিখিত রহিয়াছে। হেদায়া, ফৎহোল-কদির মেরকাত, আয়নি, মায়ানিয়োল-আছার, মোয়াত্তায় মোহাম্মদ, কেতাবোল আছার ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করিলে, হানাফিদিগের প্রত্যেক মছলার দলীল দেখিতে পাইবেন। আমাদের এদেশস্থ মজহাব বিদ্বেষী দল উক্ত গ্রন্থবলী পাঠ করেন নাই কিম্বা পাঠ করিয়া বুঝিতে পারেন নাই, কিম্বা বুঝিতে পারিয়াও সত্যকে অসত্য ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, কিম্বা সত্য মছলাকে কদকারে প্রকাশ করিয়াছেন কিম্বা একেবারে মিথ্যা অপবাদ প্রদান করিয়াছেন। ঐ মজহাব ভুক্ত মৌলবি মহিউদ্দিন 'জফরোল মোবিন' পুস্তকে শতাধিক মছলা লিখিয়া বলিয়াছিলেন যে, হানাফিগণ এই সমস্ত মছলার হাদিছের খেলাফ করিয়াছেন, কিন্তু হানাফি বিদ্বানগণ উক্ত পুস্তকে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, হানাফিগণ কোন মছলায় হাদিছের খেলাফ করেন নাই। মজহাব বিদ্বেষী মৌলবি আব্বাছ আলি, মৌঃ রহিম উদ্দিন, মৌঃ ফছিহ্‌ উদ্দিন, মৌঃ এলাহি বখশ্‌ মৌঃ বাবর আলি, মৌঃ আইউব প্রভৃতি 'বরক' 'সাসমাম', রদ্দোৎ তাকলীদ, মাসায়েলে জরুরিয়া, দোর্রায় মোহম্মদী নেশা ভঞ্জন ও ছেয়নাতল- মোমেনিন প্রভৃতি পুস্তকে ঐ পুরাতন নিয়ম অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন যে, হানাফিগণ অমুক অমুক মছলায় কোরআন ও হাদিছের খেলাফ করিয়াছেন, কিন্তু আপনারা মৎপ্রণীত গ্রন্থাবলীর শেষ খণ্ড পর্য্যন্ত পাঠ করিলে, প্রত্যেক মছলার উত্তর ও অপবাদের খণ্ডন দেখিতে পাইবেন। এই খণ্ডের নাম ' বোরহানোল মোকাদ্দীন' রাখা হইল।

তকলীদ শব্দের অর্থ

বদিউল-অছুল গ্রন্থে লিখিত আছে,—

التقليد تسليم قول الغير من حسن الظن بغير دليل

"অন্যের কথাকে উত্তম ধারণায় বিনা দলীলে মান্য করিয়া লওয়াকে তকলীদ বলা হয়।"

মোছাল্লামের টিকার (৬২৪ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে, 'উক্ত কথাটি দলীল বিরুদ্ধ নহে, তবে সাধারণে উহার দলীল অবগত না হইয়াও মান্য করিয়া থাকে, ইহাই তকলীদ শব্দের প্রকৃত অর্থ।

পাঠক, এমামগণের তকলীদের মূল মর্ম্ম এই যে, এমামগণের প্রকাশিত প্রত্যেক মছলা দলীল সঙ্গত, কেননা তাঁহারা প্রত্যেক মছলার ব্যবস্থা হয় কোরআন ও হাদিছের স্পষ্টাংশ হইতে প্রকাশ করিয়াছেন, না হয় কোরআন ও হাদিছের অস্পষ্টাংশ হইতে প্রকাশ করিয়াছেন, যাহাকে এজমা ও কেয়াছ বলে, এই এজমা শরিয়তের অকাট্য দলীল এবং কেয়াছ ছুন্নত অল জামায়াতের মতে শরিয়তের চতুর্থ দলীল, এক্ষেত্রে এমামগণের প্রত্যেক মছলা দলীল সঙ্গত, কিন্তু অজ্ঞ লোক ঐ দলীল সমূহ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের অগাধ বিদ্যা, সূক্ষ্মজ্ঞান ও সত্যপরায়ণতার প্রতি বিশ্বাস করিয়া উক্ত মছলাগুলি গ্রহণ ও মান্য করিয়া থাকেন, ইহাকে তকলীদ, এমাম কিম্বা মজহাব মান্য করা বলে।

মোসাল্লেমের টিকা ৬২৩ পৃষ্ঠা—

غير المجتهد المطلق ولو عالما يلزمه التقليد و قيل يلزم للعالم بشرط ان تبين له الصحة بدليل لنا المجتهدون من الصحابة و غيرهم من التابعين كانوا يفتون من غير ابداء المستند و يتبعون من غير نكير علماء كانوا او عوام و شاع ذالك وذاع حتى تواتر☆

"যে ব্যক্তি মোজতাহেদ মোতলাক না হয়েন, তিনি বিদ্বান্ হইলেও

তাঁহার পক্ষে মজহাব মান্য (তকলীদ) করা ওয়াজেব হইবে। (ইহাই ছহিহ মত) দূর্ব্বল মত এই যে, যদি বিদ্বানের পক্ষে কোন দলীলে (উক্ত মতের) ছহিহ হওয়া প্রকাশিত হয়, তবে তাঁহাকে (উহা মান্য করা) জায়েজ হইবে।

আমাদের (ছহিহ মতের) প্রমাণ এই যে, এজতেহাদ শক্তি সম্পন্ন ছাহাবা ও তাবেয়িগণ দলীল প্রকাশ না করিয়া ফৎওয়া দিতেন এবং বিদ্বানগণ, কি নিরক্ষরগণ বিনা আপত্তি (উহা) মান্য করিয়া লইতেন, ইহা এরূপ প্রসিদ্ধ ও প্রকাশিত হইয়াছে যে, অসংখ্য লোক বর্ণনা করিয়াছেন।

ছহিহ বোখারি, (মিস্রি ছাপা) ১ম খণ্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা—

(হজরত) নবিয়ে করিম, (দঃ) (হজরত) আবুবকর এবং (হজরত) ওমারের সময় পর্য্যন্ত জোমা'র দিবস যে সময় এমাম (মিম্বরে) উপবেশন করিতেন, (সেই সময়) আজান হইত।"

মূলকথা এই যে, হজরত ও তাঁহার প্রথম খলিফাদ্বয়ের সময় জোমা'য়ার এক আজান হইত, হজরত ওছমান (রাঃ) দ্বিতীয় আজানের ব্যবস্থা প্রদান করেন, কোরআন অথবা হাদিছে দ্বিতীয় আজানের ব্যবস্থা স্পষ্টভাবে নাই। ছাহাবাগণ এই বিষয়ের কোন স্পষ্ট দলীল না পাওয়া সত্ত্বেও ইহা মান্য করিয়া লইয়াছিলেন, ইহাকেই তকলীদ বলে।

এমাম মালেক মোয়াত্তা গ্রন্থের ৪০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"লোকে (ছাহাবাগণ) হজরত ওমার বেনে খাত্তাবের (রাঃ) সময় রমজান মাসে ২৩ রাকায়াত নামাজ করিতেন।"

পাঠক, হজরত নবি করিম (সাঃ) কেবল চারি রাত্রিতে জামায়াত সহ মছজেদে তারাবিহ পাঠ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কয় রাকায়াত তারাবিহ পড়িয়াছিলেন ইহা নির্দ্ধারিত হয় নাই। হজরত ওমারের (রাঃ) আদেশে ত্রিশ রাত্রে বিশ রাক্য়াত করিয়া তারাবিহ জামায়াত সহ মছজিদে প্রচলিত হইয়াছে। ছাহাবাগণ এই ব্যবস্থার স্পষ্ট দলীল না পাইয়াও উহা মান্য করিয়াছিলেন। ইহাতে ছাহাবাগণের তকলীদ করা সাব্যস্ত হইতেছে।

ছহিহ বোখারি (মিস্রি ছাপা) উক্ত খণ্ড, ২৭ পৃষ্ঠা—

"আতা বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তির মলদ্বার কিম্বা লিঙ্গ হইতে কৃমির তুল্য কোন কীট বাহির হইলে, তাহাকে দ্বিতীয়বার ওজু করিতে হইবে।"

হাছান বলিয়াছেন, যদি কেহ মস্তক মুণ্ডন করে, নখ কর্ত্তন করে কিম্বা মোজাদ্বয় খুলিয়া ফেলে, তবে তাহাকে ওজু করিতে হইবে না।"

আরও ৩০ পৃষ্ঠা—

"এব্রাহিম বলিয়াছেন, অবগাহন স্থলে (গোসলখানাতে) কোরআন পাঠ করিলে এবং বিনা অজু কেতাব লিখিলে কোন ক্ষতি হইবে না। যদি লোক (গোসলখানাতে) তহবন্দ পরিধান অবস্থায় থাকে, তবে (তাহাদিগকে) ছালাম কর, নচেৎ ছালাম করিও না।"

আরও ৩৫ পৃষ্ঠা—

"জুহরি বলিয়াছেন, পানির স্বাদ গন্ধ ও রং পরিবর্ত্তন না হইলে উক্ত পানিতে (ওজু করা) জায়েজ হইবে।"

হাম্মাদ বলিয়াছেন মৃত প্রাণীর লোম (ব্যবহারে) কোন দোষ নাই। জুহরি হস্তী প্রভৃতির তুল্য মৃত জীবের অস্থিগুলির সম্বন্ধে বলিয়াছেন, আমি প্রাচীন বিদ্বানগণের মধ্যে কতক লোককে পাইয়াছি যে, তাহারা উহার চিরুণী দ্বারা কেশ বিন্যাস করিতেন, উহার তৈলপাত্র প্রস্তুত করিতেন, উহাতে কোন দোষ বিবেচনা করিতেন না।

এবনে সিরিণ ও এবরাহিম বলিতেন, হস্তিদন্তের ব্যবসা করাতে কোন দোষ নাই। এবনে মোছাইয়েব ও শা'বি বলিয়াছেন যদি কেহ রক্তাক্ত বা অপবিত্র বস্ত্রে, কেবলা ভিন্ন অন্য দিকে (মুখ করিয়া) কিম্বা তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়ে তৎপরে নামাজের সময়েই পানি প্রাপ্ত হয়, তবে পুনরায় তাহার নামাজ পড়িতে হইবে না।

হাছান ও আবুল আলিয়া বলিয়াছেন, খোর্মা ভিজান পানিতে অজু মকরুহ হইবে। আতা বলিয়াছেন, উক্ত পানি এবং দুগ্ধ দ্বারা অজু করা অপেক্ষা তায়াম্মোম করা আমার মতে উত্তম।"

পাঠক, তাবিয়ি ও তাবা তাবিয়ি বিদ্বানগণের উপরোক্ত মতগুলির কোন স্পষ্ট দলীল কোরআন ও হাদিছে নাই, তৎসমস্তই কেয়াসি মত, কিন্তু এমাম বোখারি উহা মান্য করিয়া লাইয়াছেন, এক্ষেত্রে তিনি উপরোক্ত বিদ্বানগণের তকলীদ করিলেন।

ফৎহোল-মোগিছ, ৯৮ পৃষ্ঠ—

"হাদিসের গুপ্ত দোষ অবগত হওয়া দুরুহ ব্যাপার, (এমাম) আলি মদিনী, আহম্মদ, বোখারি ইয়াকুব, আবু হাতেম আবু জোরয়া ও দারুকুৎনি প্রভৃতি বিচক্ষণ পণ্ডিত মণ্ডলী ইহা অবগত হইয়াছেন। (এমাম) এবনে মেহদি বলিয়াছেন যে, আমরা হাদিসের সূক্ষ্মতত্ত্ব এলহাম কর্ত্তৃক পাইয়াছি, যদি তোমরা এই গুপ্ততত্ত্বের প্রমাণ চাও, তবে আমরা উহা প্রকাশ করিতে অক্ষম।"

(এমাম) আবু হাতেম ও আবু জোরয়া' একটি হাদিছকে ছহিহ, বাতীল বা জইফ বলিলে, লোকে ইহার দলীল জিজ্ঞাসা করিতেন, ইহাতে তাঁহারা বলিতেন, আমরা ইহার প্রমাণ পেশ করিতে অক্ষম, তবে অন্যান্য বিদ্বান্‌কে জিজ্ঞাসা কর, তাঁহাদের মতের সহিত আমাদের মত ঐক্য হইলে উহা সত্য জান।

এমাম নাবাবী সহিহ্ মোসলেমের মোকাদ্দামার ১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"(এমাম) হাকেম 'মদখল' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, (এমাম) বোখারি সহিহ গ্রন্থে ৪৩৪ জন লোকের হাদিছ উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু (এমাম) মোছলেম তাহদের হাদিছ গ্রহণ করেন নাই।

(এমাম) মোছলেম ৬২৫ জন লোকের হাদিছ ছহিহ গ্রন্থে গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু (এমাম) বোখারি তাহাদের হাদিছ অগ্রাহ্য করিয়াছেন।"

উপরোক্ত প্রমাণে প্রমাণিত হইতেছে যে, হাদিছতত্ত্ববিদগণ নিজেদের বিবেক বলে হাদিশকে সত্যাসত্য স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের উপরোক্ত মত সমূহের প্রমাণ কোরআন, হাদিছ ও এজমাতে নাই, তাঁহাদের উপরোক্ত কথাগুলি বিনা দলীলে মান্য করাকে তকলীদ বলা হয়।

তকলীদ শব্দের দ্বিতীয় অর্থ

যে কাল্পনিক কথার দলীল কোরআন হাদিস এজমা ও ছহিহ কেয়াছ এই চারি দলীলে নাই এইরূপ বিনা দলীলের কথা মান্য করাকেও তকলীদ বলা হয়। এই তকলীদ নিষিদ্ধ। বিধর্ম্মীদল প্রতিমা পূজা করিত, তাহারা কেবল পূর্ব্ব পুরুষদের মত ধরিয়া এইরূপ অন্যায় করিত, কোন শরিয়তে এইরূপ কার্য্য করার বিধান নাই। কোর আন ও হাদিছে এইরূপ তকলীদ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

কোর আন শরিফে বর্ণিত হইয়াছে,—যে সময়ে তাহাদিগকে বলা হয় যে, খোদাতায়ালা যাহা অবতারণ করিয়াছেন, তোমরা তাহার অনুসরণ কর, তখন তাহারা বলেন, (আমরা উহার অনুসরণ করিব না), বরং যে মতের উপর আমার পিতৃগণকে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার অনুসরণ করিব। যদিও তাহাদের পিতৃগণ কিছু বুঝিতে না পারেন এবং সত্যপথগামী না হয়েন।

পাঠক, শরিয়তের এমাম মোজতাহেদগণ কোরআন ও হাদিছের স্পষ্ট এবং অস্পষ্টাংশ হইতে মছলা সমূহ প্রকাশ করিয়াছেন, কাজেই তাঁহাদের মজহাব মান্য করিলে, কোর-আন ও হাদিছ মান্য করা হইবে, এই তকদীল ওয়াজেব। কাফের ও মোশরেকগণ পূর্ব্বপুরুষগণের বিনা দলীলের কথা মান্য করিয়া থাকে, ইহা হারাম ও নিষিদ্ধ তকলীদ।

পয়গম্বর ও পীরগণ যে সকল অলৌকিক ঘটনা দেখাইতেন, সমুদয়কে মো'জেজা ও কারামাত বলা হইয়া থাকে, ইহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহাদের অনুরসণ করা ওয়াজেব হইয়া থাকে। জাদুগীরগণ যে আশ্চার্য্য ঘটনা দেখাইয়া থাকে, উহাকে 'শোবাদা' ও জাদু বলা হয় ইহার পয়রবি করা হারাম হইয়া থাকে। যে রূপ পয়গম্বর ও জাদুগীর এই উভয়ের মো'জেজা ও জাদুতে আকাশ পাতাল প্রভেদ আছে, সেইরূপ এমামগণের ওয়াজেব তকলীদ ও কাফের ও মোশরেকদিগের হারাম তকলীদে গুরুতর প্রভেদ আছে।

এদেশস্থ মজহাব বিদ্বেষী লেখকেরা সাধারণ লোককে ধোকা দিবার জন্য নিজ নিজ পুস্তকে কোরআন ও হাদিছের কিছু অংশ লিখিয়া উহার অর্থ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং যে সমস্ত আয়ত ও হাদিছ কাফের মোশরেকদের তদলীদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহারা গড়িয়া পিটিয়া উক্ত আয়তগুলি এমামগণের ওয়াজেব তকলীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইহারা যে শিয়া সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর বিশেষ এইরূপ অর্থ পরিবর্ত্তনই তাহার যথেষ্ট লক্ষণ। এইদলভুক্ত মৌলবী এলাহি বখ্‌শ ছাহেব "দোররায় মোহাম্মদী" পুস্তকের ৪-১২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, তফছিরে বয়জবি, আজিজি ও কবির ইত্যাদিতে লিখিত আছে যে, এমামগণের মজহাব মান্য করা কাফেরদের প্রতিমা পূজা ও পূর্ব্ব পুরুষদের মতালম্বন করার ন্যায় শেরক ও কাফেরি কার্য্য।

পাঠক, এক্ষণে উপরোক্ত তফছির সমূহের মর্ম্ম শুনুন এবং উক্ত মৌলবী ছাহেবের কারছাজি ও ধোকাবাজি বুঝুন;—

তফছিরে বয়জবি, ১ম খণ্ড, ২০৯ পৃষ্ঠা;—

فيه دليل على المنع عن اتباع الظن راسا واتباع المجتهد لما ادى اليه ظن مستند الى مدرك شرعى فوجوبه قطعى ☆

উপরোক্ত আয়তে কল্পনার অনুসরণ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়। মোজতাহেদ শরিয়তের দলীলের নজিরে যে কেয়াছি মছলা প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে তাঁহার অনুসরণ করা অকাট্য ওয়াজেব (ফরজ)।

আরও উক্ত তফছির, উক্ত খণ্ড, ২০৯।২১০ পৃষ্ঠা;—

و اتبـاع الغير فی الدين اذا علم بدليل ما انه محق كـالانبيـاء و الـمـجتهدين فی الاحكام فهو فی الحقيقة ليس بتقليد بل اتباع لما انزل اللّٰه تعالٰى ☆

"ধর্ম সম্বন্ধে অন্যের অনুসরণ করা যদি কোন দলীলে তাহার সত্যপরায়ণতা বুঝা যায়, যেরূপ পয়গম্বরগণ ও (শরিয়তের) আহকামের মোজতাহেদগণ, তবে ইহা প্রকৃতপক্ষে তকলীদ নহে, বরং উক্ত কোরআনের অনুসরণ করা হইবে—যাহা খোদাতায়ালা অবতারণ করিয়াছেন।'

তফছিরে রুহোলমায়ানি, ১ম খণ্ড, ৩৫৬ পৃষ্ঠা,—

و فـی الاية دليـل علـی المنع من التقليد لمن قدر على النظر واما اتباع الغير فی الدين بعد العلم بد ليل ما انـه مـحـق فاتباع فی الحقيقة لما انزل اللّٰه تعالٰى و ليس الـتـقليد الـمَذ موم فی شئ و قد قال سبحانه فَسْئَلُوْآ اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ☆

"উপরোক্ত আয়তে যে ব্যক্তি বিবেচনা করার শক্তি রাখেন, তাঁহার পক্ষ্যে অন্যের মতাবলম্বন করা নিষিদ্ধ হওয়া প্রমাণিত হয়, কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে অন্যের অনুসরণ করা যাহার সত্যপরায়ণ হওয়া কোন দলীলে অবগত হওয়া যায়, উহা প্রকৃতপক্ষে উক্ত কোরআনে র অনুসরণ করা হইবে—যাহা খোদা অবতারণ করিয়াছেন। ইহা কোন ভাবে নিষিদ্ধ তকলীদ হইতে পারে

না পবিত্র খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, "অনন্তর যদি তোমরা অবগত না থাক, তবে জ্ঞাতাকে জিজ্ঞাসা কর।"

তফছিরে কবির, ৩য় খণ্ড, ২৮০ পৃষ্ঠা—

احدهما ان فى احكام الحوادث مالا يعرف بالنص بل بالاستنباط و ثانيهما ان الا ستنباط حجة و ثالثها ان العامى يجب عليه تقليد العلماء فى احكام الحوادث ☆

(উক্ত আয়তে কয়েকটি কথা বুঝা যায়)। প্রথম এই যে, কতকগুলি ঘটনার ব্যবস্থা স্পষ্ট কোরআন ও হাদিছ দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় না, বরং কেয়াছ দ্বারা (জ্ঞাত হওয়া যায়) দ্বিতীয়, কেয়াছ (শরিয়তের) একটি দলীল। তৃতীয়, উক্ত ঘটনাবলীর ব্যবস্থা সমূহে সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে বিদ্বানগণের তকলীদ (মতাবলম্বন করা ওয়াজেব)"

তফছিরে আজিজি, ১২৮ পৃষ্ঠা—

کسانیکه اطاعت آنها بحکم خدا فرض است شش گروه اند وازانجمله مجتهدین شریعت وشیوخ طریقت اند که حکم ایشان بطریق واجب مخیر لازم الاتباع است بر عوام امت زیرا که فهم اسرار شریعت و دقائق معرفت ایشان را میسر اسْتَفْسَلُوْآ اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ☆

"যাহাদের আদেশ পালন করা খোদার হুকুমে ফরজ তাঁহারা ছয় শ্রেণী, —তন্মধ্যে শরিয়তের মোজতাহেদগণ ও তরিকতের পীরগণ. তাঁহাদের একজনের আদেশ পালন করা সাধারণ উম্মতের প্রতি ওয়াজেব।"

এমাম কোরতবি লিখিয়াছেন;—

ان التقليد المذموم هو اخذ اهل الزيغ و البطلان بلا دليل و تمسك ليس تمسكهم فيه الا قولهم انا وجدنا ابائنا على امة و انا على آثارهم لمهتدون وهم كاليهود و النصارى و الفرق الضالة من الروافض و الخوارج فمن قلدهم كان مثلهم فى الضلالة و اما اتباع اهل الحق و التقليد اليهم فهو اصل من اصول الدين وعصمة من عصم المسلمين يلتجى اليه المقتصر عن درك النظر ☆

"নিশ্চয় ভ্রান্ত ও বাতীল মতধারিদের বিনা দলীল ও প্রমাণের কথা গ্রহণ করাই নিন্দনীয় তকলীদ, তাহাদের উক্ত তকলীদের প্রমাণ তাহাদের এই উক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে যে, নিশ্চয় আমরা আমাদের পিতৃগণকে এক নিয়মের উপর প্রাপ্ত হইয়াছি এবং অবশ্য অবশ্য আমরা তাহাদের পদাঙ্কানুসরণে পথ প্রাপ্ত হইব। তাহারা যেমন য়িহুদী খ্রীষ্টান, রাফিজি ও

না পবিত্র খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, "অনন্তর যদি তোমরা অবগত না থাক, তবে জ্ঞাতাকে জিজ্ঞাসা কর।"

তফছিরে কবির, ৩য় খণ্ড, ২৮০ পৃষ্ঠা—

احدهما ان فی احکام الحوادث مالا یعرف بالنص بـل بـالاستنباط و ثانیهما ان الا ستنباط حجة و ثالثها ان العامی یجب علیه تقلید العلماء فی احکام الحوادث ☆

(উক্ত আয়তে কয়েকটি কথা বুঝা যায়)। প্রথম এই যে, কতকগুলি ঘটনার ব্যবস্থা স্পষ্ট কোরআন ও হাদিছ দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় না, বরং কেয়াছ দ্বারা (জ্ঞাত হওয়া যায়) দ্বিতীয়, কেয়াছ (শরিয়তের) একটি দলীল। তৃতীয়, উক্ত ঘটনাবলীর ব্যবস্থা সমূহে সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে বিদ্বানগণের তকলীদ (মতাবলম্বন করা ওয়াজেব)"

তফছিরে আজিজি, ১২৮ পৃষ্ঠা—

کسانیکه اطاعت آنها بحکم خدا فرض است شش گروه اند وازانجمله مجتهدین شریعت وشیوخ طریقت اند که حکم ایشان بطریق واجب مخیر لازم الاتباع است بر عوام امت زیراکه فهم اسرار شریعت و دقائق معرفت ایشان را میسر استفسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون ☆

"যাহাদের আদেশ পালন করা খোদার হুকুমে ফরজ তাঁহারা ছয় শ্রেণী, —তন্মধ্যে শরিয়তের মোজতাহেদগণ ও তরিকতের পীরগণ, তাঁহাদের একজনের আদেশ পালন করা সাধারণ উম্মতের প্রতি ওয়াজেব।"

এমাম কোরতবি লিখিয়াছেন;—

ان التقليد المذموم هو اخذ اهل الزيغ و البطلان بلا دليل و تمسك ليس تمسكهم فيه الا قولهم انا وجدنا ابائنا على امة وانا على آثارهم لمهتدون وهم كاليهود و النصارى و الفرق الضالة من الروافض و الخوارج فمن قلدهم كان مثلهم فى الضلالة و اما اتباع اهل الحق والتقليد اليهم فهو اصل من اصول الدين وعصمة من عصم المسلمين يلتجى اليه المقتصر عن درك النظر ☆

"নিশ্চয় ভ্রান্ত ও বাতীল মতধারিদের বিনা দলীল ও প্রমাণের কথা গ্রহণ করাই নিন্দনীয় তকলীদ, তাহাদের উক্ত তকলীদের প্রমাণ তাহাদের এই উক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে যে, নিশ্চয় আমরা আমাদের পিতৃগণকে এক নিয়মের উপর প্রাপ্ত হইয়াছি এবং অবশ্য অবশ্য আমরা তাহাদের পদাঙ্কানুসরণে পথ প্রাপ্ত হইব। তাহারা যেমন য়িহুদী খ্রীষ্টান, রাফিজি ও

খারিজী ভ্রান্ত সম্প্রদায়। যে ব্যক্তি তাহাদের তকলীদ (মতানুসরণ) করিবে, সে ব্যক্তি ভ্রান্তিতে (গোমরাহিতে) তাহাদের তুল্য হইবে, কিন্তু সত্যপরায়ণ সম্প্রদায়ের অনুসরণ ও তকলীদ করা ধর্ম্মের দলীল সমূহের মধ্যে একটি দলীল এবং মোছলেম সম্প্রদায়ের একটি মুক্তির পথ। এজতেহাদ করিতে যে ব্যক্তি অক্ষম, তাহার পক্ষে এই তকলীদ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।''

পাঠক, মজহাব বিদ্বেষীদল এমামগণের তকলীদ ও কাফেরদের তকলীকদের সমান বলিয়া প্রকাশ করেন হয়ত কোন দিবস তাহারা মো'জেজা ও জাদুকে এক বলিয়া কোন জাদুগীরকে পয়গম্বর ও পয়গম্বরকে জাদুগীর বলিতেও পারেন।

তাহারা বলেন, আমরা কেবল কোরআন ও হাদিছ মান্য করিব, এজমা ও কেয়াছ মান্য করিতে নাই, কোরআন ও হাদিছ ভিন্ন অন্য দলীল নাই। এমামগণের মজহাব মান্য করা শেরক ও কাফেরী কার্য্য। তাহাদের দলভুক্ত মৌলবি মহিউদ্দিন এলাহি বখ্‌শ ফেক্‌হে মোহাম্মদী ও দোর্রায় মোহাম্মদী পুস্তকদ্বয়ে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মজহাবাবলম্বী মুছলমানগণকে কাফের ও মোশরেক লিখিয়াছেন। এক্ষণে আমি তাহাদের এই ভ্রম সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

তকলীদের প্রথম প্রমাণ

কোরআন ও হাদিছ আরবী ভাষায় লিখিত আছে, এই ভাষায় সর্ব্বশুদ্ধ ৩০টি অক্ষর আছে। প্রথম অক্ষরটিকে 'আলেফ' দ্বিতীয়টিকে 'বে' ও তৃতীয়টিকে 'তে' বলা হয়। আমাদের গ্রাম্য শিক্ষকগণ শিষ্যদিগকে এইরূপ শিক্ষা দিয়া থাকেন এবং এই নিয়মে বিছমিল্লাহ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ভাষা শিক্ষা করা হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, উল্লিখিত অক্ষরগুলির একপ্রকার নাম কোরআন ও হাদিছে নাই এবং উক্ত দলভুক্ত পণ্ডিতগণ কোরাআন ও হাদিছে ইহার প্রমাণ দেখাইতে পারিবেন না। এরূপ ক্ষেত্রে যদি কোন ব্যক্তি আরবী ভাষার প্রকৃত উচ্চারণ বিকৃত করিয়া আলহামদো

স্থলে জালহামদো এবং বিছমিল্লাহ স্থলে ইছমিল্লাহ পাঠ করে, তাহাতে কি সে ব্যক্তি কোরআন পরিবর্ত্তনের দোষী হইবে? যদি কেহ এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, অবশ্য সে ব্যক্তি দোষী বরং কাফের হইবে, যেহেতু আরবী অক্ষর উচ্চারণ সম্বন্ধে তাহার পক্ষে শিক্ষক কিম্বা আরববাসীদিগের মতাবলম্বন করা ওয়াজেব ছিল, সে ব্যক্তি এই ওয়াজেব পরিত্যাগ করিয়াছে, তবে আমি বলি, ইহাকেই তকলীদ বলে, কেননা শিক্ষক ও আরব বাসী কোরআন ও হাদিছ নহেন। এক্ষণে মজহাব বিদ্বেষীগণ কোরআন ও হাদিছ ভিন্ন অন্যের তকলীদ করিয়া কাফের ও মোশরেক হইবেন কিনা?

দ্বিতীয় প্রমাণ

কোরআন শরিফের প্রত্যেক আয়তের পরে অনেক প্রকার ছেদ চিহ্ন আছে—কোনটিকে অক্‌ফে লাজেম, কোনটিকে অক্‌ফে তাম ও মোতলাক ইত্যাদি বলা হয়, এই চিহ্ন বিশেষে অল্প বিস্তর থামিবার ও না থামিবার নিয়ম আছে। এই চিহ্নগুলির নিয়ম অনুসারে কোরআন পাঠ না করিলে, স্থান বিশেষে কাফের হওয়ার সম্ভবনা আছে। এই চিহ্নগুলির প্রবর্ত্তক প্রাচীন বিদ্বানগণ ছিলেন। ইহার প্রমাণ কোরআন ও হাদিছে নাই। মজহাব বিদ্বেষীদল উপরোক্ত প্রাচীন পণ্ডিতগণের মতাবলম্বন (তকলীদ) করিয়া থাকেন, এক্ষেত্রে তাঁহারা এইরূপ তকলীদ করিয়া কাফের ও মোশরেক হইবেন কিনা?

তৃতীয় প্রমাণ

পবিত্র কোরআন সপ্ত প্রকার বিভিন্ন অক্ষরে (কেরাতে) অবতীর্ণ হইয়াছে, এই কারণে উক্ত মহাগ্রন্থ কোরআনের সাতজন কারী ছিলেন। যথা—এমাম আছেম, কেছায়ি, হামজা, নাফে, এবনে কছির, আবু আমরও এবনে আমে'র। প্রত্যেক কারীর দুই দুইজন করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ চতুর্দ্দশ জন শিষ্য ছিলেন। এই শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে প্রত্যেকের কোরআন পাঠ করিবার প্রণালী বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ আছে। ভারতবর্ষীয় মুসলমানগণ এমাম হামজার

মতাবলম্বন করিয়া থাকেন। উক্ত সপ্ত পণ্ডিত এই বিভিন্ন প্রকারের কোরআন পাঠের নিয়ম প্রকাশ করিয়াছেন, ইহার প্রমাণ কোরআন ও হাদিছে কিছুমাত্র নাই। মজহাব বিদ্বেষী দল উপরোক্ত বিদ্বান্‌গণের নিরুপিত মতানুযায়ী কোরআন পাঠ করিয়া থাকেন, এক্ষেত্রে তাঁহারা খোদা ও রাছুল ভিন্ন অন্য লোকের তকলীদ করিয়া কাফের ও মোশরেক হইবেন কিনা?

চতুর্থ প্রমাণ

বাঙ্গালা ভাষাবিদ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন যে, বাঙ্গালা ভাষার অক্ষরগুলি যেরূপ কণ্ঠ, তালু, জিহ্বা, দন্ত ও ওষ্ঠ ইত্যাদি স্থানবিশেষ হইতে উচ্চারিত হয়, আরবী ভাষার প্রত্যেক অক্ষরও সেইরূপ কণ্ঠ, তালু দন্ত ও ওষ্ঠ ইত্যাদি স্থান হইতে উচ্চারিত হইয়া থাকে। যথা—কণ্ঠের অগ্রাংশ হইতে গায়েন ও খে, মধ্যাংশ হইতে আয়েন, ও প্রথম হে, শেষাংশ হইতে হাম্‌জা ও দ্বিতীয় হে, জিহ্বার শেষভাগ হইতে বড় কাফ, তন্নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে ছোট কাফ, জিহ্বার অগ্রভাগের এক পার্শ্ব হইতে লাম, রে ও নুন, জিহ্বার অগ্রভাগ ও উপরি দন্তদ্বয়ের অগ্রভাগ হইতে ছে, জাল ও জোয়, জিহ্বার অগ্রভাগ ও উপরি দন্তের মূল হইতে তে, দাল ও তোয় এবং জিহ্বার অগ্রভাগ ও নিম্ন দন্তদ্বয়ের অগ্রভাগ হইতে জে, ছিন ও ছাদ উচ্চারিত হয়। ইহাকে বৈয়াকরণিক পণ্ডিতগণ মাখরেয নিরুপণ বলিয়া থাকেন। এইরূপ আরবী ৩০ অক্ষরে বিশেষ বিশেষ উচ্চারণ প্রণালী আছে।

তন্‌বিন কিম্বা নুন ছাকেনের পরে 'বে' অক্ষর থাকিলে, উহাকে মিম পড়িতে হইবে, আর নুন, মিম ইয়া এবং ওয়াও থাকিলে উক্ত নুনকে উহাদের সহিত যুক্ত করিতে হইবে এবং নাসিকায় আনিবে, আর রে ও লাম থাকিলে, কেবল যুক্ত করিবে, আর প্রথমে হে, খে, আ'এন, গাএন, দ্বিতীয় হে ও হামজা থাকিলে, উক্ত নুনকে স্পষ্টভাবে পড়িবে, আর অবশিষ্ঠ ১৫ অক্ষর থাকিলে, উহাকে নাসিকায় আনিয়া অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিবে।

মদ্ কয়েক প্রকার আছে, কোনটি চারি আলেফ, কোনটি তিন আলেফ, কোনটি দুই আলেফ ও কোনটি এক আলেফ পরিমাণ টানিয়া পড়িতে হয়।

এইরূপ মহাগ্রন্থ কোরআন শরিফ পাঠ কালে নানাবিধ নিয়ম অবলম্বন করাকে তযবিদ বলে। এই তযবিদের নিয়মাবলীর প্রমাণ কোরআন ও হাদিছে নাই, ইহা কেবল কারী বিদ্বানগণের মত। মজহাব বিদ্বেষী দল কোরআন পাঠ করিতে উক্ত প্রাচীন পণ্ডিতগণের তকলীদ (মতাবলম্বন) করিয়া থাকেন, এক্ষণে তাঁহারা খোদা ও রছুল ভিন্ন অন্যের মতাবলম্বন করিয়া কাফের ও মোশরেক হইবেন কিনা?

পঞ্চম প্রমাণ

প্রত্যেক ভাষার ন্যায় আরবী ভায়ারও অভিধান আছে, ইহা প্রাচীন আভিধানিক পণ্ডিতগণের কথা মাত্র। ইহা দ্বারা কোরআন ও হাদিছের প্রত্যেক শব্দের অর্থ অবগত হওয়া যায়। আরববাসী ভিন্ন জগতের সমস্ত লোক কোরআন ও হাদিছ বুঝিবার জন্য এই অভিধান শিক্ষা করিতে বাধ্য। এক্ষণে যদি মজহাব বিদ্বেষী দল উহা অমান্য করেন, তবে কোরআন ও হাদিছ বুঝিতে না পারিয়া পথভ্রান্ত হইবেন। আর যদি উহা মান্য করেন তবে খোদা ও রছুল ভিন্ন অন্যের বিনা দলীলের কথা মান্য করিয়া কাফের ও মোশরেক হইবেন কিনা?

ষষ্ঠ প্রমাণ

সিবাওয়াএহে, খলিল, আখফাশ, মোবার্রাদ, যাব্বায়ী ও মাজেনী প্রভৃতি প্রাচীন পণ্ডিতগণ ছরফ বিদ্যা আবিষ্কার করিয়া ছিলেন। এই বিদ্যার সাহায্যে ক্রিয়ার বৃত্তান্ত, কাল, ধাতু, প্রত্যয়, লিঙ্গ, বচন ও পুরুষ ইত্যাদি ভাব অবগত হওয়া যায়। ইহা না জানিলে কোরআন ও হাদিছের মর্ম্মাবগত হওয়া যায় না, বরং বিভিন্ন প্রকার অর্থের সৃষ্টি হওয়ায় মহাপাপী হইতে হয়।

যথা—ছুরা ফাতেহার মধ্যে 'আন্‌য়া'মতা আ'লায়হিম' না পড়িয়া যদি কেহ 'আনয়া'মতো-আ'লায়হিম' পাঠ করে, তবে সে ব্যক্তি খোদাই দাবীরূপ কঠিন কাফেরী পাপে নিমগ্ন হইবে। এক্ষণে মজহাব বিদ্বেষীগণ যদি এই বিদ্যা শিক্ষা না করেন, কোরআন ও হাদিছ বুঝিতে পারিবেন না, বরং স্থল বিশেষে কাফেরী পাপে নিমগ্ন হইবেন। আর যদি উহা মান্য করেন, তবে কোরআন ও হাদিছ ভিন্ন অন্যের মত ধরিয়া কাফের ও মোশরেক হইবেন কিনা?

সপ্তম প্রমাণ

প্রাচীন বিদ্বানগণ নহো বিদ্যা আবিস্কার করিয়াছেন, এতদ্বারা বিশেষ, বিশেষণ, সর্ব্বনাম, অব্যয় প্রভৃতি, শব্দের লিঙ্গ, বচন পুরুষ ও কারক ভেদ অবগত হওয়া যায়। ইহার প্রতি লক্ষ্য না থাকিলে, আকার ও একার পরিবর্ত্তনে বিপরীত অর্থ প্রকাশ পায়, যথা— কোরাআন শরিফের ছুরা ফাতেরে লিখিত আছে—

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا

ইহার মর্ম্ম এই,—

"তাঁহার (খোদার) সেবকদিগের মধ্যে কেবল বিদ্বানগণ খোদাতায়ালার ভয় করেন।" এস্থলে "আল্লাহ" শব্দের শেষ অক্ষরের আকার (জবর) স্থলে ওকার (পেশ) পড়িলে এবং ওলামায়ো' শব্দের শেষ অক্ষরের ওকার পেশ স্থলে আকার (জবর) পড়িলে, উহার এইরূপ মর্ম্ম হয় যে, 'খোদাতায়ালা বিদ্বানগণের ভয় করেন।" ইহা কাফেরি কথা। আরও কোরআন শরিফের ছুরা হাশরে বর্ণিত আছে,—

اَلْمُصَوِّرُ ইহার মর্ম্ম এই যে, "খোদাতায়ালা (জীবের) রূপ গঠন করিয়াছেন।" কিন্তু 'ওয়াও' অক্ষরের একার (জের) স্থলে আকার (জবর) পড়িলে, এইরূপ বিকৃত মর্ম্ম হয় "যে, খোদাতায়ালার রূপ গঠন করা হইয়াছে।" ইহা কাফেরী কথা।

আরও কোর-আন শরিফের ছুরা বাকারে আছে,—

وَاِذِا بْتَلٰى اِبْرٰهٖمَ رَبُّه'

ইহার মর্ম্ম এই যে, "যখন এবরাহিম (আঃ) এক তাঁহার প্রভু পরীক্ষা করিলেন।" এই আয়তে এবরাহিমা স্থলে 'এবরাহিমো এবং 'রাব্বুহু' স্থলে 'রাব্বাহু' পড়িলে, এইরূপ বিকৃত মর্ম্ম হয় যে, "যখন (হজরত) এবরাহিম (আঃ) তাঁহার প্রভুকে পরীক্ষা করিলেন। ইহা সম্পুর্ণ ভ্রমত্মক কথা। এই নহো বিদ্যার অভাবে কোরআন ও হাদিছের মর্ম্ম অবগত হওয়া কঠিন, ইহার এক অক্ষরের প্রমাণ কোরআন ও হাদিছে নাই। এক্ষণে যদি মজহাব বিদ্বেষীগণ ইহা অভ্যাস না করেন, তবে কোরআন ও হাদিছ পরিবর্ত্তন করিয়া কাফের হইবেন। আর যদি অভ্যাস করেন, তবে কোরআন ও হাদিছ ভিন্ন অন্যের তকলীদ করিয়া কাফের ও মোশরেক হইবেন কিনা?

অষ্টম প্রমাণ

এমাম রাজি, এমাম এবনে জরির, এমাম এবনে কছির কাজী বয়জবী, এমাম বাগাবী ও এমাম জালাউদ্দীন ছিউতি প্রভৃতি প্রাচীন টিকাকরণ কোরআন শরিফের তফসির (টিকা) লিখিয়াছেন। ইহা দ্বারা আয়ত সমূহের নাজিল হওয়ার কারণ, সময় ও প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হওয়া যায়। ইহা ভিন্ন কোরআন শরিফের মর্ম্ম অবগত হওয়া যায় না। নিম্নে উহার কয়েকটি প্রমাণ লিখিত হইতেছে।

কোরআন, ছুরা নেছা,—

وَ اَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ ☆

আয়তের স্পষ্ট মর্ম্ম এই যে,—

"এবং দুই ভগ্নিকে একত্রিত করা (তোমাদের উপর হারাম করা হইয়াছে) ইহাতে দুই ভগ্নিকে একসঙ্গে নিকাহ করা হারাম হওয়া বুঝা যায় না, বরং দুই ভগ্নিকে একস্থানে রাখা হারাম হওয়া বুঝা যায়, কিন্তু ইহা আয়তের

প্রকৃত মর্ম্ম নহে। টিকাকারগণ উহার প্রকৃত মর্ম্ম এইরূপ লিখিয়াছেন যে, দুই ভগ্নির মধ্যে একটিকে বিবাহ করিয়া উহার বর্ত্তমানে অন্যকে বিবাহ করা হারাম।

কোরআন ছুরা বাকারে আছে—

فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ۝

"অনন্তর তোমরা যেদিকে ফিরিয়া যাও, সেই দিকেই খোদাতায়ালার (মনোনীত) দিক।" উপরোক্ত আয়তে প্রমাণিত হয় যে, নামাজে কা'বা শরিফের দিকে মুখ করার আবশ্যকতা নাই, কিন্তু টিকাকারেরা উক্ত আয়াতের ব্যখ্যায় বলেন যে, বিদেশে অন্ধকার রাত্রে কেবলা স্থির করিতে না পারিলে, নিজ অনুমানে কোন এক দিক মুখ করিয়া নামাজ পড়িলে উহা জায়েজ হইবে।

কোরআন ছুরা নেছা,—

وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۝

"আর তোমরা যে স্ত্রীদিগের সহিত সঙ্গম করিয়াছ, তাহাদের অন্য স্বামীর যে কন্যা সকল তোমাদের ক্রোড়ে (প্রতিপালিত) হইয়াছে, তাহারা (তোমাদের প্রতি হারাম করা হইয়াছে)।"

এই আয়তে স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে বুঝা যায় যে, আপন পত্নীর অন্য স্বামীর পক্ষ হইতে যে কন্যা থাকে, যদি সেই কন্যা এই দ্বিতীয় স্বামীর ক্রোড়ে প্রতিপালিত না হয়, তবে উক্ত কন্যাটি ইহার পক্ষে হারাম হইবে না কিন্তু টিকাকারণ লিখিয়াছেন যে, যে স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করা হইয়াছে তাহার অন্য পক্ষের কন্যা এই দ্বিতীয় স্বামীর নিকট প্রতিপালিত হউক, আর নাই হউক, ইহার প্রতি হারাম হইবে।

কোর আন ছুরা আলে এমরাণ—:

يَآ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْ كُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً

"হে বিশ্বাসীগণ (ইমানদারগণ), তোমরা দ্বিগুণের পর দ্বিগুণ সুদ ভক্ষণ করিও না।" উক্ত আয়তের স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে বুঝা যায় যে, দ্বিগুণের কম সুদ ভক্ষণ করা জায়েজ হইবে, কিন্তু টিকাকারগণ বলিয়াছেন, যে তিল পরিমাণ সুদ গ্রহণ করাও হারাম।

কোরআন ছুরা বাকার,—

وَ لَا تَكُوْنُوْآ اَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهٖ ۝ م

"এবং তোমরা উহার (কোরআনের) প্রথম অমান্যকারী হইও না।" ইহার স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে বুঝা যায় যে, কোরআন শরিফের শেষ অমান্যকারী কাফের হইবে না, কিন্তু টিকাকারগণ বলিয়াছেন যে, যে কোন সময় কোরআন অমান্য করিলে, কাফের হইবে।

কোর আন ছুরা নেছা,—

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا

مِنَ الصَّلٰوةِ ق صلے اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا☆

"আর যে সময় তোমরা ভুমিতে পর্য্যটন (ছফর) কর, তখন যদি তোমরা এই আশঙ্কা কর যে, কাফেরগণ তোমাদিগকে বিপন্ন করিবে, তবে তোমরা নামাজের কছর করিলে, তোমাদের প্রতি দোষ আসিবে না।"

এই আয়তের মর্ম্মানুসারে বুঝা যায় যে, ছফরে কাফেরদের অত্যাচারের আশঙ্কা না হইলে, কছর পড়া জায়েজ হইবে না, কিন্তু টিকাকারগণ বলিয়াছেন যে, ছফরে কাফেরদের অত্যাচারের আশঙ্কা থাকুক আর নাই থাকুক, নামাজের কছর করা জায়েজ হইবে।

কোরআন ছুরা নেছা—

وَاِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ الخ ٥

"এবং যখন তুমি (হৈয়া মোহাম্মদ) তাঁহাদিগকে (মুছলমানগণের মধ্যে থাক এবং তাঁহাদের জন্য নামাজ প্রতিষ্ঠিত (কায়েম) কর, তখন (এই ভয়ের নামাজ পড়।")

ইহাতে বুঝা যায় যে জনাব হজরত নবি করিম (ছঃ)এর অনুপস্থিতিতে ভয়ের নামাজ পাঠ করা জায়েজ হইবে না, কিন্তু টীকাকারগণ বলিয়াছেন যে, হুজুর (ছাঃ) উপস্থিত থাকুন আর নাই থাকুন, ভয়ের (খওফের) নামাজ পাঠ জায়েজ হইবে।

এইরূপ তফছির বয়জবি ইত্যাদিতে লিখিত আছে যে, ছালাত শব্দের মূল উৎপত্তি تحریک الصلوین হইতে হইয়াছে, উহার অর্থ শিরদাঁড়দ্বয় বিকম্পিত করা, উহার জন্য অর্থ দোয়া, দরুদ, তছবিহ ইত্যাদি হইয়া থাকে। জাকাত শব্দের অর্থ পবিত্রতা। ছওম শব্দের অর্থ নিরস্ত হওয়া। হজ্জ শব্দের অর্থ ইচ্ছা করা। যদি কোরআন শরিফের প্রত্যেক স্থলে ছালাত, জাকাত, ছওম ও হজ্জ ইত্যাদি শব্দগুলির উপরোক্ত অর্থ গ্রহণ করা হয়, তবে শরিয়ত একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইবে। টিকাকারগণ অনেক স্থলে উক্ত শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ নামাজ জাকাত, রোজা ও হজ্জ স্থির করিয়াছেন। টিকাকারগণের এইরূপ অধিকাংশ মতের প্রমাণ স্পষ্টভাবে কোরআন ও হাদিছে উল্লিখিত হয় নাই। এক্ষেত্রে যদি মজহাব বিদ্বেষীদল টিকাকারগণের মত গ্রহণ না করেন, তবে দুই ভগ্নিকে একত্রে নিকাহ করা জায়েজ হওয়ার কেবলা ব্যতীত অন্য দিকে মুখ করিয়া নামাজ পাঠ জায়েজ হওয়ার স্ত্রীর অন্য পক্ষের যে কন্যা এই ব্যক্তির নিকট প্রতিপালিত হয় নাই, তাহার সহিত নিকাহ করা ইহার পক্ষে হালাল হওয়ার, দ্বিগুণের কম সুদ গ্রহণ হালাল হওয়ার, কোর-আনের শেষ অমান্যকারী হওয়া জায়েজ হওয়ার, কাফেরদের

অত্যাচারের আশঙ্কা না থাকিলে, কছর নামাজ জায়েজ না হওয়ার এবং হজরতের অবর্ত্তমানে খওফের নামাজ জায়েজ না হওয়ার ফৎওয়া দিতে বাধ্য হইবেন, আর মনোক্তি মতে ছালাত, জাকাত, ছওম ও হজ্জ ইত্যাদি শব্দের এক এক প্রকার অর্থ প্রকাশ করিয়া শরিয়তকে বিনষ্ট করিবেন। আর যদি তাঁহারা টিকাকারগণের মত গ্রহণ করেন, তবে খোদা ও রছুল ভিন্ন অন্যের তকলীদ করিয়া কাফের ও মোশরেক হইবেন কিনা?

নবম প্রমাণ

এমাম এবনে হাযার, এমাম জাহাবি, এমাম মোজাই এমাম নাবাবি, এমাম ছাময়ানি, আল্লামা ছফিউদ্দিন, এমাম এবনে আবদুল বার্র, এমাম ছুবকি প্রভৃতি বিদ্বানগণ তকরিবোত্তহজিব, তহজিবোত্তহজিব, মিজানোল এ'তেদাল, তাজকেরাতোল হোফ্যাজ কাশেফ, তহজিবোল কামাল, তহজিবোল আছমা কেতাবোল আনছাব, খোলাছায় তজহিবোল কামাল, জামেয়োল এল্‌ম, তাবাকাতে কোবরা প্রভৃতি গ্রন্থে হাদিছ প্রচারক বিদ্বানগণের জীবণী ও দোষ গুণ বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তৎসমুদয় গ্রন্থে প্রাচীন পণ্ডিতগণের বিচারে কোন রাবিকে বিশ্বাসভাজন, সত্যবাদী, কোন রাবিকে মিথ্যাবাদী, কাহাকে মেধাবী কাহাকে পাপী, পথভ্রষ্ট কাহাকে অপরিচিত, কাহাকেও প্রতারক, জাল হাদিছ প্রচারক ইত্যাদি বলা হইয়াছে। এতদ্বারা এই মত সমূহের সত্যাসত্য নির্ণয় করা হইয়া থাকে। এই মত সমূহ মান্য না করিলে, হাদিছতত্ত্ব ও ছহিহ বা বাতীল হাদিছে প্রভেদ অবগত হওয়া বর্ত্তমান যুগের লোকের পক্ষে একান্ত অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই মতামতের প্রমাণ কোর-আনও হাদিছে বিন্দুবিসর্গ নাই বা এই সমস্ত খোদা ও রছুলের কথা নহে। এই সমূদয় কেবল বিদ্বানগণের কেয়াছি কথা। ইহাকে 'আছমায়োর রেযাল বলা হয়। তাঁহারা যাহাকে সত্যবাদী বলিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হইতে পারে। তাঁহারা কোন হিংসুকের কথায় একজন সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী বলিতে পারেন। তাঁহারা অজানিত ভাবে একজন মেধাবী বা

পরিচিত ব্যক্তিকে মেধাহীন বা অপরিচিত বলিতে পারেন। তাঁহারা প্রতারক, জাল হাদিছ প্রচারকের সাধু নামে আখ্যাত করিতে পারেন, আবার কোন দুষ্ট লোকের কথায় একজন সাধু বা ধার্ম্মিককে পাপিষ্ট খারিজী রাফিজী, মরজিয়া ইত্যাদি বলিতে পারেন। এক্ষণে যদি মজহাব বিদ্বেষীগণ উপরোক্ত পণ্ডিতগণের কেয়াছি মত সমূহ অমান্য করেন, তবে সমস্ত হাদিছ পণ্ড করিলেন। আর যদি তাঁহাদের বিনা দলীলের কথাগুলি মান্য করেন, তবে খোদা রছুল ভিন্ন অন্যের তকলীদ করিয়া কাফের ও মোশরেক হইবেন কিনা?

দশম প্রমাণ

এমাম এবনে হাজার, নাবাবি, ছিউতি এবনো ছালাহ ছৈয়দ জোরজানি প্রভৃতি বিদ্বানগণ নোখবাতোল ফেকর, মোকাদ্দমায় ফৎহোল-বারি তকরিব, মোকাদ্দমা, তদরিবর, রাবি, মোকাদ্দমায় এবনে ছালাহ্ মেফতাহোল উলুম, ওছুলে জোরজানি ইত্যাদি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, উপরোক্ত গ্রন্থাবলীতে মোতাওয়াতের মশহুর আজিজ, গরিব ছহিহ, হাছান, জইফ মরফু, মকতু, মোরছাল, মোয়া'ল্লাক, মোনকাতা শাজ, মোয়াল্লাল, মোদরাজ, মোয়া'নয়ান, মওজু, মতরুক ইত্যাদি বিবিধ প্রকার হাদিছের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তৎসমূদয়ের মধ্যে কোন কোন হাদিছ গ্রহণীয় ও কোন্ কোন্‌টি পরিত্যজ্য?

বেদয়াতি, অপরিচিত, স্মৃতিশক্তি রহিত, ভ্রমকারী, ছনদ গোপনকারী ব্যক্তির হাদিছ ছহিহ হইবে কিনা? এইরূপ হাদিছের অবস্থা বর্ণনাকে ওছুলে হাদিছ বলা হইয়া থাকে। হাদিছের সত্যাসত্য স্থির করিতে হইলে, এই ওছুলে হাদিছ মান্য করা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে, কিন্তু এই বিদ্যার এক অক্ষরের প্রমাণ কোরআন ও হাদিছে নাই। ইহা কেবল বিদ্বানগণের কেয়াছি কথা। এক্ষণে যদি মজহাব বিদ্বেষীগণ ইহা অমান্য করেন, তবে হজরত নবিয়ে করিম (ছাঃ) এর হাদিছ হইতে বঞ্চিত হইলেন,

আর যদি মান্য করেন, তবে কোর আন ও হাদিছ ভিন্ন উপরোক্ত বিদ্বানগণের তকলীদ করিয়া কাফের ও মোশরেক হইবেন কিনা?

একাদশ প্রমাণ

চারি এমামের মধ্যে প্রথম এমাম আজম তাবিয়ি ছিলেন, অবশিষ্ট তিন এমাম তাবাতাবিয়ি ছিলেন। এমাম ছুফইয়ান আবদুল্লাহ বেনে মোবারক শোবা, এহইয়াবেনে ছইদ কাত্তান, আলি মদিনি, আবদুর রহমান মেহেদী, ইছহাক, আবদুর রাজ্জাক, এজিদ বেনে হারুন, লাএছ অকি বেনেল যার্রাহ আওজায়ি ও এহইয়া বেনে মইন উপরোক্ত এমামগণের সমসাময়িক, শিষ্য বা প্রশিষ্য ছিলেন। তাঁহারা হাদিছ তত্ত্বজ্ঞ দলের প্রথম শ্রেণী ছিলেন। তৎপরে দুইশত হিজহরীর কিছু পূর্ব্বে বা পরে এমাম বোখারি, মোছলেম, আবুদাউদ, তেরমেজি, নাছায়ী ও এবনেমাজা প্রভৃতি বিদ্বানগণ জন্মগ্রহণ করিয়া দ্বিতীয় শতাব্দীর পরে হাদিছ শিক্ষা করিতে লাগিলেন। এই ছয়জন হাদিছতত্ত্ববিদ্ বিদ্বান হজরত নবিয়ে করিম (ছাঃ) এর দর্শন লাভ ত করেন নাই, বরং কোন ছাহাবা ও তাবিয়ির দর্শন করিতে পারেন নাই, সুতরাং প্রথম শ্রেণীর হাদিছতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের কেয়াছি মত সমূহের তকলীদ করতঃ হাদিছকে সত্য বা বাতীল হাদীছ প্রচারককে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী, পরিচিত বা অপরিচিত, স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন বা স্মৃতিশক্তি হীন ও ধার্ম্মিক বা বেদয়াতি বলিয়াছেন, এক্ষেত্রে এই ছয়জন মোহাদ্দেছ শিক্ষকগণের তকলীদ করিয়াছেন। আবার তাঁহারা কেয়াছি মতের উপর নির্ভর করিয়া হাদিছের সত্যাসত্য বিচার করিতে গিয়া বিস্তর মতভেদ করিয়াছেন, এমাম বোখারী এরূপ ৪৩০ জন রাবির হাদিছ সমূহ ছহিহ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—যাহাদের হাদিছ সমূহ এমাম মোছলেমের মতে ছহিহ নহে, পক্ষান্তরে এমাম মোছলেম এরূপ ৬২৫ জন রাবির হাদিছ সমূহ ছহিহ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—যাহাদের হাদিছগুলি এমাম বোখারির মতে ছহিহ নহে। এইরূপ অবশিষ্ট চারিজন মোহাদ্দেছের মধ্যে মতান্তর উপস্থিত হইয়াছে। এই ছয়জন

মহাত্মার লিখিত ছয় খণ্ড হাদিছগ্রন্থ ছহিহ কেতাব বা ছেহাহ ছেত্তা বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। হাদিছ তত্ত্ববিদ বিদ্বানগণ ছহিহ বোখারি ও ছহিহ মোছলেমের ২২০ টি হাদিছকে জইফ বলিয়াছেন। এরূপ অবশিষ্ট চারিখণ্ড হাদিছগ্রন্থে অনেক জইফ হাদিছ আছে। এক্ষেত্রে উক্ত ছয়খণ্ড কেতাবকে সর্ব্বতোভাবে ছহিহ গ্রন্থ বলা কেয়াছি মত হইল, ইহার কোন প্রমাণ কোরআন ও হাদিছে নাই। তৎপরে ছহিহ বোখারিকে সর্ব্বত্তম গ্রন্থ বলাও কেয়াছি কথা, কোরআন ও হাদিছে ইহার প্রমাণ নাই। এমাম শাফেয়ি, এবনোল আরাবি ও এহইয়া বলিয়াছেন যে, এমাম মালেকের মোয়াত্তা সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। এমাম নাছায়ি, আবু আলি নায়ছাপুরি ও একজন মগরেবি বিদ্বান বলিয়াছেন যে, ছহিহ মোছলেম সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। অবশ্য অনেকের অনুমান এই যে, ছহিহ বোখারি সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। যাহা হউক, এরূপ অনুমানের প্রমাণ কোরআন ও হাদিছে নাই।

আবার অনুমানকারী দল অনুমান করিয়া বলেন যে, ছেহাহছেত্তার হাদিছ থাকিতে অন্য কেতাবের হাদিছ ধর্ত্তব্য নহে এই ছয়জন এমামের মতের বিরুদ্ধে এমাম আবু হানিফা, মালেক, শাফিয়ি, আহমদ, এবনে মোবারক, অকি, এহইয়া কাত্তান, শো'বা, এহইয়া মইন, এজিদ বেনে হারুণ, আবদুর রাজ্জাক, আওজায়ি, আবু ইউছোপ ও মোহাম্মদ প্রভৃতি বিদ্বানগণের মত গ্রাহ্য নহে। ছহিহ বোখারির হাদিছ থাকিতে ছহিহ মোসলেমের হাদিছ গ্রাহ্য হইবে না। ছহিহ বোখারি ছহিহ মোসলেমের হাদিছ থাকিতে অবশিষ্ট চারিখণ্ড কেতাবের হাদিছ ধর্ত্তব্য নহে। এই সমস্ত কেয়াছি কথা।

আরও অনুমানকারীদল বলেন যে, এমাম বোখারী মোছলেম, আবু দাউদ, তেরমেজি, নাছায়ি, দারুকুৎনি, বয়হকি প্রভৃতি বিদ্বানগণ যে হাদিছকে ছহিহ বা জইফ বলিয়াছেন, যে রাবিকে যোগ্য বা অযোগ্য বলিয়াছেন, সকলকে তাহাই মান্য করিয়া লইতে হইবে, ইহা তাহাদের কেয়াছি কথা, ইহার প্রমাণ কোরআন ও হাদিছে নাই।

আবার তাঁহারা অনুমান করিয়া বলেন যে, এখনও এমাম মোজতাহেদ পাওয়া যায় যদি তাহাই স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তবে কেন একজন নুতন মোজতাহেদ এমাম বোখারি, মোছলেম, আবু দাউদ, তেরমেজি, নাছায়ি ও এবনে মাজার বিরুদ্ধে এজতেহাদ করিয়া উক্ত গন্থাবলীর হাদিছ সমূহকে জইফ বা বাতীল বলিতে পারিবে কিনা?

তদরিব গ্রন্থে আছে,—"যদি কেহ বলেন যে। এই হাদিছটি ছহিহ্ তবে ইহার মর্ম্ম এই যে, ইহার রাবিগণ ধারাবাহিক রূপে বর্ণিত হইয়াছেন এবং তাঁহারা ধার্মিক ও তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু ইহাতে প্রমাণিত হয় না যে, উক্ত কথাটি নিশ্চয় হজরতের হাদিছ। যদি কোন হাদিছের ছনদ সর্ব্বোত্তম ছহিহ হয়, তবে ইহাতে প্রমাণিত হয় না যে, সেই হাদিছটিও সর্ব্বোত্তম ছহিহ।

তজনিব গ্রন্থের ৯ পৃষ্ঠায় আছে—"হাদিছ জইফের মর্ম্ম এই যে, উহার রাবিগণের মধ্যে কেহ কেহ দোষান্বিত, কিন্তু ইহাতে নিশ্চিতরূপে বুঝা যায় না যে, মূল হাদিছটিও বাতীল।

পাঠক, উপরোক্ত প্রমাণ সমূহে প্রমাণিত হয় যে, কেয়াছি মোহাদ্দেছগণের সমস্ত মতই কেয়াছ, আমাদের দেশের কেয়াছি আহলে হাদিছ অথবা মজহাব বিদ্বেষীদল উপরোক্ত কল্পিত মত সমূহের তকলীদ করিয়া কেয়াছি হইয়াছেন, এক্ষণে তাঁহারা খোদা ও রছুল ভিন্ন অন্যের বিনা দলীলের কথা মান্য করিয়া কাফের ও মোশরেক হইবেন কিনা?

দ্বাদশ প্রমাণ

পুত্র পিতা মাতার আদেশ, পত্নী, স্বামীর আদেশ ভৃত্য, প্রভুর আদেশ, ও প্রজা, রাজার আদেশ পালন করিয়া থাকেন, ইহাতে তাহারা খোদা ও রছুল ভিন্ন অন্যের আদেশ পালন করিয়া মজহাব বিদ্বেষীগণের মতে কাফের ও মোশরেক হইবেন কিনা?

ত্রয়োদশ প্রমাণ

কোরআন শরীফে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় পালন করার হুকুম হইয়াছে—

১ম,। "তোমরা নামাজ ক্রিয়া স্থাপন কর।" ২য়। "তোমরা ক্রীতদাসদিগকে কিছু অর্থ পাইবার শর্ত্তে মুক্তি প্রদানের নিমিত্ত একখানি চুক্তিপত্র লিখিয়া দাও। ৩য়। "তোমরা পানাহার কর।" ৪র্থ। "(তোমরা এহরাম ক্রিয়া শেষ করার পরে) প্রাণী স্বীকার কর।' ৫ম, পরে যখন (জোমার) নামাজ শেষ করা হয়, তখন তোমরা ভূমিতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িও এবং খোদাতায়ালার করুণা (জীবিকা) অন্বেষণ করিও।" ৬ষ্ঠ। '(হে বিশ্বাসী লোক সকল) যখন তোমরা নির্দ্দিষ্টকালের জন্য ঋণ দানে পরস্পর কার্য্য করিবে, তখন তাহা লিখিয়া লইবে।........ এবং তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন স্বাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে। মোজতাহেদ এমামগণ প্রথম হুকুমটি পালন করা ফরজ, ২য় ও ৬ষ্ঠ হুকুমটি পালন করা মোস্তাহাব ও অবশিষ্ট কয়েকটি হুকুম পালন করা মোবাহ স্থির করিয়াছেন, কিন্তু কোরআন শরিফে এইরূপ স্পষ্ট মীমাংসা নাই। এক্ষণে যদি মজহাব বিদ্বেষীগণ এমাম মোজতাহেদগণের এইরূপ মীমাংসা স্বীকার না করেন, তবে উক্ত সমস্ত হুকুম পালন করা ফরজ বলিয়া ভ্রান্ত পথে পতিত হইবেন। আর যদি উহা স্বীকার করেন, তবে এমাম মোজতাহেদগণের তকলীদ করিতে বাধ্য হইবেন।

কোর-আন ছুরা বাকার, ২৮ রুকু—

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ص فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ

"তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের শষ্যক্ষেত্র, অনন্তর তোমরা যে দিক দিয়া ইচ্ছা কর, তোমাদের শষ্যক্ষেত্রে গমন কর।" শিয়া রাফিজি ভ্রান্তি সম্প্রদায় উপরোক্ত প্রকার অর্থ প্রকাশ করিয়া স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করা হালাল করার প্রয়াস পাইয়াছে, এমন কি এমাম বোখারি এইরূপ ভ্রমাত্মক

অর্থ গ্রহণ করিয়া ভ্রমপথে পতিত হইয়াছেন। ইহাই আয়তের স্পষ্ট মর্ম্ম। এমাম মোজতাহেদগণ এই আয়তের স্পষ্ট মর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন—"স্ত্রীগণ তোমাদের শষ্যক্ষেত্র, অনন্তর তোমরা যে ভাবে ইচ্ছা কর তোমাদের শষ্যক্ষেত্র গমন কর।" ইহাতে শিয়াদের মত বদ হইয়া যায়। এক্ষণে যদি মজহাব বিদ্বেষীগণ এমামগণের উক্ত কেয়াছি মত স্বীকার না করেন, তবে স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করা ফৎওয়া প্রচার পূর্ব্বক জগতের লোককে ভ্রান্ত করিবেন। আর যদি তাঁহারা উক্ত ব্যবস্থা স্বীকার করেন, তবে এমামগণের তকলীদ করিতে বাধ্য হইবেন।

কোরআন ছুরা নেছা, ৪ রুকু—

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً

"শিয়া সম্প্রদায় মোতা নিকাহ্ হালাল করার মানসে উপরোক্ত আয়তের এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন—'উক্ত স্ত্রীগণের মধ্যে যাহাদের সহিত তোমরা মোতা' (নিকাহ্) করিয়াছ, অনন্তর তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট মোহর প্রদান কর।"

স্বয়ং এমাম বোখারি (হজরত) এমরান বেনে হোছাএন হইতে বর্ণনা করিয়াছেন-কোরআন শরিফে মোতা'র আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে, আমরা (হজরত) রছুলে খোদা (ছাঃ) এর সঙ্গে থাকিয়া উহা করিয়াছি, অথচ কোরআন শরিফ উহা হারাম বা নিষেধ করেন নাই।

এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য নিকাহ করাকে মোতা' বা মিয়াদি নিকাহ বলা হয়, ইহা প্রথম ইসলামে হালাল ছিল, তৎপরে হারাম হইয়া যায়। শিয়াগণ উক্ত আয়তের স্পষ্ট মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নিজেদের মত সমর্থন করিয়া থাকে। এমাম মোজতাহেদগণ উক্ত আয়তের এইরূপ মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন—স্ত্রীগণের মধ্যে তোমরা যাহাদের সহিত সঙ্গম করিয়াছ, অনন্তর তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট মোহর প্রদান কর।" ইহাতে শিয়াদের মত খণ্ডন হইয়া গেল। এক্ষণে যদি মজহাব বিদ্বেষীদল এমামগণের কেয়াছি ব্যবস্থা অস্বীকার করেন তবে মিয়াদি বা মোতা' নিকাহ হালাল বলিয়া ভ্রান্ত স ম্প্রদায়ে

পরিণত হইলেন, আর যদি উহা স্বীকার করেন, তবে এমামগণের কতলীদ করিতে বাধ্য হইলেন।"

"কোরআন ছুরা আনয়া'ম, ১৪ রুকু—

فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ

"অনন্তর তোমরা যে বস্তুর উপর খোদাতায়ালার নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে তাহা ভক্ষণ কর।"

এই আয়তের স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক বস্তু হালাল হউক কিম্বা হারাম হউক, বিছমিল্লাহ পড়িয়া খাইলে হালাল হইবে। এমাম মোজতাহেদগণ কেয়াছ করিয়া এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন যে, হালাল জীব বিছমিল্লাহ বলিয়া জবাহ করিলে,তাহাই ভক্ষণ করা হইবে।

আরও উক্ত ছুরা, উক্ত রুকু—

وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ

"এবং তোমরা যে বস্তুর উপর খোদার নাম উচ্চারণ করা না হয়, উহা ভক্ষণ করিও না।"

এই আয়তের স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে বুঝা যায় যে, কোন খাদ্য সামগ্রী বিছমিল্লাহ না বলিয়া খাইলে হারাম হইবে। এমাম মোজতাহেদগণ উহার এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন যে যে হালাল পশুকে বিছমিল্লাহ বলিয়া জবাহ না করা হইয়াছে, উহা হারাম হইবে। এক্ষণে যদি মজহাব বিদ্বেষীদল এমামগণের কেয়াছি মত অস্বীকার করেন, তবে হারাম বস্তুকে হালাল এবং হালাল বস্তুকে হারাম বলিয়া কাফের হইবেন। আর যদি উহা মান্য করেন, তবে তাঁহাদের তকলীদ করিতে বাধ্য হইবেন।

কোর আন ছুরা নেছা, ২৩ রুকু—

اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَ كَلِمَتُهٗ ج

اَلْقٰهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ☆

"(হজরত) মছিহ মরয়েমের পুত্র ইছা কেবল খোদার রছুল এবং তাঁহার বাক্য (হুকুম) তিনি উহা মরয়েমের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তাহা হইতে একটি আত্মা (রুহ)।

খ্রীষ্টানগণ উপরোক্ত আয়তের স্পষ্ট মর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক হজরত ইছা (আঃ) কে খোদার আত্মা বলিয়া প্রকাশ করেন, কিন্তু ইহা ভ্রান্তিমূলক মর্ম্ম। এমামগণ কেয়াছি মতে উহার প্রকৃত মর্ম্ম এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, হজরত ইছা (আঃ) খোদাতায়ালার একটি সৃষ্ট রুহ, এস্থলে সম্মান করা হেতু তাঁহাকে তাঁহার রুহ বলা হইয়াছে। মজহাব বিদ্বেষীগণ যদি তাঁহাদের মতাবলম্বন না করেন, তবে খ্রীষ্ট মতাবলম্বী হইবেন, আর যদি উহা স্বীকার করেন, তবে এমামগণের তকলীদ করিতে বাধ্য হইবেন।

কোরআন ছুরা কাহাফ, ৩ রুকু —

فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ قف وَّ مَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۝

"অনন্তর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, সে ইমানদার হউক, আর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, সে কাফের হউক।

কোর আন ছুরা হা'মিম ছেজদা, ৫ রুকু।"

اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ

"তোমরা যাহা ইচ্ছা কর, তাহাই কর।"

কোর-আন ছুরা জোমার, ১ রুকু—

تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيْلًا ۝

"তুমি আপন কাফেরির অল্প অল্প ফল লাভ কর।"

আরও উক্ত ছুরা, ২ রুকু—

اَعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ ۝

"অনন্তর তোমরা উক্ত খোদা ব্যতীত যাহার ইচ্ছা কর পূজা কর।"

কোরআন ছুরা নেছা, ২৩ রুকু—

اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ۝

"তোমরা তোমাদের জন্য যাহা মঙ্গল (তাহা হইতে) বিরত থাক।"

উপরোক্ত আয়ত সমূহের স্পষ্ট মর্ম্ম প্রকৃত মর্ম্ম নহে, এমামগণ তৎসমুদয়ের প্রকৃত মর্ম্ম স্থির করিয়াছেন। এক্ষণে মজহাব বিদ্বেষী দল হয় এমামগণের মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক ম্লেচ্ছ জটাধারীদের (এবাহিয়া ফকিরদের) কাফেরি মতালম্বন করিবেন, না হয় তাঁহার তকলীদ করিতে বাধ্য হইবেন।

মেশকাত, ৬৭।৭২ পৃষ্ঠা—

☆ رايت ربى عزوجل فى احسن صورة

হজরত বলিয়াছেন—"আমি আমার প্রতিপালককে উৎকৃষ্ট আকৃতিতে দর্শন করিয়াছি।" ইহা হাদিছের স্পষ্ট মর্ম্ম, ইহাতে খোদাতায়ালার অবয়বধারী হওয়া প্রমাণিত হয়, ইহা হিন্দুদের মত। এমামগণ কেয়াছি মতে উহার এইরূপ প্রকৃত মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন।—

"আমি আমার প্রতিপালকের উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন দর্শন করিয়াছি। এক্ষণে মজহাব-বিদ্বেষীগণ হয় হিন্দু মত অবলম্বন করিবেন, না হয় এমামগণের তকলীদ করিবেন।

কোরআন ও হাদিছের স্পষ্টভাবে পিতামহী, প্রপিতামহী মাতামহী, প্রমাতামহী, পৌত্রী, প্রপৌত্রী, দৌহিত্রী, প্রদৌহিত্রী, পৌত্র কন্যা ও দৌহিত্রী কনা হারাম হয় নাই। আরও কোরআন ও হাদিছে কুকুর, বানর ভল্লুক ও ব্যাঘ্রের মলমূত্র স্পষ্টভাবে নাপাক হয় নাই এবং ধান্য, পাট ও কলাই ইত্যাদির সুদ (বাড়ী) স্পষ্টভাবে হারাম হয় নাই। এমামগণ কেয়াছ করিয়া উক্ত স্ত্রীলোকগণের সহিত নিকাহ করা হারাম, উক্ত জীব সমূহের মলমূত্র নাপাক এবং উক্ত দ্রব্যগুলির সুদ হারাম স্থির করিয়াছেন। এক্ষণে মজহাব

বিদ্বেষীগণ হারামকে হালাল ও নাপাককে পাক বলিয়া কাফের হইবেন কিনা? আর যদি এমামগণের কেয়াছি মত মান্য করেন, তবে তকলীদ করিতে বাধ্য হইবেন।

তকলীদের দৃষ্টান্ত

আধুনিক চিকিৎসা ব্যবসায়িকগণের মধ্যে অনেকেই দুই চারি খণ্ড পুস্তক পাঠ করিয়া চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী হইয়া থাকেন। এই চিকিৎসা কার্য্য প্রাচীন চিকিৎসক মণ্ডলীর উল্লিখিত উপদেশ সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার উপর নির্ভর করে। এইরূপ বিশ্বাসে জগৎ পরিচালিত হইতেছে। অপরের মত গ্রহণ না করিলে, জগতে অনেক কার্য্য সম্পন্ন হয় না। এক একজন অতি প্রাচীনকালের পণ্ডিত আজীবণ ব্যাপী গভীর গবেষণার ফলে কেহবা নাড়ী বিজ্ঞান, কেহ বা রোগ নির্ণয়, কেহ বা ঔষধ নির্ণয়, কেহ বা ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী ও উহার পয়োগ প্রণালী আপন আপন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। উক্ত পণ্ডিতগণের লিখিত উপদেশ সমূহের প্রতি বিশ্বাসী হইয়া আধুনিক চিকিৎসা ব্যবসায়িগণ জগতের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন স্বমতে নূতন উপায়ে চিকিৎসা কার্য্য সম্পন্ন করা সুদুর পরাহত।

পাঠকগণ, আমাদের চারি এমাম, তাবেয়ী ও তাবা তাবেয়ী শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তখন হজরত নবিয়ে করিম ও ছাহাবাগণের সময় কেবল মাত্র অতীত হইয়াছিল। এই এমামগণের মধ্যে প্রত্যেকে সহস্রাধিক শিক্ষকের অধীন থাকিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন ও নিজে ও বহু সহস্র শিষ্যকে শিক্ষাদান করতঃ জগতে সনাতন ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। এই এমামগণের শিক্ষকদিগের মধ্যে প্রত্যেকে বহু সহস্র হাদিছ সংগ্রাহক থাকায়, ছাহাবা ও তাবেয়িগণের সঞ্চিত হাদিছসমূহ অতি অল্প সময়ে আমাদের উক্ত বিজ্ঞ এমামগণের হৃদয়ে স্থান লাভ করিয়াছিল। চারি এমাম আরবী ভাষাভাষী ছিলেন এবং তাঁহারা প্রত্যেকে কোরআন ও হাদিছের নিগূঢ় তত্ত্ব সংগ্রহে পারদর্শী ছিলেন। তাঁহারা অতি অল্প সময়ে নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত,

ক্রয় বিক্রয়, দান, অছিয়ত, বিবাহ, তালাক, মোহর ও ফারায়েজ ইত্যাদি প্রত্যেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের মছলাসমূহ তন্ন তন্ন করিয়া লিখিলেন। কোরআন ও হাদিছের নিগূঢ় সাঙ্কেতিক শব্দসমূহের বিস্তৃত সরল ব্যাখ্যা দ্বারা ফরজ, ওয়াজেব, ছুন্নত, নফল, হালাল, হারাম, মকরুহ ও মোফছেদ প্রভৃতি বিষয় পৃথক ভাবে বর্ণনা করিয়া এবং কোরআন ও হাদিছের নাছেখ, মনছুখ, আ'ম, খাস, মোশতারেক, মোয়াওবেল, জাহের, নাস্ব, মোহকাম, মোফাচ্ছার, খফি, মোশকেল, মোজমাল, ও মোতাশাবেহ ইত্যাদি বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া মোছলেম সমাজের অশেষ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। কোরআন ও হাদিছের বর্ণীত আদেশ সমূহের ষোড়শ প্রকার মর্ম্ম এবং নিষেধ সূচক শব্দ সমূহে আট প্রকার মর্ম্ম পৃথক ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কোরআন ও হাদিছের বহু অর্থবাচক শব্দের সত্য মর্ম্ম নির্ব্বাচন করিয়াছেন। আয়ত ও হাদিছের পরস্পরের বিভিন্ন ভাবের সরলার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। যে সমস্ত মছলা কোরান ও হাদিছে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয় নাই, বিদ্বানগণের এজমার দ্বারা তৎসমূদয়ের ব্যবস্থা বিধান করিয়াছেন। উপরোক্ত তিন দলিলে যে সমস্ত মছলার ব্যবস্থা স্পষ্টভাবে পাওয়া না যায়, উক্ত কোরআন হাদিছ ও এজমার নজির ধরিয়া তৎসমস্তের ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহারই নাম ফেক্‌হ শাস্ত্র। অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই বার শত বৎসর ধরিয়া এই ব্যবস্থাগুলি পালন করিয়া আসিতেছেন। প্রধান প্রধান পণ্ডিত, হাদিছ তত্ত্ববিদ, পীর ও অলিগণ সকলেই এই চারি এমামের মজহাবকে সত্য জানিয়া উহার কোন একটি অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন। আধুনিক কোন ব্যক্তি নিজ জ্ঞানে শরিয়ত পালন করিতে পারেন না। কেননা শরিয়তের মছলা সমূহের দশ ভাগের এক ভাগ স্পষ্টভাবে কোরআন ও হাদিছে পাওয়া যায়; আর নয়ভাগ উক্ত দুই দলিলের অস্পষ্টাংশে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঐ একভাগ মছলা জানিতে গেলে, প্রথমে তাহাকে অপরের সাহায্য ব্যতীত নহো, ছরফ, ফেক্‌হ, ওছুলে-ফেকহ, হাদিছ, ওছুলে হাদিছ, তফছির, বালাগাত, আছমায়োর

রেজাল ও ইতিহাস ইত্যাদি শিক্ষা করিতে হইবে। তৎপরে কাহারও সাহায্য ব্যতীত শরিয়তের অস্পষ্ট মসলা সমূহ বাহির করিতে হইবে।

পাঠক, যদি কোন ব্যক্তি নিজ জ্ঞানে সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হন, তাহা হইলে, তাঁহাকে হয়ত সহস্র স্থানে ভ্রান্তিজালে আবদ্ধ হইতে হইবে, তদ্ব্যতীত তিনি সহস্রাধিক বৎসর পরমায়ু বিশিষ্ট হইলেও কিছুতেই এই দূরহ বিষয়ের সরল সত্য মীমাংসা করিতে পারিবেন না। অগত্যা তাঁহাকে চারি ইমামের মজহাব গ্রহণ করিতেই হইবে প্রত্যক্ষ স্বীকার করুন বা নাই করুন, পরোক্ষে সকল মুসলমান ভ্রাতাই এই চারি মজহাবের আশ্রয় লইয়া থাকেন। দ্বেষ হিংসা বিবৰ্জ্জিত অন্তরে শত্রুভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পর ভ্রাতৃভাবে যদি একবার সরল প্রাণে ভাবিয়া দেখেন, তবে প্রত্যেক ভ্রাতার অন্তরে এই অকাট্য সত্যের জ্বলন্ত প্রমাণ সাক্ষ্য দিবে।

পাঠক, কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইবার জন্য শতাধিক পথ নির্ব্বাচিত ছিল কালক্রমে তন্মমধ্যে অনেকগুলি পথ ধ্বংসমুখে পতিত হইয়া কণ্টাকাকীর্ণ হইয়া গেল, এক্ষণে কেবল মাত্র কয়েকটি পথ বর্ত্তমান আছে, বর্ত্তমান ইহার কোনও একটি অবলম্বন করিলে, গন্তব্য স্থানে যাইতে পারা যায়। পূর্ব্বকালে সহস্রাধিক এমাম ও তাঁহাদের মজহাব বর্ত্তমান ছিল, কালক্রমে উপরোক্ত এমামগণ ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তৎপরে এই সমস্ত এমামের মতামত চারি এমাম আপন অপন শিষ্যগণের দ্বারা লিপিবদ্ধ করাইলেন। এক্ষণে স্বীকার করিতে হইবে যে, পূর্ব্ববর্ত্তী এমামগণের মজহাব সমূহ এই চারি মজহাবের অন্তর্গত রহিল । আরও চারি এমাম . যেরূপ শরিয়তের প্রয়োজনীয় মছলাসমূহ বিস্তারিতরূপে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, এইরূপ অন্য কোন এমাম তৎসমুদয় বিস্তারিতরূপে লিপিবদ্ধ করেন নাই বা তাহার কোনও প্রকৃত প্রমাণ পাওয়া যায় না, সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, অন্যান্য এমামের গ্রহণযোগ্য মজহাব জগতে বর্ত্তমান নাই।

কেহ নামাজ পড়িতে ইচ্ছা করিলে, আমাদের বিজ্ঞ এমাম গণের ফেকহ গ্রন্থের আশ্রয় লইতে হইবে, কারণ নামাজের ১৩টি ফরজ, ১৪টি ওয়াজেব এবং অনেক সংখ্যক ছুন্নত, মোস্তাহাব, মকরূহ ও মোফছেদের বিষয় ৩০ পারা কোর-আন শরীফ ও বহুসংখ্যক হাদিছের মধ্যে বর্ণিত রহিয়াছে। এই ত্রিশপারা কোরআন ও বহু সংখ্যক হাদিছ বিশদরূপে বুঝিতে গেলে, বিশ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের আবশ্যক। এইরূপ রোজা, জাকাত, হজ্জ, দান, অছিয়ত, ক্রয়-বিক্রয়, বিবাহ, তালাক ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাত হইতে গেলে আমাদিগের স্বল্পস্থায়ী জীবনে উহা সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। আর যদি কেহ আধুনিক বিদ্বানদিগের স্বকল্পে কল্পিত মত ধরিয়া কার্য্য করিতে চাহে, তবে বলি কোরআন হাদিছ ও বিদ্বানগণের এজমা অনুযায়ী স্বল্প শিক্ষিত লোকের মত ধর্ত্তব্য হইতে পারে না। আর যদি তাঁহারা নিজেরাই এমামগণের মত ধরিয়া থাকেন, তবে এক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে চারি এমামের মধ্যে কোন এক এমামের মজহাব ধারণ করিতে হইল।

পাঠক, মজহাব বিদ্বেষীগণ যে যে দলীলে শিক্ষক, আরববাসীকারী, টিকাকার, হাদিছ সংগ্রাহক, ইতিহাস-বেত্তা, অভিধান লেখক, ছরফ এ নহো প্রবর্ত্তক ও অছুলে হাদিছ নির্ব্বাচিক পণ্ডিতগণের মতাবলম্বন করা ওয়াজেব বুঝেন চারি এমামের মধ্যে কোন এক এমামের মজহাব ধারণ করা সেই সেই দলীলে ওয়াজেব হইবে।

এস্থলে মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলবীর এনছাফ গ্রন্থের ৫৯—৬৪ পৃষ্ঠায় লিখিত বিষয়ের সংলিপ্ত সার উদ্ধৃত করিতেছি—

"দুইশত হিজরীর পরে তাঁহাদের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট মোজতাহেদগণের মজহাব অবলম্বন করা প্রকাশিত হইল, নির্দ্দিষ্ট মোজতাহেদের (এমামের) মজহাবের প্রতি আস্থা স্থাপন করিত না, এরূপ কম লোক ছিল, এই সময়ে ইহা (নির্দ্দিষ্ট মজহাব অবলম্বন করা ওয়াজেব হইয়াছিল, ইহার কারণ, এই যে, ফেক্‌হ-তত্ত্বে সংলিপ্ত ব্যক্তির দুই প্রকার অবস্থা ছিল, প্রথম এই যে, যে

সমস্ত মছলার ব্যবস্থা মোজদাহেদগণ (এমামগণ) পূর্ব্বেই বিস্তারিত দলীল সমূহ হইতে প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসমূদয় অবগত হওয়া পরীক্ষা করা, তৎসমূদয়ের মূল দলীল অনুসন্ধান করা এবং তন্মধ্যে একটীকে অপরটি অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিযুক্ত স্থির করা, উক্ত ব্যক্তির প্রধান উদ্দেশ্য হয়। ইহা এরূপ প্রধান কার্য্য যে, একজন এরূপ এমামের অনুসরণ করা ব্যতীত সম্পাদিত হইতে পারে না—যিনি প্রত্যেক বিষয়ের মছলা সমূহ প্রকাশ করার ও দলীল সকল আনয়ন করার ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহাতে এই ব্যক্তি এই সম্বন্ধে উক্ত এমাম হইতে সাহায্য গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়, তৎপরে পরীক্ষা ও তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারে। যদি এরূপ এমাম না হইতেন, তবে ইহা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইত।

দ্বিতীয় এই যে, প্রাচীন বিদ্বানগণ যে সমস্ত মছলার ব্যবস্থা বিধান করেন নাই এবং ফৎওয়া প্রার্থীগণ তৎসমূদয় জিজ্ঞাসা করেন, তৎসমস্ত অবগত হওয়া এই ব্যক্তির প্রধান উদ্দেশ্য হয়, প্রথম ব্যক্তি অপেক্ষা এই দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষে একজন এমামের অধিকতর প্রয়োজন যেন এই ব্যক্তি প্রত্যেক বিষয়ের বিধিবদ্ধ মূল নিয়ম সমূহে তাঁহার অনুসরণ করিতে পারে, কেননা ফেকহের মছলা সমূহ পরস্পরে সম্বন্ধ বিশিষ্ট, উহার ফরুয়াত মছলা সমূহ মূল নিয়মাবলীর উপর নির্ভর করে। যদি এই ব্যক্তি নূতন ধরণে উক্ত মোজতাহেদগণের মজহাবগুলি পরীক্ষা করিতে ও তাঁহাদের মত সমূহ তদন্ত করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে সাধ্যাতীত কার্য্যের ভার বহণ করিতে বাধ্য হইবে এবং সমস্ত জীবনে উহা সমাপন করিতে পারিবে না। এক্ষেত্রে ইহা ব্যতীত তাহার উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার অন্য উপায় নাই যে, যে সমস্ত মছলার ব্যবস্থা প্রাচীন বিদ্বানগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসমস্তে অনুধাবন করে এবং নূতন মসলা সমূহ আবিষ্কার করিতে ব্রতী হয়।

তৃতীয় অবস্থা এই যে, যে সমস্ত মছলার ব্যবস্থা প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসমূদয়ের দলীল সমূহ অবগত হইতে প্রথম হইতে সমস্ত শক্তি

প্রয়োগ করে, তৎপরে নিজের মনোনীত ও পছন্দ মতানুসারে নূতন মছলা আবিষ্কার করিতে চেষ্টিত হয়।

ইহা সুদূর পরাহত কেননা অহির সময় বহু দিবস অতিবাহিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক বিদ্বান বিদ্যা সংক্রান্ত বহু প্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রাচীন বিদ্বানগণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য যথা ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ও ছনদ বিশিষ্ট হাদিছগুলির রেওয়াত করা, হাদিছ প্রচারকগণের (রাবিদিগের) শ্রেণী, হাদিছের ছহিহ ও জইফ হওয়ার শ্রেণী অবগত হওয়া, ভিন্ন ভিন্ন হাদিছ ও ছাহাবাগণের কার্য্যকলাপের মধ্যে সমতা স্থাপন করা, ফেকহের মূল অবগত হওয়া, দুরূহ শব্দ সমূহ ও অছুলে ফেকহ অবগত হওয়া, প্রাচীন বিদ্বানগণ কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ বহু বিপরীত বিপরীত ভিন্ন ভিন্ন মসলা রেওয়াএত করা, উক্ত রেওয়াএতগুলির তত্ত্বানুসন্ধানে মনোনিবেশ করা এবং তৎসমূদয়কে দলীল সমূহের উপর পেশ করা।

যদি ফেকহ শিক্ষার্থী ব্যক্তি এইরূপ ব্যাপারে স্বীয় জীবন লীলা সাঙ্গ করিয়া ফেলে, তবে ইহার পরে নব নব মছলা আবিষ্কারে পূর্ণ সুযোগ কিরূপে প্রাপ্ত হইবে? মানাবাত্মা ধীশক্তিসম্পন্ন হইলেও উহার এক নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে, তদতিরিক্ত কার্য্য করা মানবের সাধ্যাতীত। অবশ্য ইহা প্রথম যুগের মোজতাহেদগণের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল, যেহেতু অহির সময় নিকট নিকট ছিল, এল্‌ম বহু শাখাবিশিষ্ট হইয়াছিল না। আরও এই কার্য্য অতি অল্প লোকের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। ইহা সত্ত্বেও তাঁহারা আপন আপন শিক্ষকগণের অনুসরণকারী ও তাঁহাদের প্রতি আস্থা স্থাপনকারী ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা এল্‌ম সম্বন্ধে নিয়ম কানুন গঠন করার জন্য স্বাধীন হইয়াছিলেন। মূল মন্তব্য এই যে, নির্দ্দিষ্ট এমামগণের মজহাব অবলম্বন করা একটি গূঢ়তত্ত্ব যাহা খোদাতায়ালা বিদ্বানগণের অন্তরে এল্‌হাম করিয়াছেন এবং ইহার উপর তাঁহাদিগকে সমবেত করিয়াছেন, তাঁহারা এই গুপ্ততত্ত্ব অবগত হইয়া থাকুক, আর নাই থাকুক।

তিনি 'একদোল জিদ' গ্রন্থের ৩১—৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন— "এই চারি মজহাব অবলম্বন করার তাগিদ (দৃঢ় আদেশ) এবং উহা ত্যাগ করার ও উহা হইতে বহির্গত হওয়ার কঠোর নিষেধ।"

(হে পাঠক) তুমি জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় এই চারি মজহাব অবলম্বন করাতে মহা কাল্যাণ হয় এবং উহার সমস্তই অস্বীকার করাতে মহা অনিষ্ট হয়। আমি উহা কয়েকটি প্রমাণ সহ বর্ণনা করিতেছি।

প্রথম এই যে, উম্মত এজমা করিয়াছেন যে, তাঁহারা শরিয়ত অবগত হইতে প্রাচীন বিদ্বানগণের প্রতি আস্থা স্থাপন করিবেন। তাবেয়িগণ ছাহাবাগণের প্রতি আস্থা স্থাপন করিয়াছেন, তাবাতাবেয়িগণ তাবেয়িগণের প্রতি আস্থা স্থাপন করিয়াছেন, এইরূপ প্রত্যেক শ্রেণীর বিদ্বানগণ তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণের প্রতি আস্থা স্থাপন করিয়াছেন।

জ্ঞান ইহার উৎকৃষ্ট হওয়া সপ্রমাণ করে, কেননা 'নকল' এবং ব্যবস্থা আবিষ্কার করা ব্যতীত শরিয়ত অবগত হওয়া যায় না।

প্রত্যেক শ্রেণী তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণের নিকট হইতে ধারা বাহিক রূপে শিক্ষা না করিলে নকল ঠিক হইতে পারে না। ব্যবস্থা প্রকাশ করার জন্য পাচীন বিদ্বানগণের মজহাবগুলি জ্ঞাত হওয়া (তিনটি কারণে) একান্ত আবশ্যক, (প্রথম এই যে,) ইহা অবগত হইলে তাঁহাদের মত সমূহ হইতে বহির্গত হইয়া না পড়েন, নতুবা এজমার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বসিবেন।

(দ্বিতীয়) প্রাচীন বিদ্বানগণের মজহাব সমূহকে নজির রূপে গ্রহণ করিতে পারেন।

(তৃতীয়) মছলা প্রকাশ করিতে প্রাচীন বিদ্বানগণের সাহায্য লইতে পারেন, যেহেতু ছরফ, নহো (আরবী ব্যাকারণ) হাকিমী (চিকিৎসা তত্ত্ব), কবিত্ব কর্ম্মকারের, করাতির (আড়াকুশির) ও স্বর্ণকারের কার্য্য তৎসমস্তের সুশিক্ষিত লোকের সেবা ব্যতীত শিক্ষা করা সহজসাধ্য নহে। তদ্ব্যতীত উহা শিক্ষা করা জ্ঞানের নিকট সম্ভব বলিয়া বোধ হইলেও অতি দুর্লভ

সুদুর পরাহত ও অপূর্ব্ব।

যখন প্রাচীন বিদ্বানগণের মত সমূহের প্রতি আস্থা স্থাপন করা অনিবার্য্য হইল, তখন তাঁহাদের যে মতগুলির প্রতি আস্থা স্থাপন করা হইবে, তৎসমূদয়ের ছহিহ ছনদে উল্লিখিত হওয়া কিম্বা প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ হওয়া এবং স্থির সিদ্ধান্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

স্থির সিদ্ধান্ত হওয়ার মর্ম্ম এই যে, তৎসমূদয়ের মধ্যে যে কথাগুলি দ্ব্যর্থ বা বহু অর্থবাচক, সেইগুলি প্রকৃত যুক্তিযুক্ত অর্থ নির্ব্বাচন করা হইয়া থাকে, স্থলবিশেষে সাধারণ কথাগুলির বিশিষ্ট মর্ম্ম নির্ণয় করা হইয়া থাকে, স্থলবিশিষে সর্ব্বব্যপী কথাগুলির সীমাবদ্ধ মর্ম্ম স্থির করা হইয়া থাকে, ভিন্ন ভিন্ন মতগুলির মধ্যে সমতা স্থাপন করা হইয়া থাকে, এবং ব্যবস্থাগুলির কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে, যদি উক্ত মত সমূহে এইরূপ ব্যাখ্যা না করা হইয়া থাকে, তবে তৎসমস্তের প্রতি আস্থা স্থাপন করা জায়েজ হইতে পারে না। এই চারি মজহাব ব্যতীত এই শেষ যুগে অন্য কোন মজহাব উপরোক্ত গুণসম্পন্ন নহে। যদি এমামিয়া ও জয়দিয়া মজহাবের কথা পেশ করা হয়, তবে বলি তাহারা বেদয়াতি ফের্কা, তাহাদের মতসমূহের প্রতি আস্থা স্থাপন করা জায়েজ নহে।

দ্বিতীয়, রছুলে খোদা (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা বড় জামায়াতের পয়রবি কর।" যখন চারি মজহাব ব্যতীত সত্য মজহাব সমূহ বিলুপ্ত হইয়াছে, তখন এই চারি মজহাবের পয়রবি করিলে, বড় জামায়াতের পয়রবি করা হইবে এবং এই চারি মজহাব ত্যাগ করিলে বড় জামায়াত ত্যাগ করা হইবে।

তৃতীয় যখন উৎকৃষ্ট কাল বহু দিবস গত হইয়াছেন, এবং বিশ্বাসঘাতক প্রকাশিত হইয়াছে, তখন অসৎ বিদ্বানগণের অত্যাচারি কাজিগণের ও স্ব স্ব প্রবৃত্তি অনুসরণকারী ফৎওয়া প্রদাতাগণের মত সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা জায়েজ হইতে পারে না,—যতক্ষণ না তাঁহারা নিজেদের কথাকে প্রত্যক্ষভাবে হউক, আর পরোক্ষভাবে হউক, এরূপ প্রাচীন

বিদ্বানের মত বলিয়া প্রকাশ করেন, যদি যিনি সত্যবাদিত্ব,সত্যপরায়ণতা ও বিশ্বাস ভাজনতায় বিখ্যাত হন এবং তাঁহার মতটি উপযুক্ত ছনদে রক্ষিত থাকে।

আরও উক্ত ব্যক্তির মতের উপর আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না— যে ব্যক্তি এজতেহাদ করার শর্ত্তগুলি লাভ করিয়াছে কিনা, তাহা আমরা অবগত নহি। এক্ষেত্রে যদি আমরা বিদ্বানগণকে প্রাচীন বিদ্বানগণের মজহাব গ্রহণ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ দর্শন করি, তবে তাঁহারা যে মতগুলি উক্ত প্রাচীন বিদ্বানগণের মতের উপর নির্ভর করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন কিম্বা কোরআন ও হাদিছ হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে সাধারণতঃ সত্যপরায়ণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন। আর যদি বিদ্বানগণের মধ্যে এরূপ ভাবদর্শন করিতে না পারি, তবে তাহাদের মতকে সত্য জানা একান্ত অসম্বব। এই মর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া (হজরত) ওমার বেনে খাত্তাব (রাঃ) বলিয়াছিলেন যে, কপট ব্যক্তির কোরআন শরিফের সহিত বিরোধ ইসলামকে ধ্বংস করিবে। (হজরত) এবনে মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন যে, কেহ কাহারও পয়রবি করিতে চাহিলে পাচীন লোকদিগের পয়রবি করা কর্ত্তব্য।

পাঠক, এমামগণের মজহাব মান্য করা ওয়াজেব হওয়ার আরও বহু প্রমাণ কোরআন হাদিছ ও এজমায় বর্ত্তমান আছে।

১ম প্রমাণ—কোরআন শরিফ, ১৪ পারা, ছুরা নহল—

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۙ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ☆

"আমি তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ ব্যতীত রছুল প্রেরণ করি নাই, যাহাদের উপর আমি অহি প্রেরণ করি, অনন্তর যদি তোমরা না জান, তবে আহলে জেকরের নিকট জিজ্ঞাসা কর, (আমি তাঁহাদিগকে) নিদর্শন ও কেতাব সমূহ সহ (প্রেরণ করিয়াছি)।"

তফছিরে কবিরের ৫ম খণ্ডে (৩২০ পৃষ্ঠায়) ও তফছির রুহোল মায়ানির ৪র্থ খণ্ডে (৩৭৭ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে যে, কোরেশগণ বলিত যে, খোদাতায়ালা ফেরশতাকে রছুল রূপে প্রেরণ না করিয়া কি জন্য মনুষ্যকে রছুল পদে নিয়োজিত করিবেন?

খোদাতায়ালা উক্ত কথার প্রতিবাদে এই আয়ত নাজিল করেন। আয়তের অর্থ এই যে, হে কোরেশগণ। তোমরা তওরাত, ইঞ্জিল তত্ত্ববিদ অথবা প্রাচীন ইতিহাস তত্ত্ববিদ বিদ্বানমণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা কর যে, পূর্ব্বকালের রছুলগণ মনুষ্য বংশসম্ভুত ছিলেন অথবা ফেরেশতা রছুল রূপে আসিয়াছিলেন।

ওছুলে ফেকহ্ গ্রন্থে লিখিত আছে—

العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب

'খোদা ও রছুলের আদেশ ও নিষেধ সমূহ কোন নির্দ্দিষ্ট কারণে নাজিল হইলেও উহার সাধারণ শব্দ অনুসারে মর্ম্ম গ্রহণ করা হইবে।"

হাদিছ শরিফে আছে—"কোরআন শরিফ সপ্ত অক্ষরে অবতীর্ণ হইয়াছে, প্রত্যেক অক্ষরের স্পষ্ট ও অস্পষ্ট (দুই প্রকার) মর্ম্ম আছে। মেশকাত।

মূলকথা এই যে, কোরআন হাদিছ কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য বা কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে কিম্বা কারণে নাজিল হইলেও উহা সমস্ত জগদ্বাসির মধ্যে সাধারণ ভাবে বিস্তারিত হইবে এবং উহার সাধারণ অর্থ গ্রহণ করা হইবে।

এমাম নাবাবি ছহিহ মোছলেমের টিকার প্রথম খণ্ডে (৩৮ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন—কোরআন শরিফের কতক স্থলে হজরত নবি করিম (ছাঃ) কে উপলক্ষ করিয়া কোন হুকুম করা হইয়াছে, কিন্তু উক্ত হুকুম সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিস্তারিত হইবে।

মজহাব বিদ্বেষী মৌলবি ছিদ্দিক হাছান ছাহেব রওজায় নদীয়া গ্রন্থের ৩৯ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত মত লিখিয়াছেন।

পাঠক, উপরোক্ত আয়তে আহলে জেকর সাধারণ শব্দ, উহাতে কোন বিশেষ শ্রেণীর নাম নাই, অবশ্য ইহুদী ও খ্রীষ্টান যাজকদের উপলক্ষে নাজিল হইয়াছিল, কাজেই উহার সাধারণ অর্থ গ্রহণ করা হইবে। উহার সাধারণ অর্থ এইরূপ হইবে—হে মুছলমানগণ, যদি তোমরা কোন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ মছলার ব্যবস্থা অজ্ঞাত থাক, তবে এমাম মোজতাহেদগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য কর।

এস্থলে মজহাব বিদ্বেষী মৌঃ ফছিউদ্দিন ছামছামোলমোয়াহেদিন' পুস্তকের ৪৩ পষ্ঠায় এবং উক্ত দলভুক্ত মৌঃ এলাহি বখশ দোর্রায় মোহাম্মদী পুস্তকের৪৯ পৃষ্ঠায় সাধারণ লোককে ধোকা দিবার মানসে লিখিয়াছেন যে, 'আহলে জেকর, য়িহুদী ও খ্রীষ্টান বিদ্বানগণকে বলা হইয়াছে।

হানাফিগণ উহার মর্ম্ম এমাম মোজতাহেদ গ্রহণ করিয়া কোরআন শরিফের অর্থ পরিবর্ত্তন (তহরিফ) করিয়াছেন, নিরপেক্ষক পাঠক, স্থির মনে বিচার করিবেন যে কাহারা এই আয়তের বা অন্যান্য আয়তের মর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

কোরআন ছুরা মায়েদা—

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

"এবং যে ব্যক্তি খোদাতায়ালা যাহা নাজিল করিয়াছেন,তদুনযায়ী হুকুম না করে, তাহারাই ফাছেক।"

এই আয়তটি খ্রীষ্টান বিদ্বানগণের উপলক্ষে নাজিল হইয়াছিল, কিন্তু এমাম বোখারী ছহিহ বোখারির চতুর্থ খণ্ডে (১৪৪ পৃষ্ঠায়) উক্ত আয়তটি মুছলমান কাজি ও বিচারপতির উপলক্ষ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। এই জন্য এমাম এবনে হাযার 'ফৎহোল বারি' টিকার ত্রয়োদশ খণ্ডের ৯৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

و يظهر ان يقال ان الايات و ان كان سببها اهل الكتاب و لكن عمومها يتناول غيرهم ☆

"স্পষ্ট কথা এই যে আয়তগুলি ইহুদী ও খৃষ্টানগণের কারণে অবতীর্ণ হইলেও উহার সাধারণ অর্থ সকলের পক্ষে খাটীবে।"

এস্থলে কি এমাম বোখারি কোরআন তহরিফ করিয়াছেন।

উক্ত ছুরা—

وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ لا وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَ الْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ لا وَ الْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ☆

"আমি তাহাদের (ইহুদিদের) পক্ষে উক্ত তওরাতে লিখিয়াছি যে, জীবনের পরিবর্তে জীবন চক্ষুর পরিবর্তে চক্ষু, নাসিকার পরিবর্তে, নাসিকা, কর্ণের পরিবর্তে কর্ণ, দন্তের পরিবর্তে দন্ত ও আঘাত সমূহের বিনিময় আছে।"

তফছিরে আহমদি, ৩৫৬ পৃষ্ঠা—

খোদা ও রছুল প্রাচীন শরিয়তের কোন হুকুম বিনা এনকারে উল্লেখ করিলে, আমাদের পক্ষে উহা পালনীয় হইবে।

তফছিরে জালালাএনের ৯৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, যদিও উহা য়িহুদীদিগের ব্যবস্থা বলিয়া কোরআন শরিফে উল্লেখ হইয়াছে, তথাচ উহা আমাদের শরিয়তের ব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হইবে।

মজহাব বিদ্বেষীগণ উহা য়িহুদীদিগের ব্যবস্থা বলিয়া কি পালন করিবেন না?

কোরআন ছুরা তওবা—

وَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّ كُفْرًا الخ

তফছিরে জালালাএনের ১৬৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, ১২ জন মোনাফেক আবু আমের নামক খৃষ্টান যাজকের দুরভিসন্ধিতে কোবা মছজিদের বিরুদ্ধে একটি মছজিদ প্রস্তুত করে, সেই সময় খোদাতায়ালা হজরত নবি করিম (ছাঃ) কে উক্ত মছজিদে নামাজ পড়িতে নিষেধ করেন।

পাঠক, যে কোন মছজিদ কোন কুধারণার বশবর্ত্তি হইয়া বা অন্য মছজিদের ক্ষতির উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয়, উহাকে মজজিদে জেরার বলা হয়।

যদিও উপরোক্ত আয়তটি খৃষ্টান যাজক বা মোনাফেকদের সম্বন্ধে নাজিল হইয়াছিল, তথাচ তফছিরে আহমদীর ৪৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, অসদুদ্দেশ্যে বা হারাম অর্থ দ্বারা কোন মুছলমান যে কোন মছজিদ প্রস্তুত করিবে, উহা মছজিদে জেরার হইবে এবং উহাতে নামাজ পাঠ নিষিদ্ধ হইবে।

এক্ষেত্রে মজহাব বিদ্বেষীগণ বলিতে পারেন যে, কোন মুছলমানের পক্ষে মছজিদে জেরার প্রস্তুত করা জায়েজ হইবে, কেননা উক্ত আয়ত খৃষ্টান যাজক ও মোনাফেকদের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিল।

কোরআন ছুরা বাকার—

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ☆

"এবং তোমরা সত্যকে অসত্যের সহিত মিশ্রিত করিও না এবং তোমরা জ্ঞাতসারে সত্য গোপন করিওনা।"

পাঠক, এই আয়তটি ইস্রায়েল বংশধরগণের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু তফসিরে আজিজির ২১০।২১১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে

কোন মুছলমান কোরআন ও হাদিছের শব্দার্থ পরিবর্ত্তন করিলে, মহা গোনাহগার হইবে।

এক্ষেত্রে মজহাব বিদ্বেষী মৌলবিগণ বলিতেও পারেন যে, কোরআন ও হাদিছের মর্ম্ম পরিবর্ত্তন করা জায়েজ হইবে, কেননা উক্ত আয়তটি য়িহুদীদের জন্য নাজিল হইয়াছিল। এই হেতু বোধ হয় তাঁহাদের দলভুক্ত লেখকগণ নিজ নিজ পুস্তকে কোরআন ও হাদিছের মর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

পাঠক, মজহাব বিদ্বেষীগণ যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে একদিবস বলিতেও পারেন যে, বঙ্গবাসিদিগকে নামাজ, রোজা, হজ্জ ও জাকাত ইত্যাদি কিছুই সম্পাদন করিতে হইবে না, কেননা তৎসমস্ত কেবল আরববাসীদিগের জন্য নাজিল হইয়াছিল।

তাই বলি, হে মজহাব বিদ্বেষী লেখকগণ, কোরআন ও হাদিছ বুঝা আপনাদের কর্ম্ম নহে, ইহা প্রাচীন এমামগণেরই কার্য্য ছিল, অতএব আপনারা এইরূপ অন্যায় দাবী ত্যাগ করিয়া উক্ত এমামগণের পয়রবি করুন।

হে মজহাব বিদ্বেষী মৌঃ সাহেবগণ আপনারা য়িহুদী, খৃষ্টান বিদ্বানদের মত ধরিবেন, কিন্তু মুসলমান এমামগণের মত ধরিবেন না, কিন্তু যদি কেহ য়িহুদী ও খৃষ্টান বিদ্বানগণের নিকট হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) ও হজরত মুছা ও ইছা নবীগণের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন এবং তদুত্তরে ইহুদী বিদ্বানেরা বলেন যে, ইস্রায়েল বংশধর ব্যতীত কেহ নবী হইতে পারেন না এবং তওরাত গ্রন্থ মনছুখ হইতে পারে না, এই হেতু ইছমাইল বংশদ্ভব হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) নবী হইতে পারেন না এবং তওরাতের বিরুদ্ধবাদী হওয়ায় হজরত ইছা (আঃ) নবী হইতে পারেন না।

পক্ষান্তরে তদুত্তরে খৃষ্টান বিদ্বানেরা বলেন যে হজরত ইছা (আঃ) খোদার পুত্র ছিলেন এবং তিনি মৃত্যুর তিন দিবস পরে জীবত হইয়া বেহশতবাসী হইয়াছেন এবং হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) ইঞ্জিলের বিরুদ্ধবাদী

হওয়ায় নবী হইতে পারেন না। তবে হে মজহাব বিদ্বেষীগণ, আপনারা তাহাই বিশ্বাস করিয়া ইমানকে চিরতরে বিদায় দিবেন কিনা?

নিরপেক্ষ পাঠক ছুরা নহলের আয়তে যে, "আহলে জেকর শব্দ বর্ণিত হইয়াছে, মজহাব বিদ্বেষিগণের দাবি অনুসারে উহাতে কেবল য়িহুদী ও খৃষ্টান বিদ্বান বুঝা যাইবে, কিম্বা উহার সাধারণ মর্ম্ম গ্রহণীয় হইবে এবং মুছলমান এমাম মোজতাহেদ বুঝা যাইবে, এই তর্কের মীমাংসা যে সে লোকের কথায় হইতে পারে না, বরং প্রধান প্রধান বিদ্বানের মতে ইহার সুমীমাংসা হইতে পারে এক্ষণে স্থিরচিত্তে বিদ্বান মণ্ডলীর মতামত শুনুন।—

তফছিরে এবনে জরির, ১৪শ খণ্ড, ৬৫।৬৯ পৃষ্ঠা—

"মোজাহেদ বলিয়াছেন, য়িহুদী ও খৃষ্টান বিদ্বানগণকে আহলে জেকর বলা হইয়াছে। আ'মাশ বলিয়াছেন, তওরাত ও ইঞ্জিল তত্ত্ববিদগণের মধ্যে যাহারা মুছলমান হইয়াছিলেন, তাহারাই আহলে জেকর হইবেন। অন্যান্য বিদ্বানগণ (এমাম) আবুজাফর হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমরা (মুছলমানগণ) আহলে জেকর। এবনে জায়েদ বলিয়াছেন যে, কোরআন শরিফে কোরআন শরিফকে জেক্‌র করা বলা হইয়াছে, (আহলে জেক্‌র কোরআন তত্ত্ববিদ্‌কে বলা হইয়াছে।"

তফছিরে-নায়ছাপুরী, ১৪শ খণ্ড, ৬৮।৬৯ পৃষ্ঠা—

তওরাত তত্ত্ববিদ্‌কে আহলে জেক্‌র বলা হইয়াছে। হাজ্যাজ বলিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি বিদ্যা ও সূক্ষ্মজ্ঞানে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তোমরা তাঁহার নিকট (শরিয়তের মছলা) জিজ্ঞাসা কর।"

আরও উক্ত তফছিরে আছে—

قال بعض الاصولين فيه دليلى على انه يجوز

للمجتهد تقليد مجتهد اٰخر فيما يشتبه عليه ☆

"কতক অছুল-তত্ত্ববিদ্ বিদ্বান বলিয়াছেন, উক্ত আয়তে প্রমাণিত

হয় যে, যে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তদ্বিষয়ে একজন মোজতাহেদ বিদ্বান অন্য মোজতাহেদের মতাবলম্বন করিতে পারেন।"

তফছিরে কবির, ৫ম খণ্ড ৩২১ পৃষ্ঠা—

"আহলে জেক্‌রের চারিপ্রকার অর্থ হইতে পারে, প্রথম (হজরত) এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, উহার অর্থ তওরাত তত্ত্ববিদ্‌গণ। দ্বিতীয় হাজ্জাজ বলিয়াছেন, উহার অর্থ তওরাত ও ইঞ্জিল-তত্ত্ববিদগণ যাহারা খোদা প্রেরিত গ্রন্থসমূহের মর্ম্ম অবগত হইয়াছেন। তৃতীয়, প্রাচীন ইতিহাস - তত্ত্ববিদগণ চতুর্থ, হাজ্জাজ উহার অর্থে বলিয়াছেন, যে কেহ বিদ্যা ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব জ্ঞানে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, (সেই ব্যক্তি আহলে জেক্‌র) তোমরা তাহার নিকট (শরিয়তের মছলা) জিজ্ঞাসাকর।"

আরও উক্ত তফছিরে আছে—

اختلف الناس فى انه هل يجوز للمجتهد تقليد المجتهد منهم من حكم بالجواز فقال لما لم يكن احد المجتهدين عالما و جب عليه الرجوع الى المجتهد الاخر الذى يكون عالما لقوله تعالىٰ فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ☆

একজন এজতেহাদ শক্তি সম্পন্ন বিদ্বানের পক্ষে অন্য মোজতাহেদের মতাবলম্বন করা জায়েজ কিনা, ইহাতে লোকদিগের মতভেদ হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে একদল উহা জায়েজ হওয়ার হুকুম দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, যদি একজন মোজতাহেদ (কোন বিষয়) অবগত না হয়েন,

তবে তাঁহার পক্ষে অন্য যে কোন মোজতাহেদ (উহা) অবগত হয়েন-তাঁহার নিকট (তদ্বিষয়) জিজ্ঞাসা করা ওয়াজেব হইবে, কেননা খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, "যদি তোমরা অবগত না থাক, তবে আহলে জেক্‌রকে জিজ্ঞাসা কর"।

তফছিরে এবনে কছির, ৫ম খণ্ড, ৩৫৪ পৃষ্ঠা—

এবনে আব্বাছ বলিয়াছেন, আহ্‌লে জেক্‌র গ্রন্থধারী সম্প্রদায়, ইহাই মোজাহেদ ও আ'মাশের মত। (আবদুর রহমান বেনে জায়েদ যে কোরআনকে জেক্‌র (ও কোরআন তত্ত্ববিদ্‌কে আহলে জেক্‌র) বলিয়াছেন এবং উহার প্রমাণের জন্য।

اِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا الذِّكۡرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوۡنَ

এই আয়তটি পেশ করিয়াছেন তাহাও সত্য, কিন্তু এস্থলে ইহা কোরআন তত্ত্ববিদ্‌দের উপলক্ষ্যে নাজিল হয় নাই, কেননা প্রতিপক্ষ (কোরেশকুল) যখন কোরআন তত্ত্ববিদের কথা অস্বীকার করিয়াছেন, তখন তাঁহার মতের সত্যতার জন্য তাহার কথা গ্রহণ করিবে কেন?

এইরূপ (এমাম) আবুজাফর বাকের যে আপনাদিগকে আহলেজেক্‌র বলিয়াছেন, তাহার কথার মর্ম্ম এই যে, নিশ্চয় এই উম্মত আহলে জেক্‌র, তাহাও ঠিক, কেননা এই উম্মত সমস্ত প্রাচীন উম্মত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান, আর রাছুলে খোদা (ছাঃ) এর আহলে বয়েতের বিদ্বানগণ বিদ্বানকুলের শিরাভুষণ।"

তফছিরে রুহুল মায়ানি, চতুর্থ খণ্ড, ৩৭৭।৩৭৮ পৃষ্ঠা।

"আবু হাইয়ান তফছিরে বাহরে মুহিতে লিখিয়াছেন যে, আবু জাফর ও এবনে জায়েদ কোরআন তত্ত্ববিদকে আহলে জেক্‌র বলিয়াছেন, এ সূত্রে মুসলমানগণও আহলে জেক্‌র হইবেন, ইহা দুর্ব্বল মত। আল্লামা শেহাবদ্দিন সৈয়দ মহমূদ আলুছি ইহার প্রতিবাদে বলিয়াছেন, কোরআন তত্ত্ববিদ্‌গণও আহলে জেক্‌র হইতে পারেন। রুম্মানি, হায্যাজ ও আজহারি বলিয়াছেন

যে যাহারা প্রাচীন উম্মতের ইতিহাস তত্ত্ববিদ্ হয়েন মুছলমান হয়েন বা য়িহুদী খৃষ্টান হয়েন, তাঁহারাই আহলে জেক্‌র হইবেন, আয়তের অর্থ এই যে তোমরা প্রাচীন ইতিহাস তত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট জিজ্ঞাসা কর, তাঁহারা তোমাদিগকে এ বিষয় অবগত করাইবেন।''

আরও উক্ত তফছিরে আছে—

واستدل بها على وجوب المراجعة للعلماء فيما لا يعلم و فى الاكليل للجلال السيوطى انه استدل بها على جواز تقليد العامى فى الفروع و انظر التقليد بالفروع فان الظاهر العموم ولا سيما اذا قلنا المسئلة المامورين بالمراجعة فيها و السوال عنها من الاصول و يؤيد ذلك ما نقل عن الجلال المحلى انه يلزم غير المجتهد عاميا كان او غيره التقليد للمجتهد لقوله تعالى فَسْئَلُوْآ اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ و الصحيح انه لافرق بين المسائل الاعتقادية و غيرها و بين ان يكون المجتهد حيااو ميتااه

"উপরোক্ত আয়তে প্রমাণিত হইল যে, যে বিষয় জানা না যায়, তাহার সম্বন্ধে বিদ্বানগণের নিকট জিজ্ঞাসা করা ওয়াজেব।

জালালুদ্দিন ছিউতির একদল গ্রন্থে আছে, তিনি উক্ত আয়তের প্রমাণে বলিয়াছেন যে ফরুয়াত মছলার সাধারণ লোকের পক্ষে (এমাম মোজতাহেদের) মজহাব অবলম্বন করা জায়েজ। টিকাকার বলেন, (জালালুদ্দিন ছিউতি) যে কেবল ফরুয়াত মছলায় তকলীদ করার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতে তুমি অনুধাবন কর, কেননা আয়তের স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে বুঝা যায় যে, ফুরুয়াতমছলায় হউক, আর আকায়েদের মছলাই হউক, তকলীদ করা জায়েজ।

বিশেষতঃ যদি আমরা বলি যে, লোকে যে মসলার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন, উহা আকায়েদের মসলা হইলে, (তবে উহাতে তকলীদ করা কেন জায়েজ হইবে না?) জালালুদ্দিন মোহাল্লি হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও উপরোক্ত মতের সমর্থন করে। (তিনি বলিয়াছেন যে) যে ব্যক্তি এজতেহাদ শক্তিসম্পন্ন না হয়, নিরক্ষর হউক, আর নাই হউক, তাহার পক্ষে মোজতাহেদের মজহাব অবলম্বন করা ওয়াজেব কেননা খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, "যদি তোমরা অবগত না থাক, তবে আহলে জেকরকে জিজ্ঞাসা কর।"

ছহিহ মত এই যে, আকায়েদের বিষয় হউক, আর ফরুয়াত মছলাই হউক, জীবিত মোজতাহেদের হউক, আর মৃত মোজতাহেদের হউক, (তকলীদ করা ওয়াজেব)।"

তফছিরে বয়জবি, ৩য় খণ্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা—

وفى الاية دليل على وجوب المراجعة الى العلماء فيما لا يعلم ٥

"উপরোক্ত আয়ত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অজ্ঞাত বিষয়ে বিদ্বানগণের শরণাপন্ন হওয়া ওয়াজেব।"

তফছির আজিজি, ১২৮ পৃষ্ঠা—

کسانیکه اطاعت آنها بحکم خدا فرض است شش گروه اند و از انجمله مجتهدین شریعت وشیوخ طریقت اند که حکم ایشان بطریق واجب مخیر لازم الاتباع است بر عوام امت زیرا که فهم اسرار شریعت و دقائق طریقت ایشان را میسر است فَسْئَلُوْآ اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

"খোদাতায়ালার আদেশ অনুযায়ী ছয়দল লোকের হুকুম মান্য করা ফরজ, তন্মধ্যে শরিয়তের এমামগণ ও তরিকতের পীরগণ একদল, তাঁহাদের মধ্যে কোন একজনার আদেশ পালন করা সাধারণ উম্মতের পক্ষে ওয়াজেব, কেননা শরিয়তের গুপ্তভেদ সমূহ ও তরিকতের সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল হৃদয়সঙ্গম করা তাহাদের পক্ষে সহজসাধ্য হইয়াছিল।"

(খোদাতায়ালা বলিয়াছেন), "অনন্তর যদি তোমরা অজ্ঞাত থাক, তবে আহলে জেকরকে (বিজ্ঞ পণ্ডিত মণ্ডলীকে) জিজ্ঞাসা কর।"

মোছাল্লামের টিকা, ৬৬২ পৃষ্ঠা—

غیر المجتهد المطلق و لو عالما یلزمه التقلید (الی) و استدل علی المختار بقوله تعالی فَسْئَلُوْآ اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ☆

যে ব্যক্তি মোজতাহেদ মোতলাক না হন, যদিও তিনি বিদ্বান হন, তব তাঁহার পক্ষে মোজতাহেদের) মতাবলম্বন করা ওয়াজেব।

উপরোক্ত মনোনীত মতের প্রমাণ এই আয়ত—

"যদি তোমরা অজ্ঞাত হও, তবে আহলে জেকর (বিজ্ঞ পণ্ডিত মণ্ডলী) কে জিজ্ঞাসা কর।"

তওজিহ, ৩০০ পৃষ্ঠা—

و ان لم يكونوا مجتهدين ولم يعلم الحكم المذكور يجب عليهم السوال من اهل العلم و الاجتهاد لقوله تعالى فَسْئَلُوْآ اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُوْنَ •

"আর যদি আদেশদাতাগণ এজতেহাদ শক্তিসম্পদ বিদ্বান না হন এবং উল্লিখিত হুকুমটি অজ্ঞাত থাকে, তবে তাঁহাদের পক্ষে এজতেহাদ শক্তিসম্পন্ন বিদ্বানগণের নিকট জিজ্ঞাসা করা ওয়াজেব, ইহার প্রমাণ কোরআন শরিফের এই আয়ত—

"যদি তোমরা অজ্ঞাত থাক, তবে আহলে জেকরকে জিজ্ঞাসা কর।"

আল্লামা ছৈয়দ ছামহুদী 'আকদোল-ফরিদ নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

دليل وجوب تقليد غير المجتهد المجتهد قوله تعالى فَسْئَلُوْآ اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُوْنَ ☆

"যে ব্যক্তি মোজতাহেদ না হন, তাহার পক্ষে কোন এজতেহাদ শক্তিসম্পন্ন বিদ্বানের মজহাব অবলম্বন করা ওয়াজেব। "ইহার প্রমাণ এই আয়ত—

"অনন্তর যদি তোমরা অবগত না হও, তবে আহলে জেকরের নিকট জিজ্ঞাসা কর।"

শেখ এবনোল মোল্লা ফররুখ মক্কি 'কওলোছ ছদিদ' গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন—

و من لم يكن له قدرة وجب عليه اتباع من ارشد الى ما كلف به من اهل الظر و الاجتهاد و العدالة و سقط عن العاجز تكليفه بالبحث و النظر لعجزه لقوله تعالىٰ لايكلف اللّٰه نفسا الا وسعها و لقوله تعالىٰ فَسْئَلُوْآ اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ وهى الاصل فى اعتماد التقليد كما اشار اليه المحقق ابن همام ☆

"যে ব্যক্তির (এজতেহাদের) শক্তি নাই, তাহার প্রতি এরূপ ব্যক্তির আদেশ মান্য করা ওয়াজেব—যিনি তাহাকে উক্ত বিষয়ের পথ প্রদর্শন করেন,—যাহা তাহার প্রতি ওয়াজেব ছিল, আর যিনি সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ, এজতেহাদসম্পন্ন ও ধর্ম্মপরায়ন হন। যে ব্যক্তি (এজতেহাদ করিতে) অক্ষম হন, তাহার পক্ষে দলীলের তত্ত্বানুসন্ধান ওয়াজেব নহে, কেননা খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, "এবং খোদাতায়ালা কোন জীবের উপর তাহার সাধ্যতীত হুকুম করেন নাই।"

আরও বলিয়াছেন, "অনন্তর যদি তোমরা অবগত না থাক, তবে আহলে জেকরকে জিজ্ঞাসা কর।" তকলীদের প্রতি আস্থা স্থাপন করার পক্ষে

এই আয়তটিই মূল দলীল, যেরূপ সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ এবনে হোমাম ইঙ্গিত করিয়াছেন।

আল্লামা ছা'য়াতি 'নেহায়াতোল ওছুল গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন—

المختار ان المحصل لعلم معتبر اذا لم يبلغ رتبة الاجتهاد يلزمه التقليد لنا فَسْئَلُوْآ اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ☆

উপযুক্ত বিদ্যায় সুশিক্ষিত ব্যক্তি যতক্ষণ এজতেহাদের পদ প্রাপ্ত না হন, ততক্ষণ তাঁহার পক্ষে (এমামের) মতালম্বন করা ওয়াজেব। আমাদের দলীল এই আয়ত—

"অনন্তর যদি তোমরা অবগত না থাক, তবে আহলে জেকরকে এমাম মোজতাহেদকে) জিজ্ঞাসা কর।"

এমাম আবু মনছুর 'তাবিলাত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

فى بيان قوله تعالى فَسْئَلُوْآ اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ هو الامر بالسوال اى سئلوا اهل الذكر و قلدوهم

"তিনি উক্ত ছুরা নহলের আয়তের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, এই আয়তে জিজ্ঞাসা করার হুকুম হইয়াছে, অর্থাৎ আহলে জেকরকে জিজ্ঞাসা কর ও তাঁহাদের মতালম্বন কর।"

মজহাব-বিদ্বেষীদলের তজকিরোল-এখওয়ানের ১৮৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

ھاں قرآن و حدیث کی بات جانتا نهو وہ اون واقفکار لوگون سے دریافت کرلے کہ یہ بھی اللہ هی کا حکم هے فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ☆

"অবশ্য যে ব্যক্তি কোর আন ও হাদিসের কথা না জানে, সে ব্যক্তি যেন বিজ্ঞ লোকদিগের নিকট হইতে অবগত হয়। ইহাও খোদাতায়ালার হুকুম, যথা—"অনন্তর যদি তোমরা অজ্ঞাত থাক, তবে আহলে জেকরকে জিজ্ঞাসা কর।"

পাঠক, উপরোক্ত প্রমাণ সমূহে প্রমাণিত হইল যে, মজহাব বিদ্বেষী মৌলবী ফছিহউদ্দিন ও মৌলবী এলাহি বখশ ছাহেবদ্বয় কোর আন শরিফের উক্ত আয়তের অর্থ পরিবর্ত্তন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

দ্বিতীয় প্রমাণ— মেশকাত, ৫৪।৫৫ পৃষ্ঠা—

"(হজরত) যাবের (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা (ছাহাবাগণ) বিদেশে গমন করিয়াছিলাম, আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তির উপর একখণ্ড প্রস্তর পতিত হইয়া তাঁহার মস্তক আহত করিল, এমতাবস্থায় তাঁহার স্বপ্নদোষ (এহতেলাম) হইল, ইহাতে তিনি আপন সঙ্গিগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা আমার পক্ষে তায়াম্মামের ব্যবস্থা পাইতেছ কিনা? তাঁহারা বলিলেন, তুমি পানি (সংগ্রহে) সক্ষম, (এইহেতু) আমরা তোমার পক্ষে (উহার) ব্যবস্থা পাইতেছি না। তৎপরে তিনি গোছল করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। যে সময় আমরা (হজরত) নবি করিম (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন তাঁহাকে এই সংবাদ অবগত করান হইল। (তৎশ্রবণে) তিনি বলিলেন—

قتلوه قتلهم الله الا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العى السوال ☆

তাঁহারা একটি লোককে হত্যা করিয়াছেন, খোদাতায়ালা তাঁহাদিগকে হত্যা করুন যখন তাঁহারা অজ্ঞাত ছিলেন, তখন কেন তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন না? জিজ্ঞাসাই অজ্ঞাত ব্যক্তির তৃপ্তিদায়ক।"

পাঠক, উক্ত ছাহাবাগণ অবশ্য কোরআন হাদিছের অর্থ বুঝিতেন, কিন্তু এজতেহাদের ক্ষমতা না থাকা হেতু এরূপ ভ্রমসঙ্কুল মত প্রকাশ করায় হজরত নবি করিম (ছাঃ) কর্ত্তৃক এবম্প্রকার অভিসম্পাতগ্রস্ত হইয়াছিলেন। উপরোক্ত হাদিছ হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, এজতেহাদ শূন্য ব্যক্তি বিদ্বান হইলেও, এমাম ও মোজতাহেদগণের মজহাব ধারণ করিতে বাধ্য হইবেন।

প্রশ্ন

মজহাব-বিদ্বেষীগণ বলেন, খোদাতায়ালা ও হজরত নবিয়ে করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন যদি তোমরা অজ্ঞাত থাক, তবে এমামগণের নিকট জিজ্ঞাসা কর, কিন্তু যখন কোরআন ও হাদিছের দ্বারা প্রত্যেক মছলা অবগত হইতে পারি, তখন কি জন্য আমরা এমামগণের জিজ্ঞাসা করিব?

উত্তর

কোরআন ছুরা নহলে আছে—

وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

"এবং আমি তোমার উপর কেতাব নাজিল করিয়াছি, (উহা) প্রত্যেক বিষয়ের বর্ণনাকারী।"

তফছিরে বয়জবির ৩য় খণ্ডে (১৮৯ পৃষ্ঠায়) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে—

" কোরআন শরিফে ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রত্যেক বিষয়ের পূর্ণ বিবরণ আছে, (কতকগুলি) স্পষ্টভাবে, আর (কতকগুলি) অস্পষ্ট ভাবে, (অস্পষ্টগুলির ব্যাখ্যা) হাদিছ ও কেয়াছের উপর ন্যাস্ত করা হইয়াছে।"

এক্ষণে হে প্রশ্নকারী ভ্রাতা, যদি তুমি কোরআন শরিফ মান্য করিতে চাহ, তবে উপরোক্ত স্পষ্ট ও অস্পষ্ট উভয় অংশের পয়রবি করিতে বাধ্য হইবে। যদি তুমি কোরআন শরিফের অস্পষ্ট ও সাঙ্কেতিক মছলা সমূহ বুঝিতে পার তবে তোমাকে অন্য কোন এমামের মত ধরিতে হইবে না, কিন্তু যথার্থ পক্ষে এইরূপ লক্ষ মছলার মধ্যে দশটি মছলা বুঝিতে ও আবিষ্কার করিতে তুমি সক্ষম হইবে না, অতএব সরল প্রাণে কোন এক এমামের মজহাব মান্য কর।

দ্বিতীয় এমামগণের তকলীদ ব্যতীত কোরআন হাদিছে স্পষ্ট প্রকাশ্য অংশের অর্থ অবগত হওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব, কেননা কোরআন ও হাদিছ পড়িতে ও বুঝিতে গেলে, প্রথমে তোমাকে শিক্ষক, আরববাসী, কারী, টীকাকার, হাদিছ সংগ্রাহক, ইতিহাসবেত্তা, অভিধান লেখক, ছরফ ও নহো প্রবর্ত্তক, ওছুলে হাদিছ নির্ব্বাচক পণ্ডিতগণের মত ধরিতে হইবে। আরও কোরআন ও হাদিছের আদেশ ও নিষেধসূচক শব্দ সমূহের অর্থ, নাসেখ মনছুখ বিচার ও এতদুভয়ের বিশ প্রকার পৃথক পৃথকব্যবহার জানিতে গেলে, তোমাকে প্রত্যক্ষ ভাবে এমামগণের মজহাব ধরিতে হইবে।

তৃতীয় প্রমাণ, কোরআন ছুরা মায়েদা—

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ

"অদ্য আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম্ম পূর্ণ করিলাম।"

তফছিরে বয়জবির দ্বিতীয় খণ্ডে, (১৩৫-১৩৬ পৃষ্ঠায়) উক্ত আয়তের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে—

بالنصر و الاظهار على الاديان كلها او بالتنصيص على قواعد العقائد و التوقيف على اصول الشرائع و قوانين الاجتهاد ☆

সারমর্ম্ম—"খোদাতায়ালা মুছলমানদিগকে সাহায্য করিয়া ও তাহাদের ধর্ম্মকে অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মের উপর প্রবল করিয়া ইছলাম ধর্ম্মকে পূর্ণ (কামেল) করিয়াছেন, কিম্বা ইছলামী আকায়েদের ভিত্তি (মূলতত্ত্ব) গুলি প্রকাশ করিয়া এবং শরিয়তের মূল বিধিগুলি ও কেয়াছে ব্যবস্থা আবিষ্কার করার নিয়মাবলী ব্যক্ত করিয়া ইছলাম-ধর্ম্ম পূর্ণ করিয়াছেন।"

মুছলমানগণ যে সমস্ত বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে বাধ্য উক্ত বিষয়গুলিকে আকায়েদ বলা হয়।।

তফছিরে কবির, তৃতীয় খণ্ড, ৩৬৮ পৃষ্ঠা—

ইছলাম ধর্ম্ম পূর্ণ হওয়ার মর্ম্ম এই যে, খোদাতায়ালা সমস্ত ঘটনার ব্যবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে কতক ব্যবস্থা স্পষ্টভাবে (প্রকাশ করিয়াছেন), আর কতক ঘটনার ব্যবস্থা জানিবার জন্য কেয়াছ করিবার নিয়ম বর্ণনা করিয়াছেন, কেননা খোদাতায়ালা ঘটনাগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, একাংশের ব্যবস্থা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন, আর দ্বিতীয়াংশের ব্যবস্থা প্রথমাংশের উপর কেয়াছ করিলে জানিতে পারা যায়, তৎপরে যখন খোদাতায়ালা কেয়াছ করিতে ও মুসলমানদিগকে তদনুযায়ী কার্য্য করিতে হুকুম করিয়াছেন, তখন এই সূত্রে প্রকৃত পক্ষে সমস্ত ব্যবস্থা প্রকাশ করা হইল, এই হিসাবে ইসলাম ধর্ম্ম কামেল হইল।"

ছহিহ বোখারির টিকা, ফৎহোল বারি, ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা—

উক্ত আয়তের স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে বুঝা যায় যে, এই আয়তটি নাজিল হওয়া কালে ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়গুলি পূর্ণ হইয়াছিলেন, ইহা হজরত নবি (ছাঃ) এর মৃত্যুর প্রায় ৮০ দিবস পূর্ব্বে নাজিল হইয়াছিল।

এই সূত্রে এই আয়তের পরে অন্য কোন হুকুম নাজিল হয় নাই। এইরূপ দাবিতে বিশেষ সন্দেহ আছে। একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, শরিয়তের মূল রোকনগুলির সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ইসলাম ধর্ম্ম পূর্ণ হইয়াছে, উহা ফরুয়াত মসলা সমূহের সম্বন্ধে কথিত হয় নাই। এই হেতু উক্ত আয়তটি

কেয়াছ অমান্যকারীগণের অনুকুল দলীল হইতে পারে না। যদি ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে, উক্ত আয়তের পরে, আর কোন হুকুম নাজিল হয় নাই, তবে কেয়াছ অমান্যকারীগণের দলীলের প্রতিবাদে বলা যাইতে পারে যে, উপস্থিত ঘটনাবলী সম্বন্ধে কেয়াছ প্রয়োগ করা কোরআন শরিফের হুকুম হইতে গৃহীত হইয়াছে। আর যদি কোরআন শরীফে—

وَ مَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ☆

"এবং রসুল যাহা তোমাদের নিকট আনয়ন করিয়াছেন তাহা গ্রহণ কর। এই সাধারণ আয়ত ব্যতীত কেয়াছ সংক্রান্ত অন্য আয়ত নাও থাকিত (তবে বলা যাইতে পারে) যে, হজরত কেয়াছ করিতে আদেশ করিয়াছেন এবং কেয়াছি মত সমর্থন করিয়াছেন, এই সূত্রে কেয়াছ ও ধর্ম্মের পূর্ণকারী বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্ত হইল।

(এমাম) এবানোত্তিন, (এমাম) দাউদী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, "আমি তোমার উপর কোরআন নাজিল করিয়াছি এই জন্য যে, তুমি লোকদিগের জন্য যাহা তাহাদের উপর নাজিল করা হইয়াছে, বর্ণনা করিবে।"

পবিত্র মহিমান্বিত খোদাতায়ালা অনেক অস্পষ্ট বিষয় নাজিল করিয়াছেন, তৎপরে তাঁহার নবি (হজরত মোহাম্মদ সাঃ) যাহা তাঁহার সময়ে আবশ্যক হইয়াছিল, তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আর যাহা তাঁহার সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল না, তাহার ব্যাখ্যা বিদ্বানগণের প্রতি ন্যাস্ত করিয়াছেন।

যথা—খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, "যদি তাহারা উক্ত বিষয়টি রসুল ও তাঁহাদের মধ্যে আদেশদাতাগণের দিকে উপস্থিত করিতেন তবে তাঁহাদের মধ্যে যাহারা উক্ত বিষয়টি অনুমান (কেয়াছ) করিয়া আবিষ্কার করিতে পারেন, উহা অবগত হইতেন।"

নবাব ছিদ্দিক হাছান সাহেব তফছিরে ফৎহোল বায়ানের ৩য় খণ্ডে (১৩ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন—

"অধিকাংশ বিদ্বান বলিয়াছেন যে, ধর্ম্ম পূর্ণ হওয়ার মর্ম্ম এই যে, ফরজ, হালাল ও হারামের প্রধানাংশ সেই সময় নাজিল হইয়াছিল, তাঁহারা বলেন, ইহার পরও সুদের আয়ত, নিঃসন্তান ও পিতৃহীন ব্যক্তীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টন ইত্যাদি কোরআনের বহু আয়ত নাজিল হইয়াছিল।

উপরোক্ত প্রমাণে প্রমাণিত হইল যে, এমামগণ কেয়াছ দ্বারা কোরআন শরিফের অস্পষ্ট বিষয়গুলির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাতে নিঃশংশয়িত রূপে সাব্যস্ত হইতেছে যে, এমামগণের কেয়াছি ব্যবস্থা গুলি কোরআনের ব্যাখ্যা ও ইসলামের একাংশ।

আরও কোরআন শরিফের সুরা বাকারে আছে—

يَآ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ☆

"হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা সম্পূর্ণ রূপে ইসলাম ধর্ম্মে প্রবেশ কর।"

এই আয়তে প্রমাণিত হইতেছে যে, ইসলামের স্পষ্ট অস্পষ্টাংশ উভয় অংশ গ্রহণ করা মুসলমানগণের একান্ত কর্ত্তব্য।

এমাম নাবাবি তহজিবোল আসমা গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

قال امام الحرمين الذى ذهب اليه اهل التحقيق ان منكرى القياس لا يعدون من علماء الامة و حملة الشريعة لانهم معاندون مباهتون فيما ثبت استفاضة و تواترا و لان معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد و لا تفن النصوص بعشر معشارها و هولاء ملتحقون بالعوام ☆

"এমামমোল হারামাএন বলিয়াছেন, সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ বিদ্বানগণের মত

এই যে, নিশ্চয় কেয়াছ অমান্যকারীগণ উম্মতের আলেম ও শরিয়ত বাহক শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইতে পারেন না, কেননা যে কেয়াছ অসংখ্য প্রমাণে প্রমাণিত হইয়াছে, তাহারা সেই কেয়াছ অমান্য ও অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। আরও শরিয়তের অধিকাংশ বিষয় কেয়াছ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে এবং শরিয়তের এক দশমাংশও কোরআন ও হাদিছে (স্পষ্ট ভাবে) প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই দল সাধারণ (নিরক্ষর) শ্রেণীভুক্ত।

পাঠক, এক্ষণে ইহাই বিচার্য্য বিষয় যে যদি ইসলাম ধর্ম্মের ১০ লক্ষ মসলা থাকে, তবে তন্মধ্যে ১ লক্ষ মস্‌লা কোরআন ও হাদিসে স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে এবং অবশিষ্ট ৯ লক্ষ মস্‌লা কেয়াছ দ্বারা কোরআন ও হাদিছের অস্পষ্টাংশ হইতে আবিস্কৃত হইয়াছে। এমামগণ অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সরল ভাবে উক্ত মস্‌লাগুলি প্রকাশ করিয়া মোসলেম জগতের অসীম উপকার সাধন করিয়াছেন। প্রকৃত মুসলমান হইতে গেলে এবং সম্পূর্ণ ইসলাম স্বীকার করিতে ইচ্ছা করিলে, উক্ত মস্‌লাগুলিতে চারি এমামের মধ্যে কোন এক এমামের মজহাব ধরিতে হইবে।

আরও যে একাংশের মর্ম্ম স্পষ্ট কোর-আন ও হাদিছে আছে, তাহারাও অবগতির জন্য উক্ত এমামগণের মত ধরিতে হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্ম্ম মান্য করিতে গেলে, এমামগণের এক মজহাব মান্য করা ওয়াজেব হইবে।

একটি অদ্ভুদ প্রশ্ন

মজহাব বিদ্বেষী মৌলবী ফসিহদ্দিন সাহেব 'ছামছাম' পুস্তকের ৭৫ পৃষ্ঠায় ও ঐ সম্প্রদায়ের মৌলবী এলাহি বখশ সাহেব দোর্রায় মোহাম্মদী পুস্তকের ৬৫ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত আয়তের অর্থ পরিবর্ত্তন করিয়া একটি অদ্ভুত প্রশ্ন করিয়াছেন যে, দ্বীন মোহাম্মদী পূর্ণ হইয়াছে, এক্ষণে এমামগণের মজহাব মান্য করার কোনই আবশ্যক নাই। বহু দিবস পরে চারি মজহাবের সৃষ্টি হইয়াছে, মজহাবের আবশ্যকতা স্বীকার করিলে, এমামগণের নবুয়তের অংশীদার বলিতে হইবে।

উত্তর

এমামগণ কোরআন ও হাদিসের স্পষ্ট ও অস্পষ্ট মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা কোন নূতন মত নহে, প্রকৃত পক্ষে উহাই দীন ইসলাম। কোরআন ও হাদিছের অস্পষ্ট মর্ম্ম সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না, সেই হেতু এমামগণ স্পষ্ট ভাবে উহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, ইহাতে তাঁহারা নিজ হইতে শরিয়ত প্রস্তুত করেন নাই। এই কোরআন ও হাদিছের স্পষ্ট ও অস্পষ্ট মর্ম্ম বা মজহাব মান্য করিলে, এমামগণকে কিরূপে নবুয়তের অংশীদার বা নবী বলা হইবে?

মজহাব বিদ্বেষীগণ আপন দলভুক্ত মৌলবী সাহেবদিগের ফৎওয়া মান্য করিয়া থাকেন, কোরআন পড়িতে আরব দিগের মত এবং কোরআন ও হাদিছ বুঝিতে কুফা ও বাস্রা নিবাসী অভিধান, নহো ও ছরফ ,লেখক বিদ্বানগণের মত ধরিয়া থাকেন, এক্ষণে তাহারা নিশ্চয় বলিবেন যে, দীন ইসলাম পূর্ণ হইয়াছে, কাজেই উপরোক্ত বিদ্বানগণের ফৎওয়া ও মত মান্য করিব না, নচেৎ তাঁহাদিগকে নবী বলিয়া স্বীকার করা হইবে।

কোরআন ও হাদিছে ধারাবাহিক রাবিদের (হাদিস প্রকাশকগণের) নাম (ছনদে মোত্তাছেল) জানিতে হুকুম নাই, কিন্তু হজরত আব্দুলাহ্ বেনে মোবারক ও এমাম এবনে ছিরিণ দেড় বা দুই শত বৎসর পরে বলিলেন যে, হাদিছ শিক্ষা করিতে গেলে, রাবিদের নাম অবগত হওয়া দীন হইবে। এক্ষণে যদি রাবিদের নাম শিক্ষা করা না যায় ও তাহাদের অবস্থা অবগত হওয়া না যায়, তবে হাদিছ শিক্ষা করা অসম্ভব হইবে। আর যদি উহা শিক্ষা ও মান্য করা হয়, তবে মজহাব বিদ্বেষীদল নিশ্চয় বলিবেন, দীন ইসলাম পূর্ণ হইয়াছে, রাবিদের নাম (ইসনাদ) অবগত হওয়াকে দীন বলিলে, হজরত আব্দুল্লাহ্ বেনে মোবারক ও এমাম এবনে ছিরিনকে নবুয়তের অংশীদার বলা হইবে।

ছাহাবাগণ নবী (আঃ) এর হাদিছ মান্য করিতেন, তাবেয়ী ও তাবা-তাবেয়ীগণ ঐরূপ হাদিছ মান্য করিয়া লইতেন, তৎপরে দুই বা আড়াই শত বৎসর পরে এমাম বোখারি, মোছলেম, আবু দাউদ, তেরমেজি ও নাছায়ি প্রভৃতি মোহদ্দেছগণ নূতন নূতন কেয়াছি শর্ত্ত স্থির করিয়া কোন হাদিছকে

ছহিহ, কোনটিকে জইফ, কোনটিকে নাছেখ ও কোনটিকে মনছুখ বলিতে লাগিলেন, এক্ষেত্রে মজহাব বিদ্বেষীগণ নিশ্চয় বলিবেন যে, উক্ত এমামগণের হাদিছ বিচার মান্য করিব না, কেননা দীনইছলাম হজরত নবি করিমের সময় পূর্ণ হইয়াছে, তাঁহাদের নূতন নূতন শর্ত্ত ও মত স্বীকার করিলে, এমাম বোখারি প্রভৃতি বিদ্বানগণকে নবী বলা হইবে।

পাঠক, দেখিলেন ত মজহাব বিদ্বেষী মৌলবীগণ কোরআন ও হাদিছ নষ্ট করার কিরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন।

৪র্থ প্রমাণ -কোরআন ছুরা ইউছুফ—

تَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ

"(কোরআন শরীফে) প্রত্যেক বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ আছে।"

তফছিরে মাদারেক, ১ম খণ্ড, ৪২৭ পৃষ্ঠা—

(تفصيل كل شىء) يحتاج اليه فى الدين لانه

القانون الذى تستند اليه السنة و الاجماع و القياس ☆

"উক্ত আয়তের সার মর্ম্ম এই যে, ইছলাম ধর্ম্মের যে কোন বিষয়ের আবশ্যক হয়, উহা বিস্তারিত বিবরণ (উক্ত কোর আন) শরীফে আছে, কেননা উক্ত কোর-আন মূল, যাহার নজিরে হাদিছ, এজমা ও কেয়াছ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

তফছিরে আবু ছউদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা—

(و تفصيل كل شىء) مما يحتاج اليه فى الدين

اذما من امر دينى الا و هو يستند الى القران بالذات او

بوسط ☆

আয়তের মর্ম্ম এই যে, ইছলাম ধর্ম্মে যে কোন বিষয়ের আবশ্যক হয়, তাহার বিস্তারিত বিবরণ (উক্ত কোরআন শরিফে) আছে, কেননা প্রত্যেক ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয়ের দলীল প্রত্যক্ষ ভাবে কিম্বা পরোক্ষ ভাবে কোরআন শরিফে আছে।

এইরূপ তফছির বয়জবির ৩য় খণ্ডে, ১৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে মুল কথা এই যে, ইছলাম ধর্ম্মের প্রত্যেক মছলার দলীল কতকগুলি স্পষ্টভাবে, আর কতকগুলি অস্পষ্ট ভাবে কোরআন শরিফে বর্ত্তমান রহিয়াছে। আবার ঐ অস্পষ্ট মছলাগুলির মধ্যে কতক সংখ্যক হজরত নবিয়ে করিম (সাঃ) এর হাদিছে উল্লিখিত হইয়াছে এবং অবশিষ্ট অধিকাংশ মছলা এমামগণের কেয়াছ দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, যথা কোর আন শরিফে কেবল মাত্র নামাজ পড়িবার আদেশ স্পষ্টভাবে আছে, কিন্তু উহার রাকয়াত, রুকু, ছেজদা, ফরজ, ছুন্নত, ওয়াজেব ও নফল ইত্যাদির বিস্তারিত নিয়মাবলী উহাতে নাই, বরং হাদিছ শরিফে বর্ণিত রহিয়াছে। এইরূপ পবিত্র কোরআন শরিফে সুদ গ্রহণ স্পষ্ট ভাবে হারাম হইয়াছে, কিন্তু ইহার বিস্তারিত বিবরণ উহাতে নাই। হাদিছ শরিফে কেবল স্বর্ণ, রৌপ্য, গম, যব, খর্জ্জুর ও লবণ এই ছয় দ্রব্যের সুদ হারাম হইয়াছে, কিন্তু ধান্য পাট, কলাই, লৌহ ইত্যাদি সুদের ব্যবস্থা স্পষ্ট ভাবে উক্ত হাদিছ শরিফেও নাই, এমামগণ কেয়াছ দ্বারা কোর-আন ও হাদিছের অস্পষ্টাংশ হইতে উহা হারাম স্থির করিয়াছেন। এইরূপ শরিয়তের বহু মছলার স্পষ্ট ব্যবস্থা কোরআন হাদিছে নাই, যথা ট্রেনের উপর নামাজ পড়া জায়েজ হইবে কি না? তিন হস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ওজু করিতে হইলে, কয়খানি হস্ত ধৌত কর ফরজ হইবে? যে ব্যক্তির হস্ত পদের ওজুর স্থানগুলি কর্ত্তিত হইয়াছে বা মুখে খত আছে, তাহার ওজুর ব্যবস্থা কি? উপযুক্ত পানি ও মৃত্তিকা অভাবে ওজু করার ব্যবস্থা কি? দশ টাকার নোটের কাগজের পরিবর্ত্তে ২০ টাকার নোট গ্রহণ করা জায়েজ কিনা? নপুংসকের (হিজড়ার) কাফন দিবার ব্যবস্থা কি? গোবিষ্ঠা মিশ্রিত মৃত্তিকা

দ্বারা গঠিত পাত্রের পানি দ্বারা পিপাসা নিবৃত্তি বা ওজু জায়েজ কিনা? বানর, কুকুর ভল্লুক ও ব্যাঘ্রের মলমূত্র নাপাক কিনা?

এরূপ বহু সংখ্যক মছলার ব্যবস্থা কোরআন ও হাদিছে স্পষ্ট ভাবে বর্ণিত নাই, তৎসমুদয় এমামগণ কোরআন ও হাদিছে সাঙ্কেতিক শব্দ সমূহ হইতে প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব এমামগণের এই আবিষ্কৃত মছলাগুলি কোরআন ও হাদিছের অস্পষ্টাংশ।

কোরআন শরিফে বর্ণিত আছে—

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَ تَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ

"তোমরা কি কোরআন শরিফের কতকাংশের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতেছ এবং কতকাংশকে অস্বীকার করিতেছ?" যতক্ষণ কোরআন শরিফের স্পষ্ট ও অস্পষ্ট উভয় অংশ মান্য না করা হয়, ততক্ষণ কোরআন শরিফ মান্য করা হইবে না, আর এই উভয় অংশ মান্য করা ওয়াজেব ফরজ, কিন্তু এমামগণ উক্ত অস্পষ্টাংশ প্রকাশ করিয়াছেন এক্ষেত্রে তাহাদের প্রকাশিত মছলা (মজহাব) মান্য করা ওয়াজেব ফরজ হইবে, অন্যথায় কোরআন অমান্য করিয়া ভ্রান্ত সম্প্রদায়ে পরিণত হইতে হইবে। হে মজহাব বিদ্বেষীগণ, যদি আপনারা উপরোক্ত মছলাগুলি স্পষ্ট কোরআন ও হাদিছ হইতে দেখাইতে না পারেন, তবে আপনাদের পক্ষে এমামগণের মজহাব মান্য করা ওয়াজেব ফরজ হইবে কিনা?

পাঠক, এমামগণ কেয়াছ করিয়া কোর-আন ও হাদিছের অস্পষ্টাংশ হইতে যে মছলাগুলি প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসমুদয় দুই প্রকার—যদি উক্ত মছলার প্রতি এমামগণের একমত হইয়া থাকে, তবে উহাকে 'এজমা' বলা হয়, আর যদি উহাতে তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন মত হইয়া থাকে, তবে উহাকে কেয়াছ বলা হয়। এক্ষেত্রে মূলে শরিয়তের দলীল তিনটি হইল, কোর-আন হাদিছ ও কেয়াছ, উক্ত কেয়াস দুই প্রকার হওয়ায় শরিয়তের চারিটি দলীল হইবে, কেরা-আন, হাদিছ এজমা ও কেয়াছ।

মেশকাতের ৩৫ পৃষ্ঠায় আবু দাউদ এবনে মাজা হইতে নিম্নোক্ত হাদিছটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে—

العلم ثلثة اية محكمة او سنة قائمة او فريضة عادلة و ما كان سوى ذلك فهو فضل ☆

"এলম (শরিয়তের দলীল) তিন প্রকার—(প্রথাম) কোর-আন শরিফের আয়ত যাহা মনছুখ নহে বা যাহার একপ্রকার ভিন্ন অন্ন অর্থ হইতে পারে না, (দ্বিতীয়) হজরতের হাদিছ যাহা ছহিহ প্রমাণিত হইয়াছে, (তৃতীয়) কেয়াস যাহা কোরআন ও হাদিছের তুল্য গ্রহণ করা ওয়াজেব।

'মাজমায়োল বেহার টিকাতে হাদিছটির উপরোক্ত প্রকার অর্থ লিখিত আছে।

'আশে'য়াতোল-লাময়াত' ও 'মেরকাত' টীকায় লিখিত আছে, 'ফরিজায়-আদেলায়' এই শব্দদ্বয়ের অর্থ এজমায়ি ও কেয়াসি মছলাগুলি যে সমুদয় কোর-আন হাদিছ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং কোরআন ও হাদিছের তুল্য যে সমুদয় মান্য করা ওয়াজেব হাদিছের মূল মর্ম্ম এই যে, শরিয়তের চারিটি দলীল কোর আন হাদিছ এজমা ও কেয়াছ।

পাঠক মনে ভাবুন, একটি বৃক্ষের উপরি অংশে তিনটি শাখা উৎপন্ন হইয়াছে এবং নিম্মাংশে একটি শাখা দুই অংশে বিভক্ত হইয়া দুইটি পৃথক পৃথক শাখায় পরিণত হইয়াছে, এক্ষেত্রে উপরের অংশে দেখিলে, তিনটি শাখা বোধ হয়, কিন্তু নীচের অংশে দেখিলে চারিটি শাখা হয়। এইরূপ শরিয়তের দলীল তিন কিম্বা চারি বুঝিতে হইবে।

মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী 'তফছির আজিজির' ১২৯ পৃষ্ঠায়, মাওলানা শাহ অলি উল্লাহ মরহুম 'একদোলজিদ' গ্রন্থের ৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, শরিয়তের চারিটি দলীল- কোর-আন, হাদিছ, এজমা ও কেয়াছ। এবনে খলদুন মোকাদ্দমা'য় লিখিয়াছেন যে, কেয়াছ যে

শরিয়তের দলীল ইহাতে ছাহাবাগণের একমত হইয়াছে। এমাম এবনে আবদুল বার্ 'জামেয়োল উলুম' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, শরিয়তের আহ্কাম সম্বন্ধে কেয়াছ করা সিদ্ধ আছে, ইহাতে শহর সমূহের ফকিহ্ বিদ্বানগণ ও সমস্ত ছুন্নি সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ নাই।

মজহাব বিদ্বেষীদিগের নেতা মৌলবী ছিদ্দিক হাসান সাহেব 'এহতেওয়া' পুস্তকের ১৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, শরিয়তের চারিটি দলীল— কোরআন, হাদিছ, এজমা ও কেয়াছ, ইহাতে শরিয়তধারীগণের এজমা হইয়াছে।

মহাত্মা শাহ অলিউল্লাহ্ মরহুম উক্ত গ্রন্থের ৮৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, "খারিজি দল এজমা মান্য করে না, শিয়া দল কেয়াছ মান্য করে না, তাহাদিগকে কাজি (শরিয়তের বিচারক) স্থির করা জায়েজ নহে"

আল্লামা এবনে যওজি 'তলবিছে ইবলিছ' গ্রন্থের ২৬।২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"(মরজিয়াদের দশম দল) জাহেরীয়া ইহারা কেয়াছকে মান্য করে না।"

পাঠক, তফছিরে-মাদারেকের প্রথম খণ্ডে (১৭০ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে যে, নানি, দাদি, নাৎনি ও পুৎনি কেয়াছ কর্ত্তৃক হারাম প্রমাণিত হইয়াছে, এই কেয়াছের প্রতি এমামগণের এজমা হইয়াছে। মজহাব অমান্যকারী মৌলবী সিদ্দিক হাসান রওজা-নাদিয়া' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, চারিটি স্ত্রীর অধিক এক সঙ্গে নিকাহ করা যে হারাম, ইহা কোর-আন ও সহিহ্ হাদিছ দ্বারা প্রমাণিত হয় নাই, ইহা কেবল এজমা দ্বারা সপ্রমাণিত হইয়াছে। কাজি শওকানি প্রভৃতি কেয়াছ অমান্যকারীগণ বলিয়াছেন যে, কোর-আন ও হাদিছে কেবল শূকরের মাংস হারাম এবং উহার অবশিষ্ঠ অংশের হারাম হওয়া কেয়াছ কর্ত্তৃক প্রমাণিত হইয়াছে, মৌলবী ছিদ্দিক হাছান সাহেব মেসকোল খেতামে লিখিয়াছেন যে, হাদিছ শরিফে কেবল কুকুরের মুখ নাপাক সাব্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু উহার অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেয়াছ কর্ত্তৃক নাপাক সাব্যস্ত

হইয়াছে। কেয়াছ অমান্যকারী মৌলবি মহিউদ্দিন ছাহেব ফেক্‌হে মোহাম্মদীতে লিখিয়াছেন যে, ধান্য ও পাট ইত্যাদির সুদ (বাড়ি) কেয়াছে হারাম হইয়াছে।

এক্ষণে যদি মজহাব বিদ্বেষীগণ এজমা ও কেয়াছ মান্য করিতে চাহেন, তবে শরিয়তের নয় ভাগ মছলায় এমামগণের তকলীদ করিতে বাধ্য হইবেন, আর যদি উক্ত দুই দলীল অমান্য করেন, তবে শরিয়তের নয় ভাগ ত্যাগ করিয়া খারিজি ও শিয়া ভ্রান্ত জাহান্নামি দলে গন্য হইবেন এবং দাদি, নানি, নাৎনী ও পুৎনিকে হালাল বলিয়া, অসংখ্য স্ত্রী গ্রহণ জায়েজ বলিয়া, শূকরের চর্ব্বি ইত্যাদি কুকুরের মুখ ভিন্ন অন্যান্য অংশ পাক বলিয়া এবং ধান্য, পাট ইত্যাদির সুদ হালাল স্বীকার করিয়া ইমানকে চিরতরে বিদায় দিবেন।

মিজান-শা'রানি গ্রন্থের ১৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

كان ابن حزم يقول جميع ما استنبطه لمجتهدون معدود من الشريعة و ان خفى دليله على العوام ☆

"এবনে-হাজম বলিতেন, যে সমস্ত মছলা মোজতাহেদগণ কেয়াছ দ্বারা আবিষ্কার করিয়াছেন, যদিও তৎসমুদয়ের দলীল সাধারণ লোকের পক্ষে অপ্রকাশ থাকে, তথাছ তৎসমুদয় শরিয়তের মধ্যে গণ্য হইবে।

ইনিই মজহাব বিদ্বেষীগণের একজন প্রধান নেতা।

মজহাব বিদ্বেষীদলের তজকিরোল এখওয়ানের ৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

مجتهدون نے اپنے اجتهاد سے نکالا وہ بھی سنت مین داخل ھے ☆

"মোজতাহেদগণ কেয়াছ করিয়া যে মছলা আবিষ্কার করিয়াছেন, উহাও ছুন্নতের মধ্যে গণ্য।"

আরও ১৮৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

تو ایسی بات پر مجتهدون کے قیاس صحیح کے موافق عمل کرے پھر وہ مجتهد بهی ایسا هو که جسکا اجتهاد امت کے اکثر عالم مسلمانون نے قبول کیا جیسے امام اعظم اور امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد رح ☆

"তবে (কোর-আন, হাদিছ এবং এজমায় যে মছলা প্রমাণিত না হয়) এরূপ মছলায় মোজতাহেদগণের ছহিহ কেয়াছ অনুযায়ী কার্য্য করিবে, আবার উক্ত মোজতাহেদ এরূপ হন যাহার এজতেহাদ (কেয়াছি মত) উম্মতের অধিকাংশ মুসলমান বিদ্বান স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, যথা এমাম আজম, এমাম শাফিয়ি, এমাম মালেক ও এমাম আহমদ (রঃ)।

৫ম প্রমাণ কোরআন ছুরা নেছা—

يَآ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُو لِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ج فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَيْىءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِا للّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ☆

"হে বিশ্বাসিগণ (ইমানদারগণ), তোমরা আল্লাহতায়ালার আদেশ পালন কর এবং রছুলের ও তোমাদের মধ্যে আদেশদাতাগণের আদেশ পালন কর। তৎপরে যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিরোধ কর, তবে উক্ত বিষয়টি আল্লাহ ও রছুলের দিকে উপস্থিত কর, যদি তোমরা আল্লাহ এবং শেষ দিবসের (কেয়ামতের) প্রতি বিশ্বাস করিয়া থাক।"

পাঠক, উক্ত আয়ত নাজিল হওয়া সম্বন্ধে বিদ্বাগণের মতভেদ হইয়াছে। এমাম বোখারি হজরত আবদুল্লাহ বেনে আব্বাছ (রাঃ) হইতে উক্ত আয়তটি ছাহাবা হজরত আবদুল্লাহ বেনে হোজাফার সম্বন্ধে নাজিল হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা (মিরাঠের মুদ্রিত) সহিহ বোখারির ২য় খণ্ডের (৬৫৯ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে। আরও তিনি উক্ত খণ্ডের ৬২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে উহাকে ছারিয়ায় আবদুল্লাহ বেনে হোজাফা ও আলকামা অথবা ছারিয়ায় আনসার বলা হয়।

তিনি উক্ত পৃষ্ঠায় এবং ১০৫৮ পৃষ্ঠায় উক্ত আবদুল্লাহ বেনে হোজাফার সৈন্যদলের ঘটনা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

হজরত আলি (রাঃ) বলিয়াছেন, (জনাব) নবি (সাঃ) একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি একজন আনসারিকে সেনাপতি নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে উক্ত সেনাপতির আদেশ পালন করিতে হুকুম করিয়াছিলেন। অনন্তর উক্ত সেনাপতি রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, (হজরত) নবি (ছাঃ) কি তোমাদিগকে আমার আদেশ পালন করিতে আজ্ঞা করেন নাই? তাঁহারা বলিলেন, হাঁ। তিনি বলিলেন, তোমরা আমার জন্য কাষ্ঠ সংগ্রহ কর, ইহাতে তাঁহারা (কাষ্ঠ) সংগ্রহ করিলেন। তৎপরে তিনি বলিলেন, তোমরা অগ্নি প্রজ্বলিত কর, ইহাতে তাঁহারা উহা প্রজ্বলিত করিলেন। তৎপরে তিনি বলিলেন তোমরা উক্ত অগ্নিতে প্রবেশ কর, ইহাতে তাহারা (অগ্নিতে প্রবেশ করিতে) ইচ্ছা করিলেন এবং তাহাদের কতকলোক অন্য কতককে বাধা দিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, আমরা অগ্নি হইতে

পলায়ন করিয়া (হজরত) নবি (ছাঃ) এর নিকট (উপস্থিত হইয়াছি)। তাঁহারা এই অবস্থায় ছিলেন, এমন কি অগ্নি এবং উক্ত সেনাপতির ক্রোধানল নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। তৎপরে (হজরত নবি (ছাঃ) এই সংবাদ পাইয়া বলিলেন, যদি তাঁহারা উক্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিতেন, তবে কেয়ামতের দিবস অবধি উহা হইতে বহির্গত হইতে পরিতেন না, সৎকার্য্যে আদেশ পালন করিতে হয়।"

এমাম বোখারি এস্থলে কয়েকটি বিষয়ে ভ্রম করিয়াছেন, প্রথম হজরত আবদুল্লাহ বেনে হোজাফা (রাঃ) কোরাএশী ছিলেন, আর হজরত আলি (রাঃ) উল্লিখিত হাদিছে একজন আনছারী (অথবা মদিনাবাসী) সেনাপতির কথা আছে। কাজেই উভয়টি পৃথক পথক ঘটনা যদি উক্ত আয়ত আবদুল্লাহ বেনে হোজাফার সম্বন্ধে নাজিল হইয়া থাকে, তবে হজরত আলি (রাঃ) উল্লিখিত আনসারী সেনাপতির সম্বন্ধে উহা নাজিল হইতে পারে না।

দ্বিতীয় এমাম এবনে হাজার 'ফৎহোল-বারি' টিকার ৮ম খণ্ডে (৪৩ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন, হজরত নবি (ছাঃ) আলকামা বেনে মোযাজ্জেজকে কোন যুদ্ধের সেনাপতি স্থির করিয়াছিলন, আর উক্ত আলকামা' (রাঃ) আবদুল্লাহ বেনে হোজাফাকে একদল দ্রুত প্রত্যাবর্ত্তনকারীর সেনাপতি স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু হজরত আলি (রাঃ) উল্লিখিত হাদিছে বুঝা যায় যে, হজরত নবি (ছাঃ) স্বয়ং উক্ত আনসারীকে সেনাপতি স্থির করিয়াছিলেন।

তৃতীয় কোস্তালানির ৭ম খণ্ডে (৬৮ পৃষ্ঠায়) ফৎহোল-বারির ৮ম খণ্ডে (১৭৬ পৃষ্ঠায়) এবং আয়নির ৮ম খণ্ডে (৫৫৪ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে যে, দাউদি এস্থলে এই প্রশ্ন করিয়াছেন যে, যদি উক্ত ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বে এই আয়ত নাজিল হইয়া থাকে, তবে কি জন্য খাস (হজরত) আবদুল্লাহ বেনে হোজাফার আদেশ পালন করিতে বলা হইবে? আর যদি উক্ত ঘটনা ঘটিবার পরে এই আয়ত নাজিল হইয়া থাকে, তবে অবশ্য বলা হইত, কেবল

সৎ কার্য্যে আদেশ পালন করিতে হইবে, ইহা বলা হইত না, কেন তোমরা তাহার আদেশ পালন কর নাই? এমাম এবনে-হাজার ইহার উত্তরে বলিয়াছেন, উক্ত আয়তের প্রথম অংশ যাহাতে উলোল-আমরের আদেশ পালন করিতে বলা হইয়াছে, উক্ত আবদুল্লাহ বেনে হাজার হোজাফার জন্য অবতীর্ণ হয় নাই, বরং উক্ত আয়তের শেষাংশ তাঁহার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে।

পাঠক, উপরোক্ত বিবরণে এমাম বোখারির এই দাবি যে 'উলোল-আমর' সংক্রান্ত আয়তটি (হজরত) আবদুল্লাহ বেনে হোজাফার জন্য নাজিল হইয়াছে, বাতীল সপ্রমান হইল।

তফছিরে এবনে জরির, ৫৮৮ পৃষ্ঠা—

(হজরত) নবি (ছাঃ) (হজরত) খালেদ বেনে অলিদের সেনা পতিত্বে ও (হজরত) আম্মার বেনে ইয়াছেরের সহকারিতায় একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বাঞ্ছিত দলের দিকে ধাবিত হইলেন। তাঁহারা উক্ত দলের নিকট উপস্থিত হইয়া শেষ রাত্রে (উষ্ট্র বা ঘোটক হইতে) অবতরণ করিলেন। তাঁহাদের নিকট গুপ্তচর আসিয়া উক্ত আক্রান্ত দলের নিকট (এই) সংবাদ পৌছাইয়া দিল। উক্ত দল প্রভাত হইতে না হইতে পলায়ন করিল। কেবল এক ব্যক্তি নিজের পরিজনকে তাহাদের যথাসম্বলকে সংগ্রহ করিতে হুকুম করিয়া রাত্রির অন্ধকারে ধাবিত হইল, এমন কি (হজরত) খালেদের সেনাদলের নিকট উপস্থিত হইয়া (হজরত) আম্মার বেনে ইয়াছেরের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিল। তৎপরে সে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, হে আবুল ইয়াকজান (আম্মার) নিশ্চয় আমি মুসলমান হইয়াছি এবং শাহাদাত কলেমা পাঠ করিয়াছি, নিশ্চয় আমার স্বজাতিরা আপনাদের আগমন সংবাদ শ্রবণ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছে। আমি একা বাকি আছি, আমার ইসলাম গ্রহণ কল্য আমার পক্ষে ফলদায়ক হইবে কি? যদি না হয়, তবে পলায়ন করিব। (হজরত) আম্মার (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, উহা তোমার পক্ষে ফলদায়ক হইবে, তুমি (নিজ গৃহে) অবস্থিতি কর, ইহাতে তিনি (তথায়) অবস্থিতি করিলেন।

প্রভাতে (হজরত) খালেদ (রাঃ) লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি উক্ত ব্যক্তি ব্যতীত কাহাকেও প্রাপ্ত হইলেন না, সেই ব্যক্তি বন্দীকৃত হইল এবং তাহার অর্থ লুণ্ঠিত হইল। (হজরত) আম্মার (রাঃ) এই সংবাদ অবগত হইয়া (হজরত) খালেদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আপনি এই ব্যক্তিকে মুক্তি দিন, কেননা সে মুসলামন হইয়াছে, আর আমি তাহাকে অভয় প্রদান করিয়াছি। (হজরত খালেদ) (রাঃ) বলিলেন, আপনি কিরূপে আশ্রয় প্রদান করিলেন? ইহাতে তাঁহারা উভয়ে কটুবাক্য প্রয়োগ করিলেন এবং (হজরত) নবি (ছাঃ) এর নিকট (এই ব্যাপারে) উপস্থিত করিলেন। (হজরত) (ছাঃ) (হজরত) আম্মারের আশ্রয় প্রদান স্থির (জায়েজ) রাখিলেন এবং সেনাপতির বর্ত্তমানে তঁহাকে পুনরায় আশ্রয় প্রদান করিতে নিষেধ করিলেন। তখন তাঁহারা উভয়ে হজরত নবি (আঃ) এর নিকটে কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। হজরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ, আপনি এই লাঞ্ছিত দাসকে আমার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে সুযোগ প্রদান করিতেছেন। তখন হজরত বলিলেন, খালেদ তুমি আম্মারকে গালি দিও না, কেননা যে ব্যক্তি আম্মারকে গালি দেয়, আল্লাহতায়ালা তাহার গালির প্রতিশোধ দেন, যে ব্যক্তি আম্মারের সহিত শত্রুতা ভাব পোষণ করে, আল্লাতায়ালা তাহাকে শত্রুরূপে গ্রহণ করেন এবং যে ব্যক্তি আম্মারের উপর লানত (অভিসম্পাত) প্রদান করে, আল্লাহতায়ালা তাহার উপর লানত প্রদান করেন। তখন (হজরত) আম্মার (রাঃ) রাগান্বিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন, ইহাতে (হজরত) খালেদ (রাঃ) তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাঁহার বস্ত্র ধরিলেন এবং তাঁহার নিকট ক্রটি স্বীকার করিলেন, (হজরত) আম্মার (রাঃ) তাঁহার উপর রাজি হইলেন। সেই সময় উক্ত আয়ত নাজিল হইয়াছিল।"

পাঠক, উপরোক্ত আয়তে আল্লাহ ও রছুলের আদেশ পালন করার অর্থ— কোরান ও হাদিছের পয়রবি করা, কিন্তু আদেশ দাতাগণের (উলোল-আমরে'র) অর্থ কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

তফছিরে এবনে জরির, ৫ম খণ্ডে, ৮৭।৮৯ পৃষ্ঠা—

একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, 'উলোল আমর বলিয়া আমিরগণ সেনাপতিগণ এবং বাদশাহগণের আদেশ পালন করার প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে।

অন্যান্য বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, 'উলোল-আমর বলিয়া আহলে এলম (মোজতাহেগণ) এবং ফেক্‌হ তত্ত্ববিদগণের আদেশ পালন করিতে বলা হইয়াছে।

ان ابى العالية فى قوله و اولى الامر منكم قال اهل العلم الا ترى انه يقول و لو ردوه الى الرسول و الى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ☆

(এমাম) আবুল আলিয়া 'উলোল-আমর শব্দের ব্যাখ্যায় 'আহলোল এল্‌ম' (মোজতাহেদগণ) বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তুমি কি দেখ না যে নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন—"আর যদি তাহারা রছুলের দিকে এবং তাহাদের মধ্যে 'উলোল-আমরের দিকে উক্ত বিষয়টি উপস্থিত করিতেন, তবে অবশ্য তাঁহাদের মধ্যে যাহারা উক্ত বিষয়টি এজতেহাদের দ্বারা আবিষ্কার করিতে পারেন, তাঁহারা উহা অবগত হইতেন।"

মূলকথা, উক্ত আয়ত দ্বারা 'উলোল-আমর এর অর্থ মোজতাহেদগণ হওয়া সপ্রমাণ হইল।

হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) এমাম মোজাহেদ এবনে আবিনোজাএহ, আতা বেনে ছাএব ও হাসান (বাসারি) 'উল্লোল-আমরের' অর্থ আহলে -এলম (মোজতাহেদগণ) ও ফকিহগণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

তফছিরে দোর্রে-মনছুর, ২।১৭৬।১৭৭ পৃষ্ঠা—

(হজরত) আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, 'উলোল-আমর' শব্দের অর্থ আমিরগণ ও যুদ্ধের সেনাপতিগণ। ওবাই বলিয়াছেন, উক্ত শব্দের অর্থ বাদশাহগণ।

اخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن ابى حاتم والحاكم عن ابن عباس فى قوله و اولى الامر منكم يعنى اهل الفقه و الدين و اهل طاعة الله الذين يعلمون الناس معانى دينهم ويامرونهم بالمعروف و ينهونهم عن المنكر فاوجب الله طاعتهم على العباد ☆

"এবনে জরির, এবনোল-মোঞ্জের এবনো আবিহাতেম এবং হাকেম (হজরত) এবনে আব্বাছ (রাঃ) উল্লেখ করিয়াছেন যে, উলোল আমর শব্দের অর্থ ফকিহগণ, ধর্ম্মপরায়ণগণ এবং খোদার এবাদতকারিগণ (তাপসগণ) যাহারা লোকদিগকে ধর্ম্মের (দ্বীনের) মর্ম্মসমূহ শিক্ষা প্রদান করেন, তাহাদিগকে সৎকার্য্যের আদেশ প্রদান করেন এবং তাহাদিগকে অন্যায় কার্য্য করিতে নিষেধ করেন, আল্লাহতায়ালা উক্ত ব্যক্তিগণের অনুসরণ করা বান্দাগণের (সেবকগণের) প্রতি ওয়াজেব করিয়াছেন।"

এইরূপ এবনে আবি শায়বা আব্দ বেনে হোমাএদ, হেকিম তেরমেজি, এবনে জরির, এব্নোল মোঞ্জের, এবনে আবি হাতেম ও হাকেম (হজরত) জাবের বেনে আবদুল্লাহ হইতে উলোল-আমরের অর্থ ফকিহগণ ও ধর্ম্মাপরায়নগণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ছইদ বেনে মনসুর, আব্দ বেনে হোমাএদ, এবনে জরির ও এবনে আবি হাতেম মোজাহেদ হইতে

উলোল আমরে'র অর্থ ফকিহ্‌গণ ও আলেমগণ (মোজতাহেদগণ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এবনে আবি শায়বা ও এবনে জরির, আবুল আলিয়া হইতে উহার অর্থ আহলোল এলম (মোজতাহেদগণ) বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তিনি (ছুরা নেছার) একটি আয়ত দ্বারা 'উলোল-আমরের অর্থ এজতেহাদকারিগণ বলিয়া স প্রমাণ করিয়াছেন।

তফছিরে-মায়ালেমোত্তনজিল, ১।৪৫৯ পৃষ্ঠা—

(হজরত) এবনে আব্বাছ ও জাবের বলিয়াছেন, 'উলোল আমরে'র অর্থ ফকিহ্‌গণ ও আলেমগণ (মোজতাহেদগণ) যাহারা লোকদিগকে ধর্ম্মের নিদর্শন সকল শিক্ষা প্রদান করেন, ইহাই হাছান, জোহাক ও মোজাহেদের মত, ইহার প্রমাণ ছুরা নেছার আয়ত।

এইরূপ তফছিরে খাজানের ১।৪৫৯ পৃষ্ঠায়, তফছিরে বয়জবির ২।৯৫, পৃষ্ঠায় তফছিরে মাদারেকের ১।১৮২ পৃষ্ঠায়, তফছিরে মোনিরের ১।১৫৬ পৃষ্ঠায় ও তফছিরে ছেরাজোল-মোনিরের ১।৩০৭ পৃষ্ঠায় 'উলোল-আমরে'র উভয় প্রকার অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে-প্রথম আমিরগণ, সেনাপতিগণ ও বাদশাহগণ, দ্বিতীয় ফকিহ্‌গণ ও বিদ্বানগণ (মোজতাহেদগণ)।

তফসিরে এবনে কছির, ৩।১৩০ পৃষ্ঠা—

قال على بن ابى طلحة عن ابى عباس و اولى الامر منكم يعنى اهل الفقه و الدين و كذا قال مجاهد و عطاء و الحسن البصرى و ابو العالية و اولى الامر منكم يعنى العلماء و الظاهر و الله اعلم انها عامة فى كل اولى الامر من الامراء و العلماء كما تقدم و قال تعالى لو لا ينها هم

الربانيون و الاحبار عن قولهم الا ثم و لكلهم السحت و قال تعالى فَسْئَلُوْآ اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ وفى الحديث الصحيح المتفق على صحته عن ابى هريرة عن رسول الله صلعم انه قال من اطاع اميرى فقد اطاعنى و من عصى اميرى فقد عصانى فهذه او امر بطاعة العلماء و الامراء ☆

"আলি বেনে আবি তালহা (হজরত) এবনে আব্বাছ (রাঃ) হইতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ফকিহগণ ঐ ধর্ম্মপরায়ন তোমাদের মধ্যে 'উলোল-আমর' হইবেন। এইরূপ মোজাহেদ, আতা, হাছান বাছারি ও আবুল-আলিয়া বলিয়াছেন যে; 'উলোল-আমরের' অর্থ আলেমগণ (মোজতাহেদগণ)।

(আয়তের) স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় যে, উক্ত আয়তটি প্রত্যেক 'উলোল-আমরে'র অর্থাৎ আমিরগণকে এবং আলেমগণের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইবে, যেরূপ ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, আল্লাহ (এতৎ সম্বন্ধে) সমধিক অভিজ্ঞ।

আরও আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন—

"কেন তাপসগণ ও বিদ্বানগণ তাহাদের গোনাহ মূলক কথা এবং তাহাদের হারাম ভক্ষণ হইতে তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন না?

আরও আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন—

"অনন্তর যদি তোমরা অজ্ঞাত হও, তবে 'আহলে -জেকর'কে জিজ্ঞাসা কর।"

(হজরত) আবু হোরায়রা (রাঃ) কর্ত্তৃক (হজরত) রছুলে খোদা (ছাঃ) এর একটি হাদিছ কথিত হইয়াছে যাহার ছহিহ হওয়া সর্ব্ববাদিসম্মত। (হাদিছটি এই)।

"যে ব্যক্তি আমার আমিরের আদেশ পালন করিল, নিশ্চয় সে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিল, আর সে ব্যক্তি আমার আমিরের আদেশ লঙঘন করিল, নিশ্চয় যে ব্যক্তি আমার আদেশ লঙঘন করিল।"

উপরোক্ত আয়ত ও হাদিসগুলিতে আলেমগণও আমিরগণের আদেশ মান্য করিতে হুকুম হইয়াছে।

তফছিরে রুহোল-মায়ানি, ২।১১৫।১১৬ পৃষ্ঠা—

"বিদ্বানগণ 'উলোল-আমরের অর্থ লইয়া মতভেদ করিয়াছেন, কেহ কেহ বলেন, উহার অর্থ মোসলমানদিগের আমিরগণ, খলিফাগণ, বাদশাহগণ ও কাজিগণ ইহার অন্তর্ভূক্ত হইল।

একদল বলেন, 'উলোল আমরে'র অর্থ সেনাপতিগণ। অন্য একদল বলেন, 'উলোল আমরে'র অর্থ আহলোল এল্‌ম' (মোজতাহেদগণ) ইহা (হজরত) এবনে-আব্বাছ (রা) (জাবের, মোজাহেদ, হাছান, আতা এবং অন্য একদল বিদ্বান হইতে উল্লিখিত হইয়াছে। আবুল আলিয়া উক্ত মতের প্রমাণ স্বরূপ এই আয়তটি পেশ করিয়াছেন, "যদি তাহারা রছুলের এবং তাহাদের মধ্যে উলোল আমরের দিকে উক্ত বিষয়টি উপস্থিত করিতেন, তবে তাহাদের মধ্যে যাহারা উহা এজতেহাদ করিয়া আবিষ্কার করিয়া থাকেন, তাহারাই উহা অবগত হইতেন।" বিদ্বানগণ এজতেহাদ করিতে এবং আহকাম আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। অনেকে উক্ত আয়তের এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। যখন উলোল আমর শব্দ উক্ত তিন শ্রেণীর উপর প্রযোজ্য, তখন উহার এরূপ সাধারণ (আ'ম) অর্থ গ্রহণ করা বিচিত্র নহে যাহাতে (উপরোক্ত) সমস্ত প্রকার অর্থ বুঝা যাইতে পারে, কেননা আমিরদিগের

কার্য্য সৈন্য এবং যুদ্ধ পরিচালনা করা, আর আলেমদিগের কার্য শরিয়ত রক্ষা করা ও জায়েজ নাজায়েজ কার্য্য কলাপের মধ্যে প্রভেদ করা।''

ছহিহ বোখারির টিকা, ফৎহোল বারির, ৮।১৭৭ পৃষ্ঠা—

و اختار الطبری حملها علی العموم و ان نزلت فی سبب خاص ☆

"(এমাম) তাবারির মনোনীত মত এই যে, যদিও উক্ত আয়তটি কোন নির্দ্দিষ্ট (খাস) কারণে নাজিল হইয়া থাকে, তথাচ উহার সাধারণ অর্থ গ্রহণ করা হইবে (অর্থাৎ উলোল আমর' সেনাপতির উপলক্ষ্যে নাজিল হইলেও উহার সাধারণ অর্থ অনুযায়ী আমির, সেনাপতি, বাদশাহ এমাম মোজতাহেদগণের আদেশ মান্য করা ওয়াজেব হইবে।

আয়নি, ৮।৫৫৪ পৃষ্ঠা—

"উলোল আমরের ১১ প্রকার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, প্রথম আমিরগণ। দ্বিতীয় (হজরত) আবুবকর ও ওমার (রাঃ)। তৃতীয় সমস্ত সাহাবা। চতুর্থ চারি খলিফা। পঞ্চম হেজরতকারী ও আনসার ছাহাবাগণ। ৬ষ্ঠ ছাহাবা ও তাবিয়িগণ। ৭ম জ্ঞানিগণ যাহারা লোকদিগের কার্য্য পরিচালনা করেন। ৮ম আলেগণ ও ফকিহগণ। ৯ম সেনাপতিগণ। ১০ম 'আহলে এল্‌ম' ও 'আহলে কোরাণ। ১১শ যে কোন ব্যক্তির উপর কোন কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব প্রদান করা হইয়াছে, এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি 'উলোল আমরে'র অন্তর্ভূক্ত হইবে, ইহাই ছহিহ মত, এমাম বোখারি উহার অর্থে কোন কার্য্যের পরিচালক ব্যক্তিগণ বলিয়া প্রকাশ করিয়া এই শেষ মত সমর্থন করিয়াছেন।''

তফছিরের আহমদী ২৯০।২৯১ পৃষ্ঠা—

"উলোল আমরে'র আদেশ পালন করা ওয়াজেব, কিন্তু উলোল আমরে'র অর্থ লইয়া মতভেদ হইয়াছে, অধিকাংশ বিদ্বান বলেন, উহার অর্থ মুসলমানদিগের আমিরগণ, খলিফাগণ কিম্বা সেনাপতিগণ। কতক

সংখ্যক বিদ্বান বলিয়াছেন, উলোল আমরে'র অর্থ শরিয়তের আলেমগণ, যেন আল্লাহতায়ালা নিরক্ষরদিগকে বিদ্বানগণের আদেশ পালন করিতে ও বিদ্বানগণকে মোজতাহেদগণের আদেশ পালন করিতে হুকুম করিয়াছেন। ইহার প্রমাণ ছুরা নেছার আয়ত।"

তৎপরে লিখিত হইয়াছে—

امیرا سلطانا کان او حاکما عالما کان او مجتهدا قاضیا کان او مفتیا علی حسب مراتب التابع والمتبوع لان النص مطلق فلا یقید من غیر دلیل الخصوص ☆

"সত্য মত এই যে 'উলোল আমরে'র অর্থ প্রত্যেক আদেশ দাতা হইবেন, তিনি এমাম হউন, আর আমির হউন, সুলতান হউন, আর হাকিম (বিচারক) হউন, আলেম হউন, আর মোজতাহেদ হউন, কাজি হউন, আর ফৎওয়াদাতা হউন, ইহাদের মধ্যে কতক স্বাধীন আর কতক অধীন আছেন, যখন আয়তটি সাধারণ সাধারণ ভাবে উল্লেখ হইয়াছে, তখন বিনা দলীলে বিশেষ শ্রেণীর জন্য খাস (নির্দ্দিষ্ট) করা যাইতে পারে না।"

পাঠক, উপরোক্ত প্রমাণ সমূহে প্রমাণিত হইল যে, এজতেহাদ শক্তিহীন ব্যক্তিদের পক্ষে এমাম মোজতাহেদগণের মজহাব মান্য করা ওয়াজেব।

মজহাব বিদ্বেষী মৌলবিদিগের একটি ভ্রমাত্মক প্রশ্ন

মৌলবি এলাহি বখশ সাহেব দোর্রায় মোহাম্মদীর ৪৬।৪৭ পৃষ্ঠায়, মৌঃ ফসিউদ্দিন সাহেব ছামছামোল-মোয়াহেদিনের ২ পৃষ্ঠায় এবং মৌঃ আব্বাছ আলি ছাহেব বরকল মোয়াহেদিনের ৪৮।৫০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, 'উলোল আমরে'র অর্থ হাকেম (আদেশদাতা) ও বাদশাহ হইবে এবং উক্ত আয়তটি সেনাপতির জন্য নাজিল হইয়াছিল, এমাম মোজতাহেদগণ আমির

ও হাকিম ছিলেন না, কাজেই উলোল আমরের অর্থ এমাম মোজতাহেদগণ হইতে পারে না।

উত্তর

তফছিরে কবির, ৩।২৫০ পৃষ্ঠা—

لانزاع ان جماعة من الصحابة و التابعين حملوا قوله و اولى الامر منكم على العلماء فاذا قلنا المراد منه جميع العلماء من اهل العقد و الحل لم يكن هذا قولا خارجا عن اقوال الامة بل كان هذا اخيارا لاحد اقوالهم و تصحيحا له بالحجة القاطعة ☆

"নিশ্চয় একদল ছাহাবা ও তাবেয়ি 'উলোল আমরে'র অর্থ আলেমগণ গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে মতভেদ নাই। যদি উহার অর্থ সমস্ত ব্যবস্থাদাতা আলেমগণ বলিয়া স্বীকার করি, তবে উহা উম্মতের মত সমূহের বিপীরত মত বলিয়া গণ্য হইবে না, বরং অকাট্য প্রমাণ দ্বারা তাঁহাদের একটি মতকে মনোনীত ও ছহিহ স্থির করা হইবে।"

আরও ২৫১ পৃষ্ঠায়—

ان اعمال الامراء و السلاطين موقوفة على فتاوى العلماء و العلماء فى الحقيقة امراء الامراء فكان حمل لفظ اولى الامر عليهم اولى ☆

নিশ্চয় আমির ও বাদশাহগণের ক্রিয়াকলাপ আলেমগণের ফৎওয়া সমূহের উপর নির্ভর করে এবং আলেমগণের প্রকৃত পক্ষে আমিরগণের আমির হইলেন কাজেই তাঁহাদের উপর 'উলোল আমর' শব্দ প্রয়োগ সমধিক যুক্তিযুক্ত।"

তফছিরে কবির, ১।২৭৪ পৃষ্ঠায়—

و المراد من اولی الامر العلماء فی اصح الا قوال لان الملوک یجب علیهم طاعة العلماء و لا ینعکس ٥

"উলোল আমরে'র অর্থ সমধিক ছহিহ মতে আলেমগণ হইবেন, কেননা আলেমগণের হুকুম মান্য করা বাদশাহগণের পক্ষে ওয়াজেব, পক্ষান্তরে বাদশাহগণের হুকুম মান্য করা আলেমগণের পক্ষে ওয়াজেব নহে।"

কোস্তোলানি, ১০।১৭৫ পৃষ্ঠা—

"উলোল-আমরে'র অর্থ উক্ত আলেমগণ হইতে পারে, যাহারা লোকদিগের তাহাদের ধর্ম্ম (দ্বীন) শিক্ষা দিয়া থাকেন, কেননা তাঁহাদের হুকুম আমিরগণের উপরও জারি হইয়া থাকে।"

তফছিরে কবির, ৩।২৫৩ পৃষ্ঠা—

" যে আলেমগণ কোর-আন ও হাদিছ হইতে আল্লাহতায়ালার হুকুম আবিষ্কার করিতে সক্ষম হয়েন, তাঁহাদের কথাতেই এজমা স্থিরীকৃত হইবে। উক্ত আয়তে বুঝা যায় যে, আল্লাহতায়ালা 'উলোল-আমরের'র আদেশ পালন করা ওয়াজেব করিয়াছেন, আর উপরোক্ত শ্রেণীর আলমগণের শরিয়তের আদেশ নিষেধ করার শক্তি আছে, কেননা যে আ'কায়েদ তত্ত্ববিদ বিদ্বানের কোরআন ও হাদিছ হইতে আহকাম প্রকাশ করার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নাই, তাঁহার আদেশ নিষেধ গ্রহণীয় হইতে পারে না, এইরূপ যে তফছির লেখক ও মোহাদ্দেছের কোর-আন ও হাদিছ হইতে আহকাম প্রকাশের ক্ষমতা নাই, তাঁহাদের আদেশ নিষেধ অগ্রাহ্য।"

তওজিহ, ৩০০ পৃষ্ঠা—

فاولو الامر ان كانوا هم المجتهدين فاذا اتفقوا

على امر لم يوجد فيه صريح الوحى و جب اطاعتهم و

ان كانوا هم الحكام فان لم يكونوا مجتهدين و لم يعلم

الحكم المذكور يجب عليهم السوال من اهل العلم و

الا جتهاد لقوله تعالى فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا

تَعْلَمُوْنَ فاذا سالوهم و اتفقوا على الجواب يجب

القبول ○

"উলোল আমর' যদি মোজতাহেদগণ হন এবং যদি তাঁহারা এরূপ বিষয়ে একমত হন যে, উহাতে স্পষ্ট অহির হুকুম না পাওয়া যায়। তবে তাঁহাদের আদেশ পালন করা ওয়াজেব হইবে। আর যদি উলোল আমর, হাকেমগণ হন ও তাঁহারা এজতেহাদ শক্তিসম্পন্ন না হন এবং উল্লিখিত হুকুমটি অজ্ঞাত থাকে, তবে তাঁহাদের পক্ষে কোর-আনের নিম্নোক্ত আয়ত অনুসারে আলেমগণ ও মোজতাহেদগণের নিকট জিজ্ঞাসা করা ওয়াজেব হইবে।

আয়তটি এই—"অনন্তর যদি তোমরা না জান, তবে আহলে জেকর (মোজতাহেদগণ) কে জিজ্ঞাসা কর।" যখন হাকেমগণ, মোজতাহেদগণের নিকট জিজ্ঞাসা করেন এবং তাঁহারা এক মতে ব্যবস্থা প্রদান করেন, তখন (উক্ত ব্যবস্থা) মান্য করা ওয়াজেব হইবে।"

উপরোক্ত প্রমাণে বুঝা যায় যে, মোজতাহেদ এমামগণ শ্রেষ্ঠতম 'উলোল-আমর বা আদেশদাতা হইবেন এবং তাঁহাদের ব্যবস্থা (মজহাব) মান্য করা বাদশাহ, আমির ও সেনাপতিগণের পক্ষে ওয়াজেব।

তফছিরে কবির, ৪। ৮৮ পৃষ্ঠা—

و اعلم ان الحكام على الخلق ثلاث طوائف (احدها) الذين يحكمون على بواطن الناس و على اراداتهم و هم العلماء (و ثانيها) الذين يحكمون على ظواهر الخلق و هم السلاطين يحكمون بالقهر و السلطنة (و ثالثها) الانبياء و هم الذين اعطاهم الله تعالى من العلوم و المعارف ما لاجله بها يقدرون على التصرف في بواطن الخلق و اراداتهم و ايضا اعطاهم من القدرة و المكنة ما لاجله يقدرون على التصرف في ظواهر الخلق ○

"মনুষ্য জাতির উপর তিন দল হাকেম আছেন, প্রথম দল এরূপ যে তাঁহারা লোকের আন্তন্দ্রিয় ও রুহ (আত্মা) সমূহের হুকুম চালাইয়া থাকেন, ইহারা আলেম সম্প্রদায় দ্বিতীয় দল এরূপ যে তাঁহারা মনুষ্য জাতির বাহ্য

শরীরে হুকুম চালাইয়া থাকেন, ইহারা বাদশাহ শ্রেণী, তাহারা পরাক্রান্ত ও রাজত্ব বলে লোকের উপর জারি করিয়া থাকেন। তৃতীয় পয়গম্বর শ্রেণী, আল্লাহতায়ালা তাঁহাদিগকে এরূপ এল্‌ম ও মা'রেফাত সমূহ প্রদান করিয়াছেন যে, যদ্দারা তাঁহারা লোকদের আন্তরিন্দ্রিয় ও আত্মা সমূহে আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন, আরও আল্লাহতায়ালা তাঁহাদিগকে এরূপ শক্তি ও সামর্থ প্রদান করিয়াছেন যে, যদ্দারা তাঁহারা লোকদের বাহ্য শরীরে আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন।"

ইহাতে এমাম মোজতাহেদগণের হাকেম হওয়া সপ্রমাণ হইয়া গেল।

পাঠক, এক্ষণে বুঝিলেন ত যে, মজহাব বিদ্বেষীগণ এমাম মোজতাহেদগণকে 'উলোল-আমর বলিতে অস্বীকার করিয়া কোর-আন শরিফের আয়তের মর্ম্ম তহ্‌রিফ (পরিবর্ত্তন) করিলেন এবং ভ্রান্ত (গামরাহ) শ্রেণীভুক্ত হইয়া গেলেন।

মজহাব বিদ্বেষী নেতাদের দ্বিতীয় ভ্রমাত্মক প্রশ্ন

মৌলবি আব্বাছ আলী সাহেব বরকোল-মোয়াহেদীন পুস্তকের ৪৯ পৃষ্ঠায়, মৌলবি ফছিহদ্দিন ছাহেব ছামছামোল-মোয়াহেদিনের ৮৪ পৃষ্ঠায় ও মুনশী জমিরদ্দিন ছাহেব সেরাজল এছলাম পুস্তকের ৪৫।৯৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, আল্লাহতায়ালা উক্ত আয়তের শেষাংশে বলিয়াছেন, যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিরোধ কর, তবে তোমরা উক্ত বিষয়টি আল্লাহ রছুলের দিকে উপস্থিত কর। ইহাতে এমামগণের মজহাব মান্য করা বাতীল হইয়া গেল।

উত্তর

তফছিরে কবির, ৩।২৫১ পৃষ্ঠা—

اعلم ان قوله فان تنازعتم فى شئ فردوه الى الله

والرسول يدل عندنا على ان القياس حجة و الذى يدل

على ذلك ان قوله فان تنازعتم فى شئ ما ان يكون
المراد فان اختلفتم فى شئ حكمه منصوص عليه فى
الكتاب او السنة او الاجماع او المراد فان اختلفتم فى
شئ حكمه غير منصوص عليه فى شئ من هذه الثلاثة و
الاول باطل لان على ذلك التقدير وجب عليه طاعته
فكان داخلا تحت قوله اطيوا اللّٰه و اطيعوا الرسول و
اولى الامر منكم و حينئذ يصير قوله فان تنازعتم فى شئ
فردوه الى اللّٰه و الرسول اعادة لعين مامضى و انه غير
جائز و اذا بطل هذا القسم تعين الثانى و هو ان المراد
فان تنازعتم فى شئ حكمه غير مذكور فى الكتاب و
السنة والاجماع و اذا كان كذلك لم يكن المراد من
قوله فردوه الى اللّٰه و الرسول طلب حكمه من نصوص
الكتاب و السنة فوجب ان يكون المراد رد حكمه الى
الاحكام المنصوصة فى الوقائع المشابهة له و ذلك
هو القياس فثبت ان الاية دالة على الامر بالقياس☆

সার মর্ম্ম—উপরোক্ত আয়তে বুঝা যায় যে, কেয়াছ একটি দলীল, কেননা উক্ত আয়ত উল্লিখিত বিরোধজনক মছলার হুকুম কোর-আন হাদিছ কিম্বা এজমায় বর্ণিত হইবে কিনা? উক্ত বিরোধজনক মছলার হুকুম উক্ত দলীলত্রয়ে উল্লিখিত হওয়া বাতিল, কেননা যদি উহার হুকুম উক্ত দলীলত্রয়ে উল্লিখিত হয়, তবে উহার অনুসরণ করা ওয়াজেব হইবে ও ইহা—

اطيعوا اللّٰه و اطيعوا الرسول واولى الامر منكم

এই প্রথম আয়তের অন্তর্গত হইবে এবং এই শেষোক্ত আয়ত,

فان تنازعتم فى شئ فردوه الى اللّٰه و الرسول ☆

প্রথমোক্ত আয়তের পুনরুক্তি হইবে, ইহা জায়েজ নহে।

যখন ইহা বাতীল সপ্রমাণ হইল, তখন উক্ত বিরোধজনক মছলার হুকুম উক্ত দলীলত্রয়ে উল্লিখিত হইবে, এক্ষেত্রে কোর আন ও হাদিছ হইতে বিরোধজনক মছলার ব্যবস্থা চেষ্টা করা, শেষোক্ত আয়তের মর্ম্ম হইতে পারে না, কাজেই নিশ্চয় উহার এইরূপ মর্ম্ম হইবে।—"বিরোধজনক মছলার ব্যবস্থার জন্য তত্তুল্য উল্লিখিত আহকামের দিকে রুজু কর, ইহাকেই কেয়াছ বলা হয়। এক্ষণে উক্ত আয়তে কেয়াছ করিতে হুকুম করা হইয়াছে।

এই রূপ তফছিরে আবু ছউদের ১।৩১৯ পৃষ্ঠায়, তফছিরে বয়জবির ২।৯৫ পৃষ্ঠায়, তফছিরে রুহোল বায়ানের ১।৪৫৪ পৃষ্ঠায়, তফছিরে, রুহোল-মায়ানির ২।১১৭ পৃষ্ঠায়, তফছিরে আহমদীর ২৯১ পৃষ্ঠায় তফছিরে মোনিরের ১।১৫৬ পৃষ্ঠায় তফছিরে নায়ছাপুরির ৫।৮১ পৃষ্ঠায় ও তফছিরে জোমালের ১।৩৯৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, বিরোধজনক বিষয়কে আল্লাহ ও রছুলের দিকে রুজু করার অর্থ এই যে, কোরআন ও হাদিছের নজীর ধরিয়া বিরোধজনক মছলার ব্যবস্থা প্রদান করা, ইহাকেই কেয়াছ বলা হইয়া থাকে।

তফছিরে মায়ালেম ও খাজেনের ১।৪৬০ পৃষ্ঠায় এবং ছেরাজোল-মোনিরের ১।৩০৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, বিরোধজনক মছলার হুকুম

কোর-আন ও হাদিছে না থাকিলে, কেয়াছ (এজতেহাদ) করিতে হইবে। এক্ষণে আমরা মজহাব বিদ্বেষী নেতাগণকে জিজ্ঞাসা করি, কোরআন ও হাদিছে যে সমস্ত বিষয়ের বিরোধ ভাব বোধ হয় এবং উক্ত দুই দলীলে উহার কোনই মীমাংসা না থাকে, তৎসমূদয় স্থলে আপনারা কিরূপে মীমাংসা করিবেন?

কোর আন শরিফে ছুরা নেছাতে আছে—

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ

"তুমি বল, (ভালমন্দ) সমস্তই আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে হয়।

আরও উক্ত ছুরাতে আছে—

مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ز وَ مَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ○

"যে কোন শুভ তোমার নিকট উপস্থিত হয়, উহা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে, আর যে কোন অশুভ তোমার উপর উপস্থিত হয়, উহা তোমার নফছের (নিজের) পক্ষ হইতে।"

আরও ছুরা বাকারে তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীলোকের এদ্দত (বৈধব্য ব্রত) সম্বন্ধে ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ তিন 'কুরু' উল্লিখিত হইয়াছে, তিন 'কুরু' অর্থে তিন ঋতু (হায়েজ) হইতে পারে অথবা তিন 'তোহর' হইতেও পারে। দুই হায়েজের মধ্যে স্ত্রীলোকের পাক থাকিবার সময়কে 'তোহর' বলা হয়।

কোর আন ও হাদিছে উপরোক্ত প্রকার বিরোধ ভাবের স্পষ্ট মীমাংসা নাই।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে হজরত নবি (ছাঃ) এর ৬০, ৬৩ এবং ৬৫ বৎসর বয়সের কথা আছে। উপরোক্ত কেতাবদ্বয়ে হজরতের ছাহাবা

জাবেরের (রাঃ) উটের মূল্যের পরিমাণ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হাদিছ উল্লিখিত হইয়াছে।

ছেহাহ গ্রন্থে হজরত নবি (সাঃ) এর এবনে ওবাই মোনাফেকের জানাজার আদ্যোপান্ত উপস্থিত থাকা না থাকা সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার হাদিছ আছে। এইরূপ বিরোধ ভাবের মীমাংসা হাদিছ শরিফে নাই। কোর আন শরিফে নামাজ পড়িবার, ক্রীতদাসকে মুক্তি দিবার ও পশু শিকার করার হুকুম হইয়াছে, কিন্তু তন্মধ্যে কোনটি ফরজ মোস্তাহাব কিম্বা মোবাহ, ইহার স্পষ্ট মীমাংসা কোর আন শরিফে নাই।

কোর-আন শরিফে আল্লাহতায়ালা ব্যতীত অন্যের পূজা করা নিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু অন্য স্থানে আছে— فَاعْبُدُوْا مَاشِئْتُمْ

"অনন্তর তোমরা যাহার ইচ্ছা পূজা কর।"

কোর-আন শরিফে সৎকার্য করিতে বিশেষ তাকিদ করা হইয়াছে কিন্তু একস্থলে আছে— اِعْمَلُوْا مَاشِئْتُمْ "তোমরা যে কার্য্য ইচ্ছা কর, তাহাই কর।"

কোরআন শরিফে আছে "আল্লাহতায়ালা কোন বস্তুর তুলা নহেন।" অন্যান্য স্থলে স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধারী বুঝা যায়।

উপরোক্ত বিষয়গুলির মীমাংসা স্পষ্টভাবে কোর আন শরিফে নাই, এক্ষেত্রে মজহাব বিদ্বেষীরা এমাম মোজতাহেদগণের মত ধরিবেন কিম্বা নিজেদের কেয়াছি মত সমূহের অনুসরণ (তকলীদ) করিয়া ভ্রান্ত (গোমরাহ) হইবেন?

দ্বিতীয় যে সমস্ত বিষয়ের ব্যবস্থা স্পষ্টভাবে কোর আন ও হাদিছে নাই, মজহাব বিদ্বেষীরা তৎসমস্তের মীমাংসা কিরূপে করিবেন? ধান্য পাট ও কলাইয়ের সুদ হারাম কিনা? বানর, শূকর, কুকুর ও ভল্লুকের মলমূত্র নাপাক কিনা? হাদিছ কয় প্রকার? মোরছাল ও বিনা ইসনাদের মোয়াল্লাক

হাদিছ ছহিহ কিনা? সেহাহ সেত্তা কাহাকে বলে? সেহাহ সেত্তার হাদিছ থাকিতে অন্যান্য হাদিছ গ্রন্থের হাদিছ গ্রাহ্য হইবে কিনা? ছহিহ বোখারির হাদিছ থাকিতে অন্য কেতাবের হাদিছ ছহিহ হইবে কিনা?

মজহাব বিদ্বেষীদল এক বৎসরের অবকাশে কোরআন ও হাদিছের স্পষ্টাংশ হইতে উপরোক্ত বিষয়গুলির মীমাংসা করিয়া ১০০ টাকা পুরুস্কার লাভ করুন, যদি না পারেন, তবে অবনত মস্তকে এমাম মোজতাহেদগণের মজহাব স্বীকার করুন।

মজহাব বিদ্বেষী নেতাদের তৃতীয় ভ্রমাত্মক প্রশ্ন

মৌঃ আব্বাছ আলি ছাহেব বরকোল-মোয়াহেদিনের ৪৪ পৃষ্ঠায় মৌঃ এলাহি বখশ সাহেব দোর্রায় মোহাম্মদীর ৪৭ পৃষ্ঠায় ও মৌঃ ফসিহুদ্দিন ছাহেব ছামছামোল মোয়াহেদিনের ৮৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, উক্ত আয়তটি ছাহাবাগণের জন্য নাজিল হইয়াছিল, কেবল তাঁহাদের পয়রবি করা ওয়াজেব, আরও যে জীবিত 'উলোল-আমরের সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে, কেবল তাহাদের পয়রবি করা ওয়াজেব। এমামগণের জন্য উক্ত আয়ত নাজিল হয় নাই এবং তাঁহারা জীবিত নহেন, এক্ষেত্রে তাঁহাদের মজহাব কিরূপে ধরা যাইবে?

উত্তর

যদিও উক্ত আয়ত ছাহাবাগণের উপলক্ষ্যে নাজিল হইয়াছিল, তথাচ উহাতে কোন বিশেষ সময়ের কথা নাই, সুতরাং উক্ত আয়ত দ্বারা যে কোন সময়ের 'উলোল-আমর' হউন তাঁহাদের পয়রবি করা ওয়াজেব হইবে। মজহাব বিদ্বেষীরা নিজেদের দাবী অনুসারে বলিতে পারেন যে, নামাজ রোজা ইত্যাদি শরিয়ত পালন করা কেবল ছাহাবাগণের জন্য ফরজ এবং হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) কেবল ছাহাবাগণের নবী ছিলেন মজহাব বিদ্বেষীদের জন্য হজরত (ছাঃ) নবী নহেন ও শরিয়ত পালন করা ফরজ নহে।

মজহাব বিদ্বেষীরা আল্লাহতায়ালার বা তাঁহার রছুলের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, এমাম বোখারী প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছেন, কাজেই তাঁহাদের উক্তি অনুসারে কোর-আন, হাদিছ ও তাঁহাদের লিখিত হাদিছ বা মত মান্য করা হারাম হইবে।

৬ষ্ঠ প্রমাণ কোর আন ছুরা নেছা—

وَ اِذَا جَآءَ هُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَا عُوْا بِهٖ ط

وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَ اِلَى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ

الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ ☆

"আব যে সময় তাহাদের নিকট শান্তি কিম্বা আতঙ্কের কোন সংবাদ উপস্থিত হয়, তখন তাহারা উহা প্রচার করিয়া থাকেন, আর যদি তাহারা রসুলের দিকে এবং তাহাদের মধ্যে আদেশ দাতাগণের (উলোল-আমরের) দিকে উক্ত বিষয়টি উপস্থিত করিতেন, তবে অবশ্য তাহাদের মধ্যে যাহারা এজতেহাদ কেয়াছ দ্বারা, উহা আবিষ্কার করিতে পারেন, তাহারা উহা অবগত হইতে পারিতেন।"

তফছিরে হোছায়নির ১০৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, হজরত নবি (ছাঃ) বদর যুদ্ধে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এমতাবস্থায় নইম বেনে মছউদ লোকদিগকে (মুছলমানদিগকে) আবু সুফইয়ানের সৈন্যদলের ভয় দেখাইতে লাগিল, এই হেতু কতক ছাহাবা যুদ্ধে যোগদান করিতে কুণ্ঠা বোধ করিলেন, সেই সময় উক্ত আয়ত নাজিল হইয়াছিল।

তফছিরে এবনে কছির, ৩।১৫০ পৃষ্ঠায় ও তফছিরে দোর্রে মনসুর, ২।১৮৬ পৃষ্ঠা—

"(হজরত) এবনে আব্বাছ (রাঃ) ওমার বেনে খাত্তাব (রাঃ) হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, যে সময় নবি (ছাঃ) তাঁহার স্ত্রীগণকে ত্যাগ করিয়া মছজিদে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই সময় লোকে বলিতে লাগিলেন যে, হজরত আপন স্ত্রীদিগকে তালাক দিয়াছেন, তৎশ্রবণে উক্ত হজরত ওমার (রাঃ) ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া হজরতের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি নিজের স্ত্রীদিগকে তালাক দিয়াছেন? তদুত্তরে হুজুর বলিলেন না। ইহাতে উক্ত হজরত ওমার (রাঃ) মছজিদের দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, হজরত আপন স্ত্রীদিগকে তালাক দেন নাই। এমতাবস্থায় উক্ত আয়ত নাজিল হইয়াছিল।"

তফছিরে কবির, ৩।২০৯ পৃষ্ঠা—

"মুছলমানগণের এবং কাফেরদিগের মধ্যে কঠিন শত্রুতা ছিল, প্রত্যেক সম্প্রদায় যুদ্ধ উপকরণ সংগ্রহ করিতে এবং সুযোগ অন্বেষণ করিতে ব্যতিব্যস্ত থাকিত। একদলের শান্তিতে অন্য দলের আশঙ্কা হইত। মুছলমানদিগের শান্তি, সৈন্য ও যুদ্ধ উপকরণ সংগ্রহের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াই মোনাফেকদল হুলস্থুল করিতে এবং উক্ত সংবাদ অতি সত্বরে কাফেরদের নিকট পৌঁছিয়া যাইত, ইহাতে কাফেরেরা মুছলমানগণের আক্রমণ হইতে নিরাপদে থাকিতে এবং তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তার হইতে সুরক্ষিত থাকিতে সাধ্য সাধনা করিত। আর মুছলমানগণের ভয়ের (বিপদের) সংবাদ পৌঁছিলে উক্ত মোনাফেকদল উহা অতিরঞ্জিত করিয়া এবং উহাতে মিথ্যা কথায় ভাঁজ দিয়া দুর্ব্বল এবং দরিদ্রদিগের অন্তরে আতঙ্কের উৎপাদন করিয়া দিত, সেই কারণে উক্ত আয়ত নাজিল হয়।"

এই আয়তের সাধারণ মর্ম্ম এই যে, এজতেহাদ শক্তিহীন ব্যক্তির পক্ষে শরিয়তের বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করা দুষিত কর্ম্ম, বরং এইরূপ ব্যক্তি উক্ত বিষয়ে এজতেহাদ শক্তিসম্পন্ন এমামের মতাবলম্বন করিয়া কার্য্য করিবেন।

তফছিরে দোর্রে-মনছুর, ২।১৮৬ ও তফছিরে এবনে জরির, ৫।১০৭ পৃষ্ঠা—

এবনে জোরাএজ, (হজরত) এবনে আব্বাছ (রাঃ) হইতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, উলোল আমরের অর্থ ধর্ম্ম ও জ্ঞানে সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ্‌গণ (ফকিহগণ)। কাতাদা বলিয়াছেন, উলোল-আমরের অর্থ আলেমগণ।

তফছিরে কবির, ৩।২৭৯।২৮০ পৃষ্ঠা—

"উলোল আমরের ব্যাখ্যায় দুই প্রকার মত আছে, প্রথম আলেম জ্ঞানিগণ, দ্বিতীয় সেনাপতিগণ। দ্বিতীয় মতধারীগণ শেষ মতটি প্রবল প্রমাণ করণেচ্ছায় বলিয়াছেন, যাহারা লোকের উপর হুকুম চালাইতে পারেন, তাঁহারাই উলোল-আমর নামে অভিহিত, আমিরগণ, উপরোক্ত গুণে গুণান্বিত হইয়া থাকেন, পক্ষান্তরে আলেমগণ উপরোক্ত গুণসম্পন্ন নহেন। ইহার উত্তর এই যে, আলেমগণ আল্লাহতায়ালার আদেশ ও নিষেধ অনুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকেন, অন্যান্য লোকের পক্ষে তাঁহাদের মত মান্য করা ওয়াজেব, এই সুত্রে তাঁহাদের উলোল-আমর নামে অভিহিত হওয়া বিচিত্র নহে, ইহার প্রমাণ এই আয়ত— "যেন তাঁহারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে ফকিহ হন এবং যেন তাহাদের স্বজাতিগণকে যে সময় তাহাদের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, ভীতি প্রদর্শন করেন, সম্ভব যে, তাহারা (অন্যায় কার্য্য হইতে) বিরত থাকে।"

আল্লাহতায়ালা আলেমগণের ভীতি প্রর্শনে লোকদের গোনাহ হইতে) বিরত থাকা ওয়াজেব বলিয়াছেন এবং ভীতি প্রদর্শিত ব্যক্তিগণকে তাঁহাদের মত মান্য করা ওয়াজেব করিয়াছেন, এই জন্য তাঁহাদের উপর উলোল-আমর' শব্দ প্রয়োগ করা জায়েজ হইবে।

এই আয়তে যে আরবি 'ইস্তেম্বাত' শব্দ আছে, উহার অর্থ ফকিহ ব্যক্তির নিজ এজতেহাদ ও বুদ্ধিবলে গুপ্ততত্ত্ব (ফেকহ) আবিষ্কার করা।

এই আয়তে সপ্রমাণ হয় যে, কেয়াছ শরিয়তের একটি দলীল কেননা যাহারা এজতেহাদ ও বুদ্ধি বলে উহার গুপ্ততত্ত্ব (ফেকহ) আবিষ্কার করেন,

এই পদটি উলোল -আমরের বিশেষণ (ছেফাত) রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, আর যাহাদের নিকট শান্তি কিম্বা ভয়ের কোন সংবাদ উপস্থিত হয়, তাহাদের পক্ষে উহার তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য উক্ত উলোল আমরের দিকে রুজু করা ওয়াজেব করিয়াছেন, এক্ষণে ইহারা যে এই ঘটনাবলীর তত্ত্বজ্ঞান লাভে উক্ত উলোল আমরের দিকে রুজু করিবেন, (ইহা দুই প্রকার হইতে পারে)। প্রথম এই যে, উক্ত ঘঠনাবলীতে স্পষ্ট দলীল (কোরআন ও হাদিছে) পাওয়া যাইবে, দ্বিতীয় এই যে, উক্ত ঘটনাবলীতে স্পষ্ট দলীল পাওয়া যাইবে না। প্রথম সূত্রটি বাতীল, কেননা এক্ষেত্রে 'ইস্তেম্বাতে' শব্দ প্রযোজ্য হইতে পারে না, কারণ যে ব্যক্তি কোন ঘটনার স্পষ্ট দলীল উল্লেখ করেন, তাঁহার পক্ষে ইহা বলা যাইতে পারে না যে, তিনি হুকুম 'ইস্তেম্বাত' (আবিষ্কার) করিয়াছেন। ইহাতে সপ্রমাণ হইল যে, আল্লাহতায়ালা সজ্ঞান সক্ষম বালেগ মুছলমানকে এরূপ ব্যক্তির দিকে উপস্থিত ঘটনা পেশ করিতে হুকুম করিয়াছেন, যিনি এজতেহাদ ও বুদ্ধিবলে তৎসম্বন্ধের ব্যবস্থা আবিষ্কার করিতে পারেন।

যদি এজতেহাদ ও বুদ্ধি বলে গুপ্ত ফেকহ (তত্ত্বজ্ঞান) আবিষ্কার করিতে পারেন। যদি এজতেহাদ ও বুদ্ধিবলে গুপ্ত ফেক্‌হ (তত্ত্বজ্ঞান) আবিষ্কার করা (শরিয়তের) দলীল না হইত, তবে তিনি কখনও শরিয়ত বাধ্য লোক ইহার হুকুম করিতেন না। ইহাতে 'ইস্তেম্বাতের' দলীল হওয়া সপ্রমাণ হওয়া গেল, আর কেয়াছ 'ইস্তেম্বাৎ' কেউ বলে, কিম্বা 'ইস্তেম্বাতের অন্তর্ভুক্ত বিষয়, কাজেই কেয়াছের দলীল হওয়া অনিবার্য্য হইল।

আরও উক্ত তফছির, ২৮০ পৃষ্ঠা—

الاية دالة علـى امور (احدها) ان فى احكام

الحوادث ما لا يعرف بالنص بل با لاستنباط (و ثانيها)

ان الا ستنباط حجة (وثالثها) ان العامي يجب عليه تقليد العلماء فى احكام الحوادث (ورابعها) ان النبى صلعم كان مكلفا باستنباط الاحكام لانه تعالىٰ امر بالرد الى الرسول و الى اولى الامر ثم قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولم يخصص اولى الامر بذلك دون الرسول و ذلك يوجب ان الرسول و اولى الامر كلهم مكلفون بالاستنباط ☆

উক্ত আয়তে কয়েকটি বিষয় সপ্রমাণ হয়—প্রথম এই যে, কতগুলি ঘটনার আহকাম (ব্যবস্থা) এরূপ আছে—যাহা স্পষ্ট দলীল দ্বারা অবগত হওয়া যায় না, বরং এজতেহাদ কর্ত্তৃক (আবিষ্কৃত হইয়া থাকে) দ্বিতীয় এজতেহাদ ও বুদ্ধিবলে গুপ্ত ফেকহ আবিষ্কার করা (শরিয়তের) দলীল। তৃতীয়, সাধারণ লোকের পক্ষে উক্ত ঘটনাবলীর আহকাম সম্বন্ধে আলেমগণের মতের অনুসরণ (তকলীদ) করা ওয়াজেব। চতুর্থ, (হজরত) নবি (ছাঃ) এজতেহাদ কর্ত্তৃক আহকাম আবিষ্কার করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, কেননা আল্লাহতায়ালা, রছুল ও উলোল আমরের দিকে রুজু করিতে হুকুম করিয়াছেন, তৎপরে বলিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাহারা এজতেহাদ বলে উক্ত বিষয় আবিষ্কার করিয়া থাকেন। (এস্থলে) আল্লাহতায়ালা রছুলকে বাদ দিয়া কেবল উলোল -আমরের জন্য উক্ত কার্যটি খাস করেন নাই, ইহাতেই সপ্রমাণ হয় যে, রছুল ও উলোল আমর' সকলেই এজতেহাদ কর্ত্তৃক আহকাম আবিষ্কার করিতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

তফছিরে-নায়ছাপুরী, ৫।১১৪ পৃষ্ঠা—

قالت العلماء فى الاية دلالة على ان القياس حجة لانهم امروا ان يرجعوا فى معرفة الوقائع الى اولى الامر من المستنبطين فرواية النص لا تكون استنباطا فهو اذن رد واقعة الى نظيرها وهو القياس ☆

"বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, উক্ত আয়তে সপ্রমাণ হয় যে, কেয়াছ একটি দলীল, কেননা তাহারা ঘটনাবলীর তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে এজতেহাদ কর্ত্তৃক আহকাম আবিষ্কারক উলোল-আমরের দিকে রুজু করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, এক্ষেত্রে স্পষ্ট দলীল উল্লেখ করা 'ইস্তেম্বাৎ' হইতে পারে না, অতএব একটি ঘটনাকে উহার নজীরের উপর পেশ করাকেই 'ইস্তেম্বাৎ' বলা হয়, ইহাই কেয়াছ।

তফছিরে-খাজেন, ১।৪৭০ এবং তফছিরে ফৎহোল বায়ান, ২।২৮৪ পৃষ্ঠা—

وفى الاية دليل على جواز القياس و ان من العلم مايدرك بالنص و هو الكتاب و السنة و منه ما يدرك بالاستنباط و هو القياس عليها ☆

"উক্ত আয়তে কেয়াছ জায়েজ হওয়া সপ্রমাণ হয়, আর কতক এল্‌ম স্পষ্ট দলীল, অর্থাৎ কোরআন ও হাদিছ দ্বারা অবগত হওয়া যায়, আর কতক এল্‌ম 'ইস্তেম্বাৎ' কর্ত্তৃক অবগত হওয়া যায়' উক্ত কোর-আন হাদিছের প্রতি কেয়াছ করাকে 'ইস্তেম্বাৎ' বলা হয়।"

মিজানে শায়া'বানি ২৮ পৃষ্ঠা—

"যেরূপ শরিয়ত পবর্ত্তক স্পষ্ট দলীল (কোরআন ও হাদিছ অনুযায়ী কার্য্য করা ওয়াজেব সেইরূপ উক্ত মোজতাহেদগণের এজতেহাদ (কেয়াছ) অনুযায়ী কার্য্য করা ওয়াজেব, কেননা (হজরত) নবি (ছাঃ) কোর-আন শরিফে (নিম্নোক্ত) আয়তের অনুসরণ পূর্ব্বক তাঁহাদের জন্য আহকাম সম্বন্ধে এজতেহাদ (কেয়াছ) করা মোবাহ (জায়েজ) বলিয়াছেন। আয়তটি এই— "আর যদি তাঁহারা রছুলের দিকে এবং তাহাদের মধ্যে উলোল আমরের দিকে উক্ত বিষয়টি উপস্থিত করিতেন, তবে তাঁহাদের মধ্যে যাহারা উহা এজতেহাদ করিয়া আবিষ্কার করিতে পারেন, তাঁহারা অবশ্য উহা অবগত হইতেন। আর ইহা অজ্ঞাত নহে যে, এজতেহাদ কর্ত্তৃক গুপ্ততত্ত্ব (ফেকহ) আবিষ্কার করা মোজতাহেগণের বিশিষ্ট কার্য্য (পদ) কাজেই এইরূপ ব্যবস্থা বিধান শরিয়ত প্রবর্ত্তকের (আল্লাহ ও রছুলের) হুকুম অনুযায়ী হইল।"

৭ম প্রমাণ কোর-আন ছুরা মোলক—

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ☆

"এবং কাফেরগণ বলিবে যদি আমরা শুনিতাম কিম্বা বুঝিতাম তবে দোজখবাসিদের অন্তর্গত হইতাম না।"

আয়তের মূল মর্ম্ম এই যে, যদি তাহারা কোরআন ও হাদিছ বুঝিতে না পারিয়া এমামগণের মজহাব অনুযায়ী কার্য্য করিত কিম্বা নিজেরা এজতেহাদ ও এমামত্ব লাভ করিয়া কোরআন ও হাদিছ বুঝিয়া সৎকার্য্য করিত, তবে দোজখে পড়িত না।

ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে নাজাতের (পরিত্রাণের) কেবল দুইটি পথ আছে। প্রথম, এজতেহাদ শক্তিসম্পন্ন হইয়া শরিয়ত পালন করা,

দ্বিতীয় এমামত্বহীন লোককে কোন এক এমামের মজহাব ধরিয়া শরিয়ত পালন করা। যে ব্যক্তি উভয় পথের কোন একটি অবলম্বন না করিয়াছে। সে জাহান্নামিদের অন্তর্গত হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। তফছিরে হাক্কানি, ৭ম খণ্ড ১৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

একদোল-জিদ, ৭—৯ পৃষ্ঠা—

قال البغوى و المجتهد من جمع خمس انواع من العلم (الى) و اذا لم يعرف نوعا من هذ الانواع فسبيله التلقيد وان كان متبحرا الخ ☆

(এমাম) বাগাবি বলিয়াছেন, পঞ্চ প্রকার এলম শিক্ষা করিলে, মোজতাহেদ নামে অভিহিত হওয়া যায়—কোরআন শরিফের এল্‌ম হাদিছ শরিফের এল্‌ম প্রাচীন বিদ্বানগণের এজমায়ি (একমতে স্থিরীকৃত) ও মতভেদ ঘটিত মতগুলির এলম আরবি অভিধান ও কেয়াছের এল্‌ম। যদি কোর-আন হাদিছ কিম্বা এজমাতে স্পষ্টভাবে কোন মছলা প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তবে কোরআন ও হাদিছ দৃষ্টান্তে উহার ব্যবস্থা আবিষ্কার করাকে কেয়াছ বলা হয়। কোরআন শরিফের নাছেখ, মনছুখ, মোজমাল, মোফাচ্ছার, খাস, আ'ম মোহকাম, মোতাশাবেহ, মকরুহ, হারাম, মোবাহ, মোস্তাহাব, ওয়াজেব সংক্রান্ত এলম অবগত হওয়া ওয়াজেব। হাদিছ শরিফের উপরোক্ত বিষয়গুলি অবগত হওয়া সত্ত্বেও ছহিহ, জইফ, মোসনাদ ও মোরছাল (হাদিছতত্ত্ব) অবগত হওয়া আবশ্যক। কোরআন হাদিছের আহকাম সংক্রান্ত বিষয় গুলি বুঝিতে পারে, এই পরিমাণ আরবি অভিধান অবগত হওয়া আবশ্যক। আহকাম সম্বন্ধে ছাহাবা ও তাবেয়িগণের মত এবং উম্মতের

ফকিহগণের ফৎওয়া সমূহের বৃহৎ অংশ অবগত হওয়া আবশ্যক। যে ব্যক্তি উপরোক্ত পঞ্চ প্রকার এলমের কোন এক প্রকার অবগত না থাকে, যদি সে ব্যক্তি প্রাচীন এমামগণের মধ্যে কোন একজনার মজহাব সম্বন্ধে সুদক্ষ (মহাবিদ্বান) হয়' তথাচ তকলীদ করা (মজহাব মান্য করা) তাহার একমাত্র মুক্তির পথ। তাহার কাজির পদ অবলম্বন করা ও ফৎওয়া প্রদানের আশাযুক্ত হওয়া জায়েজ নহে। যদি কেহ উপরোক্ত এল্‌মগুলি সঞ্চয় করে, অসৎ প্রবৃত্তি ও বেদাত সমূহ হইতে নির্ম্মল থাকে, পরহেজগারি গুণে গুণান্বিত হয়, গোনাহ কবিরা সমূহ হইতে বিরত থাকে এবং গোনাহ ছগিরা বারম্বার না করে, তবে তাহার পক্ষে কাজি হওয়া এবং এজতেহাদ দ্বারা শরিয়তের ব্যবস্থা বিধান করা জায়েজ হইবে। আর যে ব্যক্তি এই শর্ত্তগুলি সঞ্চয় করিতে না পারে, তাহার পক্ষে উপস্থিত ঘটনাবলীতে উক্ত প্রকার এমামের তকলীদ (মজহাব গ্রহণ) করা ওয়াজেব। সংক্ষিপ্তসার।

৮ম প্রমাণ, কোর-আন ছুরা তওবা—

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ☆

অনন্তর তাহাদের প্রত্যেক দল হইতে কয়েকজন কি জন্য বিদেশ গমন করেন না এই হেতু যে, তাহারা ধর্ম্ম (দ্বীন) সম্বন্ধে ফকিহ হন এবং এই হেতু যে, তাহারা স্বজাতিগণকে যে সময় তাহারা উক্ত স্বজাতিগণের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, ভীতি প্রদর্শন করেন, হয়ত তাহারা (পাপ হইতে) বিরত থাকে।"

তফছিরে খাজেন ও মায়ালেম, ৩।১৩৮ পৃষ্ঠা—

اما فرض الكفاية هو ان يتعلم حتى يبلغ درجة الاجتهاد و رتبة الفتيا فاذا قعد اهل بلد عن تعلمه عصوا جميعا واذا قام من كل بلد واحد بتعلمه سقط الفرض عن الاخرين وعليهم تقليده فيما يقع لهم من الحوارث☆

এজতেহাদের দরজা ও ফৎওয়া প্রদানের পদ লাভ করিতে পারে, এই পরিমাণ এলম শিক্ষা করা ফরজে কেফায়া। যদি কোন শহরবাসীগণ উক্ত এজতেহাদের পরিমাণ এলম্ শিক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হয়, তবে তাহারা সকলেই গোনাহগার হইবেন। আর যদি প্রত্যেক শহর হইতে এক একজন উহা করিতে দণ্ডায়মান হয়, তবে অন্যান্য লোক ফরজের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিবেন এবং তাহাদের পক্ষে উপস্থিত ঘটনাবলীতে উক্ত এজতেহাদের পদপ্রাপ্ত ব্যক্তির তকলীদ্ (মজহাব মান্য) করা ওয়াজেব।

তফছিরে কবির, ৩।২৭৯ পৃষ্ঠা—

"আল্লাহতায়ালা উক্ত আয়তে আলেমগণের ভীতি প্রদর্শনে (উপদেশ) প্রদানে) লোকদিগের উপদেশ গ্রহণ করা ওয়াজেব করিয়াছেন এবং ভীতি প্রদর্শিত (উপদেশ প্রাপ্ত) লোকদিগকে তাহাদের তকলিদ করা ওয়াজেব করিয়াছেন।"

৯ম প্রমাণ, ছুরা ফোরকান—

وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

"এবং আমাদিগকে পরহেজগারগণের (ধার্ম্মিকগণের) এমাম স্থির কর।"

আয়তের মূল মর্ম্ম এই যে, আল্লাহতায়ালা এস্থলে ধর্ম্মপরায়ণ লোকদিগের উক্তি উল্লেখ করিয়াছেন, খোদাতায়ালা উক্ত সাধু লোকদের এমাম হওয়ার দোয়া কবুল করিয়াছেন, ইহাতে সপ্রমাণ হইতেছে যে, আল্লাহতায়ালার আদেশ অনুযায়ী সাধারণ লোকদের পক্ষে এমামগণের মজহাব অবলম্বন করা ওয়াজেব হইবে। আর যদি ইহা ওয়াজেব না হইত, তবে আল্লাহতায়ালা ইহার সংবাদ দিতেন না।

১০ম প্রমাণ, কোর-আন ছুরা বনি ইস্রায়েল—

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍۭ بِإِمَامِهِمْ

"যে দিবস আমি প্রত্যেক দলকে তাহাদের এমামের (নামে) সম্বোধন করিব।"

তফছিরে হোছায়নি, ১।৩৬৬ পৃষ্ঠা—

یاد کن روزی را کہ بخوانیم ہر گروہی

راازمردمان بہ پیشوای خود (تا) یا مقدمی کہ در

مذہب الخ ☆

"উক্ত দিবসের কথা স্মরণ কর, যে দিবস আমি প্রত্যেক মানুষকে তাহাদের অগ্রণী নবি, কিম্বা কেতাব অথবা উক্ত এমামের (নামে) ডাকিব—যাহার মজহাবের অনুসরণ করিয়া থাকে। যথা—হে হানাফি, হে শাফেয়ি।"

তফছিরে-বয়জবি,, ৩।২০৮ পৃষ্ঠা—

بمن ائتموا به من نبی او مقدم فی الدین او کتاب او دین ☆

"তাহারা যে নবি, দ্বীনের নেতা (এমাম), কেতাব কিম্বা দ্বীনের অনুসরণ করিয়াছিল, (তাহার নাম লইয়া প্রত্যেক দলকে আমি কেয়ামতে ডাকিব।)"

উপরোক্ত দলীলে সপ্রমাণ হইতেছে যে, সাধারণ লোককে যেরূপ নবি ও কেতাবের পয়রবি করা ওয়াজেব, সেইরূপ মজহাব সম্বন্ধে এমামগণের পয়রবি করা ওয়াজেব।

পাঠক, মজহাব বিদ্বেষী মৌলবী আব্বাছ আলী সাহেব বরকোল-মোয়াহেদিনের ৪৮। ৪৯ পৃষ্ঠা এবং মৌলবী এলাহি বখশ ছাহেব দোর্রায় মোহাম্মদীর ৫০ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত আয়তের অর্থ পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিয়াছেন যে, এমাম শব্দের অর্থ দোজখের পথ প্রদর্শক হইতে পারে এবং বেহেশতের পথ প্রদর্শকও হইতে পারে, অতএব এস্থলে নিশ্চয় বেহেশতের পথ প্রদর্শক হওয়া বুঝা যায় না।

আমাদের উত্তর

যদি কোন ব্যক্তি বলে واقيموا الصلوة এই আয়তে 'ছালাত' শব্দের অর্থ নামাজ, কাজেই ইহা দ্বারা নামাজ পড়া ফরজ হইবে। মজহাব বিদ্বেষী মৌলবি আব্বাছ আলী সাহেব ও মৌলবি এলাহি বখশ ছাহেব এস্থলে বলিবেন যে, 'ছালাত' শব্দের অর্থ শীরদাঁড়াদ্বয় কাঁপান হইতেও পারে, কাজেই উক্ত আয়তে নামাজ পড়া ফরজ নহে, শীরদাঁড়াদ্বয় কাঁপান ফরজ। ধন্য তাঁহাদের বাক্‌পটুতা।

ইহারা বিদ্বানগণের তফছির মানিবেন না, কেবল নিজ নিজ কেয়াছ কোরআন শরিফের কল্পিত অর্থ প্রকাশ করিয়া বহু লোকের দীন ইমান নষ্ট করিয়া থাকেন।

১১শ প্রমাণ, ছহিহ বোখারি, ২।১০৪৯ মেশকাত, ৪৬১ পৃষ্ঠা—

عن حذيفة قال كان الناس يسألون رسول الله صلعم عن الخير و كنت اسأله عن الشر مخافة ان يدركنى (قال) قلت يا رسول الله انا كنا فى جاهلية و شر فجاء نا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت و هل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت و ما دخنه قال قوم يستنون بغير سنتى و يهدون بغير هديى تعرف منهم و تنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا و يتكلمون بالسنتنا قلت فما تامرنى ان ادركنى ذلك قال تلزم جماعة المسلمين و امامهم ☆

"(হজরত) হোজায়ফা (রাঃ) বলিয়াছেন, লোকে (ছাহাবাগণ)

(হজরত) রছুলে খোদা (ছাঃ) এর নিকট সৎকার্য্যের (বা সুখ শান্তির) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন এবং আমি তাঁহার নিকট গোনাহ (অথবা ফাসাদের) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতাম এই ভয়ে যে, পাছে আমাকে উহা স্পর্শ করিয়া ফেলে, এজন্য আমি বলিলাম, ইয়া রাছুলুল্লাহ, নিশ্চয় আমরা জাহেলিয়ত ও পাপে (শেরক কার্য্যে) ছিলাম, তৎপরে খোদাতায়ালা আমাদের নিকট এই কল্যাণ (ইছলাম) আনয়ন করিলেন, এই কল্যানের পরে কি কোন অকল্যাণ ঘটিবে? হজরত বলিলেন, হাঁ। আমি বিলালম, এই অকল্যাণের পরে কি কোন কল্যাণ ঘটিবে? তিনি বলিলেন, হাঁ, কিন্তু উহা মলিনত্ব মিশ্রিত হইবে। আমি বলিলাম, উহার মলিনত্ব কি হইবে? হজরত বলিলেন, একদল লোক আমার ছুন্নত ব্যতীত অন্য পথে চলিবে এবং আমার তরিকা ব্যতীত অন্য পথ প্রদর্শন করিবে। তাহাদের মধ্যে কতক সৎকার্য্য এবং কতক মন্দ কার্য্য দেখিবে। আমি বলিলাম, এই কল্যাণের পরে কি অকল্যাণ হইবে? হুজুর বলিলেন, হাঁ, একদল এরূপ হইবে, যাহারা দোজখের দ্বারের উপর (দণ্ডায়মান হইয়া) আহ্বান করিবে, যে কেহ উক্ত দোজখের দিকে তাহাদের উত্তর প্রদান করিবে, (অনুসরণ করিবে), তাহারা ইহাকে উহাতে নিক্ষেপ করিবে। আমি বলিলাম, ইয়া রাছুলোল্লাহ, আমাদিগের নিকট ইহাদের লক্ষণ বর্ণনা করুন। হুজুর বলিলেন, আমাদের সমশ্রেণী (কিম্বা বংধর অথবাত্র স্বধর্ম্মাবলম্বী) হইবে এবং আমাদের ভাষা (কিম্বা কোর-আন ও হাদিছ) দ্বারা কথা বলিবে (উপদেশ প্রদান করিবে)। আমি বলিলাম, যদি আমি উক্ত সময় প্রাপ্ত হই, তবে আপনি আমার পক্ষে কি হুকুম করেন? তিনি বলিলেন, মুছলমানদিগের জামায়াত (বৃহদ্দল) এবং তাঁহাদের এমামের অনুসরণ করা ওয়াজেব (লাজেম) করিয়া লইবে।"

পাঠক, হানাফি, শাফেয়ি, মালেকি ও হাম্বলি এই ছুন্নত জামায়াত সম্প্রদায় বৃহদ্দল, এই ছুন্নি দলভুক্ত মুছলমানের সংখ্যা পৃথিবীতে প্রায় চৌদ্দ আনা হইবে, আর মুছলমান নামধারী গোমরাহ (ভ্রান্ত) লোকের সংখ্যা

মোটের উপর দুই আনাও হইবে কিনা সন্দেহ। রাফেজী, খারেজী, ওহাবী প্রভৃতি দলের মধ্যে রাফেজী অর্থাৎ শিয়া সম্প্রদায় সংখ্যায় একটু পুরু, অন্যান্য সম্প্রদায় সংখ্যায় একেবারেই নগণ্য। যদি ঐ সকল ক্ষুদ্র সংখ্যক দলের লোককে সত্য পথাবলম্বী মনে করা যায়, তবে উপরোক্ত হাদিছের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। আর চারি মজহাবাবলম্বী বৃহৎ দলকে যদি গোমরাহ মনে করা হয়, তবে ইছলাম জগতে সমুদয় এমাম, আলেম, ছুফি, দরবেশ প্রভৃতিকে "গোমরাহ" দলভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, ইহাতে যুক্তি ও তর্কের সম্পূর্ণ বিপরীত। এইরূপ হইলে, পবিত্র ইছলাম ধর্ম্মের কোনই গৌরব থাকে না। যদি কোনও ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের /০ একআনা বা এক পাই লোক মাত্র সত্য পথাবলম্বন হয় তবে সে ধর্ম্ম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম হইতে পারে না। ইছলাম জগতের প্রধান প্রধান পণ্ডিত এবং অদ্বিতীয় তাপস মণ্ডলী কি সকলেই সত্য পথভ্রষ্ট গোমরাহ ছিলেন? এ কথা ত কোনও পাগলেও বিশ্বাস করিতে পারে না। যুক্তি প্রমাণ যে দিক দিয়াই দেখা যায়, তাহাতেই সাব্যস্ত হয় যে, উপরোক্ত চারি মজহাবাবলম্বী লোকই প্রকৃত ধর্ম্মপথে আছেন, তদ্ব্যতীত সমুদয় ক্ষুদ্র দল পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ।

১২ শ প্রমাণ, কোর-আন ছুরা নেছা—

وَ مَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ ۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَ نُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَ سَآءَتْ مَصِيْرًا ☆

"এবং যে ব্যক্তি তাহার পক্ষে হেদাএত (সত্যপথ) প্রকাশিত হওয়ার পরে রছুলের বিরুদ্ধাচরণ (খেলাফ) করে এবং ইমানদারগণের (বিশ্বাসিগণের) পথ ব্যতীত (অন্য পথের) অনুসরণ (পয়রবি) করে, আমি

সে যাহা পছন্দ করে, সেই পথে তাহাকে লইয়া যাইব এবং তাহাকে জাহান্নামে পৌঁছাইব এবং উহা অতি কদর্য্য স্থান।"

তফছিরে আহমদি, ৩১৬।৩১৭ পৃষ্ঠা—

والحاصل ان هذه الاية هى التى تدل على ان

الاجماع كالكتاب و السنة الخ ☆

মূলকথা, উক্ত আয়তে বুঝা যায় যে, এজমা কোর আন ও হাদিছের তুল্য। ওছুলে (ফেক্‌হ) তত্ত্ববিদ ও তফছিরকারক বিদ্বানগণের সকলেই ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।.........

উক্ত আয়তে বুঝা যায় যে, এজমার খেলাপ করা হারাম।

"উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, যে পথে সমস্ত মুছলমান থাকেন, উহার অনুসরণ করা ওয়াজেব, ইহাকে এজমা নামে অভিহিত করা হয়, এজমা অকাট্য দলীল।"

তফছিরে-বয়জবি, ১১৬ পৃষ্ঠা—

والاية تدل على حرمة مخالفة الاجماع الخ

"উপরোক্ত আয়তে বুঝা যায় যে, এজমার খেলাফ করা হারাম, কেননা খোদাতায়ালা (রছুলের) খেলাফ করার এবং ইমানদারগণের পথের বিরুদ্ধ পথের অনসুরণ করার প্রতি কঠিন শাস্তি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।"

তফছিরে কবির, ৩।৩৩২ তফছিরে-খাজেন, ১।৪৯৭ ও তফছিরে নায়ছাপুরী, ৫।১৭৫ পৃষ্ঠা—

ان الشافعى رح سئل عن اية فى كتاب الله تدل على

ان الاجماع حجة فقرا القرآن ثلثمائة مرة حتى وجد

هذه الاية ☆

"(এমাম) শাফেয়ি জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, যে, এজমার দলীল হওয়া সম্বন্ধে কোরাআন শরিফের কোন আয়তে প্রমাণ আছে? তৎশ্রবণে তিনি তিন শতবার কোর-আন শরিফ পাঠ করিয়া উক্ত আয়ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই আয়তে এজমার দলীল হওয়া সপ্রমাণ হইতেছে।"

তফছিরে-মাদারেক, ১।১৯৭ পৃষ্ঠা—

"উক্ত আয়তে সপ্রমাণ হয় যে, এজমা (শরিয়তের) একটি দলীল উহার বিরুদ্ধাচরণ (খেলাফ) করা জায়েজ নহে, যেরূপ কোর-আন ও হাদিছের খেলাফ করা জায়েজ নহে।"

তফছিরে -এবনে কছির, ১।১৯৪ পৃষ্ঠা—

"(এমাম) শাফেয়ি (রঃ) বহু গবেষণার পরে বলিয়াছেন যে, এজমা একটি দলীল ও উহার খেলাফ করা হারাম, তাহা উক্ত আয়তে সপ্রমাণ হয়, ইহা অতি উৎকৃষ্ট ও বলবান আবিষ্কার।"

তওজিহ, ২৮৩ পৃষ্ঠা—

و هو اتفاق المجتهدين من امة محمد صلعم في عصر على حكم شرعي ☆

"(হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) এর উম্মতের মোজতাহেদগণের কোন সময়ে কোন এক শরিয়তের হুকুমের প্রতি একমত হওয়াকে এজমা বলা হয়।

কোরা-আন ছুরা বাকার—

وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّ سَطًا

"এবং এইরূপ আমি তোমাদিগকে সত্যপরায়ণ উম্মত স্থির করিয়াছি।"

তফছিরে-বয়জবির, ১।১৯৫ পৃষ্ঠায়—

তফছিরে-আহমদীর ৩৭ পৃষ্ঠায়, তফছিরে কবিরের ২।৭ পৃষ্ঠায়, তফছিরে মাদারেকের ১।৬৩ পৃষ্ঠায়, ও মোছাল্লামের টিকার ৪৯৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, বহু সংখ্যক বিদ্বান, শেখ আবুল মনছুর মাতুরদি ও ফখরোল ইছলাম বলিয়াছেন যে, উপরোক্ত আয়তে সপ্রমাণ হয় যে, এজমা একটি দলীল।

এমাম বোখারি ছহিহ বোখারির ২।১০৯২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

قال اللّٰه تعالٰى جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّ سَطًا وما امر النبى صلعم بلزوم الجماعة و هم اهل العلم ☆

আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, এইরূপ আমি তোমাদিগকে সত্যপরায়ণ উম্মত স্থির করিয়াছি।

আরও হজরত নবি (ছাঃ) জামায়াতের (অনুসরণ) লাজেম করিয়া লইতে হুকুম করিয়াছেন, জামায়াতের মর্ম্ম মোজতাহেদগণ (আহলোল-এলম্ সম্প্রদায়)।

এমাম বোখারী উক্ত আয়ত দ্বারা এজমা অনুসরণ করা ওয়াজেব স্থির করিয়াছেন।

ছহিহ মোছলেম, ১৪৩ পৃষ্ঠা—

لاتزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة ☆

"আমার উম্মতের একদল যতক্ষণ কেয়ামত উপস্থিত (না) হইবে, সত্যের উপর প্রবল থাকিবেন।"

ছহিহ বোখারি, ২।১০৮৭ পৃষ্ঠা— و هم اهل العلم

" উক্ত সত্যের উপর প্রবল সম্প্রদায় মোজতাহেদ হইবেন।"

এমাম নাবাবী ছহিহ মোছলেমের টীকার ১৪৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

وفيه دليل لكون الاجماع حجة

"উক্ত হাদিছে স প্রমাণ হয় যে, এজমা একটি দলীল।"

ছহিহ বোখারি, ২। ১০৪৯ পৃষ্ঠা—

تلزم جماعة المسلمين و امامهم

"হজরত বলিয়াছেন, তুমি মুছলমানগণের জামায়াতের এবং তাহাদের এমামের অনুসরণ করা লাজেম (ওয়াজেব) ধারণা কর।"

মেশকাতের ৫৫ পৃষ্ঠায় ছহিহ নাছায়ি হইতে উদ্ধৃত—

الامن سره بحبوبة لجنة فليلزم الجماعة

"সাবধান! যে ব্যক্তির বেহেশতের উৎকৃষ্ট স্থান পছন্দ হয়, সে যেন জামায়াতকে লাজেম ধারণা করে।

মেশকাতের ৩০ পৃষ্ঠায় তেরমেজি হইতে উদ্ধৃত—

ان الله لايجمع امتى (او قال امة محمد) على ضلالة و يد الله على الجماعة و من شذ شذ فى النار ☆

"নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা আমার উম্মতকে গোমরাহির (ভ্রান্তির) উপর একত্রিত করিবেন না, আল্লাতায়ালার অনুগ্রহ জামায়াতের উপর আছে, যে ব্যক্তি (জামায়াত) হইতে পৃথক হয়, দোজখে নিক্ষিপ্ত হইবে।"

মেশকাতের ৩১ পৃষ্ঠায় আবু দাউদ ও মছনদে আহমদ হইতে উদ্ধৃত—

من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه

" যে ব্যক্তি এক বিঘত জমায়াত ত্যাগ করিল, নিশ্চয় সে ব্যক্তি ইছলামের রজ্জুকে নিজের গলদেশ হইতে খুলিয়া ফেলিল।"

আরও উক্ত পৃষ্ঠায়—

و اياكم و الشعاب و عليكم بالجماعة و العامة

رواه احمد ☆

"এমাম আহমদের বর্ণনা- "তোমরা (জামায়াত) হইতে বিচ্ছিন্ন হইও না এবং তোমরা জামায়াতের এবং অধিকাংশ মুছলমানের অনুসরণ করা ওয়াজেব ধারণা কর।"

তফছিরে মোজহারিতে আছে—

فان اهل السنة و الجماعة قد افترق بعد القرون الثلثة او الا ربعة على اربعة مذاهب و لم يبق فروع المسائل سوى هذه المذاهب الاربعة فقد انعقد الاجماع المركب على على بطلان قول يخالف كلهم و قد قال رسول الله صلعم لا يجتمع امتى على ضلالة و قال الله تعالى و يتبع غير سبيل المؤمنين قوله ما تولى و نصله جهنم ☆

"নিশ্চয় ছুন্নত-জায়াত সম্প্রদায় তৃতীয় কিম্বা চতুর্থ 'কর্ণের (আড়াই শতাব্দীর) পরে চারি মজহাব বিভক্ত হইয়াছেন, এই চারি মজহাব ব্যতীত (অন্য কোন মজহাবের) ফরুয়াত মছলা মাছায়েল বাকী নাই। যে কোন মত উক্ত চারি মজহাবের বিপরীত হয়, উহার বাতীল হওয়ার প্রতি মিশ্রিত এজমা হইয়াছে।

নিশ্চয় (হজরত) রছুলে খোদা (ছাঃ) বলিয়াছেন—'আমার উম্মত গোমরাহির (বাতীল মতের) উপর সমবেত হইবেন না।" আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন—(যে ব্যক্তি) ইমানদারগণের পথের বিরুদ্ধ অনুসরণ করে সেই দিকে তাহাকে লইয়া যাইব এবং তাহাকে দোজখে পৌঁছাইব।"

তাহতাবি, ১৫২।১৫৩ পৃষ্ঠা—

قال بعض المفسرين المراد من حبل الله الجماعة و المراد من الجماعة عند اهل العلم هل الفقه و العلم ومن فارقهم قدر شبر وقع فى الضلالة و خرج عن نصرة الله تعالى و دخل فى النار لان اهل الفقه و العلم هم المهتدون المتمسكون بسنة محمد عليه الصلاة و السلام و سنة الخلفاء الراشدين بعده و من شذ عن جمهور اهل الفقه و العلم و السواد الاعظم فقد شذ فيما يدخله فى النار فعليكم معاشر المؤمنين باتباع

الفرقة الناجية المسماة باهل السنة و الجماعة فان نصرة الله و حفظه و توفيقه فى موافقتهم و خذ لانه و سخطه و مقته فى مخالفتهم و هذه الطائفة الناجية قد اجتمعت اليوم فى مذاهب اربعة و هم الحنفيون و المالكون و الشافعيون و الحنبليون رحمهم الله و من كان خارجا عن هذه الاربعة فى هذا الزمان فهو من اهل البدعة و النار ☆

কোন তফছিরকারক বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালার রজ্জুর অর্থ জামায়াত, জামায়াতের মর্ম্ম বিদ্বান মণ্ডলীর মতে ফকিহ ও মোজতাহেদ সম্প্রদায়। যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ তাঁহাদের (পথ) ত্যাগ করিবে, গোমরাহিতে পতিত হইবে, আল্লাহতায়ালার সাহায্য হইতে বাহির হইয়া যাইবে এবং দোজখে প্রবেশ করিবে, কেননা ফকিহ ও মোজতাহেদ সম্প্রদায় সত্য পথের পথিক ও (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) এর ছুন্নত এবং তৎপরে সত্যপরায়ণ খলিফাগণের ছুন্নত অবলম্বনকারী। আর যে ব্যক্তি অধিকাংশ ফকিহ মোজতাহেদ এবং বৃহদ্দল মুছলমান হইতে পৃথক হইল নিশ্চয় সে ব্যক্তি এরূপ পথের পৃথক হইল যে, উহা তাহাকে দোজখে দাখিল করিবে। হে ইমানদার সম্প্রদায়, তোমাদের পক্ষে আহলে ছুন্নত জামায়াত নামীয় বেহেশতী ফেরকার অনুসরণ করা লাজেম, কেননা তাহাদের মতালম্বন করিলে, খোদাতায়ালার সাহায্য, রক্ষণাবেক্ষণ ও তওফিক (সৎকার্য্যে ক্ষমতা

প্রদান) হইবে, আর তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিলে, তাঁহার অসহায়তা, অসন্তোষ ও কোপ হইবে। এই বেহেশতী সম্প্রদায় বর্ত্তমান কালে চারি মজহাব একত্রিত হইয়াছেন, তাঁহারাই হানাফি, মালেকী, শাফেয়ি ও হাম্বলী নামে অভিহিত। আর বর্ত্তমান কালে যে কেহ এই চারি মজহাব হইতে খারিজ হইবে, সে বেদয়াতি ও দোজখিদের অন্তর্গত হইবে।

তফছিরে আহমদী, ৫২৬ পৃষ্ঠা—

وقد وقع الاجماع على ان الاتباع انما يجوز للاربع فلا يجوز الاتباع لمن حدث مجتهدا مخالفا لهم ☆

"বিদ্বানগণের একমত (এজমা) হইয়াছে যে, (বর্ত্তমানকালে) কেবল চারি এমামের তকলিদ (মজহাব মান্য) করা জায়েজ হইবে, সুতরাং তাঁহাদের বিরুদ্ধ মতধারী যে কোন মোজতাহেদ তাঁহাদের পরে প্রকাশিত হয়, তাহার মতাবলম্বন করা জায়েজ হইবে না।"

এবনোল-হোমাম, 'তহরির' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

انعقد الاجماع على عدم العمل بالمذاهب المخالفة للائمة الاربعة ☆

"চারি এমামের বিরুদ্ধ মজহাব সমূহের প্রতি আমল নাজায়েজ হওয়ার উপর এজমা স্থির হইয়াছে।"

আল্লামা এবনে আবেদিন শামী 'আশবাহ অন্নাজায়ের, কেতাবের ১৩১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

من خالف الائمة الاربعة فهو مخالف للاجماع

"যে কেহ চারি এমামের বিরুদ্ধ মত ধারণ করে, সে ব্যক্তি এজমার বিরুদ্ধাচারণ করিল।"

মোছাল্লামোছ-ছুবুত গ্রন্থের ৬২৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—

قال لامام اجمع المحققون على منع العوام من تقليد اعيان الصحابة بل عليهم اتباع الذين سبروا و بوبوا فهذبوا و نقحوا و جمعوا و فرقوا و عللوا و فصلوا و عليه ابتنى ابن الصلاح منع تقليد غير الائمة الاربعة لان ذلك لم يدر فى غيرهم ☆

এমাম (ফখরদ্দিন রাজি) বলিয়াছেন—

সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ বিদ্বানগণ সাধারণ লোকদের প্রধান প্রধান ছাহাবাগণের তকলীদ (মতাবলম্বন করা) নিষিদ্ধ হওয়ার প্রতি এজমা করিয়াছেন বরং তাহাদের প্রতি উক্ত। বিদ্বানগণের মতাবলম্বন করা ওয়াজেব—যাহারা (ছহিহ ও বাতীল) পরীক্ষা করিয়াছেন এবং অধ্যায় অধ্যায় করিয়াছেন, অনন্তর নির্ব্বাচন করিয়াছেন, সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সংগ্রহ করিয়াছেন, বাছনি, করিয়াছেন, কারণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, এবনে ছালাহ উপরোক্ত বিষয়গুলি চারি এমাম ব্যতীত অন্যের তকলীদ করা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ স্থির করিয়াছেন, কেননা উক্ত চারি এমাম ব্যতীত অন্যের মধ্যে উপরোক্ত বিষয়গুলি পরিলক্ষিত হয় নাই।"

ছৈয়দ ছামহুদী 'আকদোল-ফরিদ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

قال محقق الحنفية الكمال نقل الامام اجماع المحققين على منع العوام من تقليد اعيان الصحابة بل يقلدون من بعدهم الذين سبروا و وضعوا ردونوا و على هذا ما ذكره بعض المتاخرين من منع تقليد غير الائمة لانضباط مذاهبهم و تقييد مسائلهم و تخصيص عمومها و لم يدر مثله فى غيرهم لانقراض اتباعهم و هو صحيح ☆

হানাফিদিগের সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ কামাল বলিয়াছেন, এমাম (রাজি) সাধারণ লোকদের প্রধান প্রধান ছাহাবার তকলীদ নিষিদ্ধ হওয়ার প্রতি সূক্ষ্ম তত্ত্ববিদ বিদ্বানগণের এজমা বর্ণনা করিয়াছেন, বরং তাহারা ছাহাবাগণের পরবর্ত্তী উক্ত বিদ্বানগণের মতাবলম্বন করিবেন যাহারা সত্যাসত্য পরীক্ষা করিয়াছেন, (নিয়ম কানুন) স্থির করিয়াছেন এবং (মছলা মাছায়েল) সংগ্রহ করিয়াছেন, এই কারণের উপর নির্ভর করিয়া শেষ জামানার কোন বিদ্বান (এবনে ছালাহ) চারি এমাম ব্যতীত অন্যান্য এমামগণের তকলীদ (মজহাব গ্রহণ) করা নিষিদ্ধ হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কেননা উক্ত চারি এমামের মজহাবগুলি সংগৃহিত হইয়াছে, তাঁহাদের মছলা মাছায়েল বিধিবদ্ধ হইয়াছে এবং সাধারণ ব্যবস্থা গুলি খাস করা হইয়াছে, তাঁহাদের ভিন্ন অন্য

কাহারও (মজহাব) উক্ত রূপ অবস্থা পরিলক্ষিত হয় নাই, কেননা তাঁহাদের অনুসরণ কারিগণ নির্ম্মুল হইয়া গিয়াছেন, ইহাই সত্য মত।

আল্লামা এবনে হাজার লিখিয়াছেন—

و قد ذكر بعض اولياء الله تعالى الصالحين انه كشف له ان الله تعالى لا يعذب من عمل فى المسئلة يقول امام مجتهد من الذين يجوز تقليدهم وهم لان الائمة الاربعة المدونة مذاهبهم و المحزرة اصولا و فروعا مسائلهم واما المجتهدون السابقون فلا للجهل بضوابط الاحكام عندهم لفقد التدوين ☆

"কেননা সাধক অলিউল্লাহ্ উল্লেক করিয়াছেন, তিনি কাশফ কর্ত্তৃক অবগত হইয়াছেন যে, যে কেহ কোন মছলায় এরূপ কোন এমাম মোজতাহেদের মতানুযায়ী কার্য্য করে—যাহাদের তকলীদ করা জায়েজ হইয়াছে, আল্লাহতায়ালা তাহাকে শাস্তিগ্রস্ত করিবেন না, বর্ত্তমান কালে চারি এমামই উক্ত শ্রেণীভুক্ত যাহাদের মজহাব গুলি সংগৃহীত হইয়াছে এবং ওছুল ও ফরুয়াত সংক্রান্ত মছলাগুলি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, কিন্তু প্রাচীন মোজতাহেদগণের তকলীদ করা জায়েজ নহে, কেননা (তাঁহাদের) মজহাবগুলি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদের মজহাবের আহকাম সংক্রান্ত নিয়ম কানুনাদি অজ্ঞাত রহিয়াছে।"

এনছাফ, ৫৭।৫৯ পৃষ্ঠা—

প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে লোকে কোন একজনার নির্দ্দিষ্ট মজহাবের তকলীদ করিতে সমবেত হন নাই..................... দ্বিতীয় শতাব্দীর পরে তাহাদের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট মোজতাহেদগণের মজহাব অবলম্বন করা প্রকাশিত হয়, (এই সময়) কোন মোজতাহেদের নির্দ্দিষ্ট মজহাবের প্রতি আস্থা স্থাপন করিত না, এরূপ লোক অতি কম ছিল। এই জামানায় উক্ত নির্দ্দিষ্ট মজহাব অবলম্বন করা ওয়াজেব হইয়াছে।

একদোল-জিদ, ৩১।৩৩ পৃষ্ঠা—

"এই চারি মজহাব গ্রহণ করাতে বহু সুফল আছে এবং উহা ত্যাগ করাতে বহু অনিষ্ট হয়। আমি ইহা কয়েকটি প্রমাণ দ্বারা প্রকাশ করিব, প্রথম এই যে, উম্মতের এজমা হইয়াছে যে, তাঁহারা শরিয়ত অবগত হইতে প্রাচীন বিদ্বানগণের প্রতি আস্থা স্থাপন করেন, তাবেয়িগণ এতৎসম্বন্ধে ছাহাবাগণের প্রতি, তাবাতাবেয়িগণ তাবেয়িগণের প্রতি, এইরূপ প্রত্যেক দল তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্বানগণের প্রতি আস্থা স্থাপন করেন, জ্ঞান ইহার উৎকৃষ্ট হওয়ার সাক্ষ্যপ্রদান করে, কেননা শরিয়ত 'নকল' (শিক্ষা লাভ) এবং ইস্তেম্বাৎ (মছলা আবিষ্কার) ব্যতীত অবগত হওয়া যায় না, প্রত্যেক তবকা (শ্রেণী) তৎপরিবর্ত্তী শ্রেণীর নিকট হইতে ধারাবাহিক শিক্ষা করা ব্যতীত 'নকল' ঠিক হইতে পারে না।

মছলা আবিষ্কার করার জন্য প্রাচীন লোকদিগের মজহাব সমূহ এজন্য অবগত হওয়া আবশ্যক যে, তাঁহাদের মত সমূহ ত্যাগ করিয়া এজমার খেলাফ করিয়া না ফেলে, তাঁহাদের মজহাব সমূহকে মূল স্থির করিয়া লইতে পারে এবং উক্ত মছলা আবিষ্কার ব্যাপারে প্রাচীনদিগের সহায়তা গ্রহণ করিতে পারে, কেননা ছরফ, নহো, চিকিৎসা বিদ্যা, কবিতা কর্ম্মকার, সূত্রধর ও স্বর্ণকারের পেশার ন্যায় সমস্ত শাস্ত্র উহার সুনিপুন শিক্ষকের সেবা ব্যতীত কেহই লাভ করিতে পারে নাই। উপরোক্ত উপায় ব্যতীত উহা শিক্ষা করা

যদিও কল্পনায় সম্ভব বলিয়া বোধ হয়, তথাচ অতি বিরল, দুঃসাধ্য ও দুর্ঘট। যখন প্রাচীন বিদ্বানগণের মত সমূহের প্রতি আস্থা স্থাপন করা স্থিরীকৃত হইল, তখন তাহাদের যে মতগুলির উপর আস্থা স্থাপন করা হইবে, তৎসমুদয়ের ছহিহ্ ছনদে উল্লিখিত হওয়া কিম্বা প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীতে সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক। আরও উক্ত মতগুলির স্থির সিদ্ধান্ত হওয়া অর্থাৎ যে সমস্ত কথার কয়েক প্রকার মর্ম্ম হইতে পারে, উহার প্রবল মতটি উল্লেখ করা স্থল বিশেষে সাধারণ হুকুমগুলি খাস করা, স্থলবিশেষে অনির্দ্দিষ্ট হুকুমগুলি নির্দ্দিষ্ট করা, ভিন্ন ভিন্ন মতের মধ্যে সমতা স্থাপন করা এবং উক্ত হুকুমগুলির কারণ বর্ণনা করা আবশ্যক, যদি উক্ত মতগুলির এইরূপ মীমাংসা না করা হয়, তবে তৎসমুদয়ের প্রতি আস্থা স্থাপন করা জায়েজ হইতে পারে না। এই শেষ যুগে এই চারি মজহাব ব্যতীত অন্য কোনও মজহাব উপরোক্ত গুণসম্পন্ন নহে।

আর এমামিয়া (শিয়া) ও জায়দিয়াদের মজহাব সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, তাহারা বেদয়াতি সম্প্রদায়, তাহাদের মত সমুহের প্রতি আস্থা স্থাপন করা জায়েজ নহে।

দ্বিতীয় (হজরত) নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা বৃহৎ জমায়েতের পয়রবি (অনুসরণ) কর। আর যখন এই চারি মজহাব ব্যতীত সত্য মজহাবের বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তখন এই চারি মজহাবের অনুসরণ করিলে, বৃহৎ জমায়েতের অনুসরণ করা হইবে এবং এই চারি মজহাব হইতে বাহির হইলে, বৃহৎ জামায়াত হইতে বাহির হইয়া যাইবে।

মজহাব-বিদ্বেষী মৌলবি ছাহেবগণের ভ্রমাত্মক প্রশ্নের রদ

উক্ত দলভুক্ত মৌলবি আব্বাছ আলী ছাহেব বরকল মোয়াহেদিনের ৪৬ পৃষ্ঠায়, মৌলবি ফছিউদ্দিন ছাহেব ছামছোল মোয়াহেদীনের ৭৭ পৃষ্ঠায়, মৌঃ এলাহি বখশ ছাহেব দোর্রায় মোহাম্মদীর ১৫ পৃষ্ঠার ও মৌঃ রহিমদ্দিন ছাহেব রদ্দৎতকলিদের ১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

কেবল ছাহাবাগণের এজমা দলীল হইবে, তাঁহাদের এজমার বিরুদ্ধে চলিলে জাহান্নামি হইতে হইবে, ছাহাবা ভিন্ন অন্য কোন কালের বিদ্বানগণের এজমা দলীল হইতে পারে না। ছাহাবাগণের একই তরিকা (মজহাব) ছিল, তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন তরিকা ছিল না, তাঁহারা কেবল এক এমামের মজহাব মান্য করিতেন না, যখন যাহাকে পাইতেন, তখন তাঁহার ফৎওয়া মান্য করিতেন, এক্ষেত্রে চারি মজহাবের মধ্যে কেবল একটি অবলম্বন করিলে, ছাহাবাগণের এজমা ও তরিকা অমান্য করিয়া জাহান্নামী হইতে হইবে।"

উত্তর

আল্লাহতায়ালা কোরআন শরিফে উল্লিখিত ছুরা নেছার আয়তে বলিয়াছেন,—মুছলমান উম্মতের এজমা অমান্য করিলে, জাহান্নামী হইতে হইবে। এস্থলে ছাহাবাগণের এজমা বলিয়া কোন কথা বলেন নাই, কাজেই কোর-আনের উক্ত আয়ত অনুযায়ী ছাহাবা, তাবেয়ী, তাবা-তাবেয়ী বা যে কোন কালের উম্মতের এজমা হউক, মান্য করা ওয়াজেব হইবে এবং উহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে, জাহান্নামী হইতে হইবে। মোছাল্লামের টীকা, ৫০০ পৃষ্ঠা ও তওজিহ, ২৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এই জন্য ঐ দলভুক্ত মৌলবী আব্বাছ আলি সাহেব বঙ্গানুবাদ কোর-আন শরিফের হাশিয়ায় (পরটীকার) ১৬১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন— "হজরত বলিয়াছেন যে, মুছলমানদিগের দলের উপর আল্লাহ হাত রাখিয়াছেন, যে ব্যক্তি অন্য পথ গ্রহণ করিবে, সে দোজখে পড়িবে, অতএব যে কথার উপর উম্মতের একতা (এজমা), তাহাতেই আল্লাহর সম্মতি আছে এবং বিরোধী হইলেই দোজখী হইবে।"

আরও উক্ত দলভুক্ত মৌলবী সুলতান আহমদ ছাহেব তজকিরোল এখওয়ানের ১৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, উম্মতের এজমা শরিয়তের দলীল হইবে।"

পাঠক, দেখিলেন ত মজহাব বিদ্বেষী মৌলবিগণ উক্ত আয়তের মর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিয়া 'উম্মতের এজমা' স্থলে কেবল ছাহাবাগণের এজমা বলিয়া দাবি করিয়াছেন।

কোর আন ছুরা বাকা র,—

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ☆

"হে লোকেরা তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের এবাদত কর— যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পুর্ব্বপুরুষদিগের সৃষ্টি করিয়াছেন।"

পাঠক, এই আয়তটি ছাহাবাগণের প্রতি নাজিল হইয়াছিল, মজহাব বিদ্বেষী মৌলবিরা যেরূপ আয়তের মর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিতে পটু, ইহাতে হয়ত তাঁহারা এস্থলে বলিবেন, নামাজ, রোজা ইত্যাদি এবাদত কেবল ছাহাবাগণ করিতে বাধ্য, তাঁহাদের ব্যতীত অন্য কোন মজহাব বিদ্বেষী উহা করিতে বাধ্য নহেন, যেহেতু উক্ত আয়তটি ছাহাবাগণের জন্য নাজিল হইয়াছিল।

নিরপেক্ষ পাঠক দেখুন এইরূপ লোকেরা কোর-আন হাদিছ বা ইছলাম ধ্বংস করার কিরূপ ষড়যন্ত্র করিতে বসিয়াছেন। হে মজহাব বিদ্বেষী ছাহেবগণ আপনারা ছাহাবাদিগের এজমা ভিন্ন অন্য কোন কালের বিদ্বানগণের এজমা মান্য করিতে চাহেন না, এক্ষণে আমি জিজ্ঞাসা করি, ছেহাহ্-ছেত্তাহ বিশেষতঃ ছহিহ বোখারি ও মোছলেম নাকি ছহিহ কেতাব, জগতে কয়েক শত হাদিছগ্রন্থ আছে, কোনটি ছহিহ কেতাব হইল না, কেবল এই ছয় খণ্ড কেতাব ছহিহ হইল, ইহা কোর-আন শরিফের কোন আয়তে কিম্বা হজরত নবি করিমের কোন কোন হাদিছে আছে? যদি পতিপক্ষগণ এই ছয় খণ্ড কেতাবের ছহিহ হওয়া প্রমাণ কোরআন হইতে পেশ করিতে পারেন, তবে ২৫ টাকা পুরস্কার পাইবেন। আর যদি প্রতিপক্ষগণ বলেন, এই কেতাব গুলির ছহিহ হওয়ার প্রতি এজমা হইয়াছে, তবে বলি, ছাহাবাগণের অনেক

কাল পরে এই কেতাবগুলি লিখিত হইয়াছে, কাজেই ইহাতে ছাহাবাগণের এজমা হইতে পারে না। পক্ষান্তরে অন্য সময়ের বিদ্বানগণের এজমা মান্য করা আপনাদের মতে হারাম, সুতরাং আপনাদের যুক্তি অনুসারে উক্ত কেতাবগুলির ছহিহ হওয়া সপ্রমাণ হয় না।

ধান্য, পাট, কলাই ইত্যাদির সুদ এমামগণের এজমাতে হারাম হইয়াছে, কিন্তু ছাহাবাগণের সময় এই মছলার কোন প্রস্তাব হয় নাই, কাজেই এই সুদ হওয়ার প্রতি ছাহাবাগণের এজমা প্রকাশ হয় নাই, তবে কি মজহাব বিদ্বেষীদের পক্ষে ঐ সুদ হালাল হইবে?

কোর-আন ও হাদিছে মৎস্য হালাল হইয়াছে, কিন্তু কোনটি কোনটি মৎস্য, ইহার প্রতি ছাহাবাগণের এজমা সাব্যস্ত হয় নাই, বহু শতাব্দীর পরে বিদ্বানগণের এজমাতে যাহা যাহা মৎস্য বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে, তাহাই হালাল বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ইহাতে ছাহাবাগণের এজমা হয় নাই বলিয়া মজহাব বিদ্বেষীগণ হালাল মৎস্যগুলি হারাম বলিবেন কিনা?

পাঠক, ইহাতে সাব্যস্ত হইল যে, প্রত্যেক সময়ের বিদ্বানগণের এজমা মান্য করা ওয়াজেব। কাজেই চারি মজহাব মান্য করার প্রতি যে এজমা হইয়াছে, উহা মান্য করা ওয়াজেব।

দ্বিতীয় তফছিরে কবিরের ৩।২৫৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, যদি ছাহাবাগণ কোন বিষয়ে ভিন্ন মতধারী হইয়া থাকেন, কিন্তু তৎবর্ত্তী বিদ্বানগণের উভয় মতের মধ্যে কোন একটির প্রতি এজমা করেন, তবে উপরোক্ত ছুরা নেছার আয়ত অনুসারে ঐ এজমা দলীল হইবে। এইরূপ মোছাল্লামের টিকার ৫০৫ পৃষ্ঠায় ও তওজিহ গ্রন্থের ২৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

প্রথম প্রমাণ, ছহিহ বোখারি, ২।৭৬৭ পৃষ্ঠা,—

عن ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص - بينه

على عن النبى صلعم انه منسوخ ☆

"(হজরত) এবনে আব্বাছ (রাঃ) স্ত্রীলোকদের 'মোত্য়া' (নিকাহ) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, ইহাতে তিনি (উহার) অনুমতি দিয়াছিলেন।

(হজরত) আলি (রাঃ) নবি (সাঃ) হইতে উহার মনসুখ হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।"

পাঠক, কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিকাহ করাকে 'মোতা নিকাহ বলা হয়। অধিকাংশ ছাহাবার মতে উহা হারাম সপ্রমাণ হইয়াছিল, কিন্তু হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) উহা হালাল বলিতেন ছাহাবা-দিগের সময় উক্ত নিকাহ হালাল ও হারাম হওয়ার সম্বন্ধে মতভেদ ছিল, কিন্তু তাবেয়ি ও তাবা-তাবেয়িদিগের সময়ে সমস্ত বিদ্বানের এজমাতে উহা হারাম সাব্যস্ত হইয়াছে এক্ষণে এই এজমা মান্য করা ওয়াজেব হইয়াছে, অন্যথায় মহা গোনাহগার হইতে হয়।

মজহাব বিদ্বেষী মৌলবি আব্বাছ আলি ছাহেব মাছায়েলে জরুরিয়ার দ্বিতীয় খণ্ডে, (১১১ পৃষ্ঠায়) এই মত স্বীকার করিয়া 'মোতা নিকাহ হারাম লিখিয়াছেন।

দ্বিতীয় প্রমাণ, ছহিহ বোখারি ২।৭৪৪ পৃঃ—

قلت يا ابا المنذر ان اخاک ابن مسعود يقول كذا و كذا فقال ابى سألت رسول الله صلعم فقال لي قيل لى قل فقلت ☆

"আমি বলিলাম, হে আবুল মুঞ্জের, নিশ্চয় তোমার ভ্রাতা এবনে মছউদ এইরূপ বলেন (অর্থাৎ ছুরা নাছ ও ফালাককে কোরাণ বলিয়া স্বীকার করেন না)। তখন ওবাই বলিলেন, আমি রছুলে খোদা (সাঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ইহাতে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, আমাকে বলা হইয়াছিল যে, তুমি বল, তৎপরে আমি বলিয়াছিলাম (অর্থাৎ জিব্রাইল আমাকে

উহা পড়িতে বলিয়াছিলেন, এজন্য আমি উহা পাঠ করিয়াছি, অতএব উক্ত ছুরাদ্বয় কোর-আন।"

পাঠক, উপরোক্ত দুইটি ছুরার কোর-আন হওয়ার সম্বন্ধে ছাহাবাগণের মতভেদ হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী এমামগণের এজমায় ঐ ছুরা দুইটি কোরাণ বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। এক্ষণে এই এজমা অমান্য করিয়া উক্ত ছুরা দুইটিকে কোরাণ না বলিলে কাফের হইতে হইবে।

তৃতীয় প্রমাণ, মজহাব বিদ্বেষী মৌলবী ছিদ্দিক হাছান ছাহেব 'রওজা-নদিয়া' গ্রন্থের ২০৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"(হজরত) এবনে ওমার (রাঃ) স্ত্রীলোকের মলদ্বারে সঙ্গম করা হালাল বলিতেন, কিন্তু (হজরত) এবনে আব্বাছ (রাঃ) উহা হারাম জানিতেন।

পাঠক, যদিও উপরোক্ত মছলায় ছাহাবাগণের মতভেদ হইয়াছিল, তথাচ পরবর্ত্তী বিদ্বানগণের এজমাতে উহা হারাম সাব্যস্ত হইয়াছে। এক্ষণে উক্ত এজমা-অমান্য করিয়া উহা হালাল জানিলে, কাফের হইতে হইবে।

মজহাব বিদ্বেষী মৌলবী আব্বাছ আলি ছাহেব এই এজমা স্বীকার করিয়া মছায়েলে-জরুরীয়ার ২৬ পৃষ্ঠায় স্ত্রীলোকের মলদ্বারে সঙ্গম করা হারাম লিখিয়াছেন।

পাঠক, তকলীদ দুই প্রকার—শাখছি ও গর শাখছি। কেবল একজন এমামের ফৎওয়া মান্য করাকে তকলীদে শাখছি বলা হয়। ভিন্ন ভিন্ন এমামের ফৎওয়া মান্য করাকে তকলীদে গরশাখছি বলা হয়। ছাহাবাগণের সময় দুই প্রকার তকলীদ প্রচলিত ছিল।

মেশকাতের ২৬৪ পৃষ্ঠায় ছহিহ বোখারি হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে—

فقال لاتسألوني ما دام هذا الحبر فيكم

"তৎপরে উক্ত আবু মুছা (রাঃ) বলিলেন, তোমরা আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিও না যত দিবস তোমাদের মধ্যে এই বিদ্বান হজরত এবনে

মছউদ (রাঃ) থাকেন।"

উপরোক্ত বিবরণে প্রমাণিত হয় যে, একজন প্রবীন ছাহাবা লোকদিগকে তকলীদে -শাখছি করার আদেশ করিয়াছিলেন। ইহাতে ছাহাবাগণের সময় তকলীদে শাখছি সাব্যস্ত হইল।

ছহিহ্ বোখারি, ২। ৬২২ পৃষ্ঠা—

بعث رسول الله صلعم ابا موسى و معاذ بن جبل الى اليمن و بعث كل واحد منهما على مخلاف و اليمن مخلافان

"(জনাব) রছুলে খোদা (সাঃ) আবু মুছা ও মোয়াজ বেনে জাবালকে ইমনের দিকে পাঠাইয়াছিলেন এবং তাহাদের প্রত্যেককে এক এক বিভাগ (কছবায়) পাঠাইয়াছিলেন এবং ইমনের দুইটি বিভাগ ছিল।"

ইহাতে স প্রমাণ হয় যে ইমনের প্রত্যেক বিভাগের ছাহাবাগণ এক একজন ছাহাবার তকলীদ শাখছি করিতেন।

ছহিহ্ বোখারি, ২।১০৭৮ পৃঃ,—

يبعث النبي صلعم من الامراء و الرسل واحدا بعد واحد ☆

"(হজরত) নবি (সাঃ) একজনার পরে অন্যকে আমির ও সংবাদবাহক করিয়া পাঠাইতেন।"

উপরোক্ত বিবরণে প্রমাণ হয় যে, হজরত নবি (সাঃ) ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে এক একজনকে কাজি ও আমির করিয়া পাঠাইতেন, প্রত্যেক ছাহাবা তৎসমুদয় এস্থলে যে যে ফৎওয়া প্রকাশ করিতেন, সকলেই তাহা পালন

করিতেন, বিশেষতঃ যে স্থান সমূহে কেবল এক একজন ছাহাবা বাস করিতেন, তৎসমূদয় স্থলের লোকেরা কেবল তাঁহার ফৎওয়া গ্রহণ করিতেন, ইহাই তকলীদে শাখছি।

এনছাফ, ৯।১৬।১৮ পৃঃ—

"ছাহাবাগণ পৃথক পৃথক শহরে বাসস্থান নির্ম্মান করিলেন, প্রত্যেকে এক এক অঞ্চলের এমাম হইলেন।

হজরতের ছাহাবাগণের মজহাব ভিন্ন ভিন্ন ছিল। সেই সময় তাবেয়ি সম্প্রদায়ের প্রত্যেক বিদ্বানের পৃথক পৃথক মজহাব ছিল এবং প্রত্যেক শহরে এক একজন এমাম নিয়োজিত হইলেন।"

নিরপেক্ষ পাঠক, এক্ষণে বুঝিলেন ত, মজহাব বিদ্বেষীগণ যে দাবি করিয়াছেন, ছাহাবাগণের সময় তকলীদে শাখছি ছিল না। ইহা বাতীল কথা বরং ছাহাবাগণের ও তাবেয়িগণের সময় শাখছি ও গর শাখছি উভয় প্রকার তকলীদ প্রচলিত ছিল।

শাহ সাহেব এনছাফের ৫৭ পৃষ্ঠায় যে লিখিয়াছেন,—

"প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে লোকে তকলীদে শাখছির উপর সমবেত হন নাই।" ইহার অর্থ এই যে সকলেই তকলীদে শাখছি করিতেন না বরং কতক সংখ্যক লোক তকলীদে শাখছি করিতেন, আর কতক সংখ্যক লোক তকলীদে গর শাখছি করিতেন।

মূল মন্তব্য এই যে, ছাহাবাগণের পরে তৃতীয় শতাব্দীর বিদ্বানদিগের এজমা অনুযায়ী চারি মজহাবের মধ্যে কোন এক নির্দ্দিষ্ট মজহাব অবলম্বন করা ওয়াজেব হইয়াছে, এক্ষণে উহা অমান্য করিলে জাহান্নামী হইতে হইবে।

মজহাব বিদ্বেষীগণ যদি দুই শতাব্দীর পরের এজমা অমান্য করিতে চাহেন, তবে কি মোতা নিকাহ ও স্ত্রীলোকের মলদ্বারে সঙ্গম করা হারাম বলিবেন না এবং ছুরা নাছ ও ফালাককে কোরাণের অংশ বলিবেন না?

মজহাব বিদ্বেষীগণ মুখে বলেন, ছাহাবাগণের এজমা মান্য করিতে

হইবে, কিন্তু কাজে কিছুই করেন না। ছাহাবাদিগের এজমাতে স্ত্রীলোকেরা ঈদের নামাজ ঈদগাহে এবং অক্তিয়া নামাজ মসজিদে পড়িতে যাইতেন, এক্ষণে ইহারা ছাহাগণের উক্ত এজমা লঙঘন করিয়াছেন। ছাহাবাগণ হাদিছের ধারাবাহিক ইছনাদ আবশ্যক বুঝিতেন না, কিন্তু ইহারা উহা ওয়াজেব জানিলেন। ছাহাবাগণ কোর-আনের অনুবাদ বঙ্গ ভাষায় করেন নাই, কিন্তু মৌলবী আব্বাছ আলি ছাহেব বঙ্গভাষায় কোরআনের অনুবাদ করিয়াছেন। ছাহাবাগণ ট্রেনের উপর নামাজ পড়িতেন না, বঙ্গভাষায় নামাজের নিয়ত করিতেন না, এবং উর্দ্দু ভাষায় খোৎবা পড়িতেন না, কিন্তু এই মজহাব বিদ্বেষিগণ উক্ত কর্ম্মগুলি করিয়া ছাহাবাদিগের এজমার খেলাফ করিয়া জাহান্নামী হইবেন কিনা?

হজরত নবিয়ে করিম (ছাঃ) কেবল চারি রাত্রে জামায়াতের সহিত মস্‌জিদে তারাবিহ পড়িয়াছিলেন, হজরত ওমারের (রাঃ) সময় ছাহাবাদিগের এজমাতে ৩০ রাত্রে ২০ রাকায়াত করিয়া তারাবিহ প্রচলিত হইয়াছে। নবিয়ে করিমের সময় জোমার এক আজান হইত, হজরত ওছমানের (রাঃ) সময় ছাহাবাগণের এজমাতে জোমা'র দ্বিতীয় আজান প্রচলিত হইয়াছে। মজহাব বিদ্বেষীগণ ২০ রাকায়াত তারাবিহ ত্যাগ করিয়া ছাহাবাগণের এজমা অমান্য করিলেন, আর যদি উহা ত্যাগ করিলেন, তবে ৩০ রাত্রের তারাবিহ ও জোমার দ্বিতীয় আজান কেন ত্যাগ করিলেন না?

ছাহাবাগণ কোর-আন ও হাদিছ ব্যতীত এজমা ও কেয়াছকে শরিয়তের অকাট্য দলীল জানিয়া উহা মান্য করিতেন। তাঁহারা এজমা দ্বারা চারি খলিফার খেলাফত স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা হজরত ওমারের কেয়াছে কোর-আন শরিফ সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং মদ্যপায়ীকে ৮০ দোর্রা মারিয়াছিলেন এবং হজরত ওছমানের কেয়াছ জোমার দ্বিতীয় আজানের ব্যবস্থা স্বীকার করিয়াছিলেন। মজহাব বিদ্বেষীগণ এজমা ও কেয়াছ অমান্য

করিয়া ছাহাবাগণের এজমার খেলাফ করিয়া জাহান্নামী হইবেন কিনা?

ছাহাবাদিগের মধ্যে মোজতাহেদগণ নিজ নিজ ক্ষমতায় কোর-আন হাদিছ, এজমা ও কেয়াছ অনুসারে শরিয়ত পালন করিতেন এবং সাধারণ লোক কোন মোজতাহেদ ছাহাবার তকলিদ করিতে। মজহাব বিদ্বেষগণ এমাম মোজতাহেদগণের ফৎওয়া মান্য করা (মজহাব অবলম্বন করা) হারাম তকলীদ বলিয়া ছাহাবাগণের এজমার খেলাফ করিয়া জাহান্নামী হইবেন কিনা ?

ছাহাবাগণ শরিয়তের মূল বিধিব্যবস্থায় একমত ছিলেন এবং কতিপয় ফরুয়াত (আনুষাঙ্গিক) মছলায় ভিন্ন ভিন্ন মত ধরিয়া ছিলেন, যথা— সকলেই শরিয়তের চারিটি দলীল স্বীকার করিতেন। হজ্জ করিতে 'আবতাহা' নামক স্থানে বিশ্রাম করাকে হজরত এবনে ওমার (রাঃ) ছুন্নত বলিতেন, কিন্তু হজরত আএশা ও এবনে আব্বাছ (রাঃ) উহা মোবাহ বলিতেন।

হজরত নবি করিম (দঃ) ছাহাবাগণকে বনি-কোরয়াজায় না পৌঁছিয়া পথি মধ্যে আছরের নামাজ পড়িতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু একদল ছাহাবা হাদিছের অস্পষ্ট মর্ম্মানুসারে পথিমধ্যে নামাজ পড়িয়াছিলেন, আর অন্যদল হাদিছের স্পষ্ট মর্ম্মনুসারে পথিমধ্যে নামাজ পড়েন নাই।

মজহাব বিদ্বেষীগণ ফরুয়াত মছলা মাছায়েলে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বিগণকে জাহান্নামী বলিয়া ছাহাবাগণকে জাহান্নামী বলিলেন এবং ছাহাবাগণের এজমার খেলাফ করিয়া নিজেরা জাহান্নামী হইবেন কিনা?

ছাহাবাগণ যে সমস্ত মছলায় একমত হইয়াছিলেন, চারি এমাম ও সেই সমস্ত মসলায় একমত হইয়াছেন। আর ছাহাবাগণ যে সমস্ত মসলায় ভিন্ন মত হইয়াছিলেন, চারি এমামও সেই সমস্ত মছলায় ভিন্ন মত হইয়াছেন, কাজেই ছাহাবাদিগের মজহাব চারি এমামের মজহাবের অন্তর্গত হইয়াছে। ছাহাবাগণ হজরত নবি (ছাঃ) এর তরিকা পালন করিতেন, আর চারি এমাম ছাহাবাগণের তরিকা পালন করিতেন, কাজেই চারি মজহাবাবলম্বিগণ হজরত নবি (ছাঃ) এর তরিকা পালন করিয়াছেন। ইহারাই প্রকৃত পক্ষে কোর-আন ও হাদিছ মান্য করিয়া ছুন্নত জামায়াতভুক্ত হইলেন। এক্ষণে যাহারা চারি মজহাব অমান্য করেন, তাঁহারা নবির তরিকা ও ছাহাবাগণের এজমা অমান্য

করিয়া নিশ্চয় জাহান্নামী হইবেন।

মজহাব-বিদ্বেষী মৌলবি ছাহেবের ধোকাভঞ্জন

পাঠক, চারি মজহাবের একটি অবলম্বন করা ওয়াজেব, ইহার প্রতি বিদ্বানগণের এজমা হইয়াছে, ইহার প্রমাণ পূৰ্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। এই প্রস্তাবের প্রতিবাদে মজহাব বিদ্বেষী মৌঃ আব্বাছ আলি সাহেব বরকল মোয়াহেদীনের ৭৯।৮০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "হানাফি ওছুলের কেতাবে লিখিত আছে,—" কোর-আন ও হাদিছে যে মছলা প্রমাণ নাই, এইরূপ মছলার প্রতি বিদ্বানগণের এজমা হইলেও উহা মান্য করা হারাম।"

মূল কথা চারি মজহাব চারিশত বৎসর পরে প্রকাশ হইয়াছে, কাজেই উহা কোর-আন ও হাদিছে নাই এবং উহার প্রতি এজমা হইলেও উহা মান্য করা হারাম।

আরও হানাফি ওছুলের কেতাবে আছে—সমস্ত বিদ্বান কোন মছলায় একমত হইলে, এজমা হইয়া থাকে, কেবল একজন বিদ্বান উহা অস্বীকার করিলে এজমা হইতে পারে না।"

আরও অনেক বিদ্বান চারি মজহাবের খেলাফ করিয়াছেন, কাজেই চারি মজহাবের প্রতি কিরূপে এজমা হইবে?"

প্রথম প্রশ্নের উত্তর

কোর-আন ছুরা নহল ও নেছায় আহলে-জেকর (এমাম মোজতাহেদগণকে) জিজ্ঞাসা করার এবং মোজতাহেদগণের মত মান্য করার হুকুম হইয়াছে। আবু দাউদের হাদিছে অনভিজ্ঞ লোককে (বিজ্ঞ লোকের নিকট) জিজ্ঞাসা করিতে আদেশ করা হইয়াছে। এইরূপ কোর-আন হাদিছের বহু প্রমাণ হইতে যে এমাম মোজতাহেদগণের মজহাব অবলম্বন করা ওয়াজেব সপ্রমাণ হইয়াছে, সেই এমামগণের মজহাবের প্রতি এজমা হইয়াছে। এ সূত্রে যদি কেহ উক্ত মজহাব অমান্য করে তবে সে ব্যক্তি কোরআন হাদিছ ও এজমা অমান্য করিয়া জাহান্নামী হইবে।

দ্বিতীয় মজহাব কাহাকে বলে, এমামগণ কোর-আন ও হাদিছের

স্পষ্ট ও অস্পষ্টাংশে হইতে নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত, ক্রয়, বিক্রয়, দান ও ইজারা প্রভৃতি সংক্রান্ত যে মছলাগুলি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাকেই মজহাব বলা হয়। যদি এই কোরআন ও হাদিছের মর্ম্ম অথবা মজহাব নূতন কথা হয় এবং চারিশত বৎসর পরে প্রকাশ হইয়া থাকে, তবে কি কোর-আন ও হাদিছ নূতন কথা হইল? কোর-আন ও হাদিছ কি উক্ত মৌলবী ছাহেবের মতে হজরত নবি করিমের দ্বারা প্রচারিত হয় নাই? যিনি কোরান হাদিছের সংশ্রব রাখেন এবং কেয়ামতের বিচারের আশঙ্কা করেন, তিনি কখনও মজহাবকে নূতন কথা বলিতে পারেন না।

হে বিজ্ঞ মৌলবী সাহেব, আপনাকে হজরত নবি করিমের নিজ মুখে শুনিয়া হাদিছ পালন করিতে হইবে, ছেহাহ ছেত্তা ইত্যাদির হাদিছ মান্য করা আপনার পক্ষে হারাম হইবে, কেননা উক্ত হাদিছের কেতাবগুলি হজরতের জামানার আড়াই বা তিনশত বৎসর পরে লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। আরও আপনার পক্ষে পিতা মাতা ও রাজ্যাদেশ মান্য করা হারাম হইবে, কেননা তাঁহারা ১৩ শত বৎসর পরে জগতে আসিয়াছেন। মজহাব বিদ্বেষীদের পক্ষে মৌলবী আব্বাছ আলী সাহেবের মাসায়েলে জরুরিয়া, মৌলবী ছিদ্দিক হাসান সাহেবের ফৎহোল-মোগিছ, কাজি শওকানির 'দোররে-বহিয়া' ও অন্যান্য মজহাব বিদ্বেষী মৌলবী গণের কেতাবগুলি মান্য করা হারাম হইবে, যেহেতু উক্ত মৌলবীগণ ১২ কিম্বা ১৩ শত বৎসর পরে জগতে আসিয়াছেন, এবং উক্ত কেতাবগুলি নূতন সৃষ্টি হইয়াছে।

জোমার দ্বিতীয় আজান ছাহাবাগণের কেয়াছে ও হাদিছের ধারাবাহিক ছনদ তত্ত্ব তৃতীয় শতাব্দীর বিদ্বানগণের কেয়াছে সাব্যস্ত হইয়াছে, মজহাব বিদ্বেষীগণের পক্ষে উহা মান্য করা হারাম হইবে, যেহেতু উহা কোর-আন ও হাদিছে নাই।

তৃতীয়, মৌলবী আব্বাছ আলী সাহেব হানাফি ওছুলের কেতাবের নাম লইয়া মিথ্যা কথা লিখিয়াছেন যে, কেয়াছি ব্যবস্থার প্রতি এজমা হইলে,

উহা মান্য করা হারাম।

পাঠক, হানাফিদিগের ওছুলের কেতাবে কি লেখা আছে শুনুন—

و الداعى قد يكون من اخبار الاحاد او القياس

"কখন কখন আহাদ (অল্প সংখ্যক রাবি কর্ত্তৃক বর্ণিত) হাদিছ কিম্বা কেয়াছি ব্যবস্থার উপর এজমা হইয়া থাকে।" নুরুল-আনওয়ার, ২২২ পৃষ্ঠা,তওজিহ ৩০১ পৃষ্ঠা ও মোছাল্লামের টিকা ৫১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ইহাতে মৌলবী সাহেবের মিথ্যার বহরের নুমনা দেখিলেন ত ঐ দলভুক্ত মৌলবী ছিদ্দিক হাসান সাহেব 'ফৎহোল-মোগিছ' পুস্তকে ২১ পৃষ্ঠায় ও 'রওজা নদিয়া' পুস্তকের ১৯ পৃষ্ঠার লিখিয়াছেন যে, কোর-আন ও হাদিছে কয়েকটি স্ত্রীলোক হারাম হইয়াছে, কিন্তু দাদী, নানী, নাৎনী ও পুৎনী কোরআন হাদিছে স্পষ্ট হারাম হয় নাই বরং বিদ্বানগণের এজমাতে হারাম হইয়াছে। মৌলবী আব্বাছ আলী সাহেব মাসায়েলে জরুরিয়ার দ্বিতীয় খণ্ডে (১০৯।১১০ পৃষ্ঠায়) উক্ত চারিটি স্ত্রীলোকের হারাম হওয়ার প্রমাণ কোর-আন ও হাদিস হইতে পেশ করিতে পারেন নাই।

তফছিরে মাদারেক, ১।১৭০ পৃষ্ঠা,—

و الجدة من قبل الام و الاب ملحقات بهن و بنات

الابن و بنات البنت ملحقات بهن ☆

"দাদী ও নানীকে মাতার উপর কেয়াছ করিয়া হারাম স্থির করা হইয়াছে এবং পুৎনী ও নাৎনীকে কন্যার উপর কেয়াছ করিয়া হারাম স্থির করা হইয়াছে।"

ঐ দলভুক্ত মৌলবী ছিদ্দিক হাসান সাহেব 'রওজা-নদিয়া গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "এক সঙ্গে চারি স্ত্রীর অধিক নিকাহ করা বিদ্বানগণের এজমাতে হারাম হইয়াছে, কোর-আন ও সহিহ হাদিছে ইহার হারাম হওয়ার দলীল

নাই।"

তওজিহ গ্রন্থের ১৫।১৬ পৃষ্ঠায় আছে, "শ্বাশুড়ী, কোর-আন ও হাদিছে হারাম হইয়াছে, কিন্তু ক্রীতদাসীর সহিত সঙ্গম করিলে, উহার মাতা কেয়াছে হারাম হইবে।" এই কেয়াছের উপর বিদ্বানগণের এজমা হইয়াছে।

পাঠক, মৌলবী আব্বাছ আলীর দল যদি উপরোক্ত এজমা গুলি মান্য করেন, তবে নিজেদের দাবী অনুসারে হারাম করিবেন, আর যদি অমান্য করেন, তবে নানী, দাদী, নাৎনী, পুৎনী, ক্রীতদাসীর মাতা এবং এক সঙ্গে চারির অধিক স্ত্রী গ্রহণ হালাল করিবেন।

চতুর্থ, মজহাব বিদ্বেষী মৌলবিগণ দাবী করিয়া থাকেন যে, সহিহ বোখারি, মোসলেম, মোয়াত্তায়মালেক, ছোনানে আবু দাউদ নাছায়ি ও তেরমেজি এই ৬ খণ্ড হাদিসের কেতাব সহিহ এই জন্য ছেহাহ -ছেত্তা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সর্ব্ব প্রথমে ছহিহ বোখারির হাদিছ মান্য করিতে হইবে, তৎপরে ছহিহ মোসলেম, মোয়াত্তা ও আবু দাউদ প্রভৃতির হাদিস একাদিক্রমে মান্য করিতে হইবে। ইহার প্রতি বিদ্বানগণের এজমা হইয়াছে।

ঐ দলভুক্ত মৌলবী ফছিহুদ্দিন 'ছামছোমোল-মোয়াহেদিনে'র ৯৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"খোদাতায়ালা নবির হাদিছ মান্য করিতে বলিয়াছেন, আর এমাম বোখারি প্রভৃতি ছেহাহ লেখকগণ যে হাদিছগুলি নিজ নিজ কেতাবে লিখিয়াছেন, উহা নিশ্চয় নবির হাদিস, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কাজেই তৎসমুদয় মান্য করিতে হইবে।

পাঠক, নবি করিমের হাদিস মান্য করা ওয়াজেব, কিন্তু, ছেহাহ-ছেত্তার হাদিসগুলি নিশ্চয়ই যে নবির হাদিস, ইহার প্রমাণ কোরআন ও হাদিসে নাই। হজরতের এন্তেকালের আড়াই বা তিনশত বৎসর পরে উক্ত কেতাবগুলি লিখিত হইয়াছে। আল্লাহ ও রছুল উক্ত কেতাবগুলির ছহিহ হওয়ার এবং ছহিহ বোখারিকে সর্ব্ব প্রথমে মান্য করার কোনই সংবাদ দেন নাই, ইহা কতক বিদ্বানের কেয়াছি (আনুমানিক) কথা এমাম আজমের

শিষ্যগণের লিখিত হাদিছ গ্রন্থগুলি এবং এমাম শাফেয়ি, আহমদ, আবুবকর বেনে আবিশায়বা, আবদুর রাজ্জাক, তাহাবি, দারুৎকুৎনি, বয়হকি প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণের লিখিত অতি কম ৪০ খণ্ড হাদিছগ্রন্থ কি জন্য অগ্রগণ্য হইবে না? ছেহাহ-ছেত্তা ভিন্ন অন্য কেতাবের হাদিছ কি জন্য সহিহ হইবে না? ছেহাহ -ছেত্তার মধ্যে বাতীল ও জইফ হাদিস যে নাই ইহা কে বলিতে পারে।

এক্ষণে যদি মজহাব বিদ্বেষী সাহেবগণ বলেন যে, এই কথা গুলির প্রতি এজমা হইয়াছে, তবে আমরা বলিতে পারি যে, কোর-আন ও হাদিছে এই এজমার প্রমাণ নাই, কাজেই ইহা লোকের কেয়াছি মত। আর মজহাব বিদ্বেষী দলের মতে কেয়াছি মতের উপর এজমা হইলেও উহা মান্য করা হারাম। এক্ষণে ছহিহ বোখারি, মোছলেম ইত্যাদি হাদিছ গ্রন্থকে সহিহ কেতাব বলা, সহিহ বোখারিকে সর্ব্বোত্তম সহিহ বলা এবং কেয়াছি সহিহ কেতাবগুলি মান্য করা তাঁহাদের নিজের মতে হারাম হইবে।

ছহিহ মোছলেমের উপক্রমণিকা, ১৩ পৃষ্ঠা—

"এবনে ছালাহ বলিয়াছেন, (এমাম) বোখারি ও মোছলেম যে হাদিছগুলি বর্ণনা করিয়াছেন, তৎসমূদয় নিশ্চয় (হজরত) নবি (ছাঃ) এর হাদিছ, কিন্তু ইহা বহু সংখ্যক বিদ্বানের মতের বিপীরত, উক্ত হাদিছগুলি 'মোতাওয়াতের নহে, কাজেই তৎসমুদয় অকাট্য ছহিহ হইতে পারে না। এমাম এবনে বোরহান তাঁহার উক্ত মতের দৃঢ় প্রতিবাদ করিয়াছেন।"

তজনিব, ৯ পৃষ্ঠা—

"এবনে ছালাহ ও এবনে হাজার বলিয়াছেন, ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের যে হাদিছগুলির উপর বিদ্বানগণ দোষারোপ করিয়াছেন, তৎসমূদয় ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্ত হাদিছ নিশ্চয় হজরতের হাদিছ কিন্তু তাঁহাদের এই মতটি বাতীল কেননা বহু সংখ্যক বিদ্বান বলিয়াছেন যে, ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের হাদিছগুলি যে নিশ্চয় নবির হাদিছ ইহার কোন দলীল নাই,

এইরূপ হাদিস সন্দেহস্থল হইয়া থাকে।"

মোসাল্লামোছ ছবুতের টিকা, ৪১১ পৃষ্ঠা—

"এবনে ছালাহ ও একদল মোহাদ্দেছ এমাম বোখারি ও মোছলেমের হাদিসগুলি অকাট্য ছহিহ বলিয়াছেন, কিন্তু ইহা ভ্রমাত্মক মত, কেননা উক্ত কেতাবদ্বয়ে পরস্পর বিপরীত বিপরীত হাদিছ আছে, যদি তাঁহাদের হাদিস অকাট্য ছহিহ হয়, তবে বিপরীত বিপরীত বিষয়ের সত্য সাব্যস্ত হয়, এই এবনে ছালাহ ও তাঁহার অনুগামীদিগের মত প্রায় সমস্ত ফকিহ ও মোহাদ্দেছের মতের বিপরীত। তাঁহাদের হাদিছগুলি যে ঠিক নবি (ছাঃ) এর হাদিস ইহার প্রতি এজমা হয় নাই কেননা তাঁহাদের রাবিগণের মধ্যে কতক ভ্রান্ত মতাবলম্বী কদরিয়া প্রভৃতি আছে, আর বেদয়াতিদের রেওয়াএত গ্রহণে মতভেদ হইয়াছে, এক্ষেত্রে তাঁহাদের কেতাবদ্বয়ের সমস্ত হাদিসের সহিহ হওয়ার প্রতি এজমা কোথায় হইল?"

সহিহ বোখারি ও মোছলেমের বিপরীত বিপরীত হাদিস ও জইফ হাদিছ ও রাবিদের সমালোচনা ছায়েকাতোল-মোছলেমিনের ১৫২—১৬১ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

সহিহ তেরমেজি, ১৩ পৃষ্ঠা,—

(এমাম) বোখারি রায় করিয়া বলেন যে, উম্মে হাবিবার হাদিস সহিহ নহে, কিন্তু আবু জোরয়া বলেন যে, উক্ত হাদিসটি সহিহ।

তেরমেজি, ৪।৫ পৃষ্ঠা;—

"(এমাম) বোখারি কেয়াছ করিয়া বলেন, জোহায়রের হাদিস সহিহ, কিন্তু তেরমেজি বলেন, ইস্রায়েল ও কয়েছের হাদিস বেশী সহিহ এবং জোহায়রের হাদিস জইফ। বোখারি বলেন, আবু ছালমার হাদিসটি বেশী ছহিহ, কিন্তু তেরমেজি বলেন, উভয়টি ছহিহ।"

সহিহ বোখারি ১।২৫৮ পৃষ্ঠা, ছহিহ মোছলেম, ১।৩৫৩ পৃষ্ঠা;—

من ادركه الفجر جنبا فلا يصوم

فقال كذلك حدثني الفضل و هو اعلم

(হজরত) আবু হোরায়রা (রাঃ) (হজরত) ফজল (রাঃ) হইতে হজরতের এই হাদিসটি উল্লেখ করিয়াছেন—" যে ব্যক্তির নাপাকি (অশুচি) অবস্থায় ফজর হইয়া যায়, সে যেন রোজা না রাখে।"

"হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, ফজল আমার নিকট এইরূপ হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি সমধিক অভিজ্ঞ।"

পাঠক, হজরত আএশা (রাঃ) এই হাদিসটি ভ্রান্তিমূলক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এইরূপ হজরত ওমার ও আএশা (রাঃ) ফাতেমা বেন্তে কয়েছের হাদিসকে ভ্রান্তিমূলক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

পাঠক হজরত নবি করিমের হাদিছ পালন করা ওয়াজেব, কিন্তু ছেহাহ-ছেত্তার সমস্ত হাদিস যে নিশ্চয় হজরতের হাদিস, ইহার কোন প্রমাণ নাই। এমাম বোখারি নিজ শিক্ষক হইতে শুনিয়াছেন, সেই শিক্ষক সত্য বলিলেন, কিম্বা ভ্রান্তিমূলক ও মনছুখ কথা হাদিস বলিয়া প্রকাশ করিলেন, প্রথমোক্ত এমাম নিশ্চিতরূপে তাহা কিরূপে জানিলেন? এইরূপ নবি করিম (ছাঃ) হইতে পর পর ৬ বা ৭ জন রাবি একটি হাদিস শুনিয়াছেন এবং অন্যের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা হজরতের হাদিস ঠিক বুঝিয়াছিলেন কিনা? যেরূপ শুনিয়াছিলেন, অবিকল সেইরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন কিনা, তাহা কে বলিতে পারে?

মূলকথা এই যে, ছেহাহ -ছেত্তার হাদিসগুলি উক্ত এমামগণের কেয়াছি মতে সহিহ সাব্যস্ত হইয়াছে, কাজেই এইরূপ হাদিছের প্রতি এজমা হইলেও মজহাব বিদ্বেষীদের মতে উহা মান্য করা হারাম হইবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর

উক্ত মৌলবী সাহেব লিখিয়াছেন যে, যে মসলায় সমস্ত বিদ্বান একমত হয়েন, কেবল একজন বিদ্বান উহার খেলাফ করেন, উহাতে এজমা হইতে পারে না।

পাঠক, এমাম এবনে হাজার 'ফৎহোল-বারি' টিকাতে লিখিয়াছেন—

قد صح عن ابن مسعود انكار ذلك فاخرج الحمد و ابن حبان عنه انه كان لايكتب الموذ تين فى مصحفه

"এবনে মছউদ হইতে সহিহ সপ্রমাণ হইয়াছে যে, তিনি ছুরা ফাতেহাকে কোর-আন বলিয়া স্বীকার করিতেন না। এবনে হাব্বান তাঁহা হইতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি নিজের কোর-আন শরিফে ছুরা নাছ ও ফালাক লিখিতেন না।"

পাঠক, হজরত এবনে মছউদ ব্যতীত সমস্ত ছাহাবা উক্ত তিনটি ছুরাকে কোর-আনের অংশ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

এক্ষণে মৌলবী আব্বাছ আলিকে জিজ্ঞাসা করি, কেবল একজন ছাহাবার এনকার করায় তিনি উক্ত তিনটি ছুরাকে কোর-আন বলিবেন কি না? উক্ত তিনটি ছুরার কোর-আন হওয়ার প্রতি ছাহাবাগণের এজমা মান্য করিবেন কিনা? এই এজমা মান্য করা হারাম বলিবেন কিনা? যদি এই এজমা মান্য করা ফরজ হয়, তবে চারি মজহাবের একটি অবলম্বন করা এজমা অনুযায়ী ফরজ হইবে।

দ্বিতীয় নোখবার টিকা, ১৪ পৃষ্ঠা—

"অধিকাংশ বিদ্বান সহিহ বোখারিকে সর্ব্বোত্তম সহিহ কেতাব বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।"

পাঠক, খোদা ও রছুল এইরূপ হুকুম নাজিল করেন নাই, অবশ্য মজহাব বিদ্বেষীদল বলেন, বহু শতাব্দীর পরে ইহার উপর বিদ্বানগণের এজমা

হইয়াছে।

জফরোল আমানি, ৬২ পৃষ্ঠা—

এমাম শাফেয়ি ও এবনোল আরাবি বলিয়াছেন, মোয়াত্তায় মালেক সর্ব্বোত্তম সহিহ কেতাব।

জফরোল-আমানি, ৫৯ পৃষ্ঠা—

এমাম আবু আলি নায়ছাপুরী, এমাম নাছায়ি ও একজন মগরেবি বিদ্বান সহিহ মোছলেমকে সর্ব্বোত্তম সহিহ কেতাব বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

ফৎহোল কদির, ১।১৪৮ পৃষ্ঠা ও মোছাল্লামের টিকা, ৪১১ পৃষ্ঠা,

যে ব্যক্তি বলেন যে, সহিহ বোখারি ও মোছলেমে যে হাদিসটি (একই ভাবে) উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই সর্ব্বোত্তম সহিহ, তৎপরে যে হাদিসটি একা বোখারি বর্ণনা করিয়াছেন, তৎপরে যে হাদিসটি একা মোছলেম বর্ণনা করিয়াছেন, তৎপরে যে হাদিসটি তাঁহাদের উভয়ের শর্ত্তানুযায়ী হয়, তৎপরে যে হাদিসটি তাঁহাদের এক জনার শর্ত্তানুযায়ী হয়, তাহাই অধিকতর সহিহ বলিয়া গণ্য হইবে, ইহা বিনা দলীলের কথা, ইহার তকলীদ করা জায়েজ নহে।"

পাঠক, কতক বিদ্বান সহিহ বোখারিকে সর্ব্বোত্তম সহিহ বা ছেহাহ ছেত্তাকে অগ্রগণ্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই, কাজেই মজহাব বিদ্বেষী দলের এইরূপ কথার প্রতি এজমার দাবি করা অথবা এইরূপ মত ধারণ করা তাঁহাদের নিজেদের দাবি অনুসারে হারাম হইবে।

তৃতীয় সহিহ মোছলেমের নাবাবী লিখিত উপক্রমণিকা, ১১ পৃষ্ঠা—

"হাকেম বলিয়াছেন, (এমাম) বোখারি ৪৩৪ জন শিক্ষকের হাদিস নিজ সহিহ কেতাবে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু (এমাম) মোছলেম তাহাদের হাদিছ গ্রহণ করেন নাই। এইরূপ (এমাম) মোছলেম সহিহ গ্রন্থে ৬২৫ জন শিক্ষকের হাদিছ দলীল রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, পক্ষান্তরে (এমাম) বোখারী তাহাদের হাদিছ দলীল বলিয়া গ্রহণ করেন নাই।

জফরোল আমানি, ৫৯ পৃষ্ঠা—

"ছহিহ বোখারীর ৮০ জন রাবির উপর এবং সহিহ মোছলেমের ১৬০ জন রাবির উপর দোষারোপ করা হইয়াছে।"

মোকাদ্দমায় নাবাবী, ১৪ পৃষ্ঠা—

"(এমাম) দারকুৎনি, আবু আলি ও আবু মছউদ দেমাশকি সহিহ বোখারি ও মোছলেমের ২০০ হাদিসকে জইফ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।"

তওজিব, ১৭ পৃষ্ঠা—

"(এমাম) বোখারী, মোছলেম, আবুদাউদ, তেরমেজি ও নাছায়ির শর্ত্ত পৃথক পৃথক, একে যাহা সহিহ স্থির করেন, অন্যের মতে তাহা সহিহ নহে।"

হে বিজ্ঞ মৌঃ সাহেব, আল্লাহ ও রছুল ছেহাহ-ছেত্তার কেতাব গুলিকে সহিহ কেতাব বলেন নাই, কতক বিদ্বান উক্ত কেতাবগুলির অনেকগুলি হাদিছকে জইফ বলিয়াছেন, এক্ষেত্রে ছেহাহ ছেত্তার সহিহ কেতাব হওয়ার প্রতি এজমা হইতে পারে না। অবশ্য কতক বিদ্বান কেয়াছ করিয়া উক্ত কেতাবগুলি সহিহ বলিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে এজমা হইতে পারে না, কাজেই ছেহাহ ছেত্তাকে সহিহ কেতাব বলা তাহাদের মতে হারাম হইবে।

চতুর্থ ছহিহ মোছলেম, ২৪ পৃষ্ঠা—

"(এমাম) মোছলেম (এমাম) বোখারিকে বেদয়াত মতাবলম্বী বলিয়াছেন।"

মোকাদ্দমায় ফৎহোল-বারি, ৫৭৯ পৃষ্ঠা—

(এমাম) মোছলেম (এমাম) বোখারির হাদিছ গ্রহণ করেন নাই।"

(এমাম) মোহাম্মদ বেনে এহইয়া (এমাম) বোখারিকে জহমিয়া (ভ্রান্ত মতধারী) বলিয়াছেন।

এবনে খালকান, ২।৯১ পৃষ্ঠা—

এমাম মোছলেমকে এমাম বোখারির ন্যায় (জহমিয়া) মত ধারণ

করার জন্য মক্কা, মদিনা ও ইরাক বাসি বিদ্বানগণ তিরস্কার করেন।

তহজিবত্তহজিব, ৯।৫৪ পৃষ্ঠা—

আবু-হাতেম ও আবু-জোরয়া, এমাম বোখারীর হাদিছ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

বোস্তনোল-মোহাদ্দেছিন, ১১১ পৃষ্ঠা—

"লোকে এমাম নাছায়িকে শিয়া বলিয়া দোষারোপ করিয়াছিলেন।"

মিজানোল এ'তেদাল—

এবনে-হাজম এমাম তেরমেজিকে অপরিচিত (জইফ) বলিয়াছেন।

পাঠক, জগতের লোক উপরোক্ত চারিজন মোহাদ্দেছকে শিরোধার্য্য করিয়াছেন, কিন্তু কতক বিদ্বানের দোষারোপে তাঁহাদের হাদিছ ত্যাগ করা মজহাব বিদ্বেষী দলের পক্ষে ওয়াজেব হইবে কিনা?

পঞ্চম, তফছিরে, কবির, ৩।১৪২ পৃষ্ঠা—

ان مخالف هذا الاجماع من اهل البدعة فلا عبرة بمخالفته ☆

"বেদয়াতিদল এজমার বিরুদ্ধমত ধারণ করিলে, উহা অগ্রাহ্য হইবে।"

এইরূপ তওজিহ গ্রন্থের ২৯২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

পাঠক, কেয়াছ অমান্যকারী দাউদ এজমার বিরুদ্ধে বদ্ধ পানিতে পায়খানা করা জায়েজ ও শিশুর প্রস্রাব পাক বলিয়াছেন। মৌলবী ছিদ্দিক হাছান সাহেব কুকুর ও বানরের মলমূত্র পাক ও ধান্য পাটের সুদ হালাল বলিয়াছেন।

কাজি শওকানি রক্ত, মদ ও মৃত জীব পাক ও নয়জন স্ত্রীলোকের সহিত এক সঙ্গে নিকাহ করা হালাল বলিয়াছেন। কেয়াছ-অমান্যকারী এবনে

হাজম বাদ্য হালাল বলিয়াছেন। মৌঃ আব্বাছ আলী সাহেব গোবিষ্ঠার উপর নামাজ জায়েজ ও দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করা হালাল বলিয়াছেন। এই মতগুলি বিদ্বানগণের এজমার বিরুদ্ধ মত, কিন্তু ইহারা বেদয়াতি সম্প্রদায়ভুক্ত, সেই হেতু ইহাদের খেলাফ করায় এজমার কোন ক্ষতি হইবে না।

পাঠক, এইরূপ বেদয়াতি লোক চারি মজহাবের বিরুদ্ধবাদী হইলেও চারি মজহাবের প্রতি যে এজমা হইয়াছে, উহার কোনই ক্ষতি হইবে না।

ষষ্ঠ,মোছাল্লামের টিকা, ৪৯৩ পৃষ্ঠা—

"এই উম্মতের মোজতাহেদগণের কোন এক সময়ে কোন শরিয়তের হুকুমে একমত হওয়াকে এজমা বলা হয়।"

ইহাতে বুঝা গেল যে, এজতেহাদ শূন্য বিদ্বানগণের কোন বিষয়ে বিরুদ্ধ মতধারীহওয়ায় এজমার কোন ক্ষতি হইতে পারে না।

তহজিবোল আছমা, ২৩৬ পৃষ্ঠা—

"বহুসংখ্যক বিদ্বান বলিয়াছেন যে, কেয়াছ অমান্যকারীগণ 'মোজতাহেদ পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন না।"

কেয়াছ অমান্যকারী কাজী শওকানি এবনে হাজম, মৌলবী আব্বাছ আলী, মৌঃ ছিদ্দিক হাছান প্রভৃতি এমামত্ব বিহীন লক্ষ লোকের খেলাফ করায় এজমা ও মজহাবের কোনই ক্ষতি হইতে পারে না।

সপ্তম, কোর-আন ও হাদিছের স্পষ্ট ও অস্পষ্ট উভয় প্রকার মর্ম্ম গ্রহণ করা, ফরজ কিন্তু এমামত্ব বিহীন লোক উহা বুঝিতে পারে না, কাজেই কোন যোগ্য বিশ্বাসভাজন এমামের উপদেশ গ্রহণ করিলে, কোর-আন ও হাদিছ মান্য করা হইবে, ইহাই আল্লাহ ও রছুলের আদেশ। জগতের সহস্রাধিক মহা মহা বিদ্বান চারি এমামকে কোর-আন ও হাদিসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এমাম বুঝিয়া এবং তাঁহাদের প্রকাশিত ফৎওয়া (মজহাব) কে কোর-আন ও হাদিছের পথ জানিয়া উহার কোন একটি অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাতে কোর-আন, হাদিছ ও এজমা মান্য করা হইল। মজহাব বিদ্বেষীদের মতে উহা এজমা

হইল না এবং ইহা মান্য করা হারাম হইল।

এক্ষণে আমার জিজ্ঞাসা এই যে, মৌঃ আব্বাছ আলি, মৌঃ এলাহি বখশ, মৌঃ এফাজদ্দিন, মৌঃ বাবর আলি, মৌঃ ফছিহদ্দিন মৌঃ জাফর আলী, মৌঃ আইউব ও মুঃ ইউছুফ প্রভৃতি ছাহেবগণের লিখিত মতগুলি কি সত্যই কোর-আন ও হাদিছের পথ কিম্বা তাঁহারা কোর-আন ও হাদিছের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করিয়া জগতের লোকের ইমান নষ্ট করিতেছেন? এমাম মোজতাহেদ না হইলে, সম্পূর্ণরূপে কোর-আন ও হাদিছ বুঝা অসম্ভব, উক্ত মৌলবিগণ কি এমামত্ব পদ লাভ করিয়াছেন, কিম্বা 'অন্ধ কি অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে? এই দৃষ্টান্ত অনুযায়ী তাঁহারা নিজে কোর-আন ও হাদিছ না বুঝিয়া অন্যায় ফৎওয়া দিয়া অনেককে জাহান্নামী করিতেছেন? হে মজহাব বিদ্বেষীগণ, জগতের বিদ্বানগণের মানিত এমামগণের ফৎওয়া মান্য করা আপনাদের মতে নাকি হারাম, আর মৌঃ আব্বাছ আলি, মৌঃ এফাজদ্দিন, মৌঃ বাবর আলি প্রভৃতি এমামত্ব বিহীন লোকের ফৎওয়া মান্য করা জায়েজ হইল এইরূপ আজগবি ফৎওয়া আপনারা কোর-আনের কোন আয়তে বা হাদিছের কোন স্থানে পাইয়াছেন? কোন জগতের বিদ্বানগণ ইহার প্রতি এজমা করিয়াছেন? আপনাদের ন্যায় সামান্য শিক্ষকপ্রাপ্ত মৌলবীগণের ফৎওয়া মান্য করিতে হইবে, যদি এই হুকুমটি স্পষ্ট কোর-আন, হাদিছ ও এজমা হইতে আপনারা দেখাইতে না পারেন, তবে আপনারা জাহান্নামী হইবেন কি না?

১৩ শ প্রমাণ, কোর-আন ছুরা আম্বিয়া—

وَ دَاوُدَ وَ سُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِى الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ج وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ لا فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ج وَ كُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّ عِلْمًا ☆

"এবং দাউদ ও ছোলায়মানকে (স্মরণ কর), যখন তাঁহারা শস্য ক্ষেত্র বিষয়ে হুকুম করিতেছিলেন,— যে সময় তাহাতে এক দল ছাগলের পাল রাত্রিকালে চরিয়াছিল এবং আমি তাঁহাদের হুকুমের সাক্ষী ছিলাম, অনন্তর আমি ছোলায়মানকে তাহা (উক্ত ব্যবস্থা) বুঝাইয়া দিয়াছিলাম এবং প্রত্যেককে হুকুম ও এলম দান করিয়াছিলাম।"

তফছিরে আহমদী, ৫২১।৫২২ পৃষ্ঠা—

"একদল লোকের ছাগলের পাল অন্য দলের শস্য ক্ষেত্র রাত্রি বিচরণ করিয়া উহা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল, ইহাতে তাহারা (হজরত) দাউদ (আঃ) এর নিকট বিচার প্রার্থনা করিলেন তিনি ছাগলের পালের মূল্য স্থির করিয়া দেখিলেন যে, উহা শস্যের ক্ষতিপূরণের সমান হয়, এজন্য তিনি ছাগলের পাল ক্ষেত্র-স্বামিদিগের (প্রাপ্য বলিয়া) হুকুম দিলেন এবং উহা তাহাদিগকে সমর্পণ করিলেন, তাহারা উক্ত হজরতের নিকট হইতে বাহির হইয়া (হজরত) ছোলায়মান (আঃ) এর নিকট গমন পূর্ব্বক ঘটনাটি প্রকাশ করিলেন। (সে সময় হজরত) ছোলায়মান (আঃ) এর বয়স ১১ বৎসর ছিল, তিনি বলিলেন, ইহার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কিন্তু অন্য প্রকার ব্যবস্থা উভয় দলের পক্ষে সমধিক প্রীতিকর হইতে পারে।

ছাগলের মালিকেরা (হজরত) দাউদ (আঃ) এর নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া (হজরত) ছোলায়মান (আঃ) এর কথা প্রকাশ করিলেন। ইহাতে (হজরত) দাউদ (আঃ) হজরত ছোলায়মানের নিকট লোক পাঠাইলেন। যে সময় ইনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, তিনি বলিলেন, তুমি ইহাদের সম্বন্ধে আমার বিচার মীমাংসা কিরূপ ধারণা করিতেছ? ইনি বলিলেন, আপনি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থাই করিয়াছেন। তখন (হজরত) দাউদ (আঃ) পয়গম্বরির হক ও পুত্রের উপর পিতার হক স্মরণ করাইয়া বলিলেন, তুমি নিশ্চয় এ বিষয়ের ব্যবস্থা আমার নিকট প্রকাশ কর। তদুত্তরে ইনি বলিলেন, অন্য প্রকার মীমাংসা উভয় পক্ষের সমধিক প্রীতিজনক হইতে পারে। তিনি বলিলেন, সে কি মীমাংসা? ইনি বলিলেন, ছাগলের পাল ক্ষেত্র- স্বামিদিগের নিকট

সমর্পণ করা হউক, তাহারা দুগ্ধ পান ও শাবকগুলি ভক্ষণ করিতে থাকুক, আর ক্ষেত্রটি ছাগলের মালিকদিগের হস্তে ছাড়িয়া দেওয়া হউক, ইহারা উহার তত্ত্বাবধান করিতে থাকুক। শস্যক্ষেত্র পূর্ব্বাবস্থায় পরিণত হইলে, প্রত্যেক দল নিজেদের জিনিস ফেরৎ লইবে। (হজরত) দাউদ (আঃ) বলিলেন, তুমি যে ব্যবস্থা করিয়াছ, তাহাই ব্যবস্থা এবং তিনি উক্ত ব্যবস্থা বিধান করিলেন।"

পাঠক, উপরোক্ত আয়তে প্রমাণিত হইতেছে যে ব্যবস্থাদাতা আলেমগণ আপন আপন এজতেহাদ অনুযায়ী যে সকল মছলা প্রকাশ করেন, সাধারণ লোকের পক্ষে তাহাই মান্য করা ওয়াজেব এবং উক্ত ব্যবস্থাদাতাগণ খোদার নিকট দায়ী হইবেন না। যদিও হজরত দাউদ ও ছোলায়মান (আঃ) এর দুই প্রকার ব্যবস্থা পরস্পর বিপরীত ছিল, তথাচ একটি উত্তম এবং অপরটি অত্যুত্তম। এইরূপ চারি এমামের কতকগুলি মছলা পরস্পর বিপরীত হইলেও একটি উৎকৃষ্ট এবং অন্যটি অত্যুৎকৃষ্ট। যেরূপ বাদী প্রতিবাদিগণের পক্ষে হজরত দাউদ ও ছোলায়মান (আঃ) এর ব্যবস্থা মান্য করা ওয়াজেব ছিল, সেইরূপ সাধারণ লোকের পক্ষে চারি এমামের ব্যবস্থা পালন করা ওয়াজেব, ইহাই আয়তের মূল মর্ম্ম।

উক্ত আয়তের টীকায় তফছিরে আহমদীর ৫২৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

فيكون كل من المذاهب الاربعة حقا بهذا المعنى

فالمقلد اذا قلد مجتهد يخرج عن الوجوب و لكن

ينبغى ان يقلد واحدا التزم ولا يؤل الى اخر ☆

"এই হিসাবে চারি মজহাবের প্রত্যেকটাই সত্য সপ্রমাণ হয়, তকলীদকারী যে কোন মোজতাহেদের তকলীদ (মতাবলম্বন) করে,

ওয়াজেবের দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, কিন্তু কোন একজনার মজহাব অবলম্বন করিয়া উহাতে স্থির প্রতিজ্ঞ থাকা এবং অন্যের (মজহাব) দিকে রুকু না করা কর্ত্তব্য।"

আরও উক্ত তফছির, ৫২৪ পৃষ্ঠা—

اذا التـزم التبـعية يجب عليه ان يدوم على مذهب التزمه ولاينتقل الى مذهب اخر ☆

"যখন কোন ব্যক্তি তকলীদ করা লাজেম করিয়া লয়, তখন তাহার পক্ষে যে মজহাব সে লাজেম করিয়া লইয়াছে, সেই মজহাবে সর্ব্বদা থাকা এবং অন্য মজহাবের দিকে ফিরিয়া না যাওয়া ওয়াজেব।"

আরও ৫২৫ পৃষ্ঠা,—

كـما انه لا يجوز الانتقال من مذهب اخر كذلك لايـجـوز ان يعـمل فى مسئلة على مذهب و فى اخرى على اخر ☆

"যেরূপ এক মজহাব ত্যাগ করিয়া অন্য মজহাব অবলম্বন করা জায়েজ নহে, সেইরূপ এক মছলায় এক মজহাব অনুযায়ী আমল করা এবং অন্য মছলায় অপর মজহাব অনুযায়ী আমল করা জায়েজ নহে।"

বদিউল-ওছুল,—

و الـمستفتى ان كان مجتهدا فقد سبق او عاميا او محصـلا لعلم معتبر فوظيفته الاتبا ع على المختار ☆

"ফৎওয়া প্রার্থী যদি মোজতাহেদ হয়, তবে তাহার ব্যবস্থা পূৰ্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আর যদি নিরক্ষর কিম্বা উপযুক্ত বিদ্বায় বিদ্বান হয়, তবে মনোনীত মতে তকলীদ (মজহাব অবলম্বন) করা তাহার কৰ্ত্তব্য কাৰ্য্য।"

মোল্লা আলিকারী 'আলমা' লুমা গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

قالوا الواجب على المقلد المطلق اتباع مجتهد في جميع المسائل فلا يجوز له ان يعمل في واقعة الابتقليد مجتهد اى مجتهد كان ☆

"বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, খাঁটি মোকাল্লেদের পক্ষে সমস্ত মছলায় একজন মোজতাহেদের মতাবলম্বন করা ওয়াজেব, সুতরাং তাহার পক্ষে কোন একজন মোজতাহেদের মতালম্বন ব্যতীত কোন ঘটনা সম্বন্ধে আমল করা জায়েজ নহে।"

আল্লামা এবনে ছায়াতি লিখিয়াছেন,

المختار ان المحصل لعلم معتبر كالاصول و الفروع اذا لم يبلغ رتبة الاجتهاد يلزمه التقليد كما يلزم العامي الصرف ☆

"মনোনীত মত এই যে, ওছুল ও ফরুয়াত সংক্রান্ত উপযুক্ত বিদ্যায় বিদ্বান ব্যক্তি যতক্ষণ এজতেহাদের পদ প্রাপ্ত না হন, ততক্ষণ তাঁহার পক্ষে তকলীদ (মজহাব অবলম্বন) করা ওয়াজেব, যেরূপ একেবারে নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে মজহাব ধারণ করা ওয়াজেব।—

আল্লামা জামালদ্দিন 'আলফিয়া' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

و الرسم للتقليد اخذ مذهب
للغير دون العلم بالمستوجب
و يلزم الفاقد الاهلية
للاجتهاد و فى سوى اصلية

"তকলীদের মর্ম্ম, দলীল অবগত না হইয়া অন্যের মজহাব অবলম্বন করা, এজতেহাদের অযোগ্য ব্যক্তির পক্ষে উক্ত তকলীদ করা ওয়াজেব।"

আল্লামা এবনে আবদুন্নুর 'হাবী' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

نقل عن بعضهم اجماع على ان غير المجتهد
يجب عليه الرجوع بقول المجتهد ☆

"যে ব্যক্তি মোজতাহেদ না হয়, তাহার পক্ষে মোজতাহেদের মতের দিকে রুজু করা ওয়াজেব, কোন বিদ্বান হইতে উক্ত মতের উপর এজমা উল্লেখ করা হইয়াছে।"

এমাম জালালদ্দিন মহল্লি 'জাময়োল-জাওয়ামে' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

يجب على العامى وغيره ممن لم يبلغ مرتبة
الاجتهاد التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين ☆

"নিরক্ষর কিম্বা এজতেহাদের পদবিহীন বিদ্বানের পক্ষে মোজতাহেদগণের মজহাব সমূহের মধ্যে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট মজহাব লাজেম করিয়া লওয়া ওয়াজেব।"

এমাম জালালদ্দিন ছিউতি 'যজিলোল-মাজাহেব' কেতাবে লিখিয়াছেন—

"বরং তকলীদকারির উপর প্রত্যেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বিষয়ে আপন

قال من مفتى المالكية اليوم من تحول من مذهبه

فبئس ما صنع ☆

"একজন মালেকি মুফতি বলিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে যে কেহ আপন মজহাব হইতে ফিরিয়া যায়, সে অতি মন্দ কার্য্য করিয়াছে।"

একদোল-জিদ, ৮৯ পৃষ্ঠা—

المرجح عند الفقهاء ان العامى المنتسب الى

مذهب له مذهب لايجوز مخالفته ☆

"ফকিহগণের নিকট প্রবল মত এই যে, মজহাবধারী সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে একটি মজহাব আছে—যাহার খেলাফ করা জায়েজ নহে।"

আরও উক্ত গ্রন্থ, ৭৯ পৃষ্ঠা—

قطع الكيا الهراسى بانه يجب على العامى ان يلزم

مذهبا معينا و اختار فى جمع الجوامع انه يجب ذلك ☆

"(এমাম) কায়ালহেরাছি স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে একটি নির্দ্দিষ্ট মজহাব লাজেম করিয়া লওয়া ওয়াজেব এবং (এমাম জালালদ্দিন) 'যময়োল-যাওয়ামে' কেতাবে উহা ওয়াজেব হওয়ার মত মনোনীত করিয়াছেন।"

এমাম গাজ্জালি 'এহইয়াওল-উলুম' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

بل على مقلد اتباع مقلده فى كل تفصيل فان

مخالفتم للمقلد متفق على كونه منكرا بين

المحصلين☆

এমামের মতাবলম্বন করা ওয়াজেব, কেননা তাহার নিজের এমামের খেলাফ করা দুষিত কর্ম্ম, ইহাতে বিদ্বানগণের এজমা হইয়াছে।"

ছৈয়দ ছমহুদি 'আকদল-ফরিদ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

يجب التقليد على من لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق عاميا محضا او غيره ☆

"যে ব্যক্তি এজতেহাদ-মোতলাকের দরজায় না পৌঁছিয়াছে, একেবারে নিরক্ষর হউক, আর বিদ্বান হউক, তাহার উপর তকলীদ (কোন এমামের মজহাব অবলম্বন) করা ওয়াজেব।"

মিজানে শায়া'রাণি, ১৯ পৃষ্ঠা—

فان قلت فهل يجب على المحجوب عن الاطلاع على العين الاولى للشريعة التقليد بمذهب معين فالجواب نعم يجب عليه ذلك لئلا يضل فى نفسه ويضل غيره ☆

"যদি তুমি বল, যে ব্যক্তি শরিয়তের প্রথম ঝরণার সংবাদ অনবগত, তাহার পক্ষে কি এক নির্দ্দিষ্ট মজহাবের তকলীদ করা ওয়াজেব হইবে? ইহার উত্তর এই যে, হ্যাঁ, তাহার পক্ষে নির্দ্দিষ্ট মজহাব অবলম্বন করা ওয়াজেব, নচেৎ সে নিজে গোমরাহ (ভ্রান্ত) হইবে এবং অন্যকে ভ্রান্ত করিবে।"

আরও ৩০ পৃষ্ঠা—

وكان سيدى على الخواص رحمه الله تعالى اذا سأله انسان عن التقليد بمذهب معين الان هل هو

واجب ام لا يقول له يجب عليك التقييد بمذهب ما

دمت لم تصل الى عين الشريعة الاولى خوفا من الوقوع

فى الضلالة و عليه عمل الناس اليوم ○

"যে সময় কোন ব্যক্তি বর্ত্তমান কালে কোন নির্দ্দিষ্ট মজহাব অবলম্বন করা সম্বন্ধে ছৈয়দ আলি খাওয়াছ (র) কে জিজ্ঞাসা করিত যে, উহা ওয়াজেব কিনা? (তদুত্তরে) তিনি তাহাকে বলিতেন, যতক্ষণ তুমি শরিয়তের প্রথম ঝরণার নিকট উপস্থিত না হও, ততক্ষণ গোমরাহিতে পতিত হওয়ার আশঙ্কায় তোমার প্রতি এক মজহাবের অনুসরণ করা ওয়াজেব বর্ত্তমান কালে (জগতের) লোকেরা (মুছলমানেরা) এক এক মজহাব অবলম্বন করিয়া আছেন"

আরও ৩৭ পৃষ্ঠা—

وقد قدمنا فى ايضاح الميزان وجوب اعتقاد

الترجيح على كل من لم يصل الى الاشراف على العين

الاولى من الشريعة المطهرة و به صرح امام الحرمين

وابن السمعانى و الغزالى و الكياالهراسى و غيرهم و

قالوا لتلامذتهم يجب عليكم التقييد بمذهب امامكم

الشافعى و لاعذر لكم عند الله تعالى فى العدول عنه اه

ولا خصوصية للامام الشافعي في ذلک عند کل من سلم من التعصب بل کل مقلد من مقلدی الائمة يجب عليه اعتقاد ذلک في امامه ما دام لم يصل الى شهود عين الشريعة الاولٰى ○

"আমি ইতি পূর্ব্বে ইজাহোল মিজান গ্রন্থে লিখিয়াছি যে— যে কেহ্ শরিয়তের প্রথম ঝরণার অবস্থা পরিদর্শন করিতে না পারিয়াছে, তাহার পক্ষে (নিজের এমামের মজহাবকে) প্রবল ধারণা করা ওয়াজেব, এমামোল হারামাএন, এবনোছ-ছাময়ানি, গাজালি, কায়াল হেরাছি প্রভৃতি এমামগণ ইহা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা নিজেদের শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমাদের পক্ষে তোমাদের এমাম শাফেয়ির মজহাবে স্থিরপ্রতিজ্ঞ থাকা ওয়াজেব এবং আল্লাহ্তায়ালার নিকট উক্ত মজহাব ত্যাগ করা সম্বন্ধে তোমাদের কোন হেতু নাই। এমাম শায়া'রানি বলিয়াছেন, প্রত্যেক দ্বেষ হিংসা বর্জ্জিত ব্যক্তির নিকট এই বিষয়ে এমাম শাফেয়ির কোন বিশেষত্ব নাই, বরং এমামগণের মজহাব ধারিদিগের মধ্যে প্রত্যেকের পক্ষে যতক্ষণ সে শরিয়তের প্রথম ঝরণা পরিদর্শন করিতে না পারে, ততক্ষণ নিজের এমাম সম্বন্ধে তাহার উক্ত প্রকার এ'তেকাদ (ভক্তি) রাখা ওয়াজেব।"

পাঠক, উপরোক্ত বিবরণে বেশ বুঝা যায় যে, যতক্ষণ লোক বেলাএত ও কশফ কর্ত্তৃক এজতেহাদের পদ লাভ করিতে না পারে, ততক্ষণ তাহার পক্ষে নির্দ্দিষ্ট মজহাবে স্থির-পতিজ্ঞ থাকা ওয়াজেব।

মাওলানা বাহরুল-উলুম 'তহরির' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

وكذا للعامى الانتقال من مذهب الى مذهب فى زماننا لا يجوز لظهور الخيانة ☆

"এইরূপ বর্ত্তমান কালে ফাছাদ প্রকাশ হওয়ার জন্য সাধারণ লোকের পক্ষে এক মজহাব ত্যাগ করিয়া অন্য মজহাব গ্রহণ করা জায়েজ নহে।"

কিমিয়ায় ছায়া'দত, ২৩৫ পৃষ্ঠা—

كه مخالفت صاحب مذهب خود كردن نزد هيچكس روا نبود الخ

"নিজের মজহাবের এমামের খেলাফ করা কাহারও নিকট জায়েজ নহে। সে ব্যক্তি ইহাতে গোনাহগার হইবে এবং ইহা প্রকৃত পক্ষে হারাম।"

আরও কিমিয়ায়ে-ছায়াদাতে আছে,—

اتفاق محصلان است كه هر كه بخلاف اجتهاد خود يا بخلاف اجتهاد صاحب مذهب خود كارى كند او عاصى است پس اين بحقيقت حرام است

"বিদ্বানগণের এজমা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি নিজের এজতেহাদের কিম্বা নিজ এমামের এজতেহাদের খেলাফে কোন কার্য্য করে, সে ব্যক্তি গোনাহগার হইবে এবং ইহা প্রকৃত পক্ষে হারাম।"—

ছেফরোছ ছায়া'দতের টীকা, ২১ পৃষ্ঠা—

قرار داد علما و مصلحت دید ایشان در اخر زمان

تعین و تخصیص مذهب هست الخ ○

"শেষ জামানায় নির্দ্দিষ্ট মজহাব অবলম্বন করা বিদ্বানগণের স্থির সিদ্ধান্ত ও কল্যাণকর মত, এই পন্থায় ইহকাল পরকালের কার্য্য শৃঙ্খলাযুক্ত ও সুসম্পন্ন হইতে পারে।

প্রথম সূত্রে ইচ্ছামত কোন একটি পছন্দ করা জায়েজ, কিন্তু একটি মজহাব পছন্দ করার পর অন্য মজহাবের দিকে যাওয়া, মন্দ ধারণা, পোষণ করা ও কার্য্যকলাপ ও অবস্থার বিশৃঙ্খল ঘটান ব্যতীত হইতেই পারে না, (এই জন্য) কোন নির্দ্দিষ্ট মজহাবে স্থির প্রতিজ্ঞ থাকাই শেষ জামানার স্থিরীকৃত মত, ইহাই মনোনীত মত এবং ইহাতেই কল্যাণ আছে।"

তফছিরে আজিজি, ১২৮ পৃষ্ঠা—

"খোদাতায়ালার হুকুম অনুযায়ী ছয় দল লোকের পয়রবি করা ফরজ, তন্মধ্যে শরিয়তের মোজতাহেদগণ ও তরিকতের পীরগণ একদল, সাধারণ উম্মতের উপর তাঁহাদের এক একজনার হুকুম পালন করা ওয়াজেব।"

ফয়উজোল-হারামএন, ৬৪ পৃষ্ঠা—

و استفدت عنه صلعم ثلثة امور خلاف ما كان

عندی الخ ☆

"(হজরত শাহ অলিউল্লাহ মরহুম বলিয়াছেন, আমি আমার মতের বিপরীত তিনটি বিষয় (মোশহাদা কালে) হজরত নবি (সাঃ) এর নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছি, ইহা খোদাতায়ালা হইতে একটি দলীল স্বরূপ হইল। আমরা ধারণা করিতাম যে, কোন একটি নির্দ্দিষ্ট মজহাবে স্থির-প্রতিজ্ঞ থাকা

আবশ্যাক নহে, কিন্তু হজরত (মোশহাদা মধ্যে) আমাকে বলিলেন, এক নির্দ্দিষ্ট মজহাবে স্থির প্রতিজ্ঞ থাকা আবশ্যক।

আরও ৩০ পৃষ্ঠায়,—

تـا ملتـه الی ای مذهب من مذاهب من الفقه يميل لاتبعـه و اتـمسـک بـه فـاذا المذاهب كلها عنداه علی السواء ☆

আরও শাহ সাহেব বলিয়াছেন, আমি হজরতের নিকট আগ্রহ প্রকাশ করিলাম যে, তিনি ফেকাহের মজহাবগুলির মধ্যে কোন মজহাবটি মনোনীত করেন, এই হেতু যে আমি তাহার অনুসরণ করিব এবং তাহাই দৃঢ়রূপে ধারণ করিব। ইহাতে অনুমতি হইল যে, তাঁহার নিকট সমস্ত মজহাবই সমান।

মাওলানা ইছহাক দেহলবী (রঃ) 'মেয়াতোল-মাছায়েল কেতাবের ৯৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

"চারি মজহাবের পয়রবি করা কোন প্রকার বেদয়া'ত নহে, বরং উক্ত চারি মজহাবের পয়রবি করা ছুন্নত, কেননা চারি মজহাবের মতভেদ ছাহাবাগণের মতভেদের জন্য হইয়াছে, আর (নিম্নোক্ত) হাদিছটি ছাহাবাগণের ভিন্ন ভিন্ন মতের পয়রবি করার জন্য উত্তীর্ণ হইয়াছে, হাদিছটি এই,—"আমার ছাহাবাগণ নক্ষত্র মালার তুল্য, তোমরা তাঁহাদের মধ্যে যাহার পয়রবি করিবে, সত্যপথ প্রাপ্ত হইবে।"

আর হয়ত মজহাবগুলির মতভেদ কেয়াছের মতভেদ হওয়ার জন্যই হইয়াছে, কেয়াছের দলীল হওয়া কোর-আণ ও হাদিছ হইতে সাব্যস্ত হইয়াছে, কাজেই (ইহাতে) কোর-আণ হাদিছের পয়রবি করা হইল। আরও এই চারি মজহাবের মতভেদ হাদিছের স্পষ্ট মর্ম্ম ও অস্পষ্ট মর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার

জন্য হইয়াছে, কেহ হাদিছের স্পষ্ট মর্ম্ম দ্বারা দলীল গ্রহণ করেন কেহবা হাদিছের অস্পষ্ট মর্ম্মের প্রতি আমল করেন, ইহার প্রমাণ ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের 'বেনি-কোরায়জা'র নামাজ পড়িবার হাদিছে আছে।"

তকলীদে শাখছির দ্বিতীয় দলীল,—

ছুরা নেছা,—

وَ يَتَّبِـعْ غَيْـرَ سَبِيْـلِ الْـمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَ نُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ☆

"যে ব্যক্তি ইমানদারগণের পথের বিপরীত পথের অনুসরণ করিবে সে যাহা পছন্দ করে আমি তাহাকে সেই পথে লইয়া যাইব এবং তাহাকে জাহান্নামে পৌঁছাইব।"

মুসলমান সম্প্রদায় সহস্রাধিক বৎসর চারি মজহাবের মধ্যে কোননা কোন একটির সম্পূর্ণ মছলা পালন করিয়া আসিতেছেন এক্ষণে কোন লোক সম্পূর্ণরূপে এক মজহাব গ্রহণ না করিয়া সেচ্ছানুযায়ী কর্ম্ম করিলে, মুসলমানদিগের পথের খেলাফ করিয়া জাহান্নামী হইতে হইবে।

তৃতীয় দলীল, ছহিহ বোখারি ও মোছলেম—

تلزم جماعة المسلمين و امامهم

"হজরত বলিয়াছেন, তুমি বড় দল মুসলমান ও তাঁহাদের এমামের পয়রবি করা ওয়াজেব জানিও।"

জগতের সহস্রাধিক বিদ্বান ও বড় দল মুসলমান এক মজহাবের সম্পূর্ণ মছলা পালন করিয়া আসিতেছেন, হানাফী মজহাবধারী লোক এমামের পশ্চাতে ছুরা ফাতেহা পড়িলে এবং নামাজের প্রথম তকবির ভিন্ন রফাইয়াদাএন করিলে, বড় দল মুসলামানের পথ ত্যাগ করিয়া জাহান্নামী হইবে।

চতুর্থ দলীল, কোর-আন ছুরা তওবা—

يُحِلُّوْنَهٗ عَامًا وَّ يُحَرِّمُوْنَهٗ

"উক্ত কাফেরেরা উহা এক বৎসর হালাল করে এবং অন্য বৎসর হারাম করে।"

মোল্লা আলি কারী 'তশইয়ো-ফোকাহায়েল হানাফিয়া' কেতাবে লিখিয়াছেন—

قلنا لا يجوز للقاضى ماقلتموه بل يجب عليه حتما

ان يعين مذهبا من هذه المذاهب الخ ☆

"আমি বলি, ব্যবস্থাদাতা বিদ্বানের পক্ষে তোমরা যাহা বলিয়াছ তাহা জায়েজ হইবে না, বরং তাঁহার পক্ষে সমস্ত ঘটনা ও ফরুয়াত মছলায় শাফেয়ি, মালেক, আবু হানিফা প্রভৃতি (বিদ্বানগণের) এই মজহাব সমূহের মধ্যে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট করিয়া লওয়া নিশ্চিত ওয়াজেব। সেচ্ছায় (এমাম) শাফেয়ির মজহাবের কতক মছলা ও মনোক্তি মতে (এমাম) আবু হানিফার মজহাবের অবশিষ্ট মছলা গ্রহণ করা তাহার পক্ষে জায়েজ নহে, কেননা ইহা ফাছাদ ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিবে এবং মূলে ইহা শরিয়তের হুকুম বাতীল করিবে, যদি (এমাম) শাফেয়ির মজহাব অনুযায়ী কোন বিষয় হারাম হয় এবং (এমাম) আবু হানিফার মজহাব অনুযায়ী উক্ত বিষয়টি হালাল হয়, কিম্বা ইহার বিপরীত হয়, এক্ষেত্রে সে ব্যক্তি যদি ইচ্ছ করে, তবে হালালের দিকে ঝুকিতে পারে, আর যদি ইচ্ছা করে, তবে হারামের দিকে ঝুকিতে পারে, কাজেই হালাল ও হারামের অস্তিত্ব থাকিবে না, ইহাতে শরিয়তের ধ্বংস সাধন করা হইবে উহার উপকারিতা বাতীল করা হইবে এবং তাহার নিয়ম কানুনের মূলোৎপাটন করা হইবে, আর ইহা বাতীল।"

পাঠক, কোর-আনের উপরোক্ত আয়তে সপ্রমান হয় যে, কোন কৰ্ম্ম একবার হালাল বলিয়া করা এবং দ্বিতীয়বার হারাম বলিয়া ত্যাগ করা কাফেরদের নিয়ম, কাজেই এইরূপ কর্ম্ম করা জায়েজ হইতে পারে না, ইহাতে এক মজহাবের সমস্ত ফৎওয়া গ্রাহ্য মত অবলম্বন করা ওয়াজেব সাব্যস্ত হইল।

পঞ্চম দলীল, কোর-আনের ছুরা ফাতের—

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَٰٓؤُا ۝

এই আয়তটি দুই কেরয়াতে দুই প্রকার পাঠ করা হয়, দ্বিতীয় কেরয়াতের মৰ্ম্ম তফছিরে কাশশাফে এইরূপ লিখিত আছে,—

والمعنى انما يعظم اللّٰه من عباده العلماء

"অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা আপন বান্দাগণের (সেবকগণের) মধ্যে বিদ্বানগণের সম্মান করেন।"

উপরোক্ত আয়তে প্রমাণিত হইতেছে যে, আল্লাহতায়ালার সাম্মানিত মহাবিদ্বান এমামগণের বিরুদ্ধে ঘৃণাজনক কাৰ্য্য করা মহা গোনাহ। এক্ষণে কোন হানাফি ব্যক্তি মনোক্তিমতে বিনা যুক্তি সঙ্গত কারণে এমাম আজমের মজহাবের ফৎওয়া গ্রাহ্য কোন মছলা ত্যাগ করিলে, উক্ত এমামের বিরুদ্ধে ঘৃণাজনক কৰ্ম্ম করা হইবে এবং তজ্জন্য হারাম পাপে লিপ্ত হইবে। কাজেই এক মজহাবলম্বীর পক্ষে বিনা যুক্তি সঙ্গত কারণে অন্য মজহাবের মছলা গ্রহণ করা নাজায়েজ সাব্যস্ত হইল।

ষষ্ঠ দলীল, কোর-আন ছুরা মোমেনুন,—

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا

"অনন্তর তোমরা কি ধারণা করিয়াছ যে আমি তোমাদিগকে ক্রীড়াশীল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি?" অর্থাৎ মানব জাতিকে ক্রীড়াশীল করিয়াসৃষ্টি করি নাই। এইরূপ অর্থ বয়জবি ইত্যাদি তফসিরে আছে।

পাঠক, এই আয়ত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ইসলাম ধর্ম্মে ক্রীড়াজনক কর্ম্ম করা হারাম। এক্ষেত্রে কোন হানাফি ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত আপত্তি ব্যতীত কোন মছলায় বা সমস্ত মছলায় আপন এমামের মজহাব ত্যাগ করিয়া অন্য মজহাব অবলম্বন করিলে ক্রীড়াজনক কর্ম্ম করিয়া হারাম কার্য্যে লিপ্ত হইবে।

সপ্তম দলীল, কোরান ছুরা বনি ইস্রায়েল—

إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا

"নিশ্চয় অঙ্গীকার জিজ্ঞাসিত হইবে।" অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা কেয়ামতের দিবসে প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তুমি অঙ্গীকারকরিয়া পূর্ণ করিয়াছ কিনা?

এই আয়তে অঙ্গীকার পূর্ণ করা ওয়াজেব সাব্যস্ত হইয়াছে। কোন ব্যক্তি চারি মজহাবের কোন একটি অবলম্বন করিলে, উহার সমস্ত ফৎওয়া গ্রাহ্য মসলা পালন করার অঙ্গীকার করিল, এক্ষণে সে ব্যক্তি বিনা যুক্তি সঙ্গত কারণে উহা ত্যাগ করিলে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া মহা গোনাহগার হইবে।

অষ্টম দলীল, মেশকাত, ৩০ পৃষ্ঠা—

وعضوا عليها بالنواجذ

"হজরত বলিয়াছেন, তোমরা আমার ও আমার সত্যপরায়ণ খলিফাগণের ছুন্নত দৃঢ়রূপে ধারণ কর।"

ছাহাবাগণের মধ্যে হজরতের কতকগুলি ছুন্নত লইয়া মতভেদ হইয়াছিল, কিন্তু যিনি যে ছুন্নত ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি তাহা ত্যাগ করিতেন না, ইহা ভুরি ভুরি প্রমাণ হাদিছে আছে। চারি এমামের প্রত্যেকে হজরতের ছুন্নত হইতে যে মছলাগুলি প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসমুদয়কে মজহাব বলা হয়। হানাফি ব্যক্তি যে যে মছলা গ্রহণ করিয়াছে তৎসমস্ত হজরতের ছুন্নত, এক্ষণে উহা ত্যাগ করিয়া তাহার শাফেয়ি মজহাব অবলম্বন করিলে, প্রথম ছুন্নতটি অমান্য করিয়া মহা গোনাহগার হইবে।

নবম দলীল, কোর-আণ—

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰهُ بِغَيْرِ هُدًى ٥

"যে ব্যক্তি বিনা দলীলে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা অধিকতর গোমরাহ (পথভ্রষ্ঠ) আর কে আছে ?"

পাঠক, এমাম মোজতাহেদগণ ব্যতীত কেহই সম্পূর্ণরূপে কোর-আন ও আদিছ বুঝিতে পারে না, এবং শরিয়তের মস্‌লা প্রকাশ করিতে পারে না। এজতেহাদ শক্তিহীন ব্যক্তি বিদ্বান হইলেও নিজ ক্ষমতায় কোর-আন ও হাদিছ হইতে মছলা প্রকাশ করিতেপারে না বা তাহার নিজ কল্পিত ফৎওয়া শরিয়তের দলীল হইতে পারে না। এমামত্ব বিহীন মজহাব বিদ্বেষী মৌলবীগণ কোর-আন ও হাদিছের ফৎওয়া প্রকাশ করিতে গিয়া কেহ আল্লাহতায়ালার হাত পা ও মুখ কল্পনা করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনের উপর বসাইয়াছেন। কেহ খোদাতায়ালাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন। কেহ হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) কে শেষ নবী বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কেহ ছাহাবাগণকে বেদয়াতী ও গোনাহগার লিখিয়াছেন। কেহ মদ ও রক্ত পাক এবং ধান্যের সুদ হালাল বলিয়াছেন। কেহ রাত্রিকালে কোন পাত্রে প্রস্রাব করা সুন্নত ও দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করা হালাল এবং গোবিষ্ঠার উপর নামাজ পড়া জায়েজ বলিয়াছেন। কেহ কেয়াছকারীকে ইবলিছ তকলীদকারীকে কাফের ও মোশরেক এবং ভিন্ন ভিন্ন মতধারিগণকে জাহান্নামী বলিয়াছেন, কিন্তু এদিকে দেখিলেন না যে, কোর-আন ও হাদিছে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে, ছাহাবাগণ ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করিতেন, তাবিয়িগণ, এমাম বোখারি প্রভৃতি বিদ্বানগণ ভিন্ন ভিন্ন মত ধরিতেন এবং মজহাব বিদ্বেষীগণ ভিন্ন ভিন্ন মত ধরিয়াছেন। আল্লাহ্ ও রাছুল কেয়াছ করিতে বলিয়াছেন, জনাব হজরত নবি (ছাঃ) ছাহাবা, তাবেয়ি, তাবা-তাবেয়িগণ, এমাম বোখারি প্রভৃতি বিদ্বানগণ কেয়াছ করিয়াছেন এবং মজহাব বিদ্বেষীগণও তকলীদ করিয়াছেন। এক্ষেত্রে এমামত্ব

বিহীন মজহাব বিদ্বেশী মৌলবিগণ হজরত নবি করিম (ছাঃ) হইতে এমাম বোখারি পর্য্যন্ত সমস্ত বিদ্বানকে ইবলিছের সঙ্গী, কাফের ও জাহান্নামী বলিয়া ইমানকে চিরতরে বিদায় দিয়া জাহান্নামী ফেরকাভুক্ত হইলেন কিনা? এক্ষণে যে ব্যক্তি চারি এমামের ফৎওয়া ভিন্ন স্বল্পবিদ্যাধারী লোকের নিজ কাল্পনিক মতের উপর বিশ্বাস করিয়া শরিয়ত পালন করিতে চাহেন, তিনি বিনা দলীলে নিজ মনোক্তি মতের পয়রবি করিয়া উপরোক্ত আয়ত অনুসারে বড় গোমরাহ হইবেন।

দশম দলীল, কোর-আন—

وَ الْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ○

"এবং ফাছাদ জীবনহত্যা অপেক্ষা কঠিনতর।"

পাঠক, কোন লোক মালেকি মজহাব অনুসারে বিবাহ করিয়াছিল, কিন্তু শাফেয়ি মজহাব অনুসারে উক্ত বিবাহ নাজায়েজ ছিল, তৎপরে এই অবস্থায় উক্ত ব্যক্তির কয়েকটি সন্তান-সন্ততিও হইয়াছে। এক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি মালেকি মজহাব ত্যাগ করিয়া শাফেয়ি মজহাব অবলম্বন করিলে, তাহার বিবাহ নাজায়েজ সন্তানগুলি জারজ (হারামজাদা) সাব্যস্ত হইবে। ইহা মহা অশান্তিকর ব্যাপার।

এইরূপ কোন শাফেয়ি স্ত্রীলোক নিজ মজহাব অনুসারে কোন লোকের সহিত নিকাহ করিয়াছিল, এক্ষেত্রে কোন দুষ্ট লোক উক্ত স্ত্রীলোকটির সহিত নিকাহ করিবার ইচ্ছায় তাহাকে মালেকি মজহাব ধরিতে উৎসাহ দেয়, স্ত্রীলোকটি মালেকি মজহাব ধরিয়া প্রথমোক্ত নিকাহ নাজায়েজ বলিয়া আপন স্বামী ত্যাগ করতঃ উক্ত দুষ্ট লোকের সহিত পুনরায় নিকাহ করিল, এইরূপ ঘটনায় জগতে মহা অশান্তি ও বিরোধ ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা।

এইরূপ একজন হানাফি অন্য কোন হানাফীর নিকট কিছু ভূমি বিক্রয় করে। ক্রেতা উহার উপর অট্টালিকা প্রস্তুত এবং পুষ্করিণী খনন করে,

তৎপরে বিক্রেতা হানাফী মত ত্যাগ করিয়া হাম্বলী মত ধারণ করে এবং হাম্বলী মজহাব অনুসারে উক্ত ক্রয় বিক্রয় নাজায়েজ স্থির করিয়া ক্রেতার নিকট হইতে ঐ ভূমি ফেরৎ লইতে চাহে, কিন্তু ক্রেতা মহা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে বলিয়া ইহা অস্বীকার করিবে, কাজেই জগতে মহা কলহ উপস্থিত হইবে।

কেহ কোন জমি বিক্রয় করিতে চাহিলে, তাহার প্রতিবেশী উহা উচিত মূল্যে লইবে, প্রতিবেশীর বিনা অনুমতিতে অন্য কেহ উহা লইতে পারে না। ইহাকে শরিয়তে হক্কে শাফয়া বলে, ইহা হানাফি মজহাবের ব্যবস্থা। শাফেয়ি মজহাবে প্রতিবেশীর 'হক্কে' শাফয়া নাই, মালিক যে সে লোকের নিকট উহা বিক্রয় করিতে পারে। কোন শাফেয়ি কোন হানাফির প্রতিবেশী ছিল, হানাফী লোকটি কিছু জমি দুরহিত লোকের নিকট বিক্রয় করে, ক্রেতা উহাতে অট্টালিকা নির্ম্মান, পুষ্করিণী খনন এবং বৃক্ষাদি রোপণ করে, এক্ষেত্রে শাফেয়ি প্রতিবেশি দুরদেশ হইতে বাটী আসিয়া উক্ত বিক্রীত জমি মূল মালিকের নিকট হইতে ক্রয় করিতে চাহে। মালীক বলিল, তুমি শাফেয়ি মজহাবাবলম্বী, এই জমির উপর তোমার 'হক্কে-শাফেয়া'র দাবি চলিতে পারে না, সেই কারণে আমি উহা অপরের নিকট বিক্রয় করিয়াছি। প্রতিবেশী বলিতে লাগিল, আমি ইতি পূর্ব্বে শাফেয়ি মজহাব ত্যাগ করিয়া হানাফী মজহাব অবলম্বন করিয়াছি, কাজেই আমি উহা পাইতে পারি। ইহাতে মহা কলহ উপস্থিত হইতে পারে। এইরূপ কারণ সমূহের জন্য এক মজহাব ত্যাগ করিয়া অন্য মজহাব গ্রহণ করা জায়েজ হইতে পারে না।

একাদশ দলীল কোরাণ لَا تُبْطِلُوْٓا اَعْمَالَكُمْ "তোমরা নিজেদের কার্য্যগুলি নষ্ট করিও না।"

পাঠক, হানাফী মজহাবে ওজু করার অগ্রে বিছমিল্লাহ পড়া সুন্নত, উহা ত্যাগ করিলে, ওজুর ফল কম হয়, কিন্তু ওজু একেবারে নষ্ট হয় না। শাফেয়ি মজহাবে ওজুতে বিছমিল্লাহ পড়া ফরজ, ইহা ব্যতীত ওজু জায়েজ

হইতে পারে না। কোন হানাফী ব্যক্তি আজীবন বিনা বিছমিল্লাহ্ ওজু করিয়া নামাজ পড়িয়াছে, এক্ষেণে সে শাফেয়ি মজহাব গ্রহণ করিলে, তাহার আজীবনের নামাজ বাতীল হওয়া সাবাস্ত হয়, কেননা শাফেয়ি মজহাব বিনা বিছমিল্লাহ্ ওজু জায়েজ হইতে পারে না, আর এই হিসাবে সে বিনা ওজু নামাজ পড়িয়াছে। এইরূপ কোন লোক হানাফী মজহাব অনুসারে হজ্জ, জাকাত, নামাজ, রোজা এবং অন্যান্য কর্ম্ম করিয়াছিল, তৎপরে তাহার শেষ জীবনে শাফেয়ি মজহাব অবলম্বন করিলে, তাহার পূর্ব্বকার সমস্ত এবাদত বাতীল হওয়া সাব্যস্ত হয়। এই কারণে কোর-আণ শরিফের উপরোক্ত আয়ত অনুসারে এক মজহাব ত্যাগ করিয়া অন্য মজহাব গ্রহণ বা এক মজহাবে থাকিয়া বিনা যুক্তি সঙ্গত কারণে অন্য মজহাবের মশলা গ্রহণ করিতে পারে না, করিলে আজীবনের এবাদত নষ্ট করিয়া মহা গোনাহগার হইতে হইবে।

দ্বাদশ দলীল দুর্রোল মোখতার, ৬ পৃষ্ঠা—

و ان الحكم الملفق باطل با لا جماع

"এজমা অনুযায়ী 'তল ফিক' যুক্ত হুকুম বাতীল।"

মাওলানা শাহ্ আবদুল আজিজ দেহলবী (রঃ) ফাতাওয়ায় আজিজির ১।১৮৪।১৮৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

اگر حنفى المذهب بر مذهب شافعى عمل نمايد الخ

যদি হানাফী মজহাবধারী ব্যক্তি কতক মসলায় শাফেয়ী মজহাব অনুযায়ী কার্য করিতে চাহে, তবে তিনটি কারণের মধ্যে কোন একটি কারণে উহা করা জায়েজ হইবে।

প্রথম এই যে, তাহার দৃষ্টিতে উক্ত মসলার কোর-আণ ও হাদিছের দলীল সমূহ শাফিয়ি মজহাবকে সমধিক যুক্তি যুক্ত সপ্রমাণ করে। (ইহা এজতেহাদ পদপ্রাপ্ত হানাফী বিদ্বানের অবস্থা)।

দ্বিতীয় যে ব্যক্তি এরূপ কোন সঙ্কটে পতিত হয় যে, শাফেয়ী মজহাবের অনুসরণ ব্যতীত উপায়ন্তর না থাকে, যেরূপ এই দেশে পানির মসলা কিম্বা নিরুদ্দেশ ব্যক্তির মসলা।

তৃতীয়, একব্যক্তি পরহেজগার, এহতিয়াত (নিঃসন্দেহ) ভাবে কার্য্য করা তাহার অভিপ্রেত হয় এবং শাফেয়ি মজহাবে এহতিয়াত পরিলক্ষিত হয়, যথা—দুই সেরের অধিক (গম) ফেৎরা দেওয়া কিম্বা ময়ুরের মাংস ভক্ষণ করা। এইরূপ অন্য মসলায় অনুমান কর। এই তিন প্রকারের অন্য একটি শর্ত্ত আছে এই যে, যেন 'তলফিক' না হয়। তলফীকের অর্থ এই যে, উভয় মজহাবের কার্য্য একত্রিত করায় এইরূপ ভাব হওয়া যে, উক্ত কার্য্যটি উভয় মজহাব অনুযায়ী নাজায়েজ হইয়া যায়, যেরূপ উক্ত হানাফী ব্যক্তি রক্ত নির্গত হওয়াকে ওজু নষ্টকারী জানে এবং ইহা সত্ত্বেও উক্ত ওজু দ্বারা বিনা ছুরা ফাতেহা পাঠে এমামের পশ্চাতে নামাজ পড়ে। ইহা কোন মজহাবে জায়েজ নহে, হানাফী মজহাব অনুযায়ী ওজু বাতীল হইল এবং শাফেয়ী মজহাব অনুযায়ী নামাজ (বাতীল হইল)। যদি উপরোক্ত তিন কারণ ব্যতীত হানাফী মজহাব ত্যাগ করিয়া শাফেয়ী মজহাবের অনুসরণ করে কিম্বা (শাফেয়ি মজহাবাবলম্বী) ব্যক্তি) ইহার বিপরীত করে, তবে উহা দ্বীন সম্বন্ধে ক্রীড়া করার কারণে হারামের নিকট নিকট হইবে।"

মূল কথা, চারি এমাম কোর-আণ ও হাদিছ হইতে প্রত্যেক এবাদতের ফরজ, ওয়াজেব স্থির করিয়াছেন, যিনি মজহাব অবলম্বন করেন, তিনি সেই মজহাব অনুযায়ী প্রত্যেক এবাদতকে উহার ফরজ ওয়াজেব সমেত সম্পন্ন করিতে বাধ্য হইবেন। আর যদি কেহ কোন এবাদত এইরূপ ভাবে সম্পন্ন করে যে, চারি মজহাবের মধ্যে কোন মজহাবে উহা জায়েজ না হয়, তবে এইরূপ কর্ম্ম করাকে 'তলফীক' বলা হয়, এই তলফীক করা এজমা মতে বাতীল। পাঠক, একালে এমামত্ব পদ লাভ করা সহজসাধ্য নহে, কাজেই উক্ত তিনটি কারণের প্রথম কারণটি লক্ষ্য করিয়া কাহারও পক্ষে অন্য মজহাবের মসলা গ্রহণ করা জায়েজ নহে।

ত্রয়োদশ দলীল, এনসাফ, ৭০।৭১ পৃষ্ঠা—

"যদি কোন নিরক্ষর লোক হিন্দস্থান ও তুরানের শহর সমূহে থাকে এবং তথায় কোন শাফেয়ি, মালেকী কিম্বা হাম্বলী আলেম না থাকে, তবে তাহার পক্ষে (এমাম) আবু হানিফার মজহাব অবলম্বন করা ওয়াজেব এবং উক্ত মজহাব হইতে বহির্গত হওয়া হারাম, কেননা এই অবস্থায় সে শরিয়তের রজ্জুকে নিজের গলদেশ হইতে খুলিয়া ফেলিয়া অকর্ম্ম (শরিয়ত রহিত) হইয়া থাকিবে, পক্ষান্তরে যদি সে ব্যক্তি মক্কা ও মদিনা শরিফে থাকে, তবে তাহার পক্ষে তথায় সমস্ত মজহাবের কেতাব জ্ঞাত হওয়া সম্ভব হয়।"

পাঠক, কেহ কেহ শাফেয়ী মজহাবের দুই একটি মসলা গ্রহণ করিয়া শাফেয়ী হওয়ার দাবি করেন, ইহা তাহাদের ভ্রান্তিমূলক দাবি, কারণ শাফেয়ী মজহাব ধরিতে গেলে উহার সমস্ত মসলা স্বীকার করিতে হইবে।

তাতারখনিয়া ও ফাতাওয়ায় হাম্মাদিয়াতে আছে,—

"যে ব্যক্তি (হানাফি মজহাব ত্যাগ করিয়া) শাফেয়ী মজহাব অবলম্বন করে, তাহাকে দোর্রা মারিতে হইবে। জওয়াহেরোল ফাতাওয়াতে আছে, (এমাম) ফখরদ্দিন মহমুদ বলিয়াছেন, যদি সে ব্যক্তি একজন নিরক্ষর হয়, তবে তাহার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হইবে। আর যদি সে ব্যক্তি বিদ্বান হয়, তবে বেদয়াতি ও গোমরাহ হইবে, তাহাকে নিষেধ ও তাড়না করা ওয়াজেব হইবে।

কথিত আছে যে, একজন হানাফী মজাহাবাবলম্বী আবুবকর যওযানির জামানায় একজন আহলে হাদিছের কন্যার সহিত নিকাহ করার প্রস্তাব করে। সেই ব্যক্তি উক্ত হানাফী মজহাব ত্যাগ করিয়া আহলে হাদিছদিগের মজহাব গ্রহণ, এমামের পশ্চাতে ছুরা ফাতেহা পাঠ এবং রুকু ইত্যাদির সময় রফাইয়াদাএন করা ব্যতীত উক্ত নিকাহ করাইয়া দিতে অস্বীকার করে। ইহাতে সেই হানাফী ব্যক্তি তাহাই করিল। তখন সে তাহার সহিত নিকাহ করাইয়া দিল। শেখ (আবুবকর) সাধারণ মজলিশে এই ঘটনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলে, অধোমস্তকে চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, নিকাহ জায়েজ,

কিন্তু মৃত্যুর সময় তাহার ইমান নষ্ট হইবে, ইহার আশঙ্কা করি। লোকে তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন ইহা হইবে? তিনি বলিলেন, সে ব্যক্তি যে মজহাব তাহার নিকট সত্য, তাহার অবজ্ঞা করিয়াছেন এবং পুতিগন্ধময় মৃতের জন্য তাহাই ত্যাগ করিয়াছে, আর যে মজহাব তাহার নিকট সত্য নহে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছে। ধর্ম্ম ও মজহাবের প্রতি অবজ্ঞা করায় তাহার ইমানের প্রতি আশঙ্কা করিব না কি?

আরও তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মোজতাহেদ না হয় বিনা দলিলে দুনইয়ার স্বার্থ ও প্রবৃত্তির লোভে এক মত ত্যাগ পূর্ব্বক অন্য মত গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি দুষিত, গোনাহগার এবং আজাব শাস্তির উপযুক্ত, কেননা সে ব্যক্তি দ্বীন সম্বন্ধে অহিত কর্ম্ম করিল এবং দ্বীন ও মজহাবের প্রতি অবজ্ঞা করিল।"

মজহাব বিদ্বেষীদিগের প্রথম প্রশ্ন

মজহাব বিদ্বেষী মৌলবি রহিমুদ্দিন সাহেব 'রদ্দৎ-তকলীদ' পুস্তকের ১৬ পৃষ্ঠায়, মৌঃ আব্বাস আলি সাহেব 'বরকোল মোয়াহেদীন' পুস্তকের ১৮।১৯ পৃষ্ঠায় ও মৌঃ এলাহি বখশ সাহেব 'দোরায় মোহাম্মদী পুস্তকের ৮৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"চারি এমামের মজহাব ত্যাগ করিয়া এমাম বোখারি, মোসলেম, আবু দাউদ, তেরমেজি, নাছায়ি প্রভৃতি হাদিছজ্ঞ বিদ্বানগণের মজহাব অবলম্বন করা আবশ্যক।

উত্তর

চারি এমাম খোদা প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা স্বাধীন ভাবে কোরাণ ও হাদিছের নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই কারণে তাঁহারা মোজতাহেদ মোস্তাকেল নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, মোহাদ্দেছগণ হাদিছের ছনদ সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোর-আণ ও হাদিছের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণরূপে বা কতকাংশে চারি এমামের পয়রবি করিয়াছেন, এই কারণে ইহারা মোজতাহেদ মোন্তাছেব নামে অভিহিত হইয়াছেন।

চারি এমাম কোরাণ ও হাদিছের শ্রেষ্ঠতম আলেম ছিলেন। এমাম বোখারি, মোসলেম, আবু দাউদ প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ চারি এমামের ন্যায় বিদ্বান ছিলেন না বা তাঁহাদের ন্যায় কোর-আন হাদিছ বুঝিতেন না। ইহার বিস্তারিত প্রমাণ 'ছায়েকাতোল মোসলেমিন' কেতাবের ১১৮-১৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

যদি হাদিছ তত্ত্ববিদগণ চারি এমাম অপেক্ষা বড় আলেম হইতেন, তবে জগতের সহস্রাধিক প্রধান প্রধান বিদ্বান চারি ইমামের মজহাব ত্যাগ করিয়া উক্ত মোহাদ্দেছগণের মজহাব অবলম্বন করিতেন।

দ্বিতীয়—হাদিছ লেখকগণ কোর-আন হইতে লক্ষাধিক মছলা বাহির করেন নাই, তাঁহাদের লিখিত হাদিছগুলির মর্ম্ম নির্ণয় করেন নাই, কোরআন ও হাদিছের পরস্পর বিরোধ ভাবগুলি ভঞ্জন করেন নাই, কোর-আণ ও হাদিছের ভিন্ন ভিন্ন অর্থবাচক শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করেন নাই, নাছেখ ও মনছুখের বিশদ ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করেন নাই। এজমায়ি মসলাগুলি প্রকাশ করেন নাই, শরিয়তের নয় ভাগ অস্পষ্ট মসলা কোর-আণ ও হাদিছের অস্পষ্টাংশ হইতে প্রকাশ করেন নাই। তাহা হইলে উক্ত এমামগণের অসম্পূর্ণ মজহাব অবলম্বন করা জায়েজ হইতে পারে না। কেবল নামাজের অদ্যোপান্ত ব্যবস্থা ছেহাহ ছেত্তার মধ্যে পাওয়া যায় না। জগতে ৫০ খণ্ডের বেশী বৃহৎ বৃহৎ হাদিছ গ্রন্থ আছে, যে ব্যক্তি উহার সম্পূর্ণ হাদিছ তন্ন তন্ন ভাবে পাঠ না করিয়াছে, সে কিরূপে নামাজ, রোজা, হজ্জ ও জাকাত প্রভৃতির সম্পূর্ণ মসলা জানিতে পারিবে? বোধ করি, এদেশস্থ মজহাব বিদ্বেষীগণ উহার বিষ খণ্ড হাদিস গ্রন্থ চক্ষেও দেখেন নাই, তবে কিরূপে তাহারা হাদিছ লেখকদের মতামত জানিতে পারিবেন এবং চারি এমামের মজহাব ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের মজহাব ধরিবেন? হে মজহাব বিদ্বেষীদল! আপনারা লিখিয়াছেন, এমাম বোখারি ৬ লক্ষ হাদিছ স্মরণ রাখিতেন, এমাম মোসলেম ৩ লক্ষ হাদিস স্মরণ রাখিতেন এবং এমাম আবু দাউদ ৫ লক্ষ হাদিস স্মরণ

রাখিতেন, কিন্তু ছহিহ বোখারি ও লোছলেমে কেবল চারি সহস্র করিয়া হাদিছ আছে, এবং ছোনানে আবু দাউদ চারি সহস্র ৮ শত হাদিছ আছে, অবশিষ্ট এমাম বোখারির ৫ লক্ষ ৯৬ সহস্র হাদিছ, এমাম মোছলেমের ২ লক্ষ ৯৬ সহস্র হাদিছ এবং এমাম আবু দাউদের ৪ লক্ষ্য ৯৫ সহস্র ২ শত হাদিছ তাঁহাদের কণ্ঠস্থ ছিল, তৎসমস্ত তাঁহাদের মৃত্যুর পর বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাঁহারা হাদিছ-লেখকদিগের সম্পূর্ণ হাদিছের সহস্র ভাগের এক ভাগও জানিতে পারিলেন না এবং কখনও জানিতে পারিবেন না, তবে কিরূপে তাহাদের মজহাব অবলম্বন করিবেন?

এতদ্ব্যতীত জগতে আরও যে হাদিছ গ্রন্থ সমূহ আছে, তাহার মধ্য হইতে ছহিহ, জইফ, নাছেখ, মনছুখ, ফরজ, ওয়াজেব, ছুন্নত, নফল, হারাম, মকরুহ, মোফছেদ ও হালাল ইত্যাদি পৃথক করিয়া শরিয়তের মছলা বাহির করিতে গেলে, হয়ত সহস্র স্থানে ভ্রমজালে আবদ্ধ হইতে হইবে, আরও কেহ সহস্র বৎসর আয়ু পাইলেও এইরূপ কর্ম্ম করিতে পারিবে না। আরও ইহা মহা এমাম ভিন্ন কাহারও সাধ্য হইতে পারে না, কিন্তু এমাম হওয়া একালে দুরূহ ব্যাপার। তাহা হইলে হাদিছ লেখক দিগের গ্রহণ করা কিরূপে সম্ভবপর হইবে? একান্ত অসম্ভব কথা সম্ভব ধরিলেও, যে বিশ সহস্র মসলা এমামগণের এজমা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে, তৎসমস্ত হাদিছে কোথাও পাইবে? আরও শরিয়তের দশ ভাগ মসলা সমূহের নয়ভাগ মসলা এমামগণ কোর-আণ ও হাদিছের সাঙ্কেতিক ভাব ও অস্পষ্টাংশ হইতে প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসমস্ত কোথায় পাইবে? অতএব বর্ত্তমান কালে কেবল হাদিছ গ্রন্থ পাঠ করিলে, শরিয়তের সমস্ত বিষয় কিছুতেই জানিতে পারিবেন না, অগত্যা চারি মজহাবের কোন একটা অবলম্বন করা ওয়াজেব হইবে।

আধুনিক মজহাব বিদ্বেষীদল কেবল ছেহাহ ছেত্তার উপর গর্ব্ব করিয়া থাকেন, ইহাতে সমস্ত শরিয়ত পাইবার আশা করেন, তৎসমস্ত পাঠ করিয়া মজহাবের উপর উপেক্ষা প্রকাশ করেন।

হে মজহাব বিদ্বেষীদল! হজরত নবি করিমের (সাঃ) হাদিছ সমস্ত জগতে প্রকাশ পাইয়াছে, কেবল ছেহাহ ছেত্তায় সমস্ত হাদিছ পাওয়া অসম্ভব। আপনাদের প্রস্তাব অনুসারে আরও কয়েক লক্ষ হাদিছ বিদ্বানগণের কণ্ঠে ছিল, তদ্ব্যতীত এখনও ৫০ খণ্ডের বেশী হাদিছ গ্রন্থ জগতে বর্ত্তমান আছে। নবীর হাদিছ যে কেতাবে থাকুক না কেন, তাহাই মান্য করিতে হইবে। ছেহাহ ছেত্তার মধ্যেও বহু ভ্রান্তিমূলক, মনছুখ ও জইফ হাদিছ থাকিতে পারে। অগ্রে সমস্ত হাদিছ শিক্ষা করুন এবং এমামত্ব লাভ করিবার সমস্ত শর্ত্ত উপার্জ্জন করুন, তৎপরে বলিতে সাহস করিবেন যে, মজহাবের অমুক মছলা হাদিছের খেলাফ হইয়াছে। ক্ষুদ্র কীট হইয়া পশুরাজের সহিত যুদ্ধে প্রস্তুত হওয়ার ন্যায় কার্য্য করা জ্ঞানী লোকের কর্ম্ম নহে।

মজহাব বিদ্বেষী মৌঃ আব্বাছ আলী মাছায়েলে জরুরিয়ায় ফৎওয়া দিয়াছেন, নামাজে বুকের উপর হাত রাখিতে হইবে, বিছমিল্লাহ শব্দ করিয়া পড়িতে হইবে। ইনি ছেহাহ ছেত্তার মধ্যে খুজিয়া ইহার হাদিছ না পাইয়া, অগত্যা ছহিহ এবনে খোজায়মা ও দারুকুতনির হাদিছ হইতে ইহার দলীল আনিলেন, তাহাও জইফ হাদিছ অথচ তাহাকেই ছহিহ বলিয়া প্রকাশ করিলেন। আরও চারি এমামের প্রতি দোষারোপ করা সত্ত্বেও উক্ত মৌঃ আব্বাছ আলী 'মাছায়েলে-জরুরিয়ার' ২৪ পৃষ্ঠায় এমাম মালেকের মোয়াত্তা কেতাব হইতে, ১২৪ পৃষ্ঠায় এমাম আহমদের মছনদ হইতে এবং ১৪৫ পৃষ্ঠায় এমাম শাফেয়ির মছনদ হইতে দলীল আনিয়াছিলেন। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাসা এই যে, যদি ছেহাহ ছেত্তা ভিন্ন অন্য কেতাব ছহিহ না হয়, তবে কি জন্য ইহারা অন্য কেতাবের হাদিছকে দলীল রূপে গ্রহণ করেন ?

তৃতীয়—মজহাব বিদ্বেষীদল যদি হাদিছ লেখকগণের মজহাব ধরিতে চাহেন, তবে অতি কম পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চাশটি মজহাব জগতে সৃষ্টি হইবে। আর যদি কেবল ছেহাহ ছেত্তাই মানিতে চাহেন, তবে ভিন্ন ভিন্ন ছয়টি মজহাব সৃষ্টি পাইবেন, কেননা হাদিছ লেখক এমামগণ এক একরূপ

মত ধরিতেন। পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এমাম বোখারি এমাম মোছলেমের হাদিছ জইফ বলিয়াছেন। এমাম মোছলেম এমাম বোখারির হাদিছ জইফ বলিয়াছেন। ইহারা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। আরও এমাম বোখারি ও মোছলেম, এমাম আবু দাউদ, তেরমেজি ও নাছায়ির হাদিছ জইফ বলিয়াছেন, পক্ষান্তরে উক্ত তিন এমাম, এমাম বোখারি ও মোছলেমের হাদিছ জইফ বলিয়াছেন। এমাম মোছলেম বলেন, সুরা হইতে সিরকা প্রস্তুত করা হারাম, এমাম বোখারি বলেন, সুরা হইতে সিরকা প্রস্তুত করা হালাল। এমাম তেরমেজি বলেন, স্ত্রী সঙ্গম কালে মনি বাহির না হইলেও গোছল ফরজ হইবে। এমাম বোখারি বলেন, মনি বাহির না হইলে গোছল ফরজ হইবে না। এমাম তেরমেজি বলেন, গহনার জাকাত ফরজ নহে। এমাম দাউদ বলেন, গহনার জাকাত ফরজ হইবে। এমাম তেরমেজি বলেন, নাপাকি অবস্থায় কোর-আন পাঠ করা জায়েজ নহে। এমাম বোখারি বলেন, নাপাকি অবস্থায় কোর-আন পড়া জায়েজ হইবে। এমাম বোখারি বলেন, ছেজদার সময় রফাইয়াদাএন করিতে হইবে না। এমাম তেরমেজি বলেন, ছেজদা কালীন রফাইয়াদাএন করা ছহিহ সাব্যস্ত হইয়াছে। এমাম বোখারি দ্বিতীয় রাকয়াত হইতে উঠিবার সময়ের রফা ছহিহ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এমাম মোসলেম উক্ত রফা স্বীকার করেন নাই। এমাম বোখারি ও মোছলেম রুকু গমন কালীন রফা গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এমাম মালেক উহা স্বীকার করেন নাই। এমাম তেরমেজি ও নাছায়ি রফাইয়াদাএন মনছুখ হইবার হাদিস স্বীকার করিয়াছেন। এমাম বোখারি বলিয়াছেন মোক্তাদি এমামের পশ্চাতে ছুরা ফাতেহা পড়িবে। এমাম মোছলেম ও নাছায়ী বলিয়াছেন, মোক্তাদিদের ফাতেহা পড়া নিষিদ্ধ হইবার হাদিছ ছহিহ। এমাম তেরমেজি ও আবু দাউদ হজরত জাবেরের হাদিছে উল্লেখ করিয়াছেন যে, একা নামাজী ফাতেহা পড়িবে, মোক্তাদি উহা পড়িবে না। এমাম বোখারি বলেন, অমুম অমুক ছাহাবা আমিন উচ্চ শব্দে পড়িতেন। এবনে মাজা বলেন, সাহাবারা (উচ্চ শব্দে) আমিন পড়া ত্যাগ করিয়াছিলেন।

পাঠক হাদিছ লেখকদিগের ভিন্ন ভিন্ন মতের যথেষ্ট দলীল মৎকৃত "ফেরকাতোন-নাজিন খণ্ডে পাইবেন। পাঠক হাদিছ লেখকদিগের ৫০টি কিম্বা ৬ টি মজহাবের কোনটি মজহাব বিদ্বেষীগণ অবলম্বন করিবেন? ইহাদের মৌলবী আব্বাছ আলী, এলাহি বখশ, রহিমদ্দিন ও ফছিহদ্দিন প্রভৃতি নেতাগণ বলিয়া থাকেন যে, কেবল একই মজহাব সত্য, অবশিষ্ট সমস্ত জাহান্নামের পথ।

এক্ষেত্রে মজহাব বিদ্বেষীদল কোন মোহাদ্দেছের মত সত্য বলিবেন এবং কাহাদের মতগুলি জাহান্নামের পথ বলিয়া ত্যাগ করিবেন? ইহারা চারি মজহাব ত্যাগ করিয়া ৫০টি মজহাবের ফাঁসী গলায় লাগাইলেন, বরং ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীকে জাহান্নামী বলিয়া ৫০টির কোন একটি গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

চতুর্থ, তেরমেজি নিজ কেতাবের ২৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, এমাম বোখারী কেয়াছ করেন, আবু ছালেহের হাদিছ ছহিহ, কিন্তু তাঁহার শিক্ষক এমাম আলী মদিনি কেয়াছ করেন, উহা ছহিহ নহে।

আরও ২৮ পৃষ্ঠা—এমাম বোখারী বলেন, আফরিকির হাদিছ ছহিহ, কিন্তু তাঁহার শিক্ষক এমাম এহইয়া বলেন, উহা ছহিহ নহে।

তেরমেজি ৫ পৃষ্ঠা—এমাম বোখারি কেয়াছ করেন, কেবল জাএদের হাদিছ ছহিহ, কিন্তু এমাম তেরমেজি কেয়াছ করেন, হজরত আবু হোরায়রার (রাঃ) হাদিছ ও ছহিহ। পাঠক! হাদিছ লেখকগণ কেয়াছ করিয়া এক হাদিছকে ছহিহ এবং এক হাদিছকে জইফ বলিয়াছেন। তাঁহাদের লিখিত হাদিছগুলি কেয়াছে ছহিহ জইফ সাব্যস্ত হইয়াছে। মজহাব বিদ্বেষী মৌলবীগণ কেয়াছকারীকে ইবলিসের সঙ্গী ও কেয়াছ মান্য করা হারাম বলিয়া প্রচার করেন, এরূপ ক্ষেত্রে ইহারা কেয়াছি হাদিসের পয়রবি করা হারাম বলিয়া ত্যাগ করিবেন, এবং এমাম বোখারি প্রভৃতি হাদিছ লেখকগণকে কেয়াছকারী বলিয়া কোন পীরের সঙ্গী বলেন, তাহা তাঁহারাই বুঝুন!

পঞ্চম—এমাম বোখারি ও মোছলেম প্রভৃতি হাদিছজ্ঞ বিদ্বানগণ আরব্যভাষী ছিলেন না, কাজেই আরববাসীদিগের তকলীদ করিয়া কোর-আন ও হাদিসের শব্দার্থ জ্ঞাত হইয়াছেন। তাঁহাদের শিক্ষকগণ যে হাদিছকে ছহিহ্ ও জইফ এবং যে রাবিকে যোগ্য ও অযোগ্য বলিয়াছেন, তাঁহারা বিনা দলিলে তাহাই স্বীকার করিয়াছেন। এক এক হাদিসের পাঁচ ছয় জন রাবির অবস্থা জানিতে পাঁচ ছয়বার তকলীদ করিয়াছেন। এক্ষণে এমাম বোখারি প্রভৃতি হাদিছ লেখকগণ যে হাদিছকে যাহা বলিয়াছেন, ইহারা বিনা দলীলে তাহাই মান্য করিতে চাহিবেন, কিন্তু এমাম বোখারি প্রভৃতি বিদ্বানগণ কোর-আন ও হাদিছ নহেন, সুতরাং তাঁহাদের কথা দলিল হইতে পারে না। এইরূপ বিনা দলিলে কোন লোকের কথা মান্য করাকে তকলীদ বলে। ইহারা তকলীদ করা হারাম ও কাফেরী বলিয়া থাকেন, সুতরাং উক্ত এমামগণ ইহাদের মতে কাফের হইবেন এবং তাঁহাদের লিখিত হাদিছগুলি মান্য করা ইহাদের পক্ষে হারাম ও শেরেক হইবে। আরও ইহারা তাঁহাদের বিনা দলিলের কথা মান্য করিলে, হারাম তকলীদ করিয়া জাহান্নামী ও কাফের হইবেন কিনা?

৬ষ্ঠ মজহাব বিদ্বেষীদল কেবল মুখে দাবী করেন যে তাঁহারা হাদিছ লেখকদের মজহাব গ্রহণ করেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা ভ্রমাত্মক কথা।

এমাম বোখারি বলেন, স্ত্রীসঙ্গম কালে মনি বাহি না হইলে গোছল ফরজ হইবে না, কিন্তু ইহারা বলেন, গোছল ফরজ হইবে। এমাম বোখারি বলেন, মদ মৎস্য সহ সূর্য্যের উত্তাপে রাখিলে, হালাল সিরকা হইবে, ইহারা বলেন, হালাল হইবে না।

এমাম বোখারী বলেন—(ধান্য, পাট ও কলাই ইত্যাদি) বাণিজ্য দ্রব্যে জাকাত ফরজ হইবে, ইহারা বলেন উক্ত দ্রব্যের জাকাত ফরজ হইবে না।

এমাম বোখারি বলেন, আঙ্গুরের রস অগ্নির উত্তাপে তিন অংশের দুই অংশ শুষ্ক হইলে, উহার অবশিষ্ট একাংশ হালাল শরবত হইবে। ইহারা বলেন, উহা হারাম মদ হইবে।

এমাম বোখারি বলেন, অন্য পাক পানির অভাবে কুকুরের এঁটো পানিতে ওজু জায়েজ হইবে। ইহারা বলেন, উহাতে ওজু জায়েজ হইবে না।

এমাম বোখারি বলেন, বাদ্য হারাম, কেয়াছ অমান্যকারী এবনে হাজম বলেন, বাদ্য হালাল।

এমাম বোখারী বলেন, বেঙ ও কচ্ছপ ভক্ষণ করা হালাল, ইহারা বলেন, উহা হারাম।

এমাম বোখারি বলেন, দুই বৎসর বয়সের মধ্যে কোন শিশু অন্য কোন স্ত্রীলোকের দুগ্ধ পান করিলে, উক্ত স্ত্রীলোক শিশুর দুগ্ধমাতা হইবে এবং আরও কয়েক রেস্তা হারাম হইবে, কিন্তু শিশুর বয়স দুই বৎসরের বেশী হইলে হারাম হইবে না। ইহারা বলেন, যে যুবকের দাড়ী হইয়াছে, সেও অন্য স্ত্রীলোকের স্তন্য পান করিতে পারিবে এবং তাহার পক্ষে উক্ত স্ত্রীলোক ও কয়েক রেস্তা হারাম হইবে।

এমাম বোখারী বলেন, "শেরেক ভিন্ন কোন লোক কাফের হয় না।" তাহা হইলে যে বেনামাজী শেরক না করে, সে কাফের হইবে না। ইহারা বলেন, প্রত্যেক বেনামাজী কাফের হইবে।

এমাম বোখারী বলেন, একসঙ্গে চারি অপেক্ষা বেশী নিকাহ্ করা হারাম। এই দলের নেতারা বলেন, নয় জন স্ত্রীলোক এক সঙ্গে নিকাহ্ করা হালাল।

এমাম বোখারি বলেন, পাঁচ মশক অপেক্ষা কম পানিতে কোন নাপাক দ্রব্য পড়িলে, যদি পানির তিনগুণ নষ্ট না হয়, তবে উহা পাক থাকিবে। ইহারা বলেন, উহা নাপাক হইবে।

এমাম বোখারি বলেন, সমস্ত মস্তক ওজুতে মোছেহ না করিলে, ওজু হইবে না। ইহারা বলেন, মস্তকের কিছু অংশ মোছেহ করিলে ওজু জায়েজ হইবে।

এমাম বোখারি বলেন, ছোবেহ-ছাদেকের পর দিবসেও রোজার নিয়ত করিলে রোজা জায়েজ হইবে। ইহারা বলেন, ছোবেহ ছাদেকের অগ্রে নিয়ত না করিলে রোজা হইবে না।

এমাম বোখারি বলেন, তিন তালাক একেবারে দিলে, তিন তালাক হইবে এবং স্ত্রীলোকটি একেবারে হারাম হইবে। ইহারা বলেন, এক তালাক হইবে এবং স্ত্রীলোকটি হালাল থাকিবে।

পাঠক, দেখুন এই দল কিছুতেই হাদিছ লেখক এমাম বোখারি প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণের পয়রবি করেন না, বরং ইহারা আবদুল ওয়াহাব নজদির পুত্র মোহাম্মদের পয়রবি করিয়া থাকেন।

সপ্তম, মোহাদ্দেছগণ হাদিছের যেরূপ কাল্পনিক ব্যাখ্যা ও বিভাগ করিয়াছেন এবং কেয়াসি শর্ত্ত নির্ব্বাচন করিয়াছেন, তৎসমস্তের দলীল কোথায় আছে? কোর-আন ও হাদিছে তৎসমস্তের তকলীদ করার কথা আছে কি?

মজহাব বিদ্বেষীদিগের প্রশ্ন

মৌঃ আব্বাছ আলি, বরকোল মোয়াহেদিনের ৪৬ পৃষ্ঠায় মৌঃ ফছিহদ্দিন, ছামছামোল মোয়াহেদিনের ৮৩ পৃষ্ঠায়, ও মৌঃ রহিমদ্দিন, রদ্দৎ তকলিদের ২।২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, ছাহাবাদিগের মজহাব মান্য করা ওয়াজেব, আর চারি এমামের মজহাব মান্য করার কোনই আবশ্যক নাই।

উত্তর

চারি এমাম ছাহাবাদিগের মজহাব ধরিয়াছেন, চারি এমামের মজহাব ধরিলে, ছাহাবাদিগের মজহাব ধরা হইবে এবং চারি এমামের মজহাব ত্যাগ করিলে, ছাহাবাগণের মজহাব ত্যাগ করা হইবে। ছাহাবাগণ শরিয়তের মূল তত্ত্বে (আকায়েদে) একমত হইয়াছিলেন, সেই কারণে চারি এমামও তাহাতে একমত হইয়াছেন এবং ছাহাবাগণ কতকগুলি আনুসঙ্গিক (ফুরয়াত) মছলায় ভিন্ন মত হইয়াছিলেন, সেই কারণে চারি এমামও উহাতে ভিন্ন মত হইয়াছেন।

ছাহাবাগণ সকলেই একবাক্যে খোদাতায়ালাকে পাক বলিতেন, সেই কারণে চারি এমামও খোদাতায়ালাকে পাক বলিয়াছেন ছাহাবাগণ সকলেই হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) কে শরিয়তের আহকামে অভ্রান্ত ও শেষ নবী বলিতেন, সেই কারণে চারি এমামও তাঁহাকে সেইরূপ জানিতেন। ছাহাবাগণ কেহ কাহারও প্রতি অযথা দোষারোপ করিতেন না। সেই কারণে চারি এমামও তাঁহাদিগের প্রতি দোষারোপ করিতেন না। মজহাব বিদ্বেষী দল খোদাতায়ালার হাত, পা ও মুখ স্থির করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়াছেন এবং খোদাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন। হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) কে শরিয়তের আহকামে ভ্রমকারী বলিয়াছেন এবং তাঁহাকে শেষ নবি বলিয়া মানেন নাই। ছাহাবাগণকে পাপী বলিয়াছেন, ছাহাবাগণ শরিয়তের চারিটি দলিল স্বীকার করিতেন— কোরআন, হাদিছ, এজমা ও কেয়াছ। সেই কারণে হজরত ওমারের (রাঃ) কেয়াছে ৩০ রাত্রিতে তারাবিহ পাঠ, বিশ রাকায়াত করিয়া তারাবিহ পাঠ এবং সুরাপায়ীর জন্য ৮০ দোররা শাস্তি স্বীকার করিলেন। ছাহাবাগণের মধ্যে এজতেহাদ শূন্য ব্যক্তিগণ মোজতাহেদ ছাহাবাগণের তকলীদ করিতেন, সেই কারণে তাঁহারা হজরত ওছমানের (রাঃ) তকলীদ করিয়া জোমার দ্বিতীয় আজান স্বীকার করিলেন। চারি এমামও এজমা ও কেয়াছ শরিয়তের দলীল বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং সাধারণ লোকের পক্ষে এমামগণের মজহাব গ্রহণ করা আবশ্যক বুঝিয়া নিজ নিজ মজহাব লিপিবদ্ধ করিলেন। মজহাব বিদ্বেষীগণ কেয়াছ ও তকলীদ করা হারাম ও শেরক বলিয়া প্রচার করিতেছেন। তাহা হইলে চারি এমাম, ছাহাবাদিগের এজমায়ি মছলা সমূহ মান্য করিয়া নাজি (বেহেশতী) দলভুক্ত হইলেন। পক্ষান্তরে মজহাব বিদ্বেষীগণ ছাহাবাদিগের পথ ত্যাগ করিয়া জাহান্নামী দলভুক্ত হইবেন না কেন?

ছহিহ বোখারি—

"হজরত আএশা ও এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিতেন, নবি করিম হজ্জ করিতে 'আবতাহা' নামক স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, উক্ত স্থানে বিশ্রাম করা ছুন্নত নহে, বরং মোবাহ কর্ম্ম।"

ছহিহ মোছলেম ১২২ পৃষ্ঠা—

"হজরত এবনে ওমার উক্ত স্থানে বিশ্রাম করা ছুন্নত বলিতেন। এমাম বোখারি শাফেয়ি প্রথম দুই ছাহাবার মতালম্বন করিয়া উহা মোবাহ বলিয়াছিলেন এবং এমাম আবু হানিফা (রহঃ) শেষ ছাহাবার মতালবম্বন করিয়া উহা ছুন্নত বলিয়াছেন।

ছহিহ বোখারি ও তেরমেজি—

হজরত ওমার ও আএশা (রাঃ) বলিতেন, "তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীলোক এদ্দত অবধি স্বামীর বাটীতে থাকিবার স্থান ও খোরাকী পাইবে।"

ছহিহ মোছলেমের টিকা—"হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিতেন, উক্ত স্ত্রীলোক থাকিবার স্থান ও খোরাক পাইবে না। এমাম আবু হানিফা (রঃ) প্রথম দুই ছাহাবার মতাবলম্বন করিয়াছেন এবং এমাম আহমদ শেষোক্ত ছাহাবার মত গ্রহণ করিয়াছেন।"

মোছলেম শরীফের টিকা—"হজরত এবনে আব্বাছ ও এবনে ওমার (রাঃ) বলিয়াছেন, খোলা মাঠে কা'বা শরিফকে পশ্চাৎ কিম্বা সম্মুখ করিয়া প্রস্রাব পায়খানা করা জায়েজ নহে, কিন্তু বাঁধা পায়খানায় উহা জায়েজ হইবে। হজরত আবু হোরায়রা ছালমান ও আবু আইউব (রাঃ) প্রভৃতি ছাহাবাগণ বলিয়াছেন—কি ময়দানে, কি বাঁধা পায়খানায় কোনও স্থানেই কাবা শরিফকে পশ্চাৎ কিম্বা সম্মুখ করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করা জায়েজ নহে।"

এমাম মালেক ও শাফেয়ি প্রথম ছাহাবাদিগের মত গ্রহণ করিয়াছেন। এমাম আবু হানিফা ও আহম্মদ শেষ ছাহাবাদিগের মত স্বীকার করিয়াছেন।

সহিহ বোখারি—"হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) বলিয়াছেন, যে মৎস্য নদিতে মরিয়া ভাসিয়া থাকে, উহা হালাল হইবে।

সহিহ আবু দাউদ ও এবনে মাজা—হজরত জাবের ও এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, "ঐরূপ মৎস্য হারাম হইবে।"

এমাম মালেক ও শাফেয়ি প্রথম ছাহাবার মত স্বীকার করিয়াছেন এবং এমাম আবু হানিফা ও আহমদ (রহঃ) শেষোক্ত ছাহাবাদিগের মত গ্রহণ করিয়াছেন।

মোয়াত্তায় মালেক—"হজরত ওমার (রাঃ) বলিয়াছেন, কোন-স্ত্রীলোকের স্বামী নিরুদ্দেশ হইলে চারি বৎসর যাবত অপেক্ষা করিয়া অবশেষে চারি মাস দশ দিবস এদ্দৎ পালন করিয়া, ঐ স্ত্রীলোকটি অন্য নিকাহ করিতে পারিবে।"

মছনদে আবদুর রাজ্জাক— "হজরত আলি ও এবনে মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, ঐ স্ত্রীলোকটি স্বামীর মৃত্যু সংবাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে।"

এমাম মালেক প্রথম মত গ্রহণ করিয়াছেন, এমাম আবু হানিফা (রঃ) শেষ ছাহাবাদিগের মত গ্রহণ করিয়াছেন।

পাঠক ! ছাহাবাগণ এইরূপ বহু মছলায় ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করিয়াছেন। তাহা হইলে চারি এমাম এজমায়ি ও এখলেতালাফি প্রত্যেক মছলায় ছাহাবাদের পয়রবি করিয়াছেন। উহার বিস্তারিত বিবরণ "ফেরকাতোন-নাজিন" খণ্ডে পাইবেন। মজহাব বিদ্বেষীগণ চারি মজহাবের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মকে জাহান্নামের পথ বলিয়া প্রকৃত পক্ষে ছাহাবাগণকে জাহান্নামী বলিবেন এবং তজ্জন্য নিজেরা জাহান্নামী দলভুক্ত হইবেন কিনা, তাহা পাঠকের বিচারাধীন।

ঐ দলভুক্ত মোলবী ছিদ্দিক হাছান প্রভৃতি ছাহেবগণ বলিয়াছেন, ছাহাবাদিগের কর্ম্ম, কথা ও মত মান্য করিবার আবশ্যক নাই, উহা দলীল হইতে পারে না। হজরত ওমার (রাঃ) জামায়াত সহ বিশ রাকায়াত তারাবিহ নামাজের নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই কারণে ইহাদের নেতাগণ হজরত ওমার (রাঃ) কে বেদয়াতী বলিয়াছেন।

দ্বিতীয়, মজহাব বিদ্বেষীগণ ছাহাবাদিগের মজহাব ধরিতে পারেন না, কেননা এক এক ছাহাবার এক একরূপ ভিন্ন ভিন্ন মজহাব ছিল,

ছাহাবাদিগের সমস্ত মজহাব ধরিতে গেলে, ইহাদিগকে লক্ষ মজহাব মান্য করিতে হইবে। একাধিক মজহাবের ইহারা অসত্য বলেন, তবে ছাহাবাদিগের কোন মজহাবটি ইহারা গ্রহণ করিবেন এবং কোনগুলি ত্যাগ করিবেন? আরও ছাহাবাগণের মজহাব ধরিতে গেলে, অনেক স্থলে তাঁহাদের কেয়াছি ব্যবস্থা মান্য করিতে হইবে, কিন্তু ইহারা কেয়াছি ব্যবস্থা পায়খানায় ফেলিতে বলিয়াছেন। আরও ছাহাবাগণের বিনা দলীলের কথা অনেক স্থলে মান্য করিতে হইবে, ইহাকে তকলীদ বলে। ইহারা তকলীদকে হারাম ও শেরক বলেন তাহা হইলে ছাহাবাদিগের মজহাব ধরিতে গেলে, ইহারা কাফের ও মোশরেক হইবেন কিনা?

প্রিয় পাঠক, ছাহাবা, তাবেয়ি ও তাবা তাবেয়িগণ বহু মছলার মীমাংসা করিয়া গেলেও শরিয়তের শত ভাগের এক ভাগ মছলায় মীমাংসা করিতে পারেন নাই। তাঁহারা যুদ্ধ বিগ্রহ ও নানা কর্ম্মে বিব্রত থাকায় কোর-আন ও হাদিছের বিস্তারিত বিবরণ, বিশ সহস্র এজমায়ী মছলা ও শরিয়তের নয় ভাগ অস্পষ্ট মছলা সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতে পারেন নাই, সাধারণের প্রয়োজনীয় সমস্ত মছলা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এই মহা কার্য্য খোদাতায়ালার অনুগ্রহে কেবল চারি এমামের দ্বারা সাধিত হইয়াছে। সেই কারণে সমস্ত বিদ্বান একবাক্যে বলিয়াছেন, সাধারণ লোকদের পক্ষে ছাহাবাদের মজহাব গ্রহণ করা জায়েজ নহে বা তাঁহাদের গ্রহণযোগ্য কোন মজহাব নাই। কেবল চারি এমামের মজহাব ধারণ করা ওয়াজেব।

মোছাল্লাম ও আকদল ফরিদ হইতে লিখিত হইয়াছে যে, বিচক্ষণ বিদ্বানগণের এজমা হইয়াছে যে, সাধারণ লোকের পক্ষে ছাহাবাগণের মজহাব গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। চারি এমাম প্রয়োজনীয় সমস্ত মছলার ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সেই হেতু তাঁহাদের মজহাব অবলম্বন করা সাধারণ লোকের পক্ষে ওয়াজেব।

মজহাব বিদ্বেষীদিগের তৃতীয় প্রশ্ন

ঐ দলভুক্ত মৌলবী ছাহেবগণ ধারণা করেন যে, বর্ত্তমান কালেও এমাম মোজতাহেদ পাওয়া যাইতে পারে, বিশেষতঃ তাহাদের মৌলবী ছিদ্দিক হাছান, কাজি শওকানি, মৌঃ নজির হোছেন, মহীউদ্দিন এমাম ছিলেন, এবং মৌলবী আব্বাছ আলী বরকোল মোয়াহেদীন পুস্তকের ৬৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, হানাফিদিগের মোছাল্লামের টিকায় লিখিত আছে, চারি এমামের পরে অন্য বহু এমাম হইয়াছিলেন। যদি কেহ বলেন, চারি এমামের পরে মোজতাহেদ মোতলাক (স্বাধীন এমাম) কেহ হন নাই, সেই কারণে চারি এমামের মজহাব ধরা ওয়াজেব হইয়াছে, ইহা গাএবের দাবি করা মাত্র। ইহার কোন দলীল নাই।

উত্তর

এমাম মোজতাহেদ এরূপ বিদ্বান হইতে পারেন, যিনি নিজ ক্ষমতায় আম খাস ও মোশতারেক ইত্যাদি বিশ প্রকার আয়ত ও হাদিছের পৃথক পৃথক ব্যবহার, আদেশসূচক শব্দগুলির ১৫ প্রকার পৃথকার্থ এবং নিষেধসূচক শব্দগুলির ৮ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ অবগত হইয়াছেন। কোরআন ও হাদিছের পরস্পর বিরোধ ভাবগুলির সরল মীমাংসা করিতে পারেন। কোর-আন ও হাদিছের নাছেখ, মনছুখ মোহকাম ও মোতাসাবেহ অংশগুলি পৃথক করিতে জানেন। ভিন্ন ভিন্ন অর্থবাচক শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ নির্ব্বাচন করিতে পারেন, ছহিহ জইফ, মরফু, মওকুফ, মোরছাল মশহুর, আজিজ ও গরীব প্রভৃতি বিবিধ প্রকর হাদিছের মধ্যে প্রভেদ করিতে জানেন। হাদিছ বর্ণনাকারী (রাবি) দের দোষগুণ জ্ঞাত হয়েন। বিশ সহস্র এজমায়ী মছলার অনুসন্ধান রাখেন। শরিয়তের দশ ভাগ মছলা সমূহের মধ্যে যে নয় ভাগ মছলা কোর-আন ও হাদিছে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় নাই, উহা উক্ত দুই দলিলের অস্পষ্টাংশ হইতে বাহির করিতে পারেন। আরবী অভিধানের বিদ্যা অবগত হয়েন। তিনিই এমাম মোজতাহেদ মোস্তাকেল হইবার যোগ্য পাত্র। ইহা ভিন্ন মোজতাহেদ

মোস্তাছেব ও মোজতাহেদ ফেল মজহাব প্রভৃতি কয়েক প্রকার এমাম আছেন, যাঁহারা কতকাংশে বা অধিকাংশে প্রথমোক্ত এমামের পয়রবি করিয়া থাকেন।

পাঠক! বর্ত্তমান সময়ে যাহারা বিদ্বান বলিয়া পরিচিত আছেন। তাঁহারা কেবল পূর্ব্বকালীন এমামগণের লিখিত কেতাবগুলি পাঠ করিয়া শরিয়তের মছলা প্রকাশ করেন। তাঁহারা যাহা মনছুখ, ছহিহ্ ফরজ ও ছুন্নত বলিয়াছেন, ইহারা তাহাই মান্য করেন। তাঁহারা যাহা জইফ, হারাম হালাল বলিয়াছেন, ইহারা তাহাই মান্য করেন। তাঁহারা যে শব্দের যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহারা তাহাই মান্য করেন, এইরূপ একে অপরের কথা মান্য করাকে "তকলীদ" বলেন, অতএব ইহারা সকলেই মোকাল্লেদ, কেহই মোজতাহেদ নহেন। ইহারা কোর-আন ও হাদিছ জানিতে ইচ্ছা করিলে শিক্ষক, কারী ছরফ নহো ও ওছুল আবিষ্কারক বিদ্বান, আভিধানিক পণ্ডিত, টিকাকার, ইতিহাসবেত্তা এবং হাদিছতত্ত্ববিদ বিদ্বানদিগের লিখিত গ্রন্থাদি পাঠ করিতে বাধ্য হইবেন। উক্ত পুস্তকগুলিতে কেবল তাঁহাদের কেয়াছি মত লিখিত আছে, তাহা হইলে বর্ত্তমান কালীন বিদ্বানগণ উপরোক্ত কেয়াছি মতামতের তকলীদ করিয়া কিরূপে এমাম মোজতাহেদ হইবেন?

যিনি এমাম হইবার দাবি করেন, তাঁহাকে প্রথমে বলিতে ইচ্ছা করি, শরিয়তের যে সহস্রাধিক মসলা কোর-আন ও হাদিসে স্পষ্ট ভাবে বর্ণিত নাই, আপনি এজতেহাদ বলে চারি মজহাবের কোন কেতাবের সাহায্য না লইয়া কোর-আন ও হাদিসের সাঙ্কেতিক ভাব ও অস্পষ্টাংশ হইতে উহা প্রকাশ করিয়া প্রত্যেক মছলার প্রমাণ স্থল ও প্রমাণ বৃত্তান্ত দেখাইয়া দিন এবং ছেহা ছেত্তার রাবিদের দোষগুণ ও ইতিহাস মৌখিক শুনাইয়া দিন, তবে বুঝিব, আপনি এমামত্বের পাঁচ শর্ত্তের একটি শর্ত্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, তৎপরে অপর চারি শর্ত্তের প্রশ্ন করিব এবং আপনাতে উহা বর্ত্তাইয়া এমাম হইবেন। আমি দৃঢ় ভাবে বলিতে পারি, হে প্রশ্নকারী ভাই! আপনি দশটি মসলা কোর-আন ও হাদিসের অস্পষ্টাংশ হইতে প্রকাশ করিতে পারিবেন

না এবং হাদিসের রাবিদের অবস্থা কিছুতেই মৌখিক বলিতে পারিবেন না, সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে বর্ত্তমান সময়ে এমাম হইবার দাবি ত্যাগ করিয়া কোন এক মজহাব স্বীকার করুন। ২য় মৌলবি আব্বাছ আলী সাহেব দাবি করিয়াছেন, এখনও মোজতাহেদ জগতে বর্ত্তমান আছে, কিন্তু ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, একজন স্বাধীন মোজতাহেদ অপরের মত ধরেন না, বরং তিনি নিজ মতনুযায়ী কোর-আন ও হাদিছ পালন করিয়া থাকেন। এক্ষণে একজন বিদ্বান এমামত্বের দাবী করিয়া বলিতে লাগিলেন, সেহাহ ছেত্তার মধ্যে অনেক জইফ ও ভ্রান্তিমূলক হাদিস আছে, উহা বিশ্বাসযোগ্য হাদিস গ্রন্থ নহে। এমাম বোখারি মোসলেম প্রভৃতি হাদিসজ্ঞ পণ্ডিতদিগের লিখিত হাদিস-তত্ত্ব সত্য নহে বরং তাঁহাদের শিক্ষকদিগের হাদিসতত্ত্ব সত্য হইবে। এমাম ছুফইয়ান, সোয়াবা, এহইয়া মইন, ছইদ কাত্তান, আহমদ বেনে হাম্বল, আবদুর রাজ্জাক এবনে আবি সায়বা, অকি, লায়েছ, মালেক, শাফেয়ি, আবু হানিফা, মোহাম্মদ ও আবু ইউছোফ প্রভৃতি এমামগণ যেরূপ হাদিছতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই সত্য ও অগ্রগন্য হইবে। ছেহাহ ছেত্তার পূর্ব্বে এমাম মালেকের মোয়াত্তা, এমাম শাফেয়ির মসনদ, এমাম আহমদের মসনদ, এমাম আজমের শিষ্যদিগের লিখিত মোয়াত্তা বা মসনদ, মসনদে এমাম আজম কেতাবোল আমালি ও কেতাবোল খেরাজ, মসনদে এবনে আবি সায়বা ও মসনদে আবদুর রাজ্জাক প্রভৃতি হাদিস গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। এইরূপ আরও হাদিস গ্রন্থ থাকিতে ছেহাহ ছেত্তা কিজন্য বেশী মাননীয় ও গণনীয় হইবে? এমাম বোখারি বলেন, এমামের পশ্চাতে মোক্তাদি সুরা ফাতেহা পড়িবে, নামাজের রফাইয়াদাএন করিতে হইবে, "আমিন" শব্দ করিয়া পড়িতে হইবে। এমাম মোসলেম, আবু দাউদ, তেরমেজি ও নাছায়ি এমামের পশ্চাতে ফাতেহা নিষিদ্ধ হইবার, রফাইয়াদাএন মনছুখ হইবার, এবং আমিন চুপে চুপে পড়িবার হাদিস লিখিয়াছেন এবং এই হাদিস গুলি এমাম আজমের মসনদ, এমাম মোহাম্মদের মোয়াত্তা ও কেতাবোল আছার

এবং তাহাবির মায়ানিয়োল আছার ও মোশকেলোল আছার কেতাব সমূহ আছে। ইহা এমাম বোখারির হাদিস অপেক্ষা বেশী ছহিহ।

এক্ষণে যদি মজহাব বিদ্বেষী মৌলবি সাহেব বলেন, একালে মোজতাহেদ পাওয়া যায় না, কিম্বা উপরোক্ত মত সত্য হইতে পারে না, তবে আমি বলিব, সাবধান! মৌলবী ছাহেব! মোছাল্লামের পৃষ্ঠা উলটাইয়া দেখুন মোজতাহেদ খতম হইবার এবং ছেহাহ ছেত্তা বেশী ছহিহ হইবার দাবি করিলে, গাএবি দাবী করিয়া জাহান্নামী হইতে হইবে। এইরূপ দাবির কোনই প্রমাণ নাই।

তৃতীয়, নবি করিমের (ছাঃ) পরলোক গমনের পর বহু এমাম মোজতাহেদ হইবার দাবি করিয়া, কোর-আন ও হাদিছের মর্ম্ম বিকৃত করিয়া, কেহ শিয়া কেহ মরজিয়া, কেহ কাদরিয়া কেহ খারেজী, কেহ জাহমিয়া, কেহ নাছেবি ও কেহ মোতাজেলা ইত্যাদি হইয়া গেল, ইহারাই ৭২ ফেরকা জাহান্নামী হইল, কেবল চারি এমাম কোর-আন ও হাদিছের সত্য মর্ম্ম প্রকাশ করিয়া ছুন্নত জামায়াতভুক্ত হইলেন। জগতের বিদ্বানগণ সেই সময় উপরোক্ত মোজতাহেদগণের অবস্থা তদন্ত করিয়া দেখিলেন, উপরোক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ কেহ স্বল্প বিদ্যাধারী ছিল, কেহ বিদ্বান হইয়াও বিকৃত মস্তিষ্ক ছিল, কেহ প্রবঞ্চক ছিল এবং কেহ বেদয়াতি ছিল, এই সমস্ত কারণে তাহারা কোর-আন ও হাদিছের মর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিয়া ৭২টি ভিন্ন ভিন্ন গোমরাহ মতের সৃষ্টি করিয়াছে। কেবল চারি এমাম মহা বিদ্বান, মহা বিচক্ষণ, মহাজ্ঞানী মহা পীর ও পরহেজগার, সত্যপরায়ন, কোরআন হাদিছ ও ছাহাবাদিগের তাবেদার হওয়া স্বত্বেও শরিয়তের প্রয়োজনীয় সমস্ত মছলা লিখিয়াছেন। সেই হেতু জগতের বিদ্বানগণ উপরোক্ত ৭২টি মত জামান্নামী মত বলিয়া ত্যাগ করিয়া কেবল চারি মজহাবকে সত্য মত স্থির করতঃ গ্রহণ করিলেন। সেই অবধি অন্য কোন নূতন মজহাব ইছলামের মধ্যে প্রকাশ পায় নাই, তবে বর্ত্তমান মজহাব বিদ্বেষীদল ৭২ ফেরকার মধ্যে প্রকারান্তরে শিয়া বা খারেজী

কিম্বা মরজিয়া মতাবলম্বিদের অন্তর্গত, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ, "ছায়েকাতোল-মোছলেমিন" কেতাবে লিখিত হইয়াছে।

হে মৌলবী সাহেব! জগতের বিদ্বানমণ্ডলী যাহাদের এমামত্ব স্বীকার করিয়াছেন, যদি তাঁহাদের মজহাব গ্রহণ করা না হয় এবং যিনি এমামত্বের দাবি করেন, তাঁহারই মত গ্রহণ করা হয়, তবে আপনি কি জন্য রাফেজী, খারেজী, জাহমিয়া, কাদরিয়া ও মোতাজেলা, মোজাতাহেদগণের মজহাব স্বীকার করেন না, বোধ হয় আপনি বলিতে চাহিবেন, উহারা গোমরাহ ফেরকাভুক্ত, তবে আমি বলিব সাবধান! এইরূপ বিনা দলীলের কথা মুখে আনিয়া গায়েবি দাবি করিয়া জাহান্নামী হইবেন না। যদি কেহ বলেন এমাম ছিউতি, এবনে-হাজার, মোল্লা আলী কারী ও আবদুল হক দেহলবী প্রভৃতি এমাম বোখারী ও মোছলেম অপেক্ষা বড় হাদিছজ্ঞ আলেম ছিলেন, ইহার উত্তরে যদি আপনি বলেন, ইহা হইতে পারে না, তবে আমি বলিব, আপনি এইরূপ গায়েবি দাবি করিয়া জাহান্নামী হইবেন না।

মৌলবী ছাহেব মোছাল্লামের টিকার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া এইরূপ অন্যায় কথা লিখিয়াছেন, এক্ষণে উক্ত টিকার মর্ম্ম শুনুন,-'যদি কেহ বলেন, চারি এমামের পরে আর কেহই মোজতাহেদ হন নাই। সেই কারণে চারি এমামের একজনার মজহাব ধরা ওয়াজেব হইয়াছে। তবে এই দাবি বাতীল, বরং ইহাদের পরেও মোজতাহেদ হইয়াছেন, কিন্তু চারি এমাম মোজতাহেদ মোস্তাকেল ছিলেন। অবশিষ্ট বিদ্বানগণ মোজতাহেদ মোন্তাছেব ও মোজতাহেদে-ফেল মজহাব ছিলেন, এই শেষোক্ত মোজতাহেদগণ চারি এমামের পয়রবি করিয়াছেন। ইহারা চারি এমামের ন্যায় কোরআন ও হাদিছ বুঝিবার এবং অস্পষ্ট মর্ম্ম প্রকাশ করিবার ক্ষমতা রাখিতেন না, সেই কারণে অন্য কাহারও মজহাব মান্য না করিয়া কেবল চারি এমামের মজহাব ধারণ করা হইয়াছে। আরও চারি এমাম শরিয়তের প্রয়োজনীয় সমস্ত মছলা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, অন্য কেহই ইহার দশ ভাগের এক ভাগ লিপিবদ্ধ

করেন নাই। তাঁহাদের লিখিত অস্পূর্ণ মজহাব অনুযায়ী নামাজ ও রোজা পালন করা সিদ্ধ হইতে পারে না। সেই কারণে চারি এমামের মজহাব অবলম্বন করা হইয়াছে। আরও প্রত্যেক মোজতাহেদের মজহাব ধারণ করা যাইতে পারে না। মোজতাহেদগণের সত্যপরায়ণ, পরহেজগার ও ধার্ম্মিক হওয়া আবশ্যক, চারি এমাম ওলিয়ে কামেল ও পরহেজগার ছিলেন। সেই কারণে কেবল তাঁহাদের মজহাব গ্রহণ করা হইয়াছে। যে সে মোজতাহেদের মত ধরিয়া বহু লোক খারেজি, মোতাজেলা ও কাদরিয়া ইত্যাদি হইয়া গিয়াছে। আরও কেহ মোজতাহেদ হইতেও পারেন, কিন্তু জগতের প্রধান প্রধান বিদ্বান যাহার এমামত্ব পরীক্ষা না করিবেন, তাঁহার মজহাব কিরূপে ধর্ত্তব্য হইবে? বিনা পরীক্ষায় কোন মজহাব ধরিলে, প্রবঞ্চকদের হাতে পড়িয়া ইমান নষ্ট করিতে হইবে।

এক্ষেণে আমার জিজ্ঞাসা এই যে, কাজি শওকানি, মৌঃ ছিদ্দিক হাছান, মৌঃ নজির হুসেন ও মৌঃ আব্বাছ আলী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ কোন শ্রেণীর এমাম মোজতাহেদ হইয়াছেন? কোন জগতের বিদ্বানগণ তাঁহাদের ছুন্নত জামায়াতভুক্ত ও এমাম হইবার এবং মজহাব ধরিবার বিষয়ে এজমা করিয়াছে ? তবে কিরূপে এইরূপ এমামত্ব বিহীন বেদয়াতী দলের বাতীল মত ধরা জায়েজ হইবে?

মজহাব বিদ্বেষীদিগের চতুর্থ প্রশ্ন

মজহাব বিদ্বেষীগণ কোন এমামের মজহাব না ধরিয়া তাহাদের মতাবলম্বী আধুনিক এমামত্ব-বিহীন আলেমদিগের মত ধরিয়া থাকেন। তাঁহাদের দলভুক্ত মৌলবি আব্বাছ আলী সাহেব সন ১৩২০ সালের আশ্বিন মাসের মোহাম্মদী সংবাদ পত্রে ঘোষণা করিয়াছেন যে, "যিনি তাঁহার লিখিত দুই খণ্ড মাছায়েলে জরুরিয়া পাঠ করিবেন, তিনি অন্য কোন আলেমের আশ্রয় না লইয়াও নির্ব্বিঘ্নে শরিয়ত পালন করিতে পারিবেন।"

উত্তর

মেশকাতের ৩৩ পৃষ্ঠায় ছহিহ বোখারি ও মোছলেম হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে—

ان الله لا يقبض العلم انتزا عا الخ

"নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা বান্দাদিগের মধ্য হইতে এলমকে আছমানে) উঠাইয়া লইবেন না কিন্তু বিদ্বানগণের মৃত্যু দিয়া এলমকে উঠাইয়া লইবেন, এমন কি যে সময় কোন আলেম বাকী রাখিবেন না, তখন লোকে নিরক্ষরদিগকে নেতা স্থির করিয়া লইবে, তৎপরে ইহারা (ফতোয়া) জিজ্ঞাসিত হইবে, ইহাতে তাহারা বিনা এলমে ফৎওয়া দিবে, নিজেরা গোমরাহ হইবে, এবং (লোকদিগকে) গোমরাহ্ করিবে।" মুলকথা, কেয়ামতের নিকট নিকট সময়ে প্রকৃত আলেমদিগের অভাবে অশিক্ষিত লোকেরা সমাজের নেতা হইয়া বিপরীত বিপরীত ফৎওয়া দিয়া লোককে গোমরাহ্ করিবে।

একদোল জ্বিদ, ৩৩ পৃষ্ঠা—

যখন সত্যকাল বহু দিবস অতিবাহিত হইয়াছে, তখন অসৎ বিদ্বানগণের, অর্থাৎ অত্যাচারি কাজিদিগের এবং আপন আপন প্রবৃত্তি অনুসরণকারী মুফতিদিগের মত সূহের প্রতি আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না, যতক্ষণ তাহারা প্রত্যক্ষ ভাবে কিম্বা পরোক্ষভাবে নিজেদের কথাকে এরূপ কোন প্রাচীন বিদ্বানের কথা বলিয়া পকাশ না করে যিনি সত্যপরায়ণতা ও বিশ্বাস ভাজনতায় প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছে, এবং উক্ত কথা সত্য প্রমাণে সুরক্ষিত হয়।

আরও উক্ত ব্যক্তির কথার উপর আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না, যে ব্যক্তি এজতেহাদের শর্ত্তগুলি আয়ত্ত্ব করিয়াছে কিনা, আমরা জানিনা।

আর যদি বিদ্বানগণকে প্রাচীন লোকদিগের মজহাব সমূহ সংরক্ষণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ দেখি, তবে তাঁহারা যে মসলাগুলি উক্ত প্রাচীন দিগের মত সমূহ

হইতে প্রকাশ করেন অথবা কোর-আন ও হাদিছ হইতে আবিষ্কার করেন, তৎসমূদয়ের তাঁহারা সত্যপরায়ণ বিবেচিত হইবেন। আর যদি বিদ্বানদিগের মধ্যে উক্ত অবস্থা না দেখি তবে তাহাদের মত সত্য হওয়া সুদুরপরাহত। ইহার উপর ইশারা করিয়া হজরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন,—"মোনাফেকের কোর-আণ শরিফের সহিত বিরোধ ইসলামকে ধ্বংস করিবে।" হজরত এবনে মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন,— যে কেহ অনুসরণ করিতে চাহে, সে যেন প্রাচীনদিগের অনুসরণ করে।"

পাঠক, বর্ত্তমান কালে স্বল্পবিদ্যাধারী আলেমদিগের নিজেদের ফৎওয়া মান্য করা নাজায়েজ অবশ্য চারি এমামের মজহাব হইলে উহা গ্রহণ করা জায়েজ হইবে যদি মজহাব বিদ্বেষীগণ চারি মজহাবের কোন একটি অবলম্বন না করেন, তবে তাঁহাদের মনোক্তি কল্পিত ফৎওয়া গ্রহণ করা জায়েজ হইতে পারে না।

মজহাব বিদ্বেষী মৌঃ আব্বাছ আলী সাহেব ১৩০২ সনের মুদ্রিত মাছায়েলে জরুরিয়া' পুস্তকের ১২ পৃষ্ঠায় ফৎওয়া দিয়াছেন, দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করা জায়েজ হইবে এবং রাত্রিকালে কোন পাত্রে প্রস্রাব করিয়া রাখা সুন্নত। আরও তিনি উহাতে ১৫।১৬ পৃষ্ঠায় ফৎওয়া দিয়াছেন যে, গোবিষ্ঠার উপর নামাজ পড়া জায়েজ হইবে এইরূপ আলেমদিগের ফৎওয়া কিরূপে ধর্ত্তব্য হইবে?

মেশকাত, ৫৪।৫৫ পৃষ্ঠা—

قال خرجنا فى سفر فاصاب رجلا الخ

"(হজরত) জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা বিদেশে বাহির হইয়াছিলাম, আমাদের একজনার উপর প্রস্তর পড়িয়া তাহার মস্তক আহত করিয়াছিল, তাঁহার স্বপ্নদোষ হইয়াছিল, তখন তিনি আপন সঙ্গীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা আমার পক্ষে তায়াম্মমের ব্যবস্থা পান কিনা? তাঁহারা বলিলেন, তুমি যখন পানির উপর সক্ষম, তখন আমরা তোমার

পক্ষে (তায়াম্মমের) ব্যবস্থা পাইতেছি না। ইহাতে তিনি গোসল করিয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে যে সময় আমরা (হজরত) নবি (সঃ) এর নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন তাঁহাকে উক্ত সংবাদ প্রদান করা হইল। হজরত বলিলেন, তাঁহারা উক্ত ব্যক্তির হত্যা সাধন করিয়াছেন, খোদাতায়ালা তাহাদের হত্যাসাধন করুন। যখন তাহারা অবগত নহেন, তখন কি জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন না? জিজ্ঞাসা অনবগত লোকের তৃপ্তিদায়ক।"

পাঠক, কোর-আন শরিফের ছুরা নেছা ও মায়েদাতে আছে,—

وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ☆

"যদি তোমরা পীড়িত হও কিম্বা প্রবাসী হও, কিম্বা তোমাদের মধ্যে কেহ পায়খানা হইতে আসে কিম্বা স্ত্রীলোকদিগের সহিতসঙ্গম করে, তৎপরে তোমরা পানি না পাও, তবে তোমরা পাক মৃত্তিকার চেষ্টা কর।"

ইহার স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে বুঝা যায় যে, পীড়িত ব্যক্তি প্রবাসী ইত্যাদির ন্যায় পানি না পাইলে, তায়াম্মম করিবে, আর পানি পাইলে, তাহার পক্ষে তায়াম্মম জায়েজ হইবে না, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পানি না পাওয়ার প্রসঙ্গটুকু প্রবাসী ইত্যাদির উপর প্রয়োগ করা হইয়াছে, পীড়িত ব্যক্তির সহিত উক্ত শব্দগুলির কোন সম্বন্ধ নাই। ইহা অবগত হওয়া মোজতাহেদের কার্য্য। উক্ত ছাহাবাগণের কোরআন শরিফের ভাষা জ্ঞান থাকিলেও তাঁহাদের মধ্যে কেহই মোজতাহেদ ছিলেন না, এই হেতু তাঁহারা উহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বিপরীত ফৎওয়া দিয়া হজরত কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, ইহাতেই বুঝা যায় যে, মোজাতাহেদ ভিন্ন কেহই ফৎওয়া দিতে পারেন না এবং দিলেও উহা গ্রাহ্য হইতে পারে না।

মেশকাতে ৩২৪ পৃষ্ঠায় ছহিহ বোখারি ও মোছলেম হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন—

اذا حكم الحاكم فاجتهدو اصاب الخ ☆

"যদি কোন ব্যবস্থাদাতা হুকুম করেন, ইহাতে এজতেহাদ (কেয়াছ) করিয়া প্রকৃত ব্যবস্থা প্রদান করেন, তবে তাহার পক্ষে দুই নেকি হয়। আর যদি হুকুম করিতে এজতেহাদ করিয়া ভ্রম করেন, তবে তাহার পক্ষে একটি নেকী হয়।"

ছহিহ মোছলেমের টিকা, ২।৭৬ পৃষ্ঠা—

قال العلماء اجمع المسلمون على ان هذا الحديث فى حاكم عالم ☆

বিদ্বানগণ বর্ণনা করিয়াছেন,—মুছলমানগণ এজমা করিয়াছেন যে, এই হাদিছটি ব্যবস্থার উপযুক্ত (ব্যবস্থাদাতা) আলেমের জন্য (কথিত হইয়াছে),যদি তিনি প্রকৃত ব্যবস্থা করেন, তবে দুইটি নেকী পাইবেন, একটি তাঁহার এজতেহাদ করার জন্য, আর একটি তাঁহার প্রকৃত ব্যবস্থা প্রদান করার জন্য। আর যদি ভ্রম করেন, তবে এজতেহাদ করার জন্য একটি নেকী পাইবেন।

তাঁহারা বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ব্যবস্থার উপযুক্ত নহে, তাহার ব্যবস্থা প্রদান করা জায়েজ নহে, যদি সে ব্যক্তি ব্যবস্থা প্রদান করে, তবে কোন নেকী পাইবে না, বরং সে ব্যক্তি গোনাহগার হইবে এবং তাহার হুকুম সত্য হউক আর নাই হউক, গ্রহণীয় হইবে না, কেননা তাঁহার দ্বারা প্রকৃত ব্যবস্থা প্রদান ক্বচিৎ হইয়া থাকে ইহা শরিয়তের কোন দলীলের অন্তর্গত নহে, এজন্য সে ব্যক্তি প্রকৃত ব্যবস্থা প্রদান করুক আর নাই করুক, সমস্ত ব্যব্যস্থাতেই গোনাহগার হইবে। তাহার সমস্ত ব্যবস্থাই মরদুদ (বাতীল) উহার কোন ব্যবস্থাতে তাহার আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।"

একদোল-জিদ, ৯ পৃষ্ঠা—

"যদি কেহ উপরোক্ত কয়েক প্রকার এল্ম না জানে, যদিও সে ব্যক্তি প্রাচীন এমামগণের মধ্যে একজনার মজহাবে মহাবিজ্ঞ্ হয়, তথাচ তকলীদ ব্যতীত তাহার উপায়ান্তর নাই, তাহার পক্ষে কাজির পদ গ্রহণ ও ফৎওয়া প্রদানের আশাযুক্ত হওয়া জায়েজ নহে।"

"যে ব্যক্তি এই (এজতেহাদের) শর্ত্ত সমূহ সংগ্রহ না করিয়াছে, তাহার পক্ষে উপস্থিত ঘটনাবলীতে তকলীদ করা ওয়াজেব।

তহজিবোল আছমা, ২৩৬ পৃষ্ঠা,—

বহু সংখ্যক বিদ্বান বলিয়াছেন যে কেয়াছ অমান্যকারীগণ মোজতাহেদের পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন না এবং তাহাদিগকে ব্যবস্থা দাতার পদ গ্রহণ করা জায়েজ নহে।"

দ্বিতীয়, কোর-আন ছুরা লোকমান—

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ☆

"এবং যে ব্যক্তি আমার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে, তুমি তাহার পথের অনুসরণ কর।"

ছহিহ মোছলেম, ১১ পৃষ্ঠা—

فينظر اى اهل السنة فيؤخذ حديثهم و ينظر الى

اهل البدع فلا يؤخذ حديثهم ☆

"আহলে ছুন্নত দেখিয়া তাহাদের হাদিছ গ্রহণ করা হইবে, আর বেদয়াত মতধারী দেখিয়া তাহাদের হাদিছ গ্রহণ করা হইবে না।"

একদোল জিদ, ৯ পৃষ্ঠা—

'যদি এই এলম্ সমূহ সংগ্রহ করে এবং রিপুর কামনা ও বেদাত হইতে পবিত্র হয় .... তবে তাহার পক্ষে ব্যবস্থাদাতা হওয়া এবং এজতেহাদ ও ফৎওয়া দ্বারা শরিয়তের মত প্রকাশ করা জায়েজ হইবে।

একদোল-জিদ, ৩২ পৃষ্ঠা—

"বেদয়াতি দলের মত সমূহের উপর আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না।"

আরও ৮৭ পৃষ্ঠা—

"এমাম গাজ্জালি বলিয়াছেন, বেদয়াতিগণের সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইতে পারে না, এজমা ও কেয়াছ অমান্যকারীদিগকে ব্যবস্থাদাতা করা যাইতে পারে না।"

তফছিরে মোজহারিতে আছে,—

"ছুন্নত জামায়াত আড়াই বা তৃতীয় শতব্দীর পরে চারি মজহাবে বিভক্ত হইয়াছে।"

তাহতাবিতে আছে—

"বর্ত্তমান কালে হানাফি, শাফেয়ি মালেকি ও হাম্বলী এই চারি মজহাবাবলম্বিগণ বেহেশতি ফেরকা, তদ্ব্যতীত সমস্তই বেদয়াতি ও দোজখী ফেরকা।"

শাহ অলি উল্লাহ ছাহেব একদোল-জিদের ৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

"(জগতে) এই চারি মজহাব ব্যতীত সমস্ত সত্য মজহাব বিলুপ্ত হইয়া গিয়েছে।"

তফছিরে কবির, ৬।৫৯১ পৃষ্ঠা—

" কেহ কেহ বলেন, খোদাতায়ালা আরশের উপর স্থিতিশীল বা উপবিষ্ট আছেন, ইহা বেদয়াত ও প্রায় কাফেরি মত।"

মজহাব বিদ্বেষীগণ চারি মজহাব ত্যাগ করিয়া এজমা ও কেয়াছ অমান্য করিয়া এবং খোদাতায়ালাকে আরশের উপর স্থিতিশীল বা উপবিষ্ট হওয়ার দাবি করিয়া বেদয়াতি দলভুক্ত হইলেন, কাজেই তাহাদের ফৎওয়া মান্য করা হারাম।

তৃতীয় মেশকাতের ৫৫৩ পৃষ্ঠায় ছহিহ বোখারি ও মোছলেম হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে—

خير امتى قرنى ثم الذين يلونهم الخ ○

"আমার উম্মতের মধ্যে আমার সমকালীন লোক সর্ব্বোত্তম, তৎপরে যাহারা তাঁহাদের নিকট আসেন, তাহাদের পরে একদল আসিবে, যাহারা সাক্ষ্য দিবে, অথচ তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে না।"

মেশকাতের ৩০৭ পৃষ্ঠায় ছহিহ বোখারি ও মোছলেম হইতে উদ্ধৃত—

" শেষকালে একদল নির্ব্বোধ যুবা লোক প্রকাশ হইবে, তাহারা কোর-আন পাঠ করিবে, তাহাদের ইমান তাহাদের কণ্ঠ নালী অতিক্রম করিবে না, যেরূপ শর ধনুক হইতে বাহির হইয়া যায়, সেইরূপ তাহারা দ্বীন হইতে বাহির হইয়া যাইবে।"

মেশকাতের ৪৬১ পৃষ্ঠায় উক্ত কেতাবদ্বয় হইতে উদ্ধৃত—

"(একদল লোক) দোজখের দ্বারে (দণ্ডায়মান হইয়া লোকদিগকে) ডাকিবে, যে ব্যক্তি তাহাদের উত্তর দিবে, তাহারা তাহাকে উক্ত দোজখে নিক্ষেপ করিবে। তাহারা আমার উম্মত হইবে এবং আমার রসনায় কথা বলিবে।"

ছহিহ মোছলেম, ১০ পৃষ্ঠা—

"হজরত বলিয়াছেন, শেষ জামানায় কতকগুলি প্রবঞ্চক মিথ্যাবাদী লোক হইবে, তোমাদের নিকট এরূপ হাদিছ সমূহ আনয়ন করিবে, যে সমুদয় তোমরা শ্রবণ কর নাই এবং তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ (শ্রবণ করেন নাই), তোমরা তাঁহাদের নিকট গমন করিও না এবং তাহাদিগকে তোমাদের নিকট স্থান দিও না, তাহা হইলে তোমাদিগকে গোমরাহ এবং বেদীন (ধর্ম্মভ্রষ্ট) করিতে পারিবে না।"

আরও এবনে মছউদ বলিয়াছেন,—

"সত্য সত্যই শয়তান মনুষ্যের আকৃতিতে আবির্ভূত হইয়া একদল লোকের নিকট উপস্থিত হয়, তৎপরে তাহাদের নিকট মিথ্যা হাদিছ প্রকাশ করিতে থাকে।"

হজরত আবদুল্লাহ বেনে আমর বলিয়াছেন—

"নিশ্চয় কতকগুলি শয়তান সমুদ্রে কারারুদ্ধ হইয়া আছে, (হজরত) সোলায়মান (আঃ) তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন অচিরে তাহারা বাহির হইয়া লোকদিগের নিকট কোরআন পাঠ করিবে।"

মেশকাত, ৩৮ পৃষ্ঠা—

"লোকের উপর এরূপ এক সময় উপস্থিত হইবে যে, ইছলামের নাম ব্যতীত বাকী থাকিবে না এবং কোরআন শরিফের অক্ষর (পাঠ প্রণালী) ব্যতীত বাকী থাকিবে না ....তাহাদের আলেম গুলি আছমানের নিম্নস্থ (প্রাণী) দিগের মধ্যে সমধিক নিকৃষ্ট হইবে, তাহাদের নিকট হইতে ফাসাদ বাহির হইবে এবং তাহাদের মধ্যেই উহা প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।"

পাঠক, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, কদাচার ও বেদয়াতি আলেমগণ হাদিছ কোরআন পাঠকারী মানবরূপী শয়তান, দাজ্জাল ও ইছলামদ্রোহী বিদ্বানগণ প্রকাশ হইয়াছে, সেই সঙ্কট সময়ে চারি এমামের মজহাবই ধারণ করা ওয়াজেব নচেৎ প্রবঞ্চকদিগের মত ধরিয়া জাহান্নামে পড়িতে হইবে।

চতুর্থ জগতে অধ্যাবধি ৫০ খণ্ডের বেশী হাদিছ গ্রন্থ আছে, প্রত্যেক হাদিছ গ্রন্থের মধ্যে নবীর হাদিস গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে। এমামগণ বহু সহস্র শিক্ষক হইতে অল্প সময়ে বহু লক্ষ হাদিস শিক্ষা করিয়া শরিয়তের মছলা প্রকাশ করিয়াছেন। চারি এমাম কয়েক লক্ষ হাদিছের হাফেজ ছিলেন। এমাম বোখারি প্রভৃতি বহু হাদিস কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। মজহাব-বিদ্বেষী মৌলবিগণ এমামগমের বর্ণিত হাদিছ সমুহের বিশ ভাগের একভাগ হাদিছ জানিতে পারেন নাই এবং ৫০ খণ্ড হাদিছ গ্রন্থের বিশ খণ্ড হাদিছ গ্রন্থ পাঠ করেন নাই বা দেখেন নাই, এরূপ ক্ষেত্রে ইহারা কিরূপে সমস্ত হাদিসের

অনুসন্ধান পাইবেন? ইহাদের স্বল্প হাদিছতত্ত্ব জ্ঞানের উপর কিরূপে বিশ্বাস করা জায়েজ হইবে? যিনি গুটি কয়েক হাদিছ শিক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি ফৎওয়া দিতে কিরূপে সাহস করেন ?

পঞ্চম—ধান্য, পাট ও কলাই ইত্যাদির সুদ (বাড়ি) হালাল কি হারাম? কুকুর, বানর ও ভল্লুক ইত্যাদি জীবের মলমুত্র পাক কি নাপাক। দশ টাকার নোটের পরিবর্ত্তে বিশ টাকার নোট গ্রহণ করা জায়েজ কিনা? যাহার হাত ও পায়ের অজুর স্থান কাটিয়ে গিয়াছে এবং মুখে জখম আছে, তাহার নামাজ পড়িবার ব্যবস্থা কি? বদ্ধ পানিতে পায়খানা করা জায়েজ কি না? ছাগী ও কুকুরের সঙ্গমে একটি শাবকের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহার মস্তক কুকুরের তুল্য এবং অন্যান্য অবয়ব ছাগের তুল্য, উক্ত শাবকটি হারাম কি হালাল? হিজড়ার কাফন কিরূপে দিতে হইবে? হাদিছ কাহাকে বলে? হাদিছ কয় প্রকার? উহার কোন কোন প্রকার ধর্ত্তব্য হইবে? সেহাহ্ ছেত্তাহকে কি জন্য বেশী ছহিহ্ কেতাব বলা হয়?

বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, এইরূপ সহস্রাধিক মছলার ব্যবস্থা স্পষ্টভাবে কোর আন ও হাদিছে নাই, এমামগণ কেয়াছ করিয়া কোর-আন ও হাদিছের সাঙ্কেতিক ভাব ও অস্পষ্টাংশ হইতে উক্ত মছলা সমূহের ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন। যদি শরিয়তের মছলা সকল ভাগ করা যায়, তবে কেবল দশ ভাগের একভাগ মছলা স্পষ্টভাবে কোরআন ও হাদিছে পাওয়া যাইবে এবং অবশিষ্ট নয়ভাগ মছলা কোরআন ও হাদিছের অস্পষ্টাংশ হইতে এমামগণের কেয়াছ দ্বারা বাহির হইয়াছে দৃষ্ট হইবে।

মজহাব-বিদ্বেষীগণ বলেন, শরিয়তের কেবল দুইটি দলীল— কোর-আন ও হাদিছ। এক্ষণে আমি তাহাদিগকে এক বৎসরের অবকাশ দিতেছি, যদি তাহারা উপরোক্ত মছলাগুলির স্পষ্ট দলীল কোর-আন ও হাদিছ হইতে দেখাইতে পারেন, তবে ২৫ টাকা পুরস্কার পাইবেন।

হে মজহাব বিদ্বেষী মৌলবিগণ ! আপনারা একবার বলেন, দ্বীন ইছলাম কোর-আনের ছুরা মায়েদার আয়ত অনুযায়ী সম্পুর্ণ কামেল হইয়াছে, আর একবার বলেন, কেয়াছ করা হারাম, কেয়াছি মছলা পায়খানায় ফেলিয়া দাও এবং কেয়াছ করা ইবলিছের কার্য্য। তাহা হইলে আমি বলিতে পারি, আপনাদের বেদয়াতি মজহাবের মধ্যে শরিয়তের নয়ভাগ আহকাম নাই এবং খ্রীষ্টানদের ন্যায় আপনাদের মজহাব অসম্পুর্ণ রহিল। কোর-আন অনুযায়ী দ্বীন ইছলাম সম্পূর্ণ হইয়াছে, উহাতে শরিয়তের যাবতীয় আহকামের ব্যবস্থা আছে। আপনাদের অসম্পূর্ণ মজহাব দ্বীন ইছলাম হইতে পারে না এবং উহা মান্য করা হারাম হইবে।

আর যদি আপনারা কেয়াছ করিয়া শরিয়তের নয়ভাগ মছলা প্রকাশ করেন, তবে আপনাদের মজহাব সম্পুর্ণ হইতে আরও সহস্র বৎসর লাগিবে। দ্বিতীয়তঃ আপনাদের ন্যায় এমামত্ব বিহীন লোকের কেয়াছি ব্যবস্থা মান্য করাও হারাম এবং তৃতীয়তঃ আপনাদের নিজ মতানুযায়ী উহা মান্য করা হারাম হইবে। অগত্যা আপনাদের পক্ষে চারি এমামের কোন এক মজহাব ধরা ওয়াজেব হইবে।

ষষ্ঠ—মজহাব-বিদ্বেষী মৌলবিগণ প্রচার করিয়া থাকেন, কেবল এক মজহাব সত্য এবং ভিন্ন ভিন্ন মতধারিদের বহু মজহাব জাহান্নামের পথ।

পাঠক! প্রথমে মজহাব বিদ্বেষী মৌলিবিদের ভিন্ন ভিন্ন মজহাবের অবস্থা বুঝুন তৎপরে শেষ মীমাংসা করিবেন। মৌঃ আব্বাস আলি ও মৌঃ মহিউদ্দীন লিখিয়াছেন, দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করা জায়েজ হইবে, কিন্তু মৌঃ ছিদ্দিক হাছান বলিয়াছেন, দাড়াইয়া প্রস্রাব করা মকরুহ কিম্বা হারাম। কেয়াছ অমান্যকারী এবনে হাজম বলেন, বাদ্য হালাল, কিন্তু তাহাদের মৌঃ সুলতান আহমদ বলেন, উহা হারাম। কাজি শওকানি বলেন, ধান্য, পাঠ ও কলাই ইত্যাদির সুদ (বাড়ি) হারাম, কিন্তু মৌঃ ছিদ্দিক হাছান বলেন, উক্ত বস্তুগুলির

সুদ হালাল। মৌলবী ছিদ্দিক হাছান বলেন, যদি কোন মোক্তাদি এমামকে রুকু অবস্থায় পাইয়া ছুরা ফাতেহা না পড়িয়া রুকু করেন, তবে তাহার ঐ রাকায়াত সিদ্ধ হইবে, কিন্তু মৌলবী আব্বাছ আলি বলেন, ফাতেহা না পড়ার কারণে ঐ রাকয়াত সিদ্ধ হইবে না। মৌঃ আব্বাছ আলি বলেন, গোবিষ্ঠা পাক এবং উহার উপর নামাজ পড়া জায়েজ হইবে, কিন্তু মৌঃ ছিদ্দিক হাছান বলেন, উহা নাপাক। কেয়াছ অমান্যকারী দাউদ বলেন, কুকুর ও শূকরের চামড়া মসল্লা দ্বারা পরিস্কার করিলে পাক হইবে এবং উহার উপর নামাজ পড়া জায়েজ হইবে। কিন্তু মৌলবী এলাহি বখশ ও মৌঃ আব্বাছ আলী বলেন পাক হইবে না। মৌলবী এলাহি বখশ, রহিমদ্দিন ও ফছিউদ্দিন বলেন, শূকরের চর্ব্বি ও চুল ইত্যাদি নাপাক, কিন্তু মৌঃ নজির হোসেন, ছিদ্দিক হাছান ও কাজি শওকানি বলেন, উহা পাক। মৌঃ ছিদ্দিক হাছান বলেন, সমুদ্রের কুকুর ও শূকর ভক্ষণ করা হালাল। মৌঃ ছিদ্দিক হাছান বলেন, মৃতের জন্য কোরআন ও কোলখানি জায়েজ হইবে এবং মৃত ব্যক্তি উহাতে ফল পাইবে কিন্তু মৌঃ আব্বাছ আলি বলেন, উহা বেদয়াত। মজহাব বিদ্বেষী মৌলবীগণ এইরূপ শত মছলায় ভিন্ন ভিন্ন মত ধরিয়াছেন, এক্ষণে আমার জিজ্ঞাসা এই যে, যদি ইহারা ইহাদের মৌঃ ছাহেবের মত ধরিতে চাহে, তবে শত মৌলবির ভিন্ন ভিন্ন শতটি মজহাব ধরিতে হইবে, কিন্তু ইহারা বলেন, ভিন্ন ভিন্ন মতের পয়রবি করিলে জাহান্নামে পড়িতে হইবে, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন মতধারী মৌঃ আব্বাছ আলি, এলাহি বখশস, রহিমদ্দিন ফছিউদ্দিন ও সরকার ইউছোপ উদ্দিন প্রভৃতির মত ধরিলে, উহারা নিজেদের ফৎওয়া অনুযায়ী জাহান্নামী হইবেন। আর যদি মৌঃ আব্বাছ আলি ছাহেবের সংবাদ পত্রের ঘোষণা অনুযায়ী কেবল একজন মৌলবীর মত গ্রহণ করে, তবে ইহাতে তকলীদে শাখছি হইবে। আর ইহাদের মতে তকলীদে শাখছি করিলে কাফের, মোশরেক হইতে হয়, এইরূপ ক্ষেত্রে যিনি কেবল মৌঃ আব্বাছ আলি ছাহেব দুই খণ্ড মাছায়েলে জরুরীয়া মান্য করিবেন, তিনি তকলীদে শাখছি করিয়া জাহান্নামী হইবেন।

সপ্তম—ইহাদের নেতা মৌঃ আব্বাছ আলী, মৌঃ বাবর আলী, মৌঃ এলাহি বখশ, মৌঃ এফাজদ্দিন প্রভৃতি ছাহেবগণ মাছায়েলে জরুরীয়া, দোর্রায় মোহাম্মদী ইত্যাদি গ্রন্থে অনেক মছলা লিখিয়াছেন, তাঁহারা উক্ত কেতাবগুলিতে অনেক স্থলে দলীল বর্ণনা করেন নাই, কেবল এই ভাবে লিখিয়াছেন যে, অমুক কেতাবের অমুক পৃষ্ঠায় এই হাদিছ বা মছলা আছে। এক্ষেত্রে মজহাব বিদ্বেষীগণের সাধারণ লোকেরা দলীল না জানিয়া উক্ত কথাগুলি বিশ্বাস করিয়া লইতে বাধ্য হইবেন। আরও কেতাবগুলিতে মূল আরবী দলীল লেখা থাকিলেও সাধারণ লোকে কিরূপে বুঝিবেন যে, মৌলবি ছাহেবগণ প্রকৃত মর্ম্ম লিখিলেন কিম্বা নিজেদের মনোক্তি অথবা ভ্রান্তিমূলক মর্ম্ম লিখিয়াছেন। তাঁহারা কোর-আন হাদিছ অনুবাদ (তর্জ্জমা) করিতে গিয়া স্বেচ্ছায় অনেক স্থলে মর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। মূলকথা, মাছায়েলে জরুরিয়া ইত্যাদির পাঠকগণ ১০ বৎসর কোর-আন ও হাদিছ অভ্যাস করিয়াও প্রকৃত দলীল বুঝিতে বা অবগত হইতে পারেন কিনা সন্দেহ!

আরও পাঠকগণের মধ্যে কতকের কোর-আন ও হাদিছের ভাষা জ্ঞান থাকিলেও অন্যান্য বিদ্বানগণ কোর-আন বা হাদিছের যে যেরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, কিম্বা যে যে হাদিছকে যাহা যাহা বলিয়াছেন, ইহারা তাহাই মান্য করিতে বাধ্য হইবেন, কিন্তু উক্ত বিদ্বানগণ কোন কোন দলীলে তৎসমূদয় বলিয়াছেন, তাহা জ্ঞাত হইতে পারিলেন না, কাজেই ইহারা বিনা দলীলে অবগত হওয়ায় ইহাদের মৌলবিদিগের তকলীদ (মতাবলম্বন) করিলেন কোর-আন ও হাদিছে কোন কোন স্থানে এই মৌলবিগণের তকলীদ করার কথা এবং চারি এমামের তকলীদ নিষিদ্ধ হওয়ার কথা আছে, তাহা পেশ করিয়া নিজেদের দল রক্ষা করুন।

মজহাব বিদ্বেষীদিগের পঞ্চম প্রশ্ন

মৌঃ এলাহি বখশ সাহেব দোর্রায় মোহাম্মদী'র ৭৬—৮০ পৃষ্ঠায় এবং মৌঃ ফছিউদ্দিন সাহেব 'ছামছামোল-মোয়াহেদীন পুস্তকের ৮৬ পৃষ্ঠায়

লিখিয়াছেন—এমাম আজম, মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (রঃ) বলিয়াছেন, যদি আমাদের ফৎওয়া হাদিছের খেলাফ হয়, তবে উহা ত্যাগ করিয়া হাদিছ গ্রহণ করা আবশ্যক এমাম আজম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার ফৎওয়ার দলীল না জানে, তাহার পক্ষে উহা প্রকাশ না করা উচিত আরও এমাম আহমদ কাহারও তকলীদ করিতে নিষেধ করিয়াছেন

উত্তর

এমাম আব্দুল অহহাব শায়া'রাণি 'মিজান' গ্রন্থের ৫৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

قلت و هو محمول على من له قدرة على استنباط الاحكام من الكتاب و السنه و الا فقد صرح العلماء بان التقليد واجب على العامى لئلا يضل فى دينه الخ ☆

"আমি বলি যে ব্যক্তি কোর-আন ও হাদিছ হইতে আহকাম আবিষ্কার করিতে ক্ষমতা রাখেন, তাহার জন্য উপরোক্ত কথাগুলি কথিত হইয়াছে, পক্ষান্তরে বিদ্বানগণ স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন যে, সাধারণ লোকের প্রতি তকলীদ (মজহাব অবলম্বন) করা ওয়াজেব, নচেৎ সে ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে।"

আল্লামা ছৈয়দ ছামহুদি 'আকদোল-ফরিদ' গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন—

قال صيد لانى انما نهى الشافعى عن التقليد لمن باغ رتبه الاجتهاد فاما من قصر عنها فليس له الا التقلعد☆

"সায়দলানি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এজতেহাদের দরজায় পৌঁছিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে (এমাম) শাফেয়ি তকলীদ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু এজতেহাদের দরজায় না পৌঁছিয়াছে এরূপ ব্যক্তির পক্ষে তকলীদ ব্যতীত উপায় নাই।"

মূলকথা চারি এমামের কতক শিষ্য মোজতাহেদ ছিলেন, মোজতাহেদগণ যতক্ষণ কোন মছলার দলীল জানিতে না পারেন, ততক্ষণ উহা গ্রহণ করেন না, সেই কারণে চারি এমাম আপন আপন মোজতাহেদ শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন যে যতক্ষণ তোমরা আমাদের দলীল বুঝিতে না পার, ততক্ষণ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, বিনা জিজ্ঞাসা ও পরীক্ষায় উহা গ্রহণ করিও না। আরও এমামগণ কোর-আন ও হাদিছ অনুযায়ী প্রত্যেক মছলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিছুতেই তাহারা কোর-আন ও হাদিছের খেলাফ করেন নাই, কিন্তু সত্যপরায়ণতার গুণে শিশ্যগণকে বলিতেন, যদি তোমরা আমাদের কোন মছলা কোর-আন ও হাদিছের খেলাফ বুঝিতে পার, তবে উহা ত্যাগ করিয়া কোর-আন হাদিছ গ্রহণ কর।

ইহা এমামত্বীন লোকের জন্য বলা হয় নাই, কেননা তাহারা কোর-আন হাদিছ বুঝিবার ক্ষমতা রাখেন না, কাজেই তাহাদের পক্ষে তকলীদ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

মিজানোল-শায়ারানি, ৫৫ পৃষ্ঠা—

"নিশ্চয় সমস্ত এমাম মোজতাহেদ যে মতগুলি অবলম্বন করিয়াছেন, শরিয়তের দলীল সমূহের অনুসরণে তৎসমস্ত অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে মনোক্তি মত প্রকাশ করা হইতে পবিত্র ছিলেন। যেরূপ বর্ণ ও মণি দ্বারা হার গ্রথিত করা হয়, সেইরূপ কোর-আন ও হাদিছ দ্বারা তাঁহাদের সমস্ত মজহাব গ্রথিত করা হইয়াছে। তাঁহাদের সমস্ত কথা ও মত একখণ্ড বস্ত্রের তুল্য যাহা কোর-আন ও হাদিছের তানা ও পড়িয়ান দ্বারা বয়ন করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে তাঁহাদের মজহাব সমূহ হইতে

যে কোন এক মজহাবের ইচ্ছা কর, তকলীদ করিতে তোমার কোন আপত্তি থাকিল না, কেননা তৎসমস্তই বেহেশতের পথ এবং তাহারা সকলেই তাহাদের প্রতিপালকের সত্য পথে ছিলেন।"

পাঠক, প্রধান প্রধান সহস্রাধিক আলেম সহস্র বৎসর হইতে চারি মজহাবের কোন একটি অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন। যদি উক্ত মজহারগুলি কোর-আন ও হাদিছের খেলাফ হইত, তবে এত অধিক পরিমাণ বিজ্ঞ আলেম উহা অবলম্বন করিতেন না। এক্ষণে স্বল্প বিদ্যাধারী নব্য হাদিছ পাঠকারীদের ন্যায় দোষারোপে উহা ত্যাগ করিলে, জাহান্নামী হইতে হইবে।

২য়, এমামগণ বলিয়াছেন, কোরআন ও হাদিছের কতকাংশ এরূপ আছে, যাহার স্পষ্ট মর্ম্ম গ্রহণ করিলে মানুষ কাফের কিম্বা গোমরাহ হয়, উহার অস্পষ্ট মর্ম্ম প্রকৃত মর্ম্ম। এই অস্পষ্ট মর্ম্মের স্পষ্ট বিবরণ কোর-আন ও হাদিছে না থাকিলেও এমামগণ নিজ খোদা প্রদত্ত জ্ঞানে উহার স্পষ্ট বিবরণ ও স্পষ্ট মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন।

কোর-আন ও হাদিছ,—

يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ

رايت ربى عزوجل فى احسن صورة الخ ☆

উপরোক্ত আয়ত ও হাদিছের স্পষ্ট মর্ম্মানুযায়ী সাব্যস্ত হয় যে, খোদাতায়ালার হাত, পা, চক্ষু ও মুখ ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে। তাহা হইলে তিনি মানবের ন্যায় অবয়বধারী ও রিপুর অধীন হইবেন, কিন্তু এমামগণ বলিয়াছেন, এই আয়ত সমূহ মোতাসাবাহ (অব্যক্ত মর্ম্মবাচক), তৎসমূদয়ের প্রকৃত মর্ম্ম আমাদের জানিবার অধিকার নাই, অতএব তৎসমূদয়ের দ্বারা খোদার হাত পা ইত্যাদি সাব্যস্ত হইতে পারে না এবং এরূপ বলা জায়েজ হইতে পারে না।

কোর-আন— اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ "তোমরা যাহা ইচ্ছা কর তাহাই আমল কর।"

এই আয়তের স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে জেনা, চুরি ও মদ্যপান পাপ কার্য্য সকল করা জায়েজ সাব্যস্ত হয়, কিন্তু এমামগণ বলিয়াছেন, খোদাতায়ালা এই আয়তটি তিরস্কার ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব ইহাতে প্রত্যেক মন্দ কার্য্য করিবার হুকুম হইতে পারে না।

এক্ষণে মজহাব বিদ্বেষী মৌঃ গণের মতানুযায়ী যে সে লোককে কোর-আণ ও হাদিসের মর্ম্ম প্রকাশ করিতে অনুমতি দিলে তাহারা বলিবে, এমামগণ খোদাতায়ালার হাত, পা ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বীকার করেন নাই, আরও মন্দ কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু উপরোক্ত আয়ত ও হাদিসে সাব্যস্ত হইতেছে যে খোদার হাত, পা আছে এবং জেনা ও চুরি সমস্ত কর্ম্ম জায়েজ হইবে, অতএব এমামগণের ফৎওয়া কোর-আন ও হাদিছের খেলাফে কিরূপে ধর্ত্তব্য হইবে?

পাঠক, এমামগণ কোর-আন ও হাদিছ বুঝিলেন না এবং যে সে লোকে উহা বুঝিতে পারিল, ইহা কি সম্ভবপর? এইরূপ নগন্য লোকের কথায় এমামগণের মজহাব কোর-আন ও হাদিছের খেলাফ বলিয়া দাবি করতঃ ত্যাগ করিলে, দীন ইসলাম ছারেখারে যাইবে।

৩য়, এমামগণ নিজ সত্যপরায়ণতার জন্য আপন আপন শিষ্যগণ বলিয়াছিলেন যে, তোমরা ইমামত্বের কম বেশী কিছু কিছু শর্ত্ত লাভ করিয়াছ, অতএব আমাদের ফৎওয়ার দলীল জ্ঞাত হইয়া উহা গ্রহণ করিবে। এক্ষেত্রে ঐ শিষ্যগণ এমামগণের দলীল বুঝিতে না পারিয়াই হউক, কিম্বা অন্য মত উত্তম বুঝাইয়া হইক কোন কোন মসলায় এমামগণের খেলাফ করিলে, কি এমামগণের মজহাব ত্যাগ করিতে হইবে বা উহা কোর-আন হাদিছের খেলাফ বলিতে হইবে? কখনও না। দেখুন, এমাম বোখারি, এমাম শাফেয়ির মজহাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, সহস্র মসলায় এমাম শাফেয়ির পয়রবি করিয়াছেন,

কিন্তু কতক মসলায় নিজ মতে এমাম শাফেয়ির খেলাফ করিয়াছেন। এমাম শাফেয়ি বলেন, স্ত্রীসঙ্গম কালে যোনি বাহির হউক কিম্বা না হউক গোছল ফরজ হইবে, কিন্তু এমাম বোখারি তাঁহার মত ছাড়িয়া বলিয়াছেন, উক্ত মসলায় মনি বাহির না হইলে, গোসল ফরজ হইবে না। এমাম শাফেয়ি বলেন, নাপাকি অবস্থায় কোরআন পাঠ করা জায়েজ নহে, কিন্তু এমাম বোখারি তাঁহার মত ত্যাগ করিয়া বলিয়াছেন, হায়েজ নেফাছ বা অন্য কোন নাপাকি অবস্থায় কোর-আন পাঠ করা জায়েজ হইবে। এমাম শাফেয়ি বলিয়াছেন, কুকুরের এঁটো পানি নাপাক, উহাতে অজু করা জায়েজ হইবে না, কিন্তু এমাম বোখারি এই মত ছাড়িয়া বলেন, অন্য পানির অভাবে কুকুরের এঁটো পানিতে অজু জায়েজ হইবে। এক্ষেত্রে কি এমাম বোখারি খেলাফ করায় এমাম শাফেয়ির মত কোর-আন ও হাদিছের খেলাফ হইবে বা উহা ত্যাগ করিতে হইবে?

৪র্থ এমাম নাবাবি ছহিহ মোসলেমের মোকাদ্দমার ১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, এমাম বোখারি ৪৩৪ জন শিক্ষকের হাদিছ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এমাম মোছলেম তাঁহার খেলাফে উক্ত হাদিছগুলি ত্যাগ করিয়াছেন। এমাম মোছলেম ৬২৫ জন শিক্ষকের হাদিছ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এমাম বোখারি তাঁহার খেলাফ করিয়া তৎসমুদয় ত্যাগ করিয়াছেন। প্রমাণ স্থলে আরও তিনি বলিয়াছেন, এমাম বোখারি, একরামা, এছহাক ও আমর এই তিন জন রাবির সমস্ত হাদিছ ছহিহ বলিয়াছেন, কিন্তু এমাম মোছলেম তৎসমুদয় রদ করিয়াছেন। এইরূপ এমাম মোছলেম, আবুজ-জোবাএর ছোহাএল আলা ও আম্মালের সমস্ত হাদিছ ছহিহ বলিয়াছেন, কিন্তু এমাম বোখারী তৎসমুদয় ত্যাগ করিয়াছেন। এমাম বোখারি ও মোছলেম, ছহিহ আবু দাউদ, তেরমেজি, নাছায়ি ও এবনো মাজার হাদিছ রদ করিয়াছেন।

হে মজহাব বিদ্বেষী সম্প্রদায়ের মৌলবি ছাহেবগণ? যদি চারি এমামের কোন শিষ্য কোন মছলায় তাঁহাদের খেলাফ করায়, এমামগণের

মজহাব হাদিছের খেলাফ হয় এবং উহা ত্যাগ করিতে হয়, তবে ছেহাহ লেখকদিগের পরস্পর খেলাফ করায় ছেহাহ ছেত্তার সমস্ত হাদিস, হাদিসের খেলাফ হইবে এবং উহা ত্যাগ করিতে হইবে।

যে, পরিশেষে বলি, একজন মজহাব বিদ্বেষী মৌলবী অন্য মজহাব বিদ্বেষী মৌলবীর খেলাফ করিয়াছেন, এরূপ ক্ষেত্রে ইহাদের মত হাদিছের খেলাফ হইল এবং উহা ত্যাগ করা ওয়াজেব হইবে।

মজহাব বিদ্বেষীদিগের ৬ষ্ঠ প্রশ্ন

মৌঃ এলাহি বখশ 'দোররায়- মোহাম্মদী' কেতাবের ৩ হইতে ১১ পৃষ্ঠা অবধি প্রায় নব্বটি আয়ত লিখিয়া উহার প্রকৃত মর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিয়াছেন যে, কাফেরগণ খোদার হুকুম অমান্য করিয়া পূর্ব্ব পুরষদের মত অবলম্বন করতঃ জাহান্নামী হইয়াছে, সেইরূপ চারি মজহাবাবলম্বিগণ তাঁহাদের এমামের মজহাব ধরিয়া জাহান্নামী ও মোসরেক হইবেন।

উত্তর

পাঠক! এই প্রশ্নের রদ তকলীদের মর্ম্ম প্রকাশ স্থলে জানিতে পারিয়াছেন, এস্থলে আরও কিছু শুনুন—

কোর-আনের আয়ত সমূহের অর্থ এই যে, "কাফেরগণ" পুত্তলিকা (প্রতিমা) পূজা করিত, খোদাতায়ালা ইহার হুকুম করেন নাই, তাহারা কেবল পূর্ব্ব পুরুষদের বিনা দলীলের মনোক্তি মতের পয়রবি করিয়া ইহা করিত এহাই হারাম তকলীদ।"

তফছির বয়জবি ১।২০৯।২১০ পৃষ্ঠা—

واما اتباع الغير فى الدين اذا علم بدليل ما انه محق كالانبياء و المجتهدين فى الاحكام فهو فى الحقيقة ليس بتقليد بل هو اتباع لما انزل الله تعالى ٥

"ধর্ম সম্বন্ধে অন্যের অনুসরণ করা যদি কোন দলীলে বুঝা যায় যে, তিনি সত্য পরায়ণ, যথা—পয়গম্বরগণ ও (শরিয়তের) আহকামের মোজতাহেদগণ, তবে উহা প্রকৃত পক্ষে তকলীদ নহে, বরং উক্ত কোরাণের অনুসরণ করা হইবে যাহা খোদাতায়ালা নাজেল করিয়াছেন।

খয়রাতোল হেছান ২৬ পৃঃ—

এমাম আজম শরিয়তের মস্‌লা প্রথমে কোর-আন হইতে বাহির করিতেন, স্পষ্ট কোর-আনে না থাকিলে, হাদিছ হইতে মছলা বাহির করিতেন, স্পষ্ট হাদিছে না থাকিলে সাহাবাদিগের তরিকা ও মত হইতে মছলা প্রকাশ করিতেন, আর যে সমস্ত মছলায় সাহাবাগণ ভিন্ন মত হইয়াছেন, উহার উত্তমটি গ্রহণ করিতেন এবং যে সমস্ত মছলা কোর-আন, হাদিছ ও ছাহাবাদিগের তরিকায় স্পষ্ট না পাইতেন উক্ত দলিল গুলির কোন একটীর নজির ধরিয়া মছলা প্রকাশ করিতেন।

ইহাকে "কেয়াস" বলে, ইহা কোরাণ ও হাদিসের অস্পষ্টাংশ।

চারি এমাম নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজ্জ, ক্রয়-বিক্রয় দান, ওছিয়তও কোরবাণি ইত্যাদির মসলা সমূহ কোর-আণ ও হাদিসের স্পষ্ট ও অস্পষ্টাংশ হইতে বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

ত্রিশ পারা কোর-আন ও লক্ষাধিক হাদিসের সত্য সরল মর্ম্ম একস্থানে সংগ্রহ করিয়াছেন, ইহা কোর-আন ও হাদিছ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কোর-আন— فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

হাদিছ— انما شفاء العى السوال

"খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, তোমরা অজ্ঞাত হইয়া আহলে জেকরের (বিজ্ঞ এমামগণের) নিকট জিজ্ঞাসা কর। জনাব হজরত নবি করিম (সাঃ) বলিয়াছেন—অনভিজ্ঞ লোকের (বিজ্ঞ আলেমগণের নিকট) জিজ্ঞাসা করায় তৃপ্তী হইয়া থাকে।"

পাঠক ! মজহাব-বিদ্বেষীগণ এমামগণের মজহাব মান্য করা মোশরেকী ও কাফেরি বলিয়া দাবি করিয়া কোর আন ও হাদিছের মছলা ও আল্লাহ ও রসুলের আদেশ মান্য করাকে মোশরেকি ও কাফেরি কার্য্য বলিলেন, ইহাতে তাহারা নিজেরাই কাফের মোশরেক হইবেন কিনা, ইহা বিজ্ঞ পাঠকবর্গের বিচারধীন।

২য় কোর-আন—

وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ এবং اَلرَّحْمٰنُ فَسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا ☆

খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, "ঐ ব্যক্তির পয়রবি কর, যে আমার দিকে ফিরিয়া আসে।" আরও বলিয়াছেন, "বিজ্ঞ লোকের (এমামগণের) নিকট তাঁহার (খোদাতায়ালার) বিষয় জিজ্ঞাসা কর" এই দুই আয়তে সপ্রমাণ হইতেছে যে, মহা বিজ্ঞ এমাম ও ধার্ম্মিক অলি ব্যক্তিদের পথের পয়রবি করা মুসলমানদিগের পক্ষে ওয়াজেব। এক্ষেত্রে যদি কোন মজহাব বিদ্বেষীকে বলা হয় যে, খোদাতায়ালা অলিয়ে কামেল ও এমামগণের মতালম্বন করিতে বলিতেছেন, চারি এমাম যেরূপ জগদ্বিখ্যাত মোজতাহেদ ছিলেন, সেইরূপ অলিয়ে কামেল ও ছিলেন, তাঁহাদের পয়রবি করা ওয়াজেব তবে উক্ত ব্যক্তি বলিয়া থাকেন, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ মৌঃ ছিদ্দিক হাসান, নজির হোসেন, কাজি শাওকানি ও এবনে হাজম বলিয়াছেন যে, এমামগণের মজহাব মান্য করা হারাম।

বিজ্ঞ পঠক ! দেখিলেন ত, কাহারা কোর-আন মান্য করেন এবং কাহারা কোর-আনের আদেশ অমান্য করিয়া পূর্ব্বপুরুষ বা পূর্ব্ববর্ত্তিদিগের মত ধরিয়া গোমরাহ হইতেছেন?

৩য়, মজহাব বিদ্বেষীগণ মৌঃ নজির হোসেন, ছিদ্দিক হাছান, এবনে হাজম, শিয়া কাজি শওকানির মত গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহারা উপরোক্ত মৌলবিদিগের মত পাইলে, চারি এমাম, এমাম বোখারি, মোসলেম ও আবু

দাউদ প্রভৃতি বিদ্বানদিগের মত একেবারে তৃণ সমান জ্ঞান করেন চারি এমাম ও সেহাহ লেখকগণ শরিয়তের চারিটি দলীল স্বীকার করিয়াছেন, তকলিদকে সাধারণ লোকের পক্ষে ওয়াজেব বলিয়াছেন এবং এজতেহাদি মসলায় ভিন্ন মতধারী হইয়াছেন। কিন্তু ইহারা উপরোক্ত নেতাদের মতে শরিয়তের দুইটি দলিল, (এজমা ও কেয়াস) বা দশভাগের নয়ভাগ ত্যাগ করিয়াছেন, এমাম গণের মজহাব গ্রহণ করাকে শেরক এবং ভিন্ন মতধারীকে জাহান্নামী বলিয়াছেন। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাসা এই যে, উক্ত মৌলবি নজির হোসেন প্রভৃতি মৌলবিদিগের মত ধরিতে কোর-আন ও হাদিসে কোথায় আদেশ আছে? তাঁহাদের এমামত্ব মান্য করিবার ও মজহাব ধরিবার জন্য জগতের বিদ্বানদিগের এজমা হইয়াছে, কিনা ? কোর-আন, হাদিছ, কিম্বা এজমায় তাঁহাদের এমাম হইবার বা মজহাব ধরিবার কোনই প্রমাণ নাই, তবে তাঁহাদের মত ধরিলে পূর্ব্বপুরুষদিগের বিনা দলীলের মনোক্তি মত ধরিয়া জাহান্নামী হইতে হইবে কিনা, ইহা বিজ্ঞ পাঠকের বিচাধীন।

কোর-আন ও হাদিস অনুসারে নামাজের মধ্যে কোর-আন পাঠকরা এক ফরজ, কিন্তু কোর-আন পাঠ করিতে গেলে, উহার অক্ষর সমূহের উচ্চারণ, করিবার ও কেরাত পাঠ করিবার জন্য আরবী কারীদিগের মৌখিক কথা মান্য করিতে হইবে। কোর-আন ও হাদিস বুঝিতে গেলে, আরবী অভিধান ও ব্যাকরণ মান্য করিতে হইবে, কিন্তু উহা আরব, কুফা ও বাসরা নিবাসী কতকগুলি বিদ্বানের কেয়াসি কথা মাত্র। উপরোক্ত বিষয়গুলির বিস্তারিত বিবরণ কোর-আন ও হাদিসে নাই। এক্ষণে যদি ইহারা উক্ত বিনা দলিলের কথাগুলির তকলিদ না করেন, তবে কোর-আন ও পড়িতে না পারিয়া নামাজ নষ্ট করিবেন এবং কোর-আন ও হাদিসের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া গোমরাহ হইবেন। আর যদি উহা মান্য করেন, তবে পূর্ব্বপুরুষদের বিনা দলীলের মতের তকলীদ করিয়া কাফের ও মোশরেক হইবেন কিনা? হে মজহাব বিদ্বেষীগণ কোর-আন ও হাদিসের স্পষ্ট ও অস্পষ্টাংশ হইতে

মজহাবের প্রত্যেক মসলা বাহির হইয়াছে, কিন্তু আপনারা উহা মান্য করা শেরেক বলিলেন। আর কেরাত বিদ্যা, আরবী অভিধান ও ব্যাকরণের প্রমাণ কোর-আন ও হাদিসে নাই, এক্ষণে আপনারা উহা মান্য করিয়া কত বড় মোশরেক হইবেন, ইহা নিজেরাই বিচার করুন।

মজহাব বিদ্বেষীদিগের ৭ম প্রশ্ন

মৌঃ এলাহি বখশ দোররায় মোহাম্মদীর ৫।২৩।৩১।৩৯।৫২ পৃঃ ও মৌঃ রহিমদ্দিন রদ্দৎ-তকলীদের ১৯।২১।২৫।২৮ পৃষ্ঠায় কয়েকটি আয়তের অর্থ পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা হাকেম, কেহ তাঁহার হুকুম ভিন্ন অন্যের হুকুম মান্য করিলে মোশরেক ও কাফের হইয়া চির জাহান্নামী হইবে। কেয়াস ও রায়ের পয়রবি করা হারাম? কেয়াস দীন হইতে পারে না, কেয়াছি কথা পায়খানায় ফেলিয়া দিতে হইবে। এমামগণের কেয়াসি কথা মান্য করিলে, এমামগণের হাকেম বলিয়া মোশরেক গোমরাহ ও ইবলিছের সঙ্গী হইতে হইবে।

উত্তর

কোর-আন সুরা নহল ঃ—

نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ☆

খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, "আমি তোমার উপর কোর-আন শরিফ নাজেল করিয়াছি, —যাহা প্রত্যেক বিষয়ের বর্ণনাকারী" তফছির বয়জবি, ৩।১৮৫ পৃষ্ঠা,—

আয়তের মূল মর্ম্ম এই যে, কোর-আন শরিফে দ্বীন ইছলামের প্রত্যেক মসলার বিবরণ আছে, (কতক সংখ্যক) স্পষ্ট ভাবে আর (কতক সংখ্যক) অস্পষ্ট ভাবে। (অস্পষ্টগুলির ব্যাখা) হাদিছ ও কেয়াছের উপর নাস্ত করা হইয়াছে।"

পাঠক, এক্ষণে বুঝিলেন ত শরিয়তের প্রত্যেক মছলায় খোদাতায়ালার হুকুম নাজেল হইয়াছে, কিন্তু উহার কতকাংশ স্পষ্ট ভাবে

প্রকাশিত হইয়াছে—যাহা সাধারণ বিদ্বানগণ বুঝিতে পারেন। আর অধিকাংশ হুকুম কোর-আন শরিফের সাঙ্কেতিক ভাবে ও অস্পষ্টাংশে (ইশারায়) বর্ত্তমান আছে, যাহা সাধারণ বিদ্বান বুঝিতে পারেন না, সেই হেতু জনাব হজরত নবি করিম (সঃ) উহার কতক অস্পষ্ট হুকুম কোর-আন শরিফে সাঙ্কেতিক ভাব হইতে স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাকে হাদিস বলে, ইহাও পরোক্ষে খোদার হুকুম। আলেমগণের তত্ত্বনুসন্ধানে স্পষ্ট কোর-আন ও হাদিছের মসলা সমূহ শরিয়তের দশভাগের একভাগ হইবে। অবশিষ্ট খোদাতায়ালার যে নয়ভাগ হুকুম কোর-আন ও হাদিছের অস্পষ্টাংশে ছিল, এমামগণ উক্ত অস্পষ্ট হুকুমগুলি কোর-আন ও হাদিছের নজির ধরিয়া বাহির করিয়াছেন। খোদাতায়ালা সুদ হারাম হইবার হুকুম কোর-আন শরিফে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু উহার বিস্তারিত বিবরণ কোর-আন শরিফে সাঙ্কেতিক ভাবে ছিল, সেই হেতু হজরত নবি করিম স্বর্ণ, রৌপ্য, গম, যব, খোরমা ও লবণ এই ছয় বস্তুর সুদ হারাম বলিয়া খোদাতায়ালার কতক অস্পষ্ট হুকুম স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিলেন। এখনও ধান্য, পাট, কলাই, লৌহ ও তাম্র ইত্যাদির সুদ হারাম হইবার হুকুম কোর-আন ও হাদিছের অস্পষ্টাংশে ছিল, এমামগণ স্বর্ণ ও রৌপ্যের নজির ধরিয়া লৌ ও তাম্রের সুদ এবং গম যবের নজির ধরিয়া ধান্য ও পাটের সুদ হারাম বলিয়া, খোদাতায়ালার অস্পষ্ট হুকুম প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাকে কেয়াছ বলে, ইহাও পরোক্ষে খোদার হুকুম। কোর-আন ও হাদিছে মাতা, কন্যা, ভাগিনেয়ী ও ভ্রাতুষ্পুত্রী স্পষ্ট ভাবে হারাম হইয়াছে, কিন্তু দাদী, নানী, পুৎনি, নাৎনী ভাগিনেয়ের কন্যা, ভাগিনেয়ীর কন্যা, নাৎনী ও পুৎনীর কন্যা এবং ভ্রাতুষ্পুত্রীর কন্যা হারাম হইবার হুকুম কোর আন বা হাদিছে স্পষ্টভাবে নাই, উহা অস্পষ্ট ভাবে বর্ণিত আছে—সেই হেতু এমামগণ মাতা ও কন্যা ইত্যাদির নজির ধরিয়া উক্ত স্ত্রীলোকদিগকে হারাম বলিয়া, খোদাতায়ালার অস্পষ্ট হুকুম প্রকাশ করিয়াছেন।

হাদিছ শরিফে গর্দ্দভের বিষ্ঠা নাপাক হইয়াছে, কিন্তু কুকুর বানর ও ভল্লুকের মল -মুত্রের নাপাক হইবার হুকুম অস্পষ্ট ছিল, সেই হেতু এমামগণ উহার নজির ধরিয়া ঐ জন্তুগুলির মল-মুত্রকেও নাপাক বলিয়া, খোদা ও রছুলের অস্পষ্ট হুকুম প্রকাশ করিয়াছেন। কোর-আন শরিফে নামাজ পড়িবার, জাকাত দিবার, গোলাম আজাদ করিবার ও জন্তু শিকার কবিার হুকুম আছে, কিন্তু এই চারিটি হুকুম ফরজ হইবে, কি নফল হইবে, কি মোবাহ হইবে, কিম্বা এক একটি এক এক প্রকার হইবে, ইহার অস্পষ্ট মীমাংসা কোর-আন শরিফে না থাকায়, এমামগণ কোর-আন শরিফের সাঙ্কেতিক ভাব হইতে নামাজ ও জাকাতকে ফরজ গোলাম আজাদ করাকে নফল এবং জন্তু শিকার করাকে মোবাহ্ বলিয়া খোদার অস্পষ্ট হুকুম প্রকাশ করিয়াছেন।

তওজিহ্ ১১ পৃষ্ঠা,— بل یدرک بالقیاس الخ

তফছির বয়জবি,— بل اتباع لما انزل الخ

"বরং খোদা ও রছুলের (অস্পষ্ট) হুকুম কেয়াছ দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে।" "বরং (নবিগণের ও মোজতাহেদগণের অনুসরণ করা) উক্ত কোর-আনের অনুসরণ করা হইবে—যাহা আল্লাহ্ নাজেল করিয়াছেন।"

এই দলের প্রধান নেতা এবনে হাজম বলিয়াছেন, এমামগণের কেয়াছি ব্যবস্থাগুলি শরিয়তের মধ্যে গণ্য।

হে মজহাব -বিদ্বেষী মৌলবিগণ। আপনারা বলিয়াছেন, খোদাতায়ালার হুকুম অমান্য করিলে, মোশরেক হইয়া জাহান্নামী হইতে হইবে। এক্ষণে দেখিলেন, এমামগণের কেয়াছি ব্যবস্থা গুলি ও খোদাতায়ালার হুকুম। আপনারা উহা অমান্য করিয়া মোশরেক ও জাহান্নামী হইবেন কিনা?

২। কোর-আন ছুরা মায়েদা—

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ ○

খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, "অদ্য তোমাদের জন্য তোমাদের 'দ্বীন' পূর্ণ (কামেল) করিলাম।" ঐ দলভুক্ত মৌঃ এলাহী বখশ দোর্রায়-মোয়াম্মদীর ৫৫ পৃষ্ঠা, মৌঃ ফছিহুদ্দিন ছামছামের ৭৪ পৃষ্ঠায় ও মৌলবী আব্বাছ আলী বরকের ৬৫ পৃষ্ঠায় দ্বীন ইছলামের কামেল হইবার কথা স্বীকার করিয়াছেন। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, ধান্য ও পাটের সুদ (বাড়ি) হারাম কি হালাল? নানী, দাদী, পুৎনী, নাৎনী, উহাদের কন্যা, ভাগিনেয়ের কন্যা, ভাগিনেয়ীর কন্যা ও ভ্রাতুস্পুত্রীর কন্যা হারাম কি হালাল? কুকুর, বানর ও ভল্লুকের মল মূত্র নাপাক কিনা? হিজড়ার কাফনের ব্যবস্থা কি? যাহার হাত ও পায়ের অজুর স্থান কাটিয়া গিয়াছে ও মুখে জখম আছে, তাহার ওজু ও তায়াম্মমের ব্যবস্থা কি? বদ্ধ পানিতে পায়খানা করা জায়েজ কিনা? হাদিছ কয় প্রকার এবং উহার কোন কোন প্রকার মান্য করিতে হইবে? হাদিছের ধারাবাহিক ইসনাদ না থাকিলে, উহা ছহিহ্ হইবে কিনা? এইরূপ সহস্রাধিক মছলার স্পষ্ট হুকুম, কোর-আন ও হাদিছে নাই, কিন্তু এমামগণ কেয়াছ করিয়া খোদা ও রছুলের হুকুম প্রকাশ করিয়াছেন মজহাব বিদ্বেষীগণ যদি এইরূপ সহস্রাধিক মছলার স্পষ্ট ব্যবস্থা কোর-আন ও হাদিছ হইতে বাহির করিয়া দিতে পারেন, তবে ২৫ টাকা পুরস্কার পাইবেন, আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি যে ইহা কখনও পারিবেন না। এক্ষণে যদি ইহারা দিন ইছলামের কামেল (পুর্ণ) হইবার দাবি করেন, তবে ঐ সমস্ত প্রয়োজনীয় মছলার ব্যবস্থা হয় স্পষ্ট কোরআন ও হাদিছ হইতে প্রকাশ করুন, না হয় উহার কেয়াছি ব্যবস্থাগুলি খোদার হুকুম ও দ্বীন ইছলাম বলিয়া স্বীকার করুন, কিন্তু কোর-আন ও হাদিছের স্পষ্টাংশ হইতে উক্ত মছলাগুলি বাহির করা অসম্ভব এক্ষণে যদি এমামগণের কেয়াছি ব্যবস্থাগুলি খোদার হুকুম বলিয়া স্বীকার না করে, তবে দাদি, নানি, পুৎনী, নাৎনী ইত্যাদি হালাল বলিয়া, ভল্লুক, বানর ও কুকুরের মল মূত্র পাক বলিয়া ধান্য ও পাটের সুদ (বাড়ী) হালাল বলিয়া এবং গোলাম আজাদ ও প্রাণী বধ ফরজ বলিয়া গোমরাহ (জাহান্নামী) হইবেন।

৩য়, কোরআন ছুরা হাশর,— فَاعْتَبِرُوْا يَاۤ اُولِى الْاَبْصَارِ

কোরআন ছুরা নেছা— لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ الخ

তফছির বয়জবি ২য় খণ্ড, ৩০২ পৃষ্ঠা—"প্রতমোক্ত আয়ত হইতে সাব্যস্ত হইতেছে যে, কেয়াছ শরিয়তের এক অংশ বা দলীল।"

তফছির কবির ৩য়, খণ্ড ২৮০ পৃষ্ঠা— "শেষোক্ত আয়তে প্রমাণিত হইতেছে যে, (শরিয়তের) কতক মছলা স্পষ্ট কোর-আন ও হাদিছে অবগত হওয়া যায় না, বরং কেয়াছ দ্বারা অবগত হওয়া যায়।"

২য়— কেয়াছ (শরিয়তের) একটি দলীল। ৩য়—সাধারণ লোকের পক্ষে উপস্থিত ঘটনাবলীর ব্যবস্থায় বিদ্বানগণের তকলীদ করা ওয়াজেব। ৪র্থ—হজরত নবী করিম (ছাঃ) কেয়াছ করিয়া মছলা প্রকাশ করিতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

ঐ দলের নেতা মৌলবী ছিদ্দিক হাছান ও কাজি শওকানি বলিয়াছেন, উক্ত আয়তে সাব্যস্ত হইতেছে যে, কেয়াছ করা জায়েজ এবং শরিয়তের কতক মছলা স্পষ্ট কোর-আন ও হাদিছে নাই, এমামগণ কেয়াছ করিয়া ঐ স্পষ্ট মছলাগুলি প্রকাশ করিয়াছেন।

কোরা-আন ছুরা আনফাল—

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗۤ اَسْرٰى الخ

তফছিরে আহমদী, ৪৪৫ পৃষ্ঠা—৭০ জন কোরেশ বংশীয় কাফের বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হস্তে বন্দী হইয়াছিল। জনাব হজরত নবী করিম (ছাঃ) তাহাদের বিষয়ে কি করা কর্ত্তব্য, তাহা ছাহাবাদের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। হজরত আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, আপনি কিছু অর্থ লইয়া উহাদিগকে মুক্তি দিউন। হজরত ওমার (রাঃ) বলিলেন, আপনি উহাদের শিরশ্ছেদ করুন। জনাব হজরত নবি করিম সাঃ) প্রথমোক্ত ছাহাবার মত

স্বীকার করিয়া (কিছু অর্থ লইয়া) তাহাদিগকে মুক্তি দিলেন, সেই সময় এই আয়ত নাজিল হইল—যাহার সার মর্ম্ম এই যে, বিদ্রোহিগণের বিদ্রোহিতা দমন না হওয়া পর্য্যন্ত অর্থ লইয়া তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া উচিত হয় নাই। উপরোক্ত আয়তে প্রমাণিত হইতেছে যে, কেয়াছ্ শরিয়তের একটি দলীল এবং কোন এমাম কেয়াছি ব্যবস্থায় ভ্রম করিলেও গোনাহগার হইবেন না।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেম,—হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, "যদি কোন এমাম কেয়াছ্ করিয়া প্রকৃত ব্যবস্থা প্রকাশ করেন, তবে দুইটি নেকী পাইবেন।"

পাঠক! কেয়াছের শত শত প্রমাণ 'কেয়াছোল-মোজতাহেদিন খণ্ডে পাইবেন। এক্ষণে প্রমাণিত হইতেছে, কেয়াছ্ শরিয়তের একাংশ ও খোদার হুকুম, সেই কারণে খোদা ও রছুল কেয়াছ করিতে আদেশ করিয়াছেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) ও ছাহাবাগণ (রাঃ) কেয়াছ করিয়াছেন। এক্ষণে যাহারা এমামগণের কেয়াছকে হারাম ও পায়খনায় ফেলিতে বলিয়াছেন এবং কেয়াছকারী ও কেয়াছ মান্যকারীকে মোশরেক, গোমরাহ্ ও ইবলিছের সঙ্গী বলিয়াছেন, তাহারাই স্বল্প বিদ্যাধারীদের তকলীদ করিয়া খোদার হুকুম অমান্য করিলেন। আরও জনাব হজরত নবি করিম ও ছাহাবাগণকে মোশরেক, গোমরাহ ও ইবলিছের সঙ্গী বলিয়া নিজেরাই কাফের ও মোশরেক হইয়া সোজা জাহান্নামে পড়িবেন কিনা?

৪র্থ, মজহাব বিদ্বেষীগণ হজরত নবি করিমের হুকুম, পিতা মাতার হুকুম ও হাকিম বাদশাহের হুকুম মান্য করিতে চাহেন, ইহাতে তাহারা খোদা ভিন্ন অন্যকে হাকিম স্থির করিয়া কাফের ও মোশরেক হইবেন কিনা? এমাম বোখারি প্রভৃতি মোহাদ্দেশগণ নিজ নিজ কেয়াছে হাদিছ কয়েক প্রকার করিলেন ছহিহ, হাছান, জইফ, মরফু, মওকুফ, মকতু, মোরছাল, মোয়াল্লাক, মোতাওয়াতের, আজিজ, মশহুর ও গরিব। ইহার মধ্যে আপন আপন কেয়াছে কতকগুলি গ্রহণ ও কতকগুলি ত্যাগ করিলেন। তাঁহাদের কেয়াছি হুকুমের

এক অক্ষরের দলীল কোরআন ও হাদিছে নাই, কিন্তু এই দল উহা কোর-আন তুল্য মান্য করিয়া থাকেন। এক্ষেত্রে তাহারা খোদা ভিন্ন অন্যের হুকুম মান্য করিয়া এবং অন্যকে হাকিম স্থির করিয়া মোশরেক হইবেন কিনা?

৫ম। ঐ দলভুক্ত মৌঃ এলাহি বখশ যে আয়ত সমূহ কেয়াছ রদ করিবার জন্য লিখিয়াছেন উহার মর্ম্ম এই যে, কাফের মোনাফেক, ইহুদি ও খৃষ্টানদের মনোক্তি কেয়াছের পয়রবি করা জায়েজ নহে, কেননা তাহারা বিনা দলীলে শয়তানের বশীভূত হইয়া খোদাকে ত্যাগ করিয়া অন্যকে খোদা বলিয়া দাবি করে, এইরূপ আনুমানিক মতাবলম্বন করা জায়েজ নহে। ইহাতে এমামগণের কেয়াছি ব্যবস্থার কোনই কথা নাই। এমামগণের কেয়াছি ব্যবস্থা কোর-আন ও হাদিছের অস্পষ্টাংশ। মজহাব বিদ্বেষী মৌলবিগণ ইহুদী ও খৃষ্টানদের অবস্থা মুছলমানদের অবস্থা বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, হয়ত কোন সময় বলিতেও পারেন, ইহুদী খৃষ্টানগণ তওরাত ও ইঞ্জিলের সকল হুকুম পালন করিতেন, মুছলমানগণকে উহা পালন করিতে হইবে। হে মৌলবী ছাহেব। এইরূপ এলমের গর্ব্বে আপনি এমামগণের মজহাব ত্যাগ করিয়াছেন? এইরূপ কারসাজী করিয়া আর দ্বীন ইমান নষ্ট করিবেন না।

কোরআন,— اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيْلًا

"তুমি আপন কাফেরির অল্প ফল লাভ করা।" সৎকার্য্য পরিত্যাগ কর।" ইহাতে সাব্যস্ত হয়, নামাজ ও রোজা ইত্যাদি না করিলেও কোন ক্ষতি নাই এবং কাফেরি কর্ম্ম করা জায়েজ হইবে, কিন্তু এমামগণ কেয়াছ করিয়া উক্ত দুইটি আয়তের অন্য রূপ প্রকৃত মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে যদি ইহারা এমামগণের কেয়াছি হুকুম মান্য করেন, তবে নিজ মতে হারাম করিলেন এবং মোশরেক হইয়া জাহান্নামী হইলেন। আর যদি উহা অমান্য করিলেন,তবে নামাজ ও রোজা ত্যাগ করিয়া এবং অল্প অল্প কাফেরির ফল লাভ করিয়া জাহান্নামী হইলেন। জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কেবল ৪

রাত্রে তারাবিহ্ পড়িয়াছিলেন, এবং জোমার এক আজান দিতেন, কিন্তু হজরত ওমার (রাঃ) নিজ কেয়াছে ৩০ রাত্রে তারাবিহ ও হজরত ওছমান (রাঃ) জোমার দুই আজান স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাদের মতে কেয়াছি ব্যবস্থা 'দ্বীন'' হইতে পারে না, কিন্তু ইহারা জোমার দুই আজান ও ৩০ রাত্রে তারাবিহ অবলম্বন করিয়া বেদ্বীন হইবেন কিনা? যদি কোন লোক বিদেশে কেবলা (আমাদের দেশে পশ্চিম দিক) নির্ণয় করিতে না পারে, তবে রায় ও কেয়াছ করিয়া এক দিক কেবলা ভাবিয়া নামাজ পড়িবে। এই দলেরা যদি এক্ষেত্রে কেয়াছ করেন, তবে নামাজে হারাম প্রবেশ করিয়া উহা নষ্ট করিবে এবং ইবলিছের সঙ্গী হইবেন। আর যদি কেয়াছের ভয়ে নামাজ না পড়েন, তবে তাহাদের মতানুযায়ী নামাজ ত্যাগ করিয়া কাফের হইবেন। পানি পাক কি নাপাক, ইহাতে সন্দেহ হইলে এবং উহার কোন একটি সিদ্ধান্ত না হইলে, এমাম বোখারি কেয়াছ করিয়া বলেন, ওজু ও তায়াম্মম উভয় করিতে হইবে। যদি ইহারা এক্ষেত্রে কেয়াছি ব্যবস্থা মান্য না করেন, তবে হয়ত নাপাক পানিতে ওজু করিয়া কিম্বা নামাজ না পড়িয়া নিজ মতনুযায়ী কাফের হইবেন। আরযদি এমাম বোখারির কেয়াছি ব্যবস্থা মান্য করেন, তবে ওজুতে হারাম প্রবেশ করিয়া উহা ছারখার হইবে এবং তাহারা তাহাদের নিজের উক্তি অনুসারে ইবলিছের সঙ্গী হইবেন।

তজনির, ১৭ পৃষ্ঠা—

"এমাম জহরির পাঁচ প্রকার শিষ্য ছিল, এমাম বোখারি (নিজ কেয়াছে) কেবল প্রথম শ্রেণীর শিষ্যদের সমস্ত হাদিছ ছহিহ বলিয়াছেন, কিন্তু অবশিষ্ট চারি শ্রেণীর সমস্ত হাদিছ জইফ বলিয়াছেন। এমাম মোছলেম আপন কেয়াছে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সমস্ত হাদিছ ছহিহ বলিয়াছেন, কিন্তু অবশিষ্ট তিন শ্রেণীর সমস্ত হাদিছ জইফ বলিয়াছেন। এমাম আবু দাউদ ও নাছায়ি প্রথম তিন শ্রেণীর সমস্ত হাদিছ ছহিহ বলিয়াছেন, কিন্তু অবশিষ্ট দুই শ্রেণীর হাদিছ জইফ বলিয়াছেন। এমাম তেরমেজি চারি শ্রেণীর সমস্ত হাদিছ ছহিহ বলিয়াছেন।"

এমাম নাবাবি বলিয়াছেন,"এমাম বোখারি (নিজ কেয়াছে) ৪৩৪ জন রাবির হাদিছ ছহিহ্ বলিয়াছেন, কিন্তু এমাম মোছলেম উহা জইফ বলিয়াছেন। এইরূপ এমাম মোছলেম ৬১৫ জন শিক্ষকের হাদিছ ছহিহ বলিয়াছেন, কিন্তু এমাম বোখারি উহা জইফ বলিয়াছেন।"

ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে, ছেহাহ ছেত্তারহাদিছগুলি প্রকৃত পক্ষে ছহিহ্ কিনা, ইহার অকাট্য দলিল নাই, তবে এক একজন বিদ্বান আপন আপন কেয়াছে যাহা ভাল বুঝিয়াছেন, তাহাই ছহিহ্ বলিয়াছেন। ইহারা বলেন, কেয়াছি ব্যবস্থাকে পায়খানায় ফেলিতে হইবে, উহা মান্য করা হারাম এবং কেয়াছকারী ও কেয়াছ মান্যকারী ইবলিছের সঙ্গী হইবেন। এক্ষণে ইহারা কেয়াছি ছেহাহ ছেত্তার হাদিছগুলি নিজেদের কলুষিত মতে পায়খানায় ফেলিবেন কিনা ? উহা মান্য করিয়া ইবলিছের সঙ্গী হইবেন কিনা ? তাহাদের পক্ষে উহা মান্য করা সঠিক হইবে কিনা? তওবা ! তওবা ! এইরূপ লোকদের ফৎওয়া মান্য করিলে, জাহান্নামে পড়িবার বেশী বিলম্ব থাকে না। প্রিয় পাঠক! এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ "কেয়াছোল-মোজতাহেদিন" খণ্ডে পাইবেন।

মজহাব বিদ্বেষীদিগের অষ্টম প্রশ্ন

মৌঃ এলাহি বখশ্ দোর্রার ১৪।২০।৫১ পৃঃ মৌঃ আব্বাছ আলি বরকের ৫১ পৃঃ মৌঃ রহিমদ্দিন রদ্দৎ তকলিদের ২১ পৃঃ ও সরকার ইউছপ উদ্দিন 'হেদাএতল -মোকাল্লেদীনে'র ২৩ পৃষ্ঠায় কয়েকটি আয়তের মর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিয়াছেন,—"কেবল খোদা ও রছুলের আদেশ পালন করিতে হইবে, এমামগণের মজহাব ধরিলে, খোদা রছুল ভিন্ন অন্যের মত ধরায় কাফের হইতে হইবে।"

উত্তর

১ম, এমামগণ কোর-আন ও হাদিছের স্পষ্ট ও অস্পষ্ট মর্ম্ম হইতে যে মছলাগুলি লিপিদ্ধ করিয়াছেন, তাহাকেই মজহাব বলা হয়। আরও

খোদাতায়ালা ও নবি করিম (ছাঃ) এমামগণের ফৎওয়া মান্য করিতে বলিয়াছেন। এক্ষণে যাহারা এমামগণের মজহাব মান্য করা কাফেরী বলিলেন, তাহারা কোর-আন হাদিছ মান্য করা কাফেরী বলিয়া, কাফের হইবেন কিনা, একথা বিজ্ঞ পাঠকের বিচারধীন। পরম করুণাময় খোদাতায়ালা ও জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) পিতা-মাতা, স্বামী, প্রভু ও রাজাদেশ পালন করিতে হুকুম করিয়াছেন, এক্ষণে যাহারা বলেন, খোদাতায়ালা ও রছুলের হুকুম ভিন্ন অন্য কাহারও হুকুম মান্য করা কাফেরী কর্ম্ম, তাহারা পিতা-মাতা প্রভৃতির হুকুম পালন করিয়া কাফের হইবেন কিনা?

২য়। এই দল মৌঃ ছিদ্দিক হাছান, মৌঃ নজির হোসেন, মৌঃ আব্বাছ আলী ও মৌঃ এলাহি বখ্‌শ প্রভৃতি আলেমদের ফৎওয়া মান্য করিয়া থাকেন, এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহারা তাহাদের নিজের উক্তি অনুসারে খোদা ও রছুল ভিন্ন অন্যের মতাবলম্বন করিয়া জাহান্নামী ও কাফের হইবেন কিনা? কোর-আন ও হাদিছে স্বল্প বিদ্যাধারী ও বেদয়াতিদের মতাবলম্বন করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। মহাবিজ্ঞ এমামগণের মতাবলম্বন করিবার আদেশ হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের মতে স্বল্প বিদ্যাধারী ও বেদয়াতীদের মতালম্বন করা কাফেরী হইল। ইহাদের এইরূপ কুমত কি বেদয়াত নহে? এইরূপ মতাবলম্বিগণ যে বিপথগামী ফেরকাভুক্ত, ইহাতে কি কোন সন্দেহ থাকিতে পারে?

৩য়। মজহাব বিদ্বেষীগণ, 'কারী' আরববাসী বিদ্বানদিগের মতাবলম্বন করিয়া কোর-আন পাঠ করেন, এমাম বোখারী প্রভৃতি বিদ্বানগণের মতাবলম্বন করিয়া হাদিছের সত্যাসত্য স্থির করেন, কুফা ও বাসরা নিবাসী আভিধানিক ও ছরফ নহো বিদ্যায় পারদর্শী পণ্ডিতদিগের মতাবলম্বন করিয়া কোর-আন হাদিছের মর্ম্ম অবগত হয়েন, ইহাতে তাঁহারা কোর-আন ও হাদিছ ভিন্ন অন্যের মতাবলম্বন করিয়া কাফের ও মোশরেক হইবেন কি না?

৪র্থ। কোর-আন ও হাদিছে জোমার দুই আজানে এবং ৩০ রাত্রি তারাবিহ পড়িবার ব্যবস্থা নাই, ইহারা উক্ত নিয়ম পালন করিয়া কোর-আন ও হাদিছের খেলাফ করিলেন কিনা? ইহারা বলেন, মোরছাল ও মোয়াল্লাক হাদিছের সমস্ত রাবির নাম বর্ণিত হয় নাই, সেই কারণে উক্ত রূপ সমস্ত হাদিছ বাতীল হইবে, কিন্তু ছহিহ বোখারী ও মোছলেমে এরূপ বহু হাদিছ আছে, উহা ছহিহ হইবে। মরজিয়া, কাদরিয়া, রাফিজি ও মোতাজেলা ইত্যাদি বেদয়াতিদিগের হাদিছ ছহিহ হইবে না, কিন্তু ছহিহ বোখারী ও মোছলেমে এইরূপ শতাধিক লোকের হাদিছ আছে, উহা ছহিহ হইবে। এমাম বোখারী ও মোছলেম যে হাদিছকে মনছুখ ও ছহিহ বলিয়াছেন, তাহাই মান্য করিতে হইবে, —যদি শত শত বিদ্বান তাঁহাদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া থাকেন।

পাঠক, এই নূতন দল এইরূপ শত শত মনোক্তি মত গ্রহণ করিয়া থাকেন, কোর-আন ও হাদিছে ইহার নাম গন্ধও নাই, ইহাতে তাহারা কোর-আন ও হাদিছ ভিন্ন অন্যের মতাবলম্বন করিয়া কাফের হইবেন কিনা?

৫ম। কোরআন, فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ "অনন্তর তোমরা যে বস্তুর ইচ্ছা কর, পূজা করিতে পার। এই আয়তের স্পষ্ট মর্ম্ম গ্রহণ করিলে, প্রত্যেক বস্তুর পূজা জায়েজ সাব্যস্ত হয়, কিন্তু এমামগণ উহার অন্যরূপ সত্য মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন—যাহাতে খোদা ভিন্ন সমস্ত বস্তুর পূজা হারাম হইয়া যায়।

ছহিহ বোখারি,—

قال ان صلى قائما فهو افضل الخ

'যদি দাঁড়াইয়া নামাজ পড়ে, তবে উত্তম, কিন্তু বসিয়া নামাজ পড়িলে, অর্দ্ধেক ফল লাভ হইবে।"

এই হাদিছে প্রামাণিত হয় যে, ফরজ নামাজ দাঁড়াইয়া পড়া ফরজ নহে, বসিয়া পড়িলেও জায়েজ হইতে পারে। এমামগণ এই হাদিছের অন্যরূপ সত্যমর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে ইহারা যদি এমামগণের কেয়াছি মর্ম্ম,

স্বীকার না করেন, তবে পৌত্তলিক হইবার ও নামাজ নষ্ট করিবার ফৎওয়া দিয়া গোমরাহ হইবেন।

মজহাব বিদ্বেষিদিগের নবম প্রশ্ন

মৌলবী এলাহি বখশ ছাহেব দোর্রার ৪৪।৪৫ পৃষ্ঠায় ছুরা তওবার নিম্নোক্ত আয়তের অর্থ পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিয়াছেন যে, এই আয়তে এমামগণের মজহাব ধরা কাফেরী ও মোশরেকী সাব্যস্ত হইতেছে। ইহা তফছির নায়ছাপুরী, কবির, মজহারী ও আজিজি প্রভৃতিতে বর্ণিত আছে।

উত্তর

পাঠক! ছুরা তওবার আয়ত পাঠ করুন এবং উহার মর্ম্ম বুঝুন,—

اِتَّخَذُوْآ اَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ اَرْبَاباً مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

"তাহারা (ইহুদী ও খৃষ্টানগণ) খোদাতায়ালাকে ছাড়িয়া আপনাদের বিদ্বান দরবেশ (সাধু) দিগকে ও মরিয়মের পুত্র মছিহ (ইছা আঃ) কে প্রতিপালক (খোদা) রূপে গ্রহণ করিয়াছে।"

তফছিরে কবিরের ৪র্থ খণ্ডে (৫৩৬ পৃষ্ঠায়) বর্ণিত হইয়াছে, এই আয়তের চারি প্রকার অর্থ হইতে পারে—ইহুদী ও নাছারাগণ (খৃষ্টানগণ) তাহাদের আলেম ও দরবেশগণকে গড় (ছেজদা) করিতেন, তাঁহাদিগকে ও হজরত ইছা (আঃ) কে খোদার অবতার বলিতেন, তাহাদিগকে পূর্ণ খোদা বলিতেন এবং তাহারা তওরাত ও ইঞ্জিলের হুকুম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মযাজকদিগের কল্পিত মতে হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল বলিতেন।" এমাম রাজী এই চারি প্রকার মর্ম্ম লিখিয়া শেষ মর্ম্মটি স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন, কিন্তু আয়তের শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিলে, প্রথমোক্ত তিনটি মর্ম্ম উৎকৃষ্ট বোধ হয়, কেননা শেষ মর্ম্মটি গ্রহণ করিলে, এরূপ বিকৃত মর্ম্ম হয়—তাহারা বিদ্বানদিগের ও হজরত ইছা (আঃ)র মতে এক বস্তুকে হালাল কি হারাম বলিতেন। তাহা হইলে কি হজরত ইছা নবির মতে

হারাম ও হালাল বলিয়া তাহারা মোশরেক ও কাফের হইবেন? চতুর্থ মর্ম্ম সপ্রমাণ করিবার জন্য যে বয়হকি ও তেরমেজি বর্ণিত আদি বেনে হাতেমের হাদিছটি পেশ করা হয়, উহা জইফ।

পাঠক! ইহুদী ও খৃষ্টান আলেমগণ আত্ম মর্য্যাদা ও প্রাধান্য লাভ এবং অর্থোপার্জ্জন ইত্যাদি লোভের বশবর্ত্তী হইয়া হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম বলিয়া প্রকাশ করিতেন, পক্ষান্তরে চারি এমাম বিনা স্বার্থে সাধারণ লোকের উপকারের জন্য এবং প্রবঞ্চকের প্রবঞ্চনা হইতে মুসলমানগণকে রক্ষা করিবার জন্য কোর-আন ও হাদিছের স্পষ্ট ও অস্পষ্ট মর্ম্ম জ্বলন্তভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ ক্ষেত্রে এমামগণের মজহাব ইহুদী ও খৃষ্টানদের মনোক্তি মতের সহিত তুলনা দেওয়া যাইতে পারে না।

এমাম কোরতবি এই আয়তের মূল মর্ম্ম এইরূপ লিখিয়াছেন—

قال ان التقليد المذموم هو اخذ اهل الزيغ و البطلان الخ

"নিশ্চয় ভ্রান্ত ও বাতীল মতধারিদের বিনা দলীল ও প্রমাণের কথা গ্রহণ করাই নিন্দনীয় তকলীদ, তাহাদের উক্ত তকলীদের প্রমাণ তাহাদের এই উক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে যে, নিশ্চয় আমরা আমাদের পিতৃগণকে এক নিয়মের উপর প্রাপ্ত হইয়াছি এবং অবশ্য অবশ্য আমরা তাহাদের তকলীদ পদাঙ্কানুসরণ পথ প্রাপ্ত হইব। যে ব্যক্তি তাহাদের তকলীদ (মতানুসরণ) করিবে, সে ব্যক্তি ভ্রান্তিতে (গোমরাহিতে) তাহাদের তুল্য হইবে, কিন্তু সত্যপরায়ণ সম্প্রদায়ের অনুসরণ ও তকলীদ করা ধর্ম্মের দলীল সমূহের মধ্যে একটি দলীল এবং মোসলেম সম্প্রদায়ের একটি মুক্তির পথ। এজতেহাদ করিতে যে ব্যক্তি অক্ষম, তাহার পক্ষে এই তকলীদ ব্যতীত উপায়ন্তর নাই।

আরও উপরোক্ত তফছিরে কবির, আজিজি ও মোজহারি প্রভৃতি হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কোর-আন ও হাদিছে এমামগণের মজহাব অবলম্বন করিতে স্পষ্ট আদেশ হইয়াছে। এক্ষণে যাহারা এমামগণের মজহাব মান্য করা শেরক ও কাফেরী বলিল, তাহারা কোর-আন ও হাদিছ মান্য করা শেরক ও কাফেরী বলিয়া কাফের হইল।

২য়। সমস্ত জগতের আলেমগণ, আল্লাহ ও রসুল এমামগণের মজহাব মান্য করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু এই দল শিয়া কাজি শওকানি কেয়াছ অমান্যকারী মৌঃ ছিদ্দিক হাছান, মৌঃ নজির হোসেন, মৌঃ আব্বাছ আলী, মৌঃ রহিমদ্দিন ও মৌঃ এলাহি বখশের মনোক্তি মত ধরিয়া কোর-আন ও হাদিছের বিরুদ্ধে এমামগণের মজহাব মান্য করা কাফেরী বলিলেন, ইহাতে তাহারা ইহুদী ও খৃষ্টানদের ন্যায় তাহাদের আলেমদিগের মত ধরিয়া কাফের ও মোশরেক হইবেন কিনা, তাহা বিজ্ঞ পাঠকের বিচারধীন।

৩য়। এমাম বোখারি ছহিহ গ্রন্থের ১ম খণ্ডে (১৬০ পৃঃ) লিখিয়াছেন, কোর-আন শরিফের দুইটি আয়ত অনুযায়ী বাণিজ্য দ্রব্যের জাকাত ফরজ হইয়াছে, কিন্তু মৌঃ ছিদ্দিক হাছান, মহিউদ্দিন ও কাজি শাওকানি বলেন, ধান্য, পাট ও কলাই ইত্যাদি লক্ষ টাকার বাণিজ্য দ্রব্যের জাকাত ফরজ হইবে না।

এমাম বোখারি ছহিহ গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে ৯৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—কোর-আন ও হাদিছ অনুযায়ী বিদ্বানগণের এজমা ও এমামগণের কেয়াছ শরিয়তের আবশ্যকীয় একাংশ বা দলীল, কিন্তু এই দলভুক্ত মৌঃ রহিমদ্দিন ও মৌঃ আব্বাছ আলি ও এলাহি বখশ কেবল কোর আন ও হাদিছের স্পষ্টাংশকে শরিয়ত ধরিয়া কোর-আন ও হাদিছের অস্পষ্টাংশ (এজমা ও কেয়াছ) কে ত্যাগ করিয়া শরিয়তের দশ ভাগের নয় ভাগ ত্যাগ করিলেন।

ছহিহ বোখারির ২৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে— وقال هذا ركس

হজরত জনাব নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, গোবিষ্ঠা নাপাক। মৌঃ আব্বাছ আলি মাছায়েলে জরুরিয়ার ১৫।১৬ পৃষ্ঠায় হাদিছের বিরুদ্ধে গোবিষ্ঠাকে পাক বলিয়া উহার উপর নামাজ পড়িতে ফৎওয়া দিয়াছেন।

পাঠক। দেখিলেন ইহারা কোর-আন ও হাদিছ অমান্য করিয়া উহাদের স্বল্প বিদ্বাধারী মৌলবিদের মত কিরূপ ধরিয়াছেন, এক্ষণে উহারা উক্ত আয়ত অনুযায়ী কাফের ও মোশরেক হইবেন কিনা?

প্রশ্ন। ইহারা বলেন, এমাম রাজি আপন শিক্ষক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি কোন মজহাবালম্বীকে বলিয়াছেন যে, তোমাদের অমুক অমুক মছলা স্পষ্ট কোর-আনের আয়তের খেলাফ বোধ হইতেছে, তোমরা কেন উহা ত্যাগ কর না?

তখন উক্ত মজাহাবাবলম্বী ব্যক্তি বলিলেন, আমাদের এমামগণ কোর-আন শরিফের স্পষ্ট মর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন, আমরা কিরূপে এমামগণের বিপরীত মত ধারণা করিব?

উত্তর। এমাম রাজির প্রশ্নের উত্তর তফছির নাছায়াপুরীতে এইরূপ লিখিত আছে,—

قلت لعلهم توقفوا لحسن ظنهم بالسلف لانهم وقفوا من تلك الاى على مالم يقف عليه الخلف ☆

"আমি বলি, উক্ত মজবাবলম্বিগণ প্রাচীন বিদ্বানগণের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি রাখার জন্য (উক্ত আয়তগুলির স্পষ্ট মর্ম্ম গ্রহণ করিতে) দ্বিধা বোধ করিয়াছিলেন, কেননা উক্ত প্রাচীন বিদ্বানগণ উক্ত আয়তগুলির যেরূপ মর্ম্ম অবগত হইয়াছিলেন, শেষ জামানার বিদ্বানগণ সেরূপ অবগত হইতে পারে নাই।"

মূলকথা, চারি এমাম কোর-আন ও হাদিছের মর্ম্ম নির্ণয় ও নাসেখ মনছুখ স্থির করিতে যেরূপ সুদক্ষ ছিলেন, শেষ জামানার এমাম রাজি প্রভৃতি

বিদ্বানগণ উহার দশ ভাগের একভাগ জ্ঞাত হইয়াছিলেন কিনা সন্দেহজনক, আরও এমাম রাজি অপেক্ষা প্রধান প্রধান অসংখ্য বিদ্বান যে চারি মজহাব কোর-আন ও হাদিছ অনুযায়ী বুঝিয়া অবলম্বন করিয়াছিলেন, এমাম রাজির ন্যায় লোকের কথায় উক্ত মজহাবগুলি কিরূপে ত্যাগ করা জায়েজ হইবে?

মিজানে-শায়ারাণি, ৫৭।৫৯ পৃষ্ঠা—

"নিশ্চয় ফখরদ্দিন রাজি এমাম আবু হানিফার সম্মুখে একটি শিক্ষার্থীর তুল্য কিম্বা শ্রেষ্ঠতম বাদশাহের সম্মুখে সাধারণ প্রজার তুল্য অথবা সুর্য্যের সমক্ষে সাধারণ নক্ষত্রের তুল্য।"

"ফখরিদ্দন রাজির ন্যায় যে কেহ এমাম আবু হানিফার কোন মতের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, কেবল এমামের দলীল সমূহ অনবগত থাকার জন্য (ঐরূপ) করিয়াছেন।

২য়। এমামগণের মজহাব স্থলবিশেষে কোর-আন ও হাদিছের স্পষ্ট মর্ম্মের খেলাফ হইলেও উহা কিরূপ ত্যাগ করা যাইবে? অনেক স্থলে কোর-আন ও হাদিছের স্পষ্ট মর্ম্ম গ্রহণ করিলে, ইমান নষ্ট হইয়া থাকে।

কোর-আন—

فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيْلًا ☆

"যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, ইমান আনুক, আর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, কাফের হউক, আর তাহাদের মধ্যে যাহাকে পার গোমরাহ কর। আর তুমি তোমার কাফেরীর অল্প অল্প ফল লাভ কর।"

হে মজহাব-বিদ্বেষীগণ! এমামগণ এইরূপ আয়ত সমূহের স্পষ্ট মর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অস্পষ্ট মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, "এক্ষণে আপনারা এমামগণের মজহাব কোর-আনের স্পষ্ট মর্ম্মের খেলাফ বলিয়া ত্যাগ করিয়া কাফেরী করিবেন কিনা? অন্যকে গোমরাহ করিবেন কিনা?

ছহিহ মোছলেম, ১০৭ পৃষ্ঠা,—

فيتجلى فيضحك فينطلق بهم و يتبعونه

"পরে খোদাতায়ালা তাহাদের নিকট প্রকাশ হইয়া হাসিতে থাকিবেন, তাহাদের সঙ্গে গমন করিবেন এবং লোকও তাঁহার সঙ্গে চলিবেন।" এই হাদিছের স্পষ্ট মর্ম্ম গ্রহণ করিলে, খোদাতায়ালার অবয়বধারী ও বড় রিপুর অধীন হওয়া সাব্যস্ত হয়, কিন্তু এমামগণ এই হাদিছের স্পষ্ট মর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অস্পষ্ট মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে ইহারা এমামগণের মজহাব হাদিছের স্পষ্ট মর্ম্মের খেলাফ দেখিয়া কি উহা ত্যাগ করিয়া খোদাতায়ালাকে অবয়বধারী ও রিপুধারী বলিবেন?

মজহাব বিদ্বেষিদিগের দশম প্রশ্ন

মৌঃ আব্বাছ আলি বরকোল-মোয়াহেদীনের ৬৯ পৃষ্ঠায় ও সরকার ইউছফ উদ্দিন হেদায়েতল- মোকাল্লেদীনের ২১।২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, নবি করিম ও ছাহাবাদিগের পরে যে সমস্ত কাজ নূতন সৃষ্টি পাইয়াছে, উহা গোমরাহ বেদয়াত হইবে। মৌলবী এলাহি বখশ দোর্রায় মোহাম্মদীর ৮২। ৮৩ পৃষ্ঠায় ও মৌঃ রহিমদ্দিন রদ্দৎ-তকলিদের ৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, প্রত্যেক নূতন কাজ গোমরাহ বেদয়াত। বেদয়াতিরা দোজখের কুকুর হইবে। দুই তিন শত বৎসরের পরে চারি মজহাবের সৃষ্টি হইয়াছে, অতএব উহা অবলম্বন করা গোমরাহ বেদয়াত।

উত্তর

চারি এমাম কোর-আন ও হাদিছের স্পষ্টাংশ হইতে নামাজ রোজা, হজ্জ, জাকাত, ইমান, নিকাহ তালাক, ক্রয় বিক্রয়, দান ও ওছিয়ত ইত্যাদি শরিয়তের একভাগ মছলা প্রকাশ করিয়াছেন। আর কোর-আন ও হাদিছের অস্পষ্টাংশ হইতে নানি, দাদি, পুৎনি ও নাৎনী হারাম, ধান্য কলাই ও পাটের সুদ (বাড়ী) হারাম, কুকুর, বানর, শূকর ইত্যাদির মলমূত্র নাপাক, বদ্ধ পানিতে পায়খানা করা হারাম এবং চামচিকা, খট্টাশ, কাঁকড়া, কুচে,

পিপিলিকা, মক্ষিকা, মশক, হস্তী, বানর, ছারপোকা, কুম্ভীর, হাঙর, কামট, কাচ্ছপ, সামুদ্রিক কুকুর ও শূকর হারাম বলিলেন। এইরূপ মছলাকে এজমায়ী ও কেয়াছী মছলা বলে। ইহা শরিয়তের দশভাগ মছলা সমূহের নয়ভাগ হইবে।

এক্ষণে কোর-আন ও হাদিছের স্পষ্ট ও অস্পষ্টাংশ হইতে যে সমস্ত মছলা প্রকাশিত হইয়াছে, উহাকে মজহাব নাম দেওয়া হইয়াছে।

খোদাতায়ালা বলিয়াছেন,— تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ

"কোর-আন শরিফ প্রত্যেক বিষয়ের বর্ণনাকারী," কিন্তু আমরা উহার স্পষ্টাংশে শরিয়তের কতক অংশ মছলার ব্যবস্থা দেখিতে পাই, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, শরিয়তের অধিকাংশ মছলার ব্যবস্থা কোর-আন শরিফের অস্পষ্টাংশে আছে—যাহা এমামগণ প্রকাশ করিয়াছেন।

ছহিহ বোখারী ও মোসলেম,—

انزل القران على سبعة احرف لكل حرف ظهر و بطن

"কোর আন শরিফ সপ্ত কেরাতে নাজিল হইয়াছে, প্রত্যেক কেরাতের স্পষ্ট অস্পষ্ট (এই দুই প্রকার) মর্ম্ম আছে।

"কোর-আন افتكفرون ببعض তোমরা কি কোর-আন শরিফের কতকাংশ অমান্য কর?" এক্ষণে এই দল কোর-আন ও হাদিছের কোন অংশকে নূতন বা বেদয়াত বলিবেন? যদি মজহাবকে বেদয়াত বলেন, তবে কোর আন ও হাদিছকে বেদয়াত বলিয়া কাফের হইবেন, আর যদি বলেন, মজহাব দুই শত বৎসর পরে সৃষ্টি হইয়াছে, তবে কি কোর-আন ও হাদিছ দুইশত বৎসর পরে সৃষ্টি পাইয়াছে? আর যদি এজমায়ি ও কেয়াছি মছলাগুলি নূতন বা বেদয়াত বলেন, তবে কি কোর-আন ও হাদিছের কতকাংশ পুরাতন এবং কতকাংশ নূতন ও বেদয়াত হইল? ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, চারি মজহাব কোর-আন ও হাদিছ ভিন্ন অন্য কোন নূতন মত

নহে।

মেয়াতোল-মাছায়েল ৯৮ পৃষ্ঠা,—

اتباء مسائل مذاهب اربعة بدعت نيست الخ ☆

(মৌঃ নজির হোসেনের পরম গুরু) মাওলানা ইছহাক ছাহেব লিখিয়াছেন, চারি মজহাবের পয়রবি করা কোন প্রকার বেদয়াত নহে, বরং উক্ত চারি মজহাবের পয়রবি করা ছুন্নত।

কেয়াছ অমান্যকারীদরে প্রধান নেতা এবনে হাজম বলিয়াছেন,—

كان ابن حزم يقول جميع ما استنبطه المجتهدون

معدود من الشريعة و ان خفى دليله على العوام ☆

"মোজতাহেদগণ যে সমস্ত মছলা কেয়াছ করিয়া বাহির করিয়াছেন, যদিও সাধারণ লোকের উপর উহার দলিল অব্যক্ত থাকে, তথাচ উহা শরিয়তের মধ্যে গণ্য।"

মোহাম্মদিদের মৌঃ সোলতান আহমদ তকবিয়াতোল-ইমানের ২য় খণ্ডে লিখিয়াছেন,—চারি এমাম যে সমস্ত মছলা কোর-আন ও হাদিছের অস্পষ্টাংশ হইতে প্রকাশ করিয়াছেন, উহাও নবির ছুন্নতের মধ্যে গণ্য।

২য়। তফছির আজিজি ১২৮ পৃষ্ঠা,—

كسانيكه اطاعت آنها بحكم خدا فرض است الخ

"ছয়দল লোকের পয়রবি করা খোদার হুকুমে ফরজ, তন্মধ্যে শরিয়েতর মোজতাহেদগণ এবং তরিকতের পীরগণ এক দল, তাহাদের একজনের আদেশ পালন করা সাধারণ উম্মতের প্রতি ফরজ। এইরূপ পিতা, মাতা, স্বামী প্রভু ও রাজাদেশ মান্য করা ফরজ। খোদাতায়ালা এমামগণের মজহাব ধরিতে বলিয়াছেন, কিন্তু ইহারা এই ছলনা করিয়া খোদার হুকুম অমান্য করিলেন যে, এমামগণ ৮০ হিজরীর পরে প্রকাশ পাইয়াছেন, অতএব

তাঁহাদের মজহাব ধরিলে, নূতন কার্য্য করিয়া গোমরাহ ও বেদয়াতি হইতে হইবে। এক্ষেত্রে আমি জিজ্ঞাসা করি, হে মজহাব-বিদ্বেষীগণ! আপনাদের পিতা মাতা ও রাজা ১৩ শত বৎসর পরে জগতে প্রকাশ পাইয়াছেন, তাহাদের পয়রবি করিলে, আপনারা গোমরাহ, বেদয়াতি ও জাহান্নামি হইবেন কিনা? স্ত্রীলোক ও গোলাম, স্বামী ও প্রভুর আদেশ পালন করিয়া নূতন কর্ম্ম করিবার জন্য বেদয়াতি ও গোমরাহ হইবেন কিনা?

৩য়। একশত দেড়শত হিজরীর এমামগণের ফৎওয়া মান্য করা ইহাদের মতে গোমরাহ বেদয়াত হইল, তাহা হইলে আড়াই কিম্বা তিনশত হিজরীর ছেহাহ লেখক এমাম বোখারি প্রভৃতি বিদ্বানগণের ফৎওয়া মান্য করা তিনগুন গোমরাহ বেদয়াত হইবে কিনা ?

৪র্থ। এক দেড়শত হিজরীর এমামগণের ফৎওয়া মান্য করা ইহাদের মতে গোমরাহ বেদয়াত হইল, এক্ষেত্রে ১৩ শত বৎসর পরে স্বল্প বিদ্যাধারী আলেমদিগের ফৎওয়া মান্য করা পাহাড় সমান গোমরাহ বেদয়াত হইবে কিনা?

৫ম। জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন,—

من احدث فى امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ☆

"যে কার্য্যের মূল শরিয়তে নাই, এইরূপ নূতন কার্য্য আমার শরিয়তে সৃষ্টি করিলে, উহা রদ ও বাতীল হইবে।" এই হাদিছে প্রমাণিত হইতেছে যে, যে কার্য্যের মূল শরিয়তে আছে, এইরূপ নূতন কার্য্য বাতীল নহে, বরং ছুন্নতের মধ্যে গন্য হইবে।

আরও জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন,—

من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الخ

"যে ব্যক্তি কোন সুনিয়ম স্থাপন করিবে, সে ব্যক্তি উহার এবং যে সমস্ত লোক উক্ত নিয়ম পালন করিবে, তৎসমূদয়ের নেকি পাইবে।"

এই হাদিছে প্রমাণিত হইতেছে যে, নূতন কার্য্য হইলেই গোমরাহ বেদয়াত হইবে না, বরং শরিয়তের পৃষ্ঠপোষক নূতন কার্য্যগুলি ছুন্নতের মধ্যে গন্য উহাকে বেদয়াতে-হাছানা বলা হয়।

ছহিহ মোছলেম,—

شر الامور محدثاتها و كل بدعة ضلالة ٥

"যে কার্য্যগুলি নূতন সৃষ্টি পায়, উহা অতি মন্দ, প্রত্যেক বেদয়াত গোমরাহী।" ইহার মূল অর্থ এই যে, যে কোন নূতন কার্য্য শরিয়তের পৃষ্ঠপোষক নহে, বা শরিয়তে উহার মূল ও নজির নাই, সেই নূতন কার্য্য অতি কদর্য্য এবং গোমরাহ বেদয়াত।

এমাম নাবাবি ঐ হাদিছের টিকায় লিখিয়াছেন—

هذا عام مخصوص و المراد غالب البدع قال اهل اللغة كل شى عمل على غير مثال سابق قال العلماء و البدعة خمسة اقسام واجبة و مندوبة و محرمة و مكروهة و مباحة فمن الواجبة نظم ادلة المتكلمين للرد على الملاحدة و المبتدعين و شبه ذلك و من المندبة تصنيف كتب و العلم و بناء المدارس و الرباط و غير ذلك و من المباح التبسط فى لوان الاطعمة و غير ذلك و الحرام والمكروه ظاهران ☆

"এই হাদিছের অর্থ এই যে, অধিকাংশ নূতন কার্য্য গোমরাহ বেদয়াত। যে কোন নূতন কার্য্যের কোন নজির প্রথম হইতে নাই, এইরূপ কার্য্য করাকে বেদয়াত বলে। আলেমগণ বলেন, বেদয়াত পাঁচ প্রকার ঃ— ওয়াজেব, মোস্তাহাব, মোবাহ, হারাম ও মকরূহ। বেদয়াতি ও বিধর্ম্মী প্রভৃতির প্রতিবাদ আকায়েদ তত্ত্ববিদগণের দলীল সমূহ সংগ্রহ করা ওয়াজেব বেদয়াত। "দ্বিনী" কেতাব রচনা করা, মাদ্রাসা ও পান্থশালা ইত্যাদি প্রস্তুত করা মোস্তাহাব বেদয়াত। বিবিধ প্রকার খাদ্য দ্রব্য অধিক ভক্ষণ করা মোবাহ বেদয়াত। হারাম ও মকরুহ বেদয়াত স্পষ্ট। ওয়াজেব ও মোস্তাহাব বেদয়াতকে বেদয়াতে হাছানা বলে। হারাম ও মকরুহ বেদয়াতকে বেদয়াতে জালালা বলে।

এনছাফ ৭০ পৃষ্ঠায়, ছহিহ মোছলেম ১৪ পৃষ্ঠা,—

وكان السلف لا يكتبون الحديث الخ

قال لم يكونوا يسألون الخ ☆

পাচীন বিদ্বাগণ হাদিছ লিখিতেন না, তৎপরে বর্ত্তমান কালে হাদিছ লিপিবদ্ধ করা ওয়াজেব হইয়াছে, কেননা এই কেতাবগুলি অবগত হওয়া ব্যতীত হাদিছ রেওয়াএতের উপায় নাই।

প্রাচীন বিদ্বানগণ (আরব্য ব্যাকরণ) নহো ও ছরফ (শিক্ষা করিতে) সংলিপ্ত হইতেন না, এবং আরবি তাঁহাদের মাতৃভাষা ছিল, (এজন্য) এই বিষয়গুলির মুখাপেক্ষী হইতেন না। তৎপরে প্রাচীন আরবগণের জামানা বহু দিবস অতিবাহিত হওয়ায় বর্ত্তমানে আরবি অভিধান শিক্ষা করা ওয়াজেব হইয়াছে।"

"প্রাচীন বিদ্বানগণ হাদিছের রাবিদের নাম (ইসনাদ) জিজ্ঞাসা করিতেন না, কিন্তু তৎপরে ফাছাদ (মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা) উপস্থিত হইলে বিদ্বানগণ বলিতে লাগিলেন, তোমরা আমাদের নিকট তোমাদের রাবিদিগের নাম উল্লেখ কর।"

মূলকথা এই যে, হাদিছ শরিফ লিপিবদ্ধ করা, উহার সহিত রাবিদের নাম (ইসনাদ) লিপিবদ্ধ করা বা শিক্ষা করা, ছরফ, নহো ও অভিধান শিক্ষা করা নূতন কার্য্য, কিন্তু ইহা বেদয়াতে হাছানাবা ওয়াজেব বেদয়াত, গোমরাহ বেদয়াত নহে।

জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) সময় খোরমার আটি গণনা করিয়া কিম্বা অঙ্গুলি গণনা করিয়া তসবিহ পাঠ করা সাব্যস্ত হইয়াছে, কাষ্ঠের মালা (তছবিহ) গণনা করিয়া তছবিহ পাঠ করা সাবস্ত হয় নাই, তাহা হইলেও কাষ্ঠের মালা গণনা করিয়া তছবিহ পড়া গোমরাহ ও বাতিল হইতে পারে না, বরং মোস্তাহাব কিম্বা বেদয়াত হাছানা হইবে, কেননা ইহার নজির (খোরমার আঁটি দ্বারা তছবিহ পড়া) শরিয়তে আছে।

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) ঘোড়া, উট ও নৌকার উপর নামাজ পড়িবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু সে সময় রেলগাড়ী ছিল না, এক্ষেত্রে রেলগাড়ীর উপর নামাজ পড়া নূতন কার্য্য হইলেও গোমরাহ বেদয়াত, বাতীল ও রদ হইবে না, কেননা উহার মূল নজির (নৌকার উপর নামাজ পড়া) শরিয়তে আছে। ইহা মোবাহ বেদয়াত হইবে। জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) ছাহাবাগণ আরবী ভাষাভাষী ছিলেন, কিন্তু বঙ্গভাষা শিক্ষা করিতে হুকুম নাই, বরং ইহুদীদের ইব্রীয় ভাষা শিক্ষা করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। মুসলমানগণ বঙ্গদেশ অধিকার করিলে, বঙ্গভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। এক্ষেত্রে ভঙ্গভাষা শিক্ষা করা নূতন কার্য্য হইলেও ইহা গোমরাহ বেদয়াত ও বাতীল হইবে না, কেননা ইহার নজির (ইব্রীয় বা এব্রাণী ভাষা) শরিয়তে আছে। ইহা মোবাহ বেদয়াত হইবে।

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) আম, জাম, কাঁঠাল ও পান ভক্ষণ করেন নাই, মুছলমানগণ ভারতবর্ষে আসিয়া উহা খাইতে লাগিলেন, ইহা নূতন কার্য্য হইলেও, গোমরাহ বেদয়াত ও বাতীল কার্য্য হইবে না, কেননা ইহার নজির (খোরমা ইত্যাদি ও খাওয়া) শরিয়তে আছে, ইহা মোবাহ বেদয়াত হইবে।

এক্ষণে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, কেয়ামত পর্য্যন্ত যে কোন নূতন কার্য্য হইতে থাকিবে, যদি উহার নজির শরিয়তে পাওয়া যায়, তবে উহা গোমরাহ বেদয়াত হইবে না, বরং শরিয়ত মধ্যে গণ্য হইবে। মজহাব বিদ্বেষীগণ হাদিছের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া প্রত্যেক নূতন কার্য্যকে গোমরাহ বেদয়াত বলিয়া, নিজেরা গোমরাহ বেদয়াতি হইলেন। জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কেবল চারি রাত্রি জামায়াত সহ মসজিদে তারাবিহ নামাজ পড়িয়াছিলেন কিন্তু কয় রাকায়াত পড়িয়াছিলেন ইহার স্পষ্ট প্রমাণ নাই। হজরত ওমারের হুকুমে ত্রিশ রাত্রি বিশ রাকায়াত করিয়া তারাবিহ পড়া প্রচলিত হইয়াছে। জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) জোমার এক আজানের হুকুম করিয়াছিলেন, কিন্তু হজরত ওছমানের হুকুমে দুই আজান প্রচলিত হইয়াছে। এদেশস্থ মজহাব বিদ্বেষীগণ ত্রিশ রাত্রি ৮ রাকায়াত করিয়া তারাবিহ পড়েন এবং জোমার দুই আজান দেন। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাসা এই যে, যদি প্রত্যেক নূতন কার্য্য গোমরাহ বেদয়াত হয়, তবে ইহারা জোমার দুই আজান দিয়া এবং ত্রিশ রাত্রি তারাবিহ পড়িয়া গোমরাহ বেদয়াতি হইবেন কিনা? আর যদি ছাহাবাদিগের নূতন কার্য্য বেদয়াত না হইয়া ছুন্নত হয়, তবে তাহারা ৮ রাকায়াত তারাবিহ পড়িয়া ছাহাবাগণের ছুন্নত ত্যাগ করতঃ গোমরাহ বেদয়াতি হইবেন কিনা?

৬ষ্ঠ। মজহাব বিদ্বেষীগণ বেদয়াত শব্দের অর্থ কোর-আন ও হাদিছে খুজিয়া পান নাই, সেই হেতু ইহাদের মৌলবী রহিমদ্দিন 'রদ্দৎ তকলীদের ৬ পৃষ্ঠা, মৌঃ ফছিহদ্দিন ছামছামোল মোয়াহেদিনে'র ৯৯ পৃষ্ঠা, মৌঃ এলাহি বখশ দোর্রায় মোহাম্মদির ৮৩ পৃষ্ঠা ও মৌলবি ছিদ্দিক হোসেন মেছবোল-খেতামে লিখিয়াছেন,—প্রত্যেক, নূতন কার্য্য গোমরাহ বেদয়াত হইবে। ইহাদের মৌলবী আব্বাছ আলী 'বরকোল-মোয়াহেদিনের ৬৯ পৃষ্ঠা ও সরকার ইউছফ উদ্দীন হেদয়াতোল মোকাল্লেদীনে'র ২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

ছাহাবাদের নূতন কার্য্য ছুন্নত হইবে, তবে তাঁহাদের পরের নূতন কার্য্য গোমরাহ বেদয়াত হইবে। ইহাদের মৌঃ সুলতান আহমদ 'তকবিয়াতোল ইমানে' লিখিয়াছেন,—তাবেয়ি তাবা তাবেয়ি ও এমামগণ যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, উহা নবির ছুন্নত মধ্যে গণ্য হইবে।

খলিল, আখ ফাশ ও ছিবা অয়হে প্রভৃতি বিদ্বাগণ নহো, ছরফ ইত্যাদি আরবি ব্যাকরণের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, যদি ইহারা এই নূতন মত অবলম্বন না করেন, তবে কোরান ও হাদিছ বুঝিতে না পারিয়া গোমরাহ হইবেন। আর যদি উহা অবলম্বন করেন তবে, বেদায়াত কার্য্য করিয়া দোজখের কুকুর হইবেন কিনা?

আরববাসী কারী বিদ্বানগণ কোর-আন পাঠ করিবার ও উহার অক্ষরগুলি উচ্চারণ করিবার নিয়ম বহু শতাব্দীর পরে প্রকাশ করিয়াছেন, ইহারা যদি উহা নূতন মত বলিয়া ত্যাগ করেন, তবে কোর-আন পাঠ করিতে না পারিয়া নামাজ নষ্ট করিবেন।

মজহাব বিদ্বেষিদিগের একাদশ প্রশ্ন

মৌঃ আব্বাছ আলী ছাহেব 'বরকোল মোয়াহেদিন' পুস্তকের ৪৬ পৃষ্ঠায় ও মৌঃ এলাহি বখশ ছাহেব দোর্রায় মোহাম্মদী পুস্তকের ৪৭ পৃষ্ঠায় এবং মৌঃ ফছিহ উদ্দিন ছাহেব ছামছামোল মোয়াহেদিন পুস্তকের ৮৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, এমামগণ কোর-আন হাদিছের খেলাফ করিয়াছেন, সেই জন্য তাহাদের শিষ্যগণ, মোহাদ্দেছগণ ও অন্যান্য বিদ্বানগণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে মত ধারণ করিয়াছেন, এক্ষেত্রে উক্ত এমামগণের মজহাব ধারণ করা কিরূপে জায়েজ হইবে?

উত্তর

১ম। এমাম বোখারি, মোছলেম প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ চারি এমামের শিষ্য এবং প্রশিষ্য (শিষ্যের শিষ্যে) ছিলেন। উক্ত মোহাদ্দেছগণের শিক্ষকগণ

অথবা শিক্ষকগণের শিক্ষকগণ, যথা—এহইয়া মইন, ছইদ কাত্তান, লায়েছ, অকি, শো'বা আওজায়ি, ছুফইয়ান, এবনে ওয়ানা, এবনোল-মোবারক, এজিদ বেনে হারুন, মেছয়ার বেনে কেদাম হয় তাঁহাদের শিষ্যত্ব অথবা মজহাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, না হয় তাঁহাদের গুণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, কাজেই এমাম বোখারি প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণের বিরুদ্ধ মতে তাঁহাদের মজহাব কখনও কোর-আন হাদিছের খেলাফ হইতে পারে না।

২য়। একদোল-জীদ, ৫৩ পৃষ্ঠা,—

(এমাম) খাত্তাবি বলিয়াছেন, এই মোহাদ্দেছগণের অধিকাংশ রেওয়াত সমূহের বর্ণনা করিতে, ছনদ সমূহ সংগ্রহ করিতে এবং গরিব ও শাজ্জ হাদিছ— যাহার অধিকাংশ অমুলক কিম্বা বিকৃত, চেষ্টা করিতে সাধ্য সাধনা করিয়া থাকেন , হাদিছের শব্দগুলির প্রতি লক্ষ্য করেন না, মর্ম্ম সমূহ বুঝিতে পারেন না, উহার নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে এবং উহার সূক্ষ্ম মর্ম্ম ও ফেকহ প্রকাশ করিতে পারে না, অনেক সময় ফকিহগণের নিন্দাবাদ ও তাঁহাদের কুৎসা রটনা করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের উপর কতক হাদিছের বিরুদ্ধাচারণ করার দাবি করিয়া থাকেন। তাঁহারা ইহা অবগত নহেন যে, তাঁহারা উক্ত ফকিহগণের খোদা প্রদত্ত এলম হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, এবং তাঁহাদের অপবাদ করায় পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতেছেন।

তজনিব, ৪২ পৃষ্ঠা,—

" আমি বলি, উক্ত মোহাদ্দেছগণের হাফেজে হাদিছ ও উচ্চ ধরণের পারদর্শী হওয়ার সম্বন্ধে সন্দেহ নাই, কিন্তু (তাঁহারা) বিবেক বলে তিনটি দলীলের ব্যবহার সম্বন্ধে (পারদর্শী) ছিলেন না।

আল্লামা বাহারুল উলুম 'মোছাল্লামোছ-ছবুত' গ্রন্থের টিকার ৪৪০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

উক্ত উপবাদকারিদিগের এইরূপে কার্য্যে লিপ্ত হওয়ার কারণ এই যে, সত্য সত্যই তাঁহারা মেধাহীন ছিলেন, হাদিছের শব্দগুলির বাহ্য ভাবের সেবায় সংলিপ্ত থাকিতেন, গুপ্ত মর্ম্ম সমূহ বুঝিবার সাধ্য সাধনা করিতেন

না, যে সূক্ষ্ম মর্ম্ম সমূহ মধ্যম শ্রেণীর লোকদিগের বোধগম্য হইতে পারে না, তৎসমস্ত ত দূরের কথা, বরং এই প্রবীন এমাম (আবু হানিফা) আল্লাহ তায়ালার সাহায্য অনুগৃহীত হইয়া মর্ম্ম-সমূদ্র মন্থন করিয়া সমূদ্রের এরূপ গভীর তলদেশ হইতে মুক্তারাজি সঞ্চয় করিয়াছেন যে, আল্লাহতায়ালার সাহায্যে প্রাপ্ত লোকদিগের মধ্যে কেহই তথায় উপস্থিত হইতে সক্ষম হয় না। এই অপবাদকগণ নিজের মেধাহীনতার জন্য উক্ত এমাম যাহা বুঝিয়াছেন, তাহা বুঝিতে অক্ষম হইয়াছেন এবং বন্য পশুর ন্যায় তাহারা উক্ত এমামের মত হইতে দূরে থাকেন, এই হেতু বাতীল ধারণা করিয়া হুকুম করিয়া থাকেন যে, উক্ত এমাম হাদিছের খেলাফ করিয়াছেন, অনন্তর তাহারা মাহা অজ্ঞানতায় পতিত হইয়া থাকেন।"

আরও ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, চারি এমামের পরে কেহই মোজতাহেদ মোস্তাকেল হইতে পারেন নাই, কাজেই মোহাদ্দেছগণের খেলাফ করায় তাঁহাদের চারি মজহাব কোর-আন হাদিছের খেলাফ হইতে পারে না।

৩য়। একজন ছাহাবা অপর ছাহাবার খেলাফ করিয়াছেন, একজন তাবেয়ী অন্য তাবেয়ির খেলাফ করিয়াছেন, একজন সেহাহ লেখক অন্য সেহাহ লেখকের খেলাফ করিয়াছেন, একজন মোহাদ্দেছ অন্য মোহাদ্দেছের খেলাফ করিয়াছেন, মজহাব বিদ্বেষী দল অনেক স্থলে এমাম বোখারি প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণের খেলাফ করিয়াছেন, বরং একজন মজহাব-বিদ্বেষী মৌলবী তাহাদের দলভুক্ত অন্য মৌলবীর খেলাফ করিয়াছেন, এক্ষেত্রে কি সমস্ত ছাহাবা, তাবেয়ি, তাবা-তাবেয়ি ও মোহাদ্দেছ কোর-আন হাদিছের খেলাফ করিয়াছেন? মজহাব বিদ্বেষীগণ কোর-আন হাদিছের খেলাফ করিয়ানে? যদি ছাহাবা, তাবেয়ি, তাবা-তাবেয়ি ও মোহাদ্দেছগণ ও কোর-আন ও হাদিছের খেলাফ না করিয়া থাকেন, তবে চারি এমাম কিরূপে কোর-আন হাদিছের খেলাফ করিলেন?

৪র্থ। চারি মজহাবের উপর এজমা হইয়াছে, সহস্রাধিক বিদ্বান উক্ত চারি মজহাব সত্য জানিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এক্ষণে মজহাব বিদ্বেষীদিগের কথায় উক্ত মজহাবগুলিকে কোর-আন হাদিছের খেলাফ বলিলে, জাহান্নামে পতিত হইতে হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

মজহাব বিদ্বেষীদিগের দ্বাদশ প্রশ্ন

মৌলবি এলাহি বখশ ছাহেব দোর্রায়-মোহাম্মদীর ৫৫।৮২ পৃষ্ঠায়, মৌলবী আব্বাছ আলি সাহেব বরকোল-মোয়াহেদিনের ৮৪ পৃষ্ঠায় ও মৌঃ রহিমদ্দিন সাহেব রদ্দৎ-তকলিদের ১৯ পৃষ্ঠায় কোর-আন শরিফের একটি আয়তের মর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিয়াছেন যে কোর-আন শরিফে কেবল এক এবরাহিমি মোসল্লা স্থির করিবার কথা আছে, কিন্তু চারি মজহাবাবলম্বিগণ মক্কা ও মদিনা শরিফের মছজিদদ্বয়ে চারি মোসল্লা স্থির করিয়া লইয়াছেন, ইহা গোমরাহ্ বেদয়াত। তফছিরে আজিজিতে চারি মোসল্লার বেদয়াত হওয়ার কথা আছে। হানাফিদিগের শামি কেতাবে চারি মোসাল্লাকে বেদয়াত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

উত্তর

তফছিরে-বয়জবি, ১।১৮৭ পৃষ্ঠা—

و هوامر استحباب و مقام ابراهيم الخ ☆

যে পাথরে (হজরত) ইব্রাহিম (আঃ) এর পদচিহ্ন আছে অথবা যে স্থানে উক্ত পাথর খণ্ড ছিল, যে সময় তিনি উহার উপর দণ্ডায়মান হইয়া লোকদিগকে হজ্জের জন্য আহ্বান করিয়া ছিলেন, কিম্বা কা'বা গৃহের প্রাচীর উচ্চ করিয়াছিলেন, উক্ত পাথর কিম্বা স্থানটিকে 'মকামে ইব্রাহিম' বলা হয়। বর্ত্তমানে প্রস্তর সেই স্থানে আছে। এইরূপ কথিত আছে যে, জনাব (হজরত) নবিয়ে করিম (ছাঃ) হজরত ওমারের হস্ত ধরিয়া বলিয়াছিলেন, ইহা 'মকামে ইব্রাহিম'। তখন ইনি বলিয়াছিলেন, আমরা উহাকে কি মোসল্লা (নামাজের স্থান) স্থির করিব না? তদুত্তরে হজরত বলিয়াছিলেন, আমরা ইহার উপর

আদেশ প্রাপ্ত হই নাই, সূর্য্য অস্তমিত না হইতেই উক্ত আয়ত নাজিল হয়, "তোমরা মকামে ইব্রাহিমকে নামাজ স্থান স্থির কর।" উক্ত হুকুমটি মোস্তাহাব (অর্থাৎ মকামে ইব্রাহিমে নামাজ পড়া মোস্তাহাব)।

কোন কোন বিদ্বান বলিয়াছেন, উক্ত আয়তে দুই রাকায়াত তাওয়াফের নামাজ পড়ার হুকুম হইয়াছে, কেননা (হজরত) যাবের (রাঃ) উল্লেখ করিয়াছেন যে, যে সময় (হজরত) নবি (আঃ) নিজের তাওয়াফ সমাপ্ত করিলেন, তখন তিনি মকামে ইব্রাহিমের দিকে অগ্রসর হইয়া উহার পশ্চাতে দুই রাকায়াত নামাজ পড়িয়া ছিলেন এবং উক্ত আয়ত পাঠ করিয়াছিলেন।

মূল কথা এই যে, মকামে ইব্রাহিমে দুই রাকায়াত নফল কিম্বা দুই রাকায়াত তাওয়াফের নামাজের ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে ওয়াক্তিয়া নামাজ পড়ার ব্যবস্থা সাব্যস্ত হইতে পারে না। মজহাব বিদ্বেষী মৌলবিগণ আয়তের অর্থ পরিবর্ত্তন করিয়া তথায় ওয়াক্তিয়া জামায়াত পড়ার ফৎওয়া প্রচার করিয়া থাকেন, কিন্তু জগতের কোন টিকাকার এইরূপ অদ্ভুত মর্ম্ম প্রকাশ করেন নাই।

পাঠক, মৌলবী আব্বাছ আলী সাহেব কোর আন শরিফের বঙ্গানুবাদ করিতে গিয়া উহার হাশিয়ার (পরটিকার) ২৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"কাবা শরিফের মধ্যে যে স্থানে হজরত ইব্রাহিম (আঃ) এবাদত (উপাসনা) করিতেন, সেই স্থানটিকে মকামে এব্রাহিম অর্থাৎ এব্রাহিমের স্থান বলে। কাবা শরিফের মধ্যে কেবল ঐ স্থানে নামাজ পড়িবার জন্য খোদাতায়ালা হুকুম করিয়াছেন। কি ভীষণ জালছাজি! কি ভয়ানক অর্থ চুরি! কেবল ঐ স্থানে নামাজ পড়িতে হুকুম করিয়াছেন, কা'বা শরিফের অন্য কোন স্থানে নামাজ পড়া কি হারাম? কোন তফছিরে এইরূপ অর্থ লিখিত আছে? কা'বা শরিফে কয়েক লক্ষ লোক সমবেত হইয়া থাকেন, মজহাব বিদ্বেষীদের মতানুযায়ী মকামে এব্রাহিমে ওয়াক্তিয়া জামায়াত আবশ্যক হইলে, এই সঙ্কীর্ণ স্থানে এক ওয়াক্ত নামাজ এক বৎসরেও সেষ হইবে না!

পাঠক, দেখিলেন ত, এই নবাবিস্কৃত দল কিরূপে কোর-আন ও হাদিছের সর্ব্বনাশ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এক্ষণে আমরা জিজ্ঞাসা করি, চারি মোসল্লা বেদয়াত হওয়ার কারণ কি?

যদি এই দল উহার উত্তরে বলেন যে, কা'বা শরিফের চারি পার্শ্বে নামাজ পড়া গোমরাহ বেদয়াত, তবে আমরা বলিব, কোর-আন শরিফে আছে,—'فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ'

"অনন্তর তোমরা নিজেদের চেহারাকে উক্ত কা'বার দিকে ফিরাইও। এই আয়তে কা'বা শরিফের চারি পার্শ্বে নামাজ জায়েজ হওয়া সপ্রমাণ হইল, ইহাকে গোমরাহ বেদয়াত বলিলে, গোমরাহ হইয়া জাহান্নামে পড়িতে হইবে।

আর যদি এই নব্য দল বলেন, একস্থানে একাধিকবার জমায়াত করা গোমরাহ বেদয়াত, তবে বলি, ছহিহ্ তেরমেজির ৩০ পৃষ্ঠায় আছে,—

جاء رجل و قد صلى رسول الله صلعم فقال ايكم يتجر على هذا فقال رجل و صلى معه و هو قول غير واحد من من اهل العلم من اصحاب النبى صلعم و غيرهم من التابعين الخ ☆

"নিশ্চয় (হজরত) রছুলে খোদা (ছাঃ) নামাজ পড়িয়াছিলেন, এমতাবস্থায় একজন লোক উপস্থিত হইল, ইহাতে হজরত বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ইহার সঙ্গে (নামাজ পড়িয়া) ছওয়াব লাভ করিবে? তখন এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া তাহার সহিত নামাজ পড়িল।

অনেক মোজাতাহেদ ছাহাবা ও তাবেয়ি এই মত ধারণ করিয়া বলিয়াছেন যে, যে মছজিদে একবার নামাজ পড়া হইয়াছে, তথায় লোকে দ্বিতীয়বার) জামায়াত করিয়া নামাজ পড়িলে, কোন দোষ হইবে না।"

উপরোক্ত দলীল অনুসারে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, মক্কা ও মদিনা শরিফে চারি মোসল্লা বেদয়াত হইতে পারে না।

কোর আন শরিফে আছে,—

إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ

"উক্ত কা'বা গৃহের অধ্যক্ষগণ (রক্ষকগণ) পরহেজগার (ধার্ম্মিক) ব্যতীত হইবে না।"

মেশকাতের ৩০ পৃষ্ঠায় ছহিহ তেরমেজি হইতে উদ্ধৃত —

ان الدين ليارز الى الحجاز كما تارز الحية الى جحرها ☆

"নিশ্চয় দ্বীন হেজাজে (মক্কা, মদিনা এবং উভয়ের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমুহে) স্থিতি করিবে, যেরূপ সর্প উহার গর্ত্তে স্থিতি করে।"

ছহিহ বোখারি, ৯। ১০৮২ পৃষ্ঠা,—

"(হজরত) নবি (ছাঃ) মোজতাহেদগণের এজমা ও হারামাএনের (মক্কা মদিনার) এজমা (গ্রহণ করার) উল্লেখ করিয়াছেন এবং উৎসাহ দিয়াছেন।"

ফৎহোল-বারি, ১৩।২৩৬ পৃষ্ঠা ও কোস্তোলানি, ১০। ২৬ পৃঃ —

"(এমাম) বোখারির কথায় বুঝা যায় যে, মক্কা ও মদিনা অধিবাসীদিগের একতায় এজমা হয়।"

এনছাফ, ২২ পৃষ্ঠা,—

"(এমাম) বোখারি একটি অধ্যায় মক্কা ও মদিনার এজমা গ্রহণের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।"

মক্কা মদিনা শরিফের বিদ্বানগণ চারি মোসল্লার প্রতি এজমা করিয়াছেন, সুতারং উপরোক্ত আয়ত ও হাদিছ অনুযায়ী বিশেষতঃ এমাম বোখারির মতানুযায়ী চারি মোসল্লা স্থাপন শরিয়ত-সঙ্গত বিষয় হইল, উহা কিছুতেই বেদয়াতে-জালালা হইতে পারে না।

আল্লামা আবদুল গণি নাবেলছি 'তরিকায় মোহাম্মদীর' টিকার ১৪৫।১৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

و قد سئل بعض العلماء عن هذه المقامات المنصوبة حول الكعبة التى يصلون فيها بار بعة ائمة على مقتضى المذاهب الا ربعة الخ ☆

"কোন বিদ্বান কা'বা শরিফের চারি পার্শ্বস্থ এই নির্দ্দিষ্ট স্থানগুলির (চারি মোসল্লার) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন— যে স্থানগুলিতে বর্ত্তমানে চারি মজহাব অনুসারে চারিজন এমাম দ্বারা লোকে নামাজ পাঠ করিয়া থাকেন, এইরূপ কার্য্য হজরতের ছুন্নতে তাবেয়ি, তাবা-তাবেয়ি ও চারি এমামের জামানায় ছিল না, তাঁহারা এ বিষয়ের হুকুম করেন নাই এবং ইহার চেষ্টা করেন নাই।"

তদুত্তরে তিনি বলিলেন, ইহা বেদয়াত, কিন্তু বেদয়াতে ছাইয়েয়া (দুষিত বেদয়াত) নহে, বরং হাসানা বেদয়াত, কেননা ছহিহ হাদিছের প্রমাণে উহা ছুন্নতে-হাছানার (উৎকৃষ্ট নিয়মের) মধ্যে গণ্য হইবে, যেহেতু উক্ত কার্য্যে মছজিদের কিম্বা সাধারণ জামায়াতভুক্ত নামাজি মুসলমানদিগের কোন ক্ষতি সাধন করে নাই এবং অসুবিধার সৃষ্টি করে নাই বরং বর্ষা কঠিন গ্রীষ্ম ও শীতে উক্ত কার্য্যে সাধারণের উপকার হয়, আরও তদ্দারা জোমা ইত্যাদিতে এমামের নিকট স্থান লাভে উপায় হইয়া থাকে, কাজেই উহা বেদয়াতে হাছানা। তাঁহারা ছুন্নতে হাছানা করার জন্য যদিও উহা বেদয়াত (নূতন কার্য্য) হয়,

তবু ছুন্নি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, বেদয়াতি নামে অভিহিত হন না, কেননা (হজরত) নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন উৎকৃষ্ট উন্নত (নিয়ম) প্রচলিত করে, (সে ব্যক্তি উক্ত কার্য্যের এবং ইহার অনুষ্ঠানকারিদিগের নেকি পাইবে)। এস্থলে তিনি উৎকৃষ্ট নিয়ম আবিষ্কারক ব্যক্তিকে ছুন্নি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং উক্ত কার্য্যকে ছুন্নতের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

মূল কথা, এইরূপ নূতন কার্য্য বেদয়াতে হাছানা হইবে, উহা দুষিত কার্য্য নহে। আরও মক্কা ও মদিনা শরিফে লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হইয়া থাকেন, গ্রীষ্ম বর্ষা ও শীতের জন্য তাঁহাদের সমস্ত লোকের এক জামায়াতে ওয়াক্তিয়া নামাজ সম্পন্ন করা অসাধ্য ব্যাপার। এরূপ ক্ষেত্রে যদি একাধিক জমায়াত গোমরাহ বেদয়াত হয়, তবে বহু সহস্র লোক একা একা নামাজ পড়িতে বাধ্য হইবেন, কিন্তু ওয়াক্তিয়া নামাজের জমায়াত ছুন্নত কিম্বা ওয়াজেব, এক্ষেত্রে তাঁহারা ছুন্নত বা ওয়াজেব ত্যাগ করার জন্য দোষী বা পাপী হইবেন। এই জন্য একাধিকবার জমায়াত করা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে, কিন্তু একস্থলে বার বার জমায়াত করা দুষিত কর্ম্ম, কাজেই পৃথক পৃথক মোছল্লায় উহা সম্পন্ন করা হইয়া থাকে, এই হেতু ইহা কিছুতেই গোমরাহ বেদয়াত হইতে পারে না।

তফসিরে আজিজির ৫৪১।৫৪২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—

" বেদয়াত ভাবে লোক কা'বা শরিফের এক এক দিক্‌কে ভাগ করিয়া লইবে এবং প্রত্যেক নিজের মনোনীত দিক্‌কে উৎকৃষ্ট সপ্রমাণ করার অন্য এক এক কথা পেশ করিবে, যেরূপ হানাফিগণ দক্ষিণ দিক্‌কে মনোনীত করিবেন, নিজেদের এমামকে কা'বার উত্তর দিক স্থান দিবেন এবং অহঙ্কার ভাবে বলিবেন, আমাদের কেবলা ইব্রাহিমি কেবলা, কেননা উক্ত হজরত 'মিজাবের (ছাদের পয়োনালার) দিকে মুখ রাখিতেন। শাফেয়িগণ পশ্চিম দিক মনোনীত করিবে এবং নিজেদের এমামকে কা'বা শরিফের পূর্ব্বদিকে দাঁড় করাইবেন এবং গৌরবস্থল বলিবেন, আমরা কা'বার দরওয়াজার দিকে

মুখ করিয়া থাকি এবং আমাদের কেবলা কোরাণের আয়তে উল্লিখিত হইয়াছে। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন শহরবাসিগণ নিজেদের দিককে উৎকৃষ্ট সপ্রমাণ করার জন্য এই প্রকার সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রকাশ করিবেন, কিন্তু এইগুলি কবিগণের সূক্ষ্ম কথা, ধার্ম্মিকগণের নিকট গ্রহণীয় নহে। এইটুকু খোদার হুকুম নাজিল হইয়াছে যে, কা'বার দিকে মুখ করা লাজেম করিয়া লয়।"

উপরোক্ত বিবরণে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, শাহ সাহেব প্রত্যেক দলের মোছল্লার গৌরব করা এবং অন্যের মোছল্লার নিন্দাবাদ করা ও নিজেদের মোছল্লা ব্যতীত অন্য মোছল্লায় নামাজ না পড়া দুষিত কর্ম্ম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু চারি মজহাবাবলম্বিগণ নিজেদের মোছল্লার গৌরব করেন না, বরং এক মজহাবের লোকেরা বিনা এনকারে অন্য মজহাবের মোছল্লায় নামাজ পড়িয়া থাকেন, কাজেই তাঁহাদের চারি মোছল্লা কিছুতেই দোষণীয় হইতে পারে না। আরও তিনি যে চারি মোছল্লাকে বেদয়াত বলিয়াছেন, ইহাতে উক্ত কার্য্যটি দুষিত বেদয়াত হওয়া সপ্রমাণ হয় না, বরং উহা উৎকৃষ্ট বেদয়াত হইবে, যথা ইতি পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

মজহাব বিদ্বেষীগণ হানাফিদিগের শামি কেতাব হইতে কা'বা শরিফে একাধিক জামায়াত করাকে মকরুহ সাব্যস্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু যদি তাঁহারা উক্ত কেতাবে আদ্যোপান্ত বুঝিতেন, তবে এরূপ কথা লিখিতেন না।

শামি, ১। ৫৭৭।৫৭৮ পৃষ্ঠা—

"মহাল্লার (পল্লীর) মসজিদে আজান ও একামত সহ বারম্বার জামায়াত করা মকরুহ, কিন্তু যদি উক্ত পল্লীর অধিবাসিগণ ব্যতীত অন্য লোকেরা আজান ও একামত সহ তথায় নামাজ পড়েন কিম্বা তথাকার অধিবাসিগণ অস্পষ্ট ভাবে আজান দিয়া নামাজ পড়েন, (তবে মকরুহ হইবে না!) আর যদি তথাকার অধিবাসিগণ আজান একামত ব্যতীত বারম্বার

জামায়াত করেন কিম্বা পথের মসজিদ হয়, তবে সকলের মতে (এজমাতে) জায়েজ হইবে। যেরূপ যে মসজিদে এমাম ও মোয়াজ্জেন নাই এবং লোকেরা দলে দলে উহাতে নামাজ পড়িয়া থাকেন, (উহাতে একাধিক জামায়াত সকলের মতে জায়েজ), কেননা এমত অবস্থায় প্রত্যেক দলকে পৃথক পৃথক আজান ও একামতে নামাজ পাঠ উত্তম, ইহা আমালিয়ে-কাজিখানে আছে।

এইরূপ দোরার কেতাবে আছে। দোরার প্রভৃতি কেতাবে আছে যে, মহাল্লার মসজিদের অর্থ যে, যে মসজিদের নির্দ্দিষ্ট এমাম ও জামায়াত আছে। যাহা কেতাবে আছে, মহাল্লার মসজিদ এই জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে, বড় পথের পার্শ্বস্থ মাসজিদে উহা জায়েজ হইবে। এই জন্য দ্বিতীয় আজান সহ একাধিক জামায়াত মকরুহ বলা হইয়াছে যে, যদি মহাল্লার মসজিদ বিনা আজান (একাধিক) জামায়াতে নামাজ পড়া হয়, তবে সকলের মতে উহা মোবাহ (জায়েজ) হইবে।

শেখ সিন্দি (রঃ) আপন পুস্তকে লিখিয়াছেন, মক্কা মদিনাবাসিগণ একাধিক এমাম ও জামায়াত সহ যে নামাজ পাঠ করিয়া থাকেন, উহা সকলের মতে মকরুহ। শরিফ গজনবি যখন হজ্জের সময় ৫৫১ হিজরীতে মক্কা শরিফে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি স্পষ্ট ভাবে উহা এনকার করিয়াছিলেন। কোন মালেকি বিদ্বান চারি মজহাব অনুযায়ী উহা নাজায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছিলেন। এইরূপ একদল হানাফি, শাফেয়ি ও মালেকি বিদ্বান যে সময় ৫৫১ হিজরীতে হজ্জ করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, উহা এনকার করিয়াছিলেন। রামালি বাহরোরায়েকের হাশিয়ায় উহার অনুমোদন করিয়াছেন।

শামি প্রণেতা বলেন, উপরোক্ত মতের উপর এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, মক্কা কিম্বা মদিনা শরিফের ন্যায় মসজিদের নির্দ্দিষ্ট জামায়াত নাই, কাজেই উহাকে মহাল্লার মসজিদ বলিয়া অভিহিত করা যায় না, বরং উহা বড় পথের

মসজিদের তুল্য হইবে, আরও ইতি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সমস্ত বিদ্বাণের মতে (এজমা মতে) উহাতে একাধিক জামায়াত মকরুহ নহে। আরও ইতিপূর্ব্বে আজানের অধ্যায়ে 'মনইয়া'র টিকার শেষ অংশ হইতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, (এমাম) আবু ইউছফ (রঃ) বলেন, যদি (দ্বিতীয়) জমায়াত প্রথম নিয়মে না হয়, তবে মকরূহ হইবে না, আর প্রথম নিয়মে হইলে, মকরূহ হইবে। ইহাই সহিহ মত। মেহরাব পরিবর্ত্তন করিলে, নিয়ম পরিবর্ত্তন হয়, ইহা বাজ্জাজিয়া কেতাবে আছে। মনইয়ার কথা এই পর্য্যন্ত শেষ হইল তাতারখানিয়া কেতাবে অলওয়ালজিয়া হইতে উল্লেখ হইয়াছে যে, আমরা এই মতটি গ্রহণ করিয়া থাকি। (অর্থাৎ ইহাই ফৎওয়া গ্রাহ্য মত)

পাঠক, মক্কা ও মদিনা শরিফের মসজিদে একাধিক জামায়াত পৃথক পৃথক মোছল্লায় হইয়া থাকে, ইহাতে মেহরাব পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, কাজেই উক্ত পবিত্র স্থানদ্বয়ে একাধিক জামায়াত কিছুতেই মকরুহ, হইতে পারে না। আরও উক্ত মসজিদদ্বয় মহল্লার মসজিদের মধ্যে গণ্য নহে, বরং বড় পথের পার্শ্বস্থ মসজিদের মধ্যে গণ্য, কাজেই উক্ত পবিত্র স্থানদ্বয়ের একাধিক জামায়াত ও চারি মোসল্লা কিছুতেই মকরুহ ও গোমরাহ বেদয়াত হইতে পারে না। ইহাতে শেখ সিন্দি (রঃ) ও অন্যান্য আলেমের মত বাতীল প্রমাণিত হইল।

যদি মজহাব বিদ্বেষী মৌলবীগণ ইহাতেও তৃপ্তি লাভ না করেন, তবে বলি, হাদিছের ব্যাখ্যায় হাদিছের বিভাগ, হাদিছের সহিহ বাতীল নির্ব্বাচন, হাদিছের ধারাবাহিক ইসনাদের আবশ্যকতা, বিশেষ বিশেষ হাদিছ গ্রন্থাবলীর ছহিহ ও অগ্রগণ্য হওয়া ইত্যাদি বহু মত কয়েক শতাব্দী পরে প্রকাশিত হইয়াছে, এক্ষেত্রে যদি এই নূতন মতগুলি কদর্য্য বেদয়াত হয়, তবে জগতের হাদিস গ্রন্থগুলি,—বিশেষত সেহাহছেত্তাহ, মান্য করা মন্দ বেদয়াত হইবে, আর যদি উক্ত নবাবিষ্কৃত মতগুলি দুষিত বেদয়াত না হয়, তবে চারি মোসল্লা ও দুষিত বেদয়াত হইবে কেন?

এমাম বোখারি, মোছলেম, আবু দাউদ, নাছায়ি ও তেরমেজি ভিন্ন ভিন্ন চারি প্রকার কাল্পনিক মজহাবের সৃষ্টি করিয়া হাদিছ নির্ব্বাচন করিয়াছেন, তাঁহাদের একে যে হাদিছটি ছহিহ বা যে রাবিকে উপযুক্ত বলিয়াছেন, অপরে সেই হাদিছটি জইফ কিম্বা এইরূপ মজহাব সমূহের প্রমাণ নাই, ছাহাবা, তাবেয়ি ও চারি এমামের সময় তাঁহাদের এইরূপ একাধিক মজহাব ছিল না, এক্ষণে মজহাব বিদ্বেষীগণ এইরূপ নবাবীস্কৃত ভিন্ন ভিন্ন চারি প্রকার মতকে দুষিত বেদয়াত বলিবেন কিনা? যদি দুষিত বেদয়াত বলেন, তবে যাবতীয় হাদিছ গ্রন্থ বাতীল হইয়া যাইবে, আর যদি তৎসমস্ত দুষিত বেদয়াত না বলেন, তবে চারি মোসল্লা কি জন্য দুষিত বেদয়াত হইবে?

উপসংহারে বলি, মৌঃ আব্বাস আলী সাহেব দ্বাদশ শতাব্দী পরে কোরান শরিফ ও খোৎবা বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, জনাব হজরত নবি (সাঃ) সাহাবা, তাবেয়ী ও তাবা-তাবেয়িদিগের সময় কেহই এইরূপ কার্য্য করেন নাই, ইহা অবশ্য নূতন কার্য্য, তাহা হইলে ইহা পাপজনক বেদয়াত হইবে কিনা?

মজহাব বিদ্বেষীদিগের ত্রয়োদশ প্রশ্ন

মৌলবী আব্বাস আলী সাহেব বরকোল মোয়াহেদীনের ১০৪ পৃষ্ঠায় মৌলবী রহিমদ্দিন সাহেব রদ্দৎ তকলিদের ৭ পৃষ্ঠায় ও মৌঃ এলাহি বখশ সাহেব দোর্রায় মোহাম্মদীর ১৫।৪১।৫১।৫৩।৬২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, কোর-আন শরিফের অমুক অমুক আয়তে ভিন্নভিন্ন মত অবলম্বন করা নিষিদ্ধ হইয়াছে, চারি মজহাবাবলম্বীগণ ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করিয়াছেন, কাজেই তাঁহারা গোমরাহ ফেরকাভুক্ত হইবেন। কোর-আন ও হাদিছের কেবল এক পথ বেহেশতের পথ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

উত্তর

তফছিরে বয়জবির ২য় খণ্ডে ৩৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত আয়ত সমূহের প্রকৃত মর্ম্ম এই ভাবে লিখিত হইয়াছে—

واختلفوا فى التوحيد و التنزيه و احوال الاخرة و

الاظهر ان النهى فيه مخصوص بالتفرق فى الاصول

دون الفروع الخ ٥

ইহুদী ও খৃষ্টানগণ (আল্লাহতায়ালার) অহদানিয়ত (একত্ব) পবিত্রা ও পরজগতের অবস্থা সমূহ সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছিলেন। সমধিক স্পষ্ট মর্ম্ম এই যে উক্ত আয়তে খাস আ'কায়েদে ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে, ফরুয়াত মছলা মায়ায়েলে ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করা নিষিদ্ধ হয় নাই, কেননা হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এজতেহাদ করিয়া প্রকৃতব্যবস্থা বিধান করে, তাহার জন্য দুইটি নেকী, আর যে ব্যক্তি ভ্রম করে, তাহার জন্য একটি নেকী।

মূল কথা, ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণ যেরূপ 'আকায়েদে' মতভেদ করিয়াছিলেন মুসলমানগণের সেইরূপ 'আকায়েদে' মতভেদ করিতে নিষেধাজ্ঞা নাজেল হইয়াছে।

ফরুয়াত মছলামাছায়েলে মতভেদ যে নিষিদ্ধ হয় নাই, তাহা নিম্নোক্ত আয়তদ্বয়ে বেশ বুঝা যায়,—

ছুরা আন কাবুত, —

وَ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

"এবং যাহারা আমার (পথে) সাধ্য সাধনা করিয়াছেন, সত্য সত্য আমি তাহাদিগকে আমার পথ সমূহ প্রদর্শন করিব।

ছুরা মায়েদা,—

يَهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ ○

"আল্লাহ্‌তায়ালা যদ্দারা যে ব্যক্তি তাঁহার সন্তোষের অনুসরণ করিয়াছে তাহাকে নিরাপদের পথ সকল দেখান।"

উক্ত আয়াতদ্বয়ে বেহেশতের একাধিক পথ থাকা সপ্রমাণ হইয়া গেল।

পাঠক, ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ মৎপ্রণীত 'ফেরকাতোন- নাজিন' নামক কেতাবে পাইবেন।

দ্বিতীয়—শাহ্ অলি উল্লাহ্ দেহলীবর এনসাফ হইতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সাহাবা ও তাবেয়িগণের বহু ভিন্ন ভিন্ন মজহাব ছিল, ছহিহ তেরমেজি গ্রন্থে শতাধিক স্থলে সাহাবা ও তাবেয়িগণের মতভেদ হওয়ার কথা লিখিত আছে। তজনিব, মোকদ্দমায় ফৎহোল বারি ইত্যাদি গ্রন্থে ছেহাহ লেখক এমাম বোখারী প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণের ভিন্ন ভিন্ন মজহাবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। আর মজহাব বিদ্বেষী মৌলবীগণের ভিন্ন ভিন্ন মজহাব ধারণ করার প্রমাণ এই কেতাবে এবং 'ফেরকাতোন নাজিন' কেতাবে লিখিত হইয়াছে এক্ষণে এই নব্য দলের কলুষিত মতে উক্ত সাহাবা, তাবেয়ি, মোহাদ্দেছগণ জাহান্নামী হইবেন কি না? (নাউজোবিঃ) আর ইহারাও দোজখের নিম্নস্তরে অধোমুখে পতিত হইবেন কি না?

মজহাব বিদ্বেষীদিগের চতুর্দ্দশ প্রশ্ন

মৌলবী এলাহি বখশ সাহেব 'দোররায়-মোহাম্মদী পুস্তকের ৭০।৭১।৭৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন— এবনেগার বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি নবি করিম ভিন্ন কেবল একজন আলেমের ফৎওয়া অকাট্য সত্য জানিয়া গ্রহণ করিবে এবং উহা মান্য করা ওয়াজেব জানিবে, সে ব্যক্তি গোমরাহ কাফের হইবে। যদি সে ব্যক্তি তওবা না করে, তবে তাহার প্রাণ হত্যা করা আবশ্যক,

কেননা সে উপরোক্ত আলেমকে নবি করিমের তুল্য নিষ্পাপ (মা'ছুম) জানিল।"

এইরূপ এমাম তাহাবি ও কাজি ছানাউল্লাহ পানিপাতি কেবল একজনার ফৎওয়া মান্য করা নাজায়েজ লিখিয়াছেন।

উত্তর

পাঠক, একজন লোকের ফৎওয়া মান্য করাকে তকলিদে শাখছি বলা হয়, ইহার ওয়াজেব হইবার ভুরি ভুরি প্রমাণ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু এস্থলেও কিছু কিছু শুনুন—

১ম। এমাম বোখারি ছহিহ গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ১৫৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى و ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلواقتتل رجلان دخلا في معنى الاية ☆

"কোর-আন—ছুরা তওবায় বর্ণিত হইয়াছে যে, কতক লোককে 'দিনের" ফেক্‌হ শিক্ষা করিয়া আপন দলভুক্ত লোকদিগকে সদুপদেশ দেওয়া আবশ্যক এবং তাহাদিগকে উক্ত ফেক্‌হ তত্ত্বজ্ঞদিগের পয়রবি করা আবশ্যক। এমাম বোখারি, বলেন (এই আয়তের) 'তায়েফা' শব্দের অর্থ একজন লোকও হইতে পারে। ছুরা হোজোরাত ইহার প্রমাণ স্থল।" তাহা হইলে আয়তের মূল মর্ম্ম এইরূপ হইবে—"একজন মোজতাহেদ এমামেরও ফৎওয়া মান্য করা ওয়াজেব।" ইহাকেই "তকলিদে শাখছি" বলে।

ছহিহ বোখারি,—

كيف بعث النبى صلعم امرائه واحدا بعد واحد ٥

"(জনাব) হজরত নবি করিম, একজনের পরে একজনকে আমীর করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।" ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, এক এক অঞ্চলের মুসলমান এক একজন মোজতাহেদ সাহাবার পয়রবি করিতেন। ইহাকেই তকলীদে শাখছি বলে।

ছহিহ বোখারি,—

بعث بكتابه الى كسرى مع عبد الله بن حذافة

(الى) فلما رأ مزقه ٥

"(জনাব) হজরত নবি করিম, (পারস্য-রাজ্য) কেসার নিকট আবদুল্লাহ বেনে হোজাফাকে পত্র সহ প্রেরণ, করিয়াছিলেন, যে সময় তিনি উহা পাঠ করিলেন, ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।"

যদি একজনার কথা মান্য করা ওয়াজেব না হইত, তবে হজরত নবি করিম পারস্য রাজের নিকট কেবল একজন সাহাবাকে পাঠাইতেন না।

এস্থলে ইহা বলা যাইতে পারে যে, যদি খোদাতায়ালা কেয়ামতের দিবস কেসারকে ইসলাম গ্রহণ না করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন এবং কেসরা বলেন, হে করুণাময় খোদাতায়ালা, আমি ত্রয়োদশ শতাব্দীর মজহাব বিদ্বেষীগণের মত অবলম্বন করিয়া, তকলীদে শাখছি বা একজনার কথা অকাট্য সত্য জানিয়া বিশ্বাস করাকে কাফেরি জানিতাম, সেই হেতু আমি উক্ত পত্র অমান্য করিয়াছিলাম, এরূপ ক্ষেত্রে কি কেসরা দোজখ হইতে পরিত্রাণ পাইবেন?

এক্ষণে মজহাব বিদ্বেষী মৌলবী সাহেবগণকে জিজ্ঞাসা করি, যদি তকলীদে শাখছি কাফেরি হয়, তবে কি অগ্নুপাসক পারস্যরাজ দোজখ হইতে

পরিত্রাণ পাইবেন? আর যদি ইহারা কেসরাকে কাফের বলেন, তবে তকলীদে শাখছি ওয়াজেব ফরজ হইল কিনা?

এমাম বোখারি উক্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) মদিনা শরিফে পৌছিয়া ১৬ কিম্বা ১৭ মাস বয়তোল মোকাদ্দছের দিকে ফিরিয়া নামাজ পড়িতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কা'বা শরিফের দিকে ফিরিয়া নামাজ পড়িতে ভালবাসিতেন। হঠাৎ খোদার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া কা'বা শরিফের দিকে ফিরিয়া নামাজ পড়িতে লাগিলেন। একজন ছাহাবা সেই সময় আনছারদিগকে কোন স্থানে বয়তুল মোকাদ্দেছের দিকে নামাজ পড়িতে দেখিয়া বলিলেন, আমি জনাব হজরত নবি করিমের সঙ্গে কা'বার দিকে ফিরিয়া নামাজ পড়িয়াছি। এতৎশ্রবণে তাঁহারা রুকু করিবার অবস্থায় কা'বার দিকে ফিরিয়া গেলেন।"

ছাহাবাগণ একজন লোকের ফৎওয়া অনুযায়ী নামাজের মধ্যে কা'বার দিকে ফিরিয়াছিলেন, ইহাও তকলীদে শাখছি।

পাঠক! কোর-আন, হাদিছ ও ছাহাবাদের তরিকা হইতে তকলীদে শাখছি জায়েজ সাব্যস্ত হইল, এক্ষণে এবনে গায়েরে বিনা দলিলের ফৎওয়া মান্য করিয়া মজহাব বিদ্বেষীগণ কাফের হইবেন কিনা, ইহা তাঁহারা নিজেরাই বুঝুন।

২য়। ছহিহ বোখারি, মোছলেম, আবু দাউদ, নাছায়ী তেরমেজি ও মোয়াত্তা এই ছয় খণ্ড অতি উচ্চ শ্রেণীর হাদিছ গ্রন্থ। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাসা এই যে, ছহিহ বোখারির হাদিছগুলি ছহিহ কিনা ? এমাম বোখারি আপন মনোক্তি মতে যে ব্যক্তিকে উপযুক্ত বুঝিয়াছেন, তাহার বর্ণিত হাদিছগুলি ছহিহ বলিয়া দাবি করিয়াছেন, আর যে ব্যক্তিকে অযোগ্য বুঝিয়াছেন, তাঁহার বর্ণিত হাদিছগুলি জইফ বলিয়াছেন। একা এমাম বোখারীর মনোক্তি মতের পয়রবি করিয়া হাদিছগুলিকে ছহিহ ও জইফ বলিয়া মানিয়া লওয়া 'তকলিদে' শাখছি হইবে। হে নব্যদল, ছহিহ বোখারির সমস্ত হাদিছ মান্য করিতেত

গেলে, তকলীদে শাখছি করিতে হইবে, ইহা আপনাদের মতে কাফেরি কর্ম্ম। দ্বিতীয়, এমাম বোখারীর হাদিছ তত্ত্ব অকাট্য সত্য বলিলে এবং তাঁহার মতামতের পয়িরবি করা ওয়াজেব জানিলে, আপনাদের মতে তাঁহাকে নবি করিমের তুল্য নিস্পাপ স্থির করিয়া যদি কাফের হইতে হয়, তাহা হইলে আপনারা তওবা করিয়া হাদিছ ত্যাগ করিবেন কিনা?

এইরূপ প্রত্যেক হাদিছ গ্রন্থ, আছমায়োর রেজাল (হাদিছ বর্ণনাকারীদের গুণাগুণ) সম্বন্ধীয় কেতাব মান্য করিতে গেলে 'তকলীদে শাখছি' করিয়া আপনাদিগকে কাফেরির বিপদে পড়িতে হইবে, সুতারং এক্ষণে আপনাদের উপায় কি হইবে?

৩য়। মজহাব বিদ্বেষীরা আপন দলভুক্ত মৌলবীদিগের ফৎওয়া অবনত মস্তকে মান্য করিয়া থাকেন, কিন্তু এই মৌলবীগণ অনেক মছলায় ভিন্ন মত হইয়া একজন যে বস্তুকে হালাল বলিয়াছেন, অপরে তাহাকে হারাম বলিয়াছেন, ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ এই কেতাবেই পাইয়াছেন এবং "ফেরকাতোন নাজিন" খণ্ডে আরও পাইবেন। এক্ষেত্রে যদি তাহারা বহু মৌলবীর মত অবলম্বন করেন, তবে তাহাদের নিজ দাবী অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন মত ধরার জন্য জাহান্নামী হইবেন, আর যদি কেবল একজন মৌলবীর মত ধরেন, তবে 'তকলীদে শাখছি' করিয়া কাফের হইবেন কিনা?

৪র্থ। মৌলবী আব্বাছ আলি ছাহেব সন ১৩২০ সালের আশ্বিন মাসের মোহাম্মদি সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন যে, "যিনি তাঁহার লিখিত মাসায়েলে -জরুরিয়া দুই খণ্ড পড়িয়া কার্য্য করিবেন, তাঁহাকে অন্য কোন আলেমের আশ্রয় লইতে হইবে না।"

মৌলবী আব্বাছ আলি সাহেব 'মাসায়েলে-জরুরিয়া'র প্রথম সংস্করণে লিখিয়াছেন যে, দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করা জায়েজ। কিন্তু ঐ সম্প্রদায়ের সুবিখ্যাত মৌলবী ছিদ্দিক হাসান সাহেব 'রওজায়-নাদিয়া' পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করা মকরুহ কিম্বা হারাম!

মৌলবী আব্বাছ আলি সাহেব 'মাসায়েলে জরুরিয়াতে' লিখিয়াছেন যে, গো-বিষ্ঠা পাক এবং উহার উপর নামাজ পড়া জায়েজ হইবে, কিন্তু উপরোক্ত মৌলবী ছিদ্দিক হাছান সাহেব "রওজা-নাদিয়াতে" উহা নাপাক লিখিয়াছেন।

মৌলবী ছিদ্দিক হাছান "মেছকোল-খেতামে" লিখিয়াছেন, যদি কোন মোক্তাদি এমামকে রুকুতে পাইয়া ছুরা ফাতেহা না পড়িয়া রুকু করেন, তবে ঐ রাকয়াত সিদ্ধ হইবে, কিন্তু মৌলবী আব্বাছ আলি মাসায়েলে জরুরিয়াতে লিখিয়াছেন যে, ফাতেহা না পড়ার কারণে ঐ রাকয়াত সিদ্ধ হইবে না।

এক্ষণে আমার জিজ্ঞাসা এই যে, মৌলবী আব্বাছ আলী সাহেবের মাসায়েলে-জরুরিয়ার ফৎওয়াগুলি যে সত্য, ইহার কোন প্রমাণ আছে কি?

এক্ষেত্রে যদি মজহাব বিদ্বেষীগণ মাসায়েলে-জরুরিয়ার ফৎওয়াগুলি অকাট্য সত্য জানেন এবং মৌলবী আব্বাছ আলির মতামতগুলি মান্য করা ওয়াজেব জানেন, তবে তাহারা উক্ত মৌলবী সাহেবকে নবি করিমের তুল্য নিস্পাপ স্থির করিয়া কাফের হইবেন কিনা? হে মৌলবী এলাহি বখশ সাহেব, আপনি মাসায়েলে জরুরিয়ার ভক্তগণকে তওবা করাইবেন কিনা?

৫ম। জগতের যে কোন স্থানে কেবল একজন এমাম বা আলেম থাকেন, সেই স্থানের লোক কিরূপে শরিয়ত পালন করিবেন? যদি তাহারা কেবল একজনের ফৎওয়া আজীবন গ্রহণ করিতে চাহেন, তবে তাহারা তকলীদে শাখছি করিয়া কাফের হইবেন কিনা, ইহাই আমার জিজ্ঞাস্য বিষয়। যদি তকলীদে শাখছি কাফেরি হয়, তবে লক্ষাধিক লোক শরিয়ত পালন করিতে পারিবেন না।

আরও বলি, দশজন এমাম যেরূপ ফৎওয়া দিয়াছেন, একজন এমামও সেরূপ ফৎওয়া দিলেন, এক্ষেত্রে দশজন এমামের ফৎওয়া মান্য করিলে মুছলমানীর কিছুই ক্ষতি হইল না, কিন্তু একজন এমামের ফৎওয়া

মান্য করিয়া কাফের হইল, ইহা কোন দেশের কিরূপ বিচার? কোর-আন ও হাদিছ কি এইরূপ অন্যায় মতের সমর্থন করিতে পারে? আর বলি, যদি একজন এমামের বা আলেমের সমস্ত ফৎওয়া মান্য করা কাফেরী হয়, তবে এক একটি মছলা এক একজন আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করা ওয়াজেব হইবে। এক্ষণে কেবল নামাজের আদ্যোপান্ত মছলা কয়েকশত হইবে। যদি কেহ নামাজ পড়িতে ইচ্ছা করে, তবে কয়েক শত আলেমকে জিজ্ঞাসা করা তাহার পক্ষে ওয়াজেব হইবে। কিন্তু এত অধিক পরিমাণ আলেমে সংগ্রহ করা অসম্ভব, কাজেই কেহই নামাজ রোজা ইত্যাদি শরিয়তের আহকাম পালন করিতে পারিবে না।

৬ষ্ঠ। এমাম তাহাবির কথার মর্ম্ম এই যে, যে ব্যক্তি এমাম মোজতাহেদ না হয়েন, তাঁহার পক্ষে কোন এক এমামের মজহাব সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা আবশ্যক, কিন্তু যিনি অল্প বিস্তর এমামত্বের শর্ত্ত সঞ্চয় করিয়াছেন, তিনি একজনার সমস্ত মতের পয়রবি করেন না। এমাম তাহাবি "মোজতাহেদ ফেল মজহাব" ছিলেন, সেই হেতু তিনি বহু বিষয়ে এমাম আজমের পয়রবি করিলেও, নিজ এজতেহাদে কতিপয় স্থলে তাঁহার বিপরীত মতাবলম্বন করিয়াছেন। ইহাতে এমাম আজমের কোনই ক্ষতি হইতে পারে না বা হানাফি মজহাব বাতীল হইতে পারে না। এমাম বোখারি এমাম মোছলেমের খেলাফ করিয়াছেন। এমাম মোছলেম, এমাম বোখারির খেলাফ করিয়াছেন। একজন ছাহাবা অন্য ছাহাবার খেলাফ করিয়াছেন, ইহাতে কি সেহাহছেত্তা বাতীল হইবে?

৭ম। কাজি সানাউল্লাহ পানি পতির কথার মর্ম্ম এই যে, শিয়া, নাছেবী ও খারেজী দল কেবল একজন খলিফা বা এমামকে ভক্তি করে, অবশিষ্ট খলিফা বা এমামগণের প্রতি অভক্তি প্রদর্শন করে, বরং কাফের পর্য্যন্ত বলিতে কুণ্ঠিত হয় না, ইহা কোরাণ, হাদিছ ও এজমার খেলাফ মত, সেই হেতু তাহারা শরিয়ত হইতে খারিজ হইয়াছে।

আরও উক্ত কাজি সাহেব তফছির মোজহারিতে বর্ণনা করিয়াছেন, দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীর পর ছুন্নত জামায়াত সম্প্রদায় (ফেরকা) চারি মজহাবে বিভক্ত হইয়াছেন এবং মছলা মাছায়েল সম্বন্ধে চারি মজহাব ভিন্ন অন্য মজহাব লয় পাইয়াছে, সেই কারণে বিদ্বানগণের এজমা হইয়াছে যে, এই চারি মজহাব ভিন্ন অন্য সকল মত বাতীল হইবে এবং চারি মজহাবের বিরুদ্ধে সকল কথাই অগ্রাহ্য হইবে।

মজহাব বিদ্বেষীদিগের পঞ্চদশ প্রশ্ন

মৌলবী এলাহী বখশ সাহেব দোর্রায় মোহাম্মদী পুস্তকের ৭২। ৭৩ পৃষ্ঠায় এবং মৌলবী রহিমদ্দিন সাহেব রদ্দৎ তকলীদে লিখিয়াছেন যে, এবনে মোল্লা ফাররুখ কওলোছ-ছদিদ গ্রন্থে ও মোল্লা আলি কারী 'আয়নোল-এলম গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, খোদাতায়ালা এমাম আবু হানিফা, মালেক, শাফেয়ি ও আহমদ বেনে হাম্বলের মজহাব ধরিতে হুকুম করেন নাই, বরং কোর-আন ও হাদিছ মান্য করিতে হুকুম করিয়াছেন, তাহা হইলে চারি মজহাব অবলম্বন করা কি জন্য আবশ্যক হইবে?

উত্তর

এবনে মোল্লা ফররুখ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা শুনুন ও মজহাব বিদ্বেষী মৌলবীদ্বয়ের তহরিফ ও ধোকা বুঝুন—

اعلم انه لم يكلف الله تعالى احدا من عباده بان يكون حنفيا او مالكيا او شافعيا او حنبليا بل اوجب عليهم الايمان بما بعث به سيدنا محمدا صلعم الخ ☆

"তুমি জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা নিজের বান্দাগণের মধ্যে কাহাকেও হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী কিম্বা হাম্বলী হওয়ার হুকুম করেন নাই, বরং তাহাদের উপর আমাদের ছৈয়দ (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) যাহা

লইয়া প্রেরিত হইয়াছেন, তাঁহার উপর ইমান আনা এবং শরিয়তের উপর আমল করা ওয়াজেব করিয়াছেন, কিন্তু উক্ত শরিয়তের উপর আমল করা উহা অবগত হওয়ার উপর নির্ভর করে, আর উহা অবগত হওয়ার কয়েকটি প্রণালী আছে,—নামাজ, জাকাত, হজ্জ রোজা, ওজু করজ হওয়ার মোটামুটি এলম, জেনা, (ব্যভিচার), মদ, পুংসঙ্গম, প্রাণহত্যা ইত্যাদি হারাম হওয়ার এলম্ যাহা ইছলাম ধর্ম্মের অংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ, এইরূপ শরিয়তের যে অংশটুকু সাধারণ লোক এবং মোজতাহেদ সকলেই অবগত আছেন, সেই অংশটুকুতে কোন মোজতাহেদের এবং নির্দ্দিষ্ট মজহাবের অনুসরণ করা শর্ত্ত নহে, বরং প্রত্যেক মুছলমান উহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে বাধ্য। যে ব্যক্তি প্রথম জামানায় ছিলেন, তাহার পক্ষে উক্ত বিষয়ের জ্ঞান অপ্রকাশ থাকিতে পারে না। আর যে ব্যক্তি পরবর্ত্তী জামানায় হইয়াছেন, এজমা অংখ্য লোকের কথায় উহা তাহার জ্ঞানগোচর হওয়া এবং যে ব্যক্তির নিকট এরূপ আয়ত ও হাদিছ সমূহ পৌছিয়াছে—যাহা এইরূপ এলম্ সম্বন্ধে অতি প্রসিদ্ধ ও স্পষ্ট, (উহা তাহার জ্ঞানগোচর হওয়া) অনিবার্য্য। আর যে অংশটুকু কোন প্রকার এজতেহাদ ও এস্তেদলাল (দলীল অনুসন্ধান) ব্যতীত অবগত হওয়া যায় না, যে ব্যক্তি (উক্ত এজতেহাদের) উপকরণগুলির (শর্ত্তগুলির) আধিক্য বশতঃ উক্ত এজতেহাদ করিতে সক্ষম হয় তাহার পক্ষে এজতেহাদ করা ওয়াজেব, যেরূপ এমাম মোজতাহেদগণ ছিলেন। আর যাহার উক্ত এজতেহাদের ক্ষমতা নাই, তাহার পক্ষে এরূপ সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ ধর্ম্মপরায়ণ মোজতাহেদের মতাবলম্বন করা ওয়াজেব—যিনি তাহাকে উক্ত শরিয়তের পথ প্রদর্শন করেন, যাহার জন্য এই ব্যক্তি আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে। আর অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে তাহার অক্ষমতা হেতু তত্ত্বানুসন্ধান ও গবেষণার (এজতেহাদে করার) হুকুম (নিম্নোক্ত আয়তদ্বয়ের প্রমাণে) রহিত হইয়া গিয়াছে, "আল্লাহতায়ালা কোন জীবের উপর তাহার সাধ্যাতীত হুকুম করেন না?

"অনন্তর যদি তোমরা না জান, তবে আহলে জেকরকে জিজ্ঞাসা কর। তকলীদ (মজহাব মান্য) করার প্রতি আস্থা স্থাপন করার পক্ষে এই আয়তটি মূল, সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ এবনে হোমাম ইহার দিকে ইশারা করিয়াছেন।"

মূলকথা, যদিও খোদাতায়ালা চারি এমামের নাম প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের মজহাব মান্য করিতে বলেন নাই, কিন্তু এজতেহাদের অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে এমাম মোজতাহেদের মতালম্বন করিতে হুকুম করিয়াছেন। আরও বর্ত্তমান কালে এমাম মোজতাহেদ পাওয়া যায় না, তাঁহাদের মধ্যে কেহই শরিয়তের আবশ্যকীয় সমস্ত মছলার ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই, কেবল চারি এমাম এই মহা কার্য্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, অগত্যা তাঁহাদের মজহাব অবলম্বন করিতে হইবে নচেৎ শরিয়ত পালন করা অসম্ভব হইবে। ইহাই এবনে মোল্লা ফররুখ ও মোল্লা আলী কারীর কথার মর্ম্ম, কিন্তু এই দলভুক্ত মৌলবীগণ নিজের মতানুযায়ী কেতাবের কতকাংশ লিখিয়া নিজেদের মতের বিরুদ্ধ অংশ ত্যাগ করেন। ইহা তাঁহাদের চির প্রচলিত নিয়ম।

২য়। ইহারা, বলেন, চারি মজহাবের নাম কোর-আনে নাই, তাহা হইলে তাঁহাদের ফৎওয়া কি জন্য মান্য করিব? এক্ষণে তাহারা বলিবেন, পিতামাতা ও রাজাদেশ পালন করা হারাম, কেননা খোদাতায়ালা তাঁহাদের নামগুলি কোর-আন শরিফে প্রকাশ করেন নাই।

উপরোক্ত নজিরানুসারে স্ত্রীলোক ও গোলাম, স্বামী ও প্রভুর আদেশ পালন করিলে কাফের হইতে হইবে, কেননা তাহাদের নামগুলি কোর-আন ও হাদিছে নাই।

আরও ইহারা বলিবেন, আরববাসী হামজা কেছাই প্রভৃতি "কারী" গণের মতানুযায়ী কোর-আন পাঠ করিলে মোশারেক হইতে হইবে, কেননা তাঁহাদের নাম কোর-আন ও হাদিছে নাই। আরও বলিবেন, এমাম বোখারি, মোছলেম প্রভৃতি হাদিছ লেখকগণ যে হাদিছটি ছহিহ বলিয়াছেন, তাহাই

ছহিহ হইবে, যে হাদিছটি জইফ বলিয়াছেন, তাহাই জইফ হইবে। যে ব্যক্তিকে যোগ্য বলিয়াছেন, তাঁহার বর্ণিত হাদিছগুলি ছহিহ হইবে, আর যে ব্যক্তিকে অযোগ্য বলিয়াছেন, তাহার বর্ণিত সমস্ত হাদিছ বাতীল হইবে। যে হাদিছটি মুনছুখ বলিয়াছেন, তাহাই মনছুখ হইবে। এইরূপ তাহাদের সহস্র সহস্র কাল্পনিক মতের পয়রবি করিলে, কাফের হইতে হইবে, কেননা তাঁহাদের নামগুলি কোর-আন ও হাদিছে নাই, বা খোদা রছুল তাহাদের মতগুলি গ্রহণ করিতে আদেশ করেন নাই।

আরও বলিবেন, খলিল, আখফাস ও জওহরি প্রভৃতি আরবি অভিধান ও ব্যাকারণ লেখকদের মতানুযায়ী কোর-আন ও হাদিছের অর্থ প্রকাশ করিলে কাফের হইতে হইবে, কেননা খোদা ও রছুল তাঁহাদের পয়রবি করিবার হুকুম প্রদান করেন নাই, বা তাঁহাদের নামও কোর-আন ও হাদিছে প্রকাশ করেন নাই।

৩য়। আরও নিজেদের দাবি অনুসারে বলিবেন, মৌলবী আব্বাছ আলী, মৌলবী এফাজদ্দিন, মৌলবী বাবর আলী, মৌঃ এলাহি বখশ, মৌলবী ছিদ্দিক হাসান প্রভৃতি আলেমদের ফৎওয়া মান্য করিলে কাফের ও মোশরেক হইতে হইবে, কেননা কোর-আন ও হাদিছে তাঁহাদের নাম নাই এবং খোদা ও রছুল তাঁহাদের পয়রবি করিতে হুকুম করেন নাই।

পাঠক, দেখিলেন ত, এই মৌলবীগণ অসার দাবী করিয়া শরিয়ত নষ্ট করিবার কিরূপ কল্পনা করিয়াছেন।

বাহাছের দলীল রেজিষ্টারী

এই দলভুক্ত মৌলবীগণ সাধারণ হানাফিগণকে বলিয়া থাকেন যে, তোমরা বাহাছের জন্য শর্ত্ত স্থির করিয়া রেজেষ্টারী কর।

ইহাতে কোন মুছলমান লোক শালিস হইতে পারে না। হিন্দু বা খৃষ্টান সালিশ হইবেন। বাহাছে যিনি হারিবেন, তিনি এত টাকার দায়ী হইবেন।

বাহাছের শর্ত্ত এই যে, চারি মজহাব ফরজ ও ওয়াজেব, ইহা হানাফিগণ কোর-আন ও হাদিছের স্পষ্টাংশ হইতে দেখাইয়া দিবেন। যতক্ষণ মজহাবের কথা শেষ না হয়, ততক্ষণ অন্য কোন কথা বলিতে পারিবেন না। কোন আলেমের কথা বা স্থানের নিয়ম দলীল হইবে না। চারি মজহাবের বহু মছলা কোর-আন ও হাদিছের খেলাফ আছে, ইহা এই দল নাকি সপ্রমাণ করিবেন। পাঠক, ইহাদের এইরূপ অসার ও অমূলক প্রস্তাবগুলির নিগূঢ় রহস্য অবগত হউন।

ইহারা, এস্থলে কয়েকটি দাবি করিয়াছেন—

১ম দাবী— ইহারা কেবল কোর-আন ও হাদিছে যাহা স্পষ্ট পাইবেন, তাহাই মান্য করিবেন।

২য় দাবী—তাঁহারা কোর-আন ও হাদিছের অস্পষ্টাংশ যাহা আলেমগণের এজমা ও কেয়াছ দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা মান্য করিবেন না।

৩য় দাবী—তাঁহারা কোন আলেমের কথা মান্য করিবেন না।

৪র্থ দাবী—তাঁহারা কোন স্থানের নিয়ম মান্য করিবেন না।

৫ম দাবী—হানাফিগণ কেবল আপন মজহাবের দলীল দেখাইবেন, কিন্তু ইহারা নিজেদের মজহাবের দলীল দেখাইবেন না।

৬ষ্ঠ দাবী—তাঁহারা হানাফিগণকে মজহাবের কথা ভিন্ন অন্য কথা বলিতে দিবেন না।

৭ম দাবী—তাঁহারা দলীল রেজিষ্টারী করিয়া লইবেন।

৮ম দাবী—হিন্দু বা খৃষ্টান সালিশ নির্ব্বাচন করিবেন।

৯ম দাবী—উভয় পক্ষের মধ্যে যাহারা পরাস্ত হইবেন, তাহারা এত টাকার দায়ী হইবেন।

১০ম দাবী— তাঁহারা নাকি হানাফি মজহাবের অনেক মছলা কোর-আন ও হাদিছের খেলাফ বলিয়া সপ্রমাণ করিবেন, কিন্তু ইহারা কোর-

আন ও হাদিছের খেলাফ যে সমস্ত মত প্রকাশ করেন, হানাফিগণ উহা বাহাছে প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

এইরূপ একচেটিয়া দাবিগুলি কতদূর যুক্তিসঙ্গত, তাহাই বুঝিতে পারিলে উহাদের মজহাবের অবস্থা-প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

ইহারা প্রথম দাবী অনুসারে নিম্নোক্ত আয়ত ও হাদিছগুলির স্পষ্ট মর্ম্ম গ্রহণ করিবেন কিনা?

কোর-আন, ছুরা কাহাফ, ৩ রুকু,—

فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ قف وَ مَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ

"যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে ইমানদার হউক এবং যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে কাফের হউক।

কোর-আন ছুরা হামিম ছেজদা, ৫ রুকু,— اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ

"তোমরা যাহা ইচ্ছা কর, তাহাই আমল কর।"

কোর-আন ছুরা নেছা, ২৩ রুকু,— اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ

"তোমরা আপন সৎকর্ম্ম হইতে বিরত হও।"

কোর-আন ছুরা জুমার, ১ম রুকু,— تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيْلًا

"তুমি আপন কাফেরির অল্প অল্প ফল লাভ কর।"

কোর-আন ছুরা আনয়া'ম, ১৪ রুকু,—

فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ

"যে বস্তুর উপর খোদার নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে, উহা ভক্ষণ কর।"

কোর-আন ছুরা ফাতাহ,— يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ

"খোদার হস্ত সকলের হস্তের উপর আছে।"

মেশকাত ৬৭। ৭২ পৃষ্ঠা,—

رأيت ربى عزوجل فى احسن صورة

"খোদাকে উৎকৃষ্ট আকৃতিতে দেখিয়াছি।"

এক্ষণে যদি এই মৌলবিগণ উক্ত আয়ত ও হাদিছ সমূহের স্পষ্ট মর্ম্ম গ্রহণ করেন, তবে ইমান নষ্ট করিবেন। আর যদি অস্পষ্ট মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ইমান রক্ষা করেন, তবে তাঁহাদের প্রথম দাবী বাতীল হইল।

ইহারা—বলেন, ছহিহ বোখারি, মোছলেম, আবু দাউদ তেরমেজি, নাছায়ী ও মোয়াত্তা —এই ছয় খণ্ড কেতাব সকল অপেক্ষা বেশী ছহিহ, এই হাদিছ গ্রন্থাবলী থাকিতে অন্য কেতাবের হাদিছ গ্রহণীয় হইতে পারে না। ছহিহ বোখারির হাদিছ সর্ব্বোত্তম ছহিহ। এই কেতাবের হাদিছ থাকিতে অবশিষ্ট কেতাবগুলির হাদিছ গ্রাহ্য হইতে পারে না। এই হাদিছজ্ঞ বিদ্বানগণ যে ব্যক্তিকে যোগ্য বা অযোগ্য, যে হাদিছকে সত্য বা অসত্য বলিয়াছেন,তাহাই মানিতে হইবে। কোর-আন ও হাদিছে স্পষ্টভাবে এইরূপ কথা নাই। তাহা হইলে ইহারা মান্য করিবেন কিনা? যদি মান্য না করেন, তবে হাদিছ নষ্ট করিলেন। আর যদি মান্য করেন, তবে প্রথম দাবী রদ হইল।

ইহারা—দ্বিতীয় দাবি অনুসারে শরিয়তের অধিকাংশ আহকাম ধ্বংস করিলেন কেননা আলেমগণের বিচারে শরিয়তের কেবল একাংশ মছলা কোর-আন ও হাদিছে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে, অবশিষ্ট নয় অংশ মছলা কোর-আন ও হাদিছের অস্পষ্টাংশে আছে, যথা—ধান্য, পাট ও কলাই ইত্যাদির সুদ (বাড়ী) হালাল কি হারাম। কুকুর বানর ও ভল্লুক ইত্যাদি জীবের মলমূত্র পাক কি নাপাক? দাদি, নানী, নাৎনী,পুৎনীর ভাগিনেয়ের কন্যা, ভাগিনেয়ীর কন্যা, এবং নাৎনী বা পুৎনীর কন্যা হালাল কি হারাম? হাদিছ কাহাকে বলে? হাদিছ কয় প্রকার? হাদিছের ধারাবাহিক ইসনাদ জানা আবশ্যক কিনা? হাদিছ মোরছাল, মোয়াল্লাক ও মোয়ানয়ান ছহিহ কিনা?

এইরূপ সহস্রাধিক মছলার ব্যবস্থা কোর-আন ও হাদিছের অস্পষ্টাংশে আছে। এমামগণ কেয়াছ করিয়া এইরূপ অস্পষ্ট মছলাগুলি প্রকাশ করিয়াছেন।

এক্ষণে ইহারা যদি কোর-আন ও হাদিছের অস্পষ্টাংশ অমান্য করেন, তবে শরিয়তের দশভাগের নয়ভাগ ত্যাগ করিলেন। আর যদি মান্য করেন, তবে দ্বিতীয় দাবি বাতীল হইল।

ইহাদের—তৃতীয় দাবী অনুসারে কোর-আন হাদিছ সমস্তই বাতীল হইবে, কেননা তাহারা যদি কুফা, বাস্রা ও আরববাসী বিদ্বানদের আবিষ্কৃত অভিধান ও ব্যাকারণ অমান্য করেন, হাদিছ লেখক বিদ্বানদের মতামত অগ্রাহ্য করেন, তবে কোরাণ ও হাদিছ বুঝিতে না পারিয়া শরিয়ত নষ্ট করিবেন আর মান্য করেন, তবে তৃতীয় দাবী বাতীল হইল।

ইহারা—চতুর্থ দাবী অনুসারে যদি কোর-আন ও হাদিছের শব্দ উচ্চারণ করিতে আরবের নিয়ম অবলম্বন না করেন, তবে কোর-আন ও হাদিছ পড়িতে না পারিয়া ধর্ম্ম নষ্ট করিবেন আর যদি উক্ত নিয়ম গ্রহণ করেন, তবে চতুর্থ দাবী বাতীল হইল।

ইহাদের—পঞ্চম দাবির বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, তাঁহারা আপনাদিগকে 'মোহাম্মদী' বলেন, আবার শিয়া কাদেরিয়া, মরজিয়া খারেজী, নাছেবী ইত্যাদি ৭২ ফেরকা আপন আপন ফেরকাকে 'মোহাম্মদী' বলেন। ইহারা যেরূপ আপনাদিগকে বেহেশতী ফেরকা হইবার দাবী করেন, উপরোক্ত ফেরকাগণ ঐ ঐরূপ দাবি করেন।

ইহাদের—মৌলবি সিদ্দিক হাসান, নজির হোসেন, কাজি শওকানি, আব্বাস আলি ও এলাহি বখশ প্রভৃতি সাহেবগণ আপনাদিগকে কোর-আন ও হাদিছের তাবেদার (অনুসরণকারী) বলেন, উপরোক্ত ফেরকাদের মৌলবীগণ এইরূপ দাবি করেন। এক্ষণে ইহারা আপনাদের বেহেশতী ফেরকা হওয়ার এবং চারি মজহাব শেরক ও বেদয়াতে জালালা হইবার প্রমাণ স্পষ্ট কোর-আন ও হাদিছ হইতে দেখাইবেন। অন্যথায় তাহাদের পঞ্চম দাবী বাতীল হইবে।

ইহাদের— ষষ্ঠ দাবী অনুসারেই বুঝা যাইতেছে যে, তর্ক স্থলে মজহাব ভিন্ন অন্য কোন কথা বলিলে, তাহাদের মজহাবের কথাই খুলিয়া যাইবে, সেইহেতু এইরূপ অন্যায় কথা বলিয়া থাকেন, হানাফিগণ বলেন, ইহারা যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, আমরা শরিয়তের দলীল সকল হইতে উহার উত্তর দিব। আমরা যে কোন প্রশ্ন করিব, ইহারা নিজেদের দাবী অনুসারে কোর-আন ও হাদিছের স্পষ্টাংশ হইতে তাহার উত্তর দিতে বাধ্য হইবেন, অন্যথায় তাঁহাদের বেদয়াতি ফেরকা হইবার অবস্থা প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

বাহাছের প্রথমে ইহারা কোন কোন দলীল হইতে বাহাছ করিবেন, তাহাই প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন। যদি কেহ সোনাভান পুস্তককে দলীল বলেন, তাহা হইলে উহা দলীল হইবে কিনা? হাদিছের কোন কোন কেতাব সহিহ? হাদিছ ও কোর-আন ভিন্ন অভিধান, আরব্য ব্যাকারণ, তফছির, অছুলে ফেকহ, অছুলে হাদিছ, এলমে কেরাত ও আছমায়োর রেজাল মান্য করিবেন কিনা? হাদিছের কোন কোনটি ছহিহ? এই প্রস্তাবগুলির সম্বন্ধে যাহা স্বীকার করিবেন, কোর-আন ও হাদিছের স্পষ্টাংশ হইতে উহার প্রমাণ দেখাইবেন।

ইহারা—সপ্তম দাবী অনুসারে কোর-আন ও হাদিছ হইতে রেজিষ্টারী করার দলীল দেখাইতে বাধ্য হইবেন। ধর্ম্ম সংক্রান্ত তর্কের জন্য রেজিষ্টারী করা ফরজ ওয়াজেব কিনা? কোর-আন ও হাদিছের ইহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে কিনা? যদি না থাকে, তবে ইহারা রেজিষ্টারী করিয়া গোমরাহ বেদয়াতি হইবেন কিনা?

অষ্টম—দাবীর পক্ষে আমাদের বক্তব্য এই যে, ইহারা বলেন, কোন বিষয়ে তর্ক উপস্থিত হইলে, কোর-আন ও হাদিছ ভিন্ন অন্যকে মধ্যস্থ করিলে, ছুরা নেছার আয়ত অনুসারে কাফের হইতে হইবে, এক্ষেত্রে হিন্দু ও খৃষ্টানকে বাহাছ নিষ্পত্তির জন্য সালিশ করিয়া ইহারা নিজেদের দাবি অনুসারে কাফের হইবেন কিনা?

ইহারা—নবম দাবী সপ্রমাণ করিবার জন্য টাকা হার জিতের ফৎওয়াটি কোর-আন হাদিছ হইতে বাহির করিবেন। যদি না পারেন, তবে হারাম ক্রীড়া করিয়া কোন ফেরকায় গণ্য হইবেন?

দশম—দাবির পক্ষে বলা যাইতে পারে যে, বিনা ছনদের হাদিছ ছহিহ হইবে কিনা? ছহিহ বোখারির মোয়াল্লাক হাদিছগুলি ছহিহ হইবে কিনা? মরজিয়া, কাদেরিয়া ও খারেজিদের বর্ণিত হাদিছগুলি ছহিহ হইবে কিনা? স্মৃতিহীন লোকের বর্ণিত হাদিছ ছহিহ হইবে কিনা? কেয়াছ করা, কেয়াছ মান্য করা, তকলীদ করা ও ভিন্ন ভিন্ন মত অবলম্বন করা কাফেরি কর্ম্ম কিনা?

মৌলবী ছিদ্দিক হাছান প্রভৃতি আলেমদিগের ফৎওয়া মান্য করা জায়েজ কিনা? ইহারা কোর-আন ও হাদিছ হইতে ইহার প্রমাণ দেখাইবেন।

অবশেষে বলি, উহার জয়পুরের বাহাছের জন্য দলীল রেজিষ্টারী করিয়াছিলেন, কিন্তু ঘটনাক্রমে বাহাছ হইয়াছিল না, বা কোন পক্ষের জয় পরাজয় হইয়াছিল না। তৎপরে এই দল অন্যায় ভাবে রেজিষ্টারী টাকার দাবির জন্য তিন কোর্টে মোকদ্দমা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রত্যেকবারে মোকদ্দমা ডিসমিস্ হইয়াছিল।

ইহারা রেজিষ্টারী করিয়া কেবল মোকদ্দমার পথ প্রসারিত করিয়া থাকেন মাত্র।

এক্ষণে যদি কখন রেজিষ্টারি করিতে হয়, তবে নিম্নোক্ত শর্ত্তানুযায়ী রেজিষ্টারী করা আবশ্যক, তাহা হইলে ইহাদের অসার দাবির অবস্থা আপনি প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

শর্ত্তনামা

(১) হানাফিগণ বলেন, শরিয়তের চারিটি দলীল, কোর-আন হাদিছ এজমা ও ছহিহ কেয়াছ। মোহাম্মদিগণ কেবল কোর-আন ও হাদিছকে

শরিয়তের দলীল বলিয়া স্বীকার করেন, এজমা ও ছহিহ কেয়াছকে অগ্রাহ্য করেন। এখন তাহারা নিম্নোক্ত বিষয়গুলি কোর-আন ও হাদিছ হইতে প্রমাণ করিয়া দিতে বাধ্য হইবেন। (২) এমাম বোখারী, মোছলেম, আবু দাউদ, নাছায়ি ও তেরমেজী প্রভৃতি হাদিছতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ হাদিছের সত্যাসত্য নির্ব্বাচন করিতে যে কয়েক প্রকার কাল্পনিক শর্ত্ত স্থির করতঃ হাদিছ বিচার করিয়াছেন, তৎসমস্তের প্রমাণ কোর-আন ও হাদিছে আছে কিনা? যদি থাকে, তবে মোহাম্মদিগণ উহা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন, আর যদি না থাকে, তবে মোহাম্মদিগণ এইরূপ কাল্পনিক কথার তকলিদ করিয়া কিরূপে মোহাম্মদী বা শরিয়তধারী হইলেন? উপরোক্ত হাদিছতত্ত্ববিদ বিদ্বানগণের মধ্যে কেহ এক হাদিছকে ছহিহ অপরে উহা হাছান, অন্যে উহা জইফ বলিয়াছেন, তাঁহাদের একজন এক রাবিকে যোগ্য, অপরে তাঁহাকে অযোগ্য, অন্যে তাঁহাকে মিথ্যাবাদী ইত্যাদি বলিয়াছেন, তাঁহাদের একজন এক হাদিছকে মনছুখ, অপরে উহাকে গরমমনছুখ বলিয়াছেন, তাঁহাদের একজন একটি বিষয়কে ফরজ, অপরে উহাকে নফল একজন একটি বিষয়কে হালাল, অপরে উহাকে হারাম বলিয়াছেন। তাঁহাদের এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন মতের সমস্তই কি সত্য বা গ্রহণীয় হইবে? যদি সমস্তই সত্য বা গ্রহণীয় হয়, তবে ইহার প্রমাণ মোহাম্মদীগণ কোর-আন ও হাদিছ হইতে দেখাইতে বাধ্য হইবেন। আর যদি কতকগুলি সত্য ও অবশিষ্টগুলি বাতিল হয়, তবে সেহাহসেত্তা প্রভৃতি হাদিছ গ্রন্থের কোন কোন অংশ বাতীল, ইহা তাঁহারা চিহ্নিত ভাবে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন। উক্ত হাদিছতত্ত্ববিদগণ বিচার করিতে গিয়া হাদিছকে ছহিহ, হাছান, জইফ, মরফু, মকতু ইত্যাদি আখ্যা প্রদান করিয়া কতককে গ্রহণ ও কতককে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের এমত প্রকার হাদিছ বিচার যদি কোর-আন ও হাদিছে থাকে, তবে প্রতিপক্ষগণ প্রমাণ করেন, আর যদি না থাকে, তবে এরূপ কল্পিত বিচার সকলকে মান্য করিতে হইবে, ইহা কোর-আন ও হাদিছে কোথায় আছে? বর্ত্তমান যুগে যদি কেহ

তাঁহাদের তকলীদ ত্যাগ করতঃ স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাদের বিরুদ্ধে হাদিছকে ছহিহ, জইফ বলিয়া দাবী করে, তবে সে ব্যক্তি কোর-আন হাদিছ অনুযায়ী দোষী হইবে কিনা? যদি না হয়, তবে প্রাচীন হাদিছ গ্রন্থগুলি অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে। আর যদি দোষী হয়, তবে তাহারা কোর-আন ও হাদিছ হইতে ইহার প্রমাণ দেখাইবেন। ছয় খণ্ড হাদিছ গ্রন্থকে ছহিহ কেতাব বা ছেহাহ বলিতে হইবে, উক্ত ছয় খণ্ড কেতাবের হাদিছ থাকিতে অন্য হাদিছ গ্রন্থের হাদিছ গ্রাহ্য হইবে না, ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের হাদিছ থাকিতে অবশিষ্ট চারি খণ্ড কেতাবের হাদিছ গ্রাহ্য হইবে না, ছহিহ বোখারির হাদিছ থাকিতে ছহিহ মোছলেমের হাদিছ গ্রাহ্য হইবে না। হাদিছ কাহাকে বলে? হাদিছ কয় প্রকার? উহাদের প্রত্যেকের ব্যাখ্যা কি? কোন কোন প্রকার গ্রাহ্য হইবে? এই সমস্ত কথা প্রতিপক্ষগণ কোর-আন ও হাদিছ হইতে দেখাইবেন। মৌঃ আব্বাছ আলি ছাহেব, মৌঃ এফাজুদ্দিন ছাহেব ও মৌঃ বাবর আলি সাহেব প্রভৃতি মোহাম্মদিগণ যে যে কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসমস্ত যে অকাট্য সত্য হইবে, ইহার প্রমাণ কোর-আন ও হাদিছে কোথায় আছে? সাধারণ মোহাম্মদিগণকে তাঁহাদের ফৎওয়া মান্য করা ফরজ বা হারাম। যদি ফরজ হয়, তবে কোন আয়তে ও হাদিছে ইহার প্রমাণ আছে? তাঁহারা আলেম কিনা ইহা কিরূপে জানা যাইবে? যদি আলেম হইবার দাবি করেন, তবে তাঁহাকে কোর-আন ও হাদিছ হইতে প্রমাণ করিবেন। মাসায়েলে জরুরিয়া ও আহলে হাদিছ পত্রিকার লিখিত বিষয় গুলি সত্য বা বাতীল? যদি সত্য হয়, তবে আল্লাহ ও রছুল উহার সত্য হওয়ার কথা কোথায় বলিয়াছেন? আরবী অক্ষরগুলির নাম, উচ্চারণ প্রণালী, আরবী ব্যাকারণ ও রাবিদের অবস্থা তাঁহারা কোর-আন ও হাদিছ হইতে দেখাইবেন। ধান্য ও পাটের সুদ হালাল কি হারাম? হিজড়ার কাফনের ব্যবস্থা কি? কুকুর, বানর ও ভল্লুকের মলমূত্র পাক কিনা? তাহারা কোর-আন ও হাদিছ হইতে দেখাইবেন। মোহাম্মদিগণ বলেন, চারি মজহাব বেদয়াতে জালালা, মজহাব মান্য করিলে,

ফরুয়াত মছলায় ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করিলে, কেয়াছ মান্য করিলে, কাফের মোশরেক ইবলিছের সঙ্গী হইতে হয়, ইহা তাঁহারা কোর-আন ও ছহিহ্ হাদিছ হইতে প্রমাণ করিবেন। (৩) হানাফিগণ বর্ত্তমান যুগের লোকের পক্ষে যে চারি মজহাবের কোন একটি অবলম্বন করা ওয়াজেব, ইহা কোর-আন ও হাদিছ হইতে শরিয়তের যে কয়েকটি দলীল প্রমাণিত হয়, তদ্দারা উপরোক্ত প্রস্তাব সপ্রমাণ করিবেন। (৪) বাহাছ কালে যে কোন প্রকারের কথা উপস্থিত হয়, মোহাম্মদিগণ কেবল কোরান ও হাদিছ হইতে ও হানাফিগণ শরিয়তের সপ্রমাণিত সমস্ত দলীল হইতে তৎসমস্তের উত্তর দিতে বাধ্য হইবেন। (৫) বাহাছের শালিশ গভর্ণমেণ্টের কোন মাদ্রাসার আলেমগণ বা মক্কা মদিনার আলেমগণ হইবেন। (৬) মোহাম্মদিগণ যখন প্রথমেই বাহাছের আলোচনা করিতেছেন, তবে তাঁহারাই ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের নিকট হইতে বাহাছের অনুমতি বাহির করিবেন। (৭) বাহাছের দিন উভয় পক্ষের সম্মতিতে স্থির করা হইবে। আরও প্রকাশ থাকে যে, উপরোক্ত বিজ্ঞাপন অনুসারে সকল দেশের মুছলমানগণের কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা আপন আপন পীর আলেমগণকে পরস্পর মোকাবেলা করাইয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইবেন। যদি কোন পক্ষের আলেমগণ এই মর্ম্মে মোকাবেলা করিতে বাধ্য না হন, তবে সর্ব্বসাধারণে বুঝিবে যে, উক্ত পক্ষের দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রবঞ্চনা মাত্র। বাহাছকারিগণকে বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায় দস্তখত করিয়া বাহাছ আরম্ভ করিতে হইবে।

সমাপ্ত